HITOPAKHYAN MALA.

INSTRUCTIVE TALES,

COMPILED FROM GOLESTAN, A PERSIAN WORK.

FIRST PART.

TRANSLATED INTO BENGALI.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
১২১৪

হিতোপাখ্যান মালা।

প্রথম ভাগ।

পারস্য পুস্তক গোলেস্তাঁ হইতে সঙ্কলিত।

পঞ্চম সংস্করণ।

CALCUTTA:

PRINTED AT THE INDIAN MIRROR PRESS,
6, COLLEGE SQUARE, EAST.

1876.

মূল্য ।৶০ আনা।

Raj Mohan Banerji
G. 38

সূচীপত্র।

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় ...	নৃপচরিত্র	১—২১
দ্বিতীয় অধ্যায় ...	যুবকচরিত্র	২২—২৫
তৃতীয় অধ্যায় ...	বৃদ্ধচরিত্র	২৪—২৯
চতুর্থ অধ্যায় ...	ঋষিচরিত্র	৩০—৪৮
পঞ্চম অধ্যায় ...	বাক্যসংযম	৪৯—৫৩
ষষ্ঠ অধ্যায় ...	ধৈর্য্যগুণ	৫৪—৬৭
সপ্তম অধ্যায় ...	শিক্ষা ও উপদেশ ...	৬৮—৭৭
অষ্টম অধ্যায় ...	হিতবাক্যাবলী	৭৮—৭৯
পরিশিষ্ট ...	ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ...	৭—৮০

পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন।

আমি পারস্য ভাষা শিক্ষার এক প্রকার শৈশবাবস্থায় গোলেস্তাঁর কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া প্রথম ভাগ হিতোপাখ্যান মালা নামে প্রকাশ করি। তৎপ্রতি সকলের স্নেহ দৃষ্টি পতিত দেখিয়া ক্রমে আমাকে তাহা চারিবার মুদ্রিত করিতে হয়। এ পর্য্যন্ত আমি এই হিতোপাখ্যানমালায় বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করি নাই, প্রথম সংস্করণে যেরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল, প্রায় তদনুরূপই রাখিয়াছি। কিন্তু এবার আর তাহাকে হীনাবস্থায় রাখিতে ইচ্ছা হইল না। মূলগ্রন্থ হইতে তাহাতে আরও কতকগুলি সুন্দর উপাখ্যান গ্রহণ করিলাম। গোলেস্তাঁর সঙ্গে মিলাইয়া পূর্ব্ব প্রচারিত উপাখ্যানগুলিরও স্থানে স্থানে অনেক পরিবর্ত্তন করিলাম। এই পুস্তক গোলেস্তাঁর সম্পূর্ণ অবিকল অনুবাদ নহে। অনেক স্থলে কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন ও পরিত্যাগ করা গিয়াছে। আবশ্যক মতে কোন কোন স্থলে প্রস্তাবের তাৎপর্য্যমাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। বিশেষ কারণে অনেক উপাখ্যান ও অধ্যায় গোলেস্তাঁর প্রণালী অনুসারে এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয় নাই। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা গিয়াছে। বিদ্যালয়ের সহৃদর অধ্যক্ষ মহোদয়গণ অনুগ্রহ করিয়া যেরূপ উৎসাহ দান করিয়া আসিয়াছেন, ভরসা করি এবারও তাঁহাদের সেই অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত থাকিব না।

গ্রন্থসঙ্কলনকারী।

সূচনা।

গ্রন্থকর্ত্তা সেখ মসাল্লহেদ্দিন্ সাদি গোলেস্তাঁ গ্রন্থ প্রণয়নের হেতু এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন। "একদা রজনীতে আমি গত জীবনের বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম, যে সময় নষ্ট করিয়াছি তজ্জন্য খেদ করিতেছিলাম, অশ্রুরূপ হীরক দ্বারা হৃদয় প্রস্তরকে বিদ্ধ করিতেছিলাম, এবং নিজের অবস্থানুযায়ী এই সকল বাক্য বলিতেছিলাম 'প্রতিমুহূর্ত্তে জীবনের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ক্ষয় হইতেছে, দৃষ্টি করিয়া দেখ জীবন অধিক নাই। পঞ্চাশ বৎসর গত হইল, সাদি! এইক্ষণও তুমি নিদ্রায় রহিলে। অন্ততঃ অবশিষ্ট পঞ্চদিন সার্থক করিয়া লও' ইত্যাদি। এই সকল গূঢ় আলোচনার পর নির্জ্জনে বাস করা, লোকসংসর্গ পরিত্যাগ করা, বৃথা আলাপে লিপ্ত না হওয়া পরামর্শ স্থির করিয়া তাহা অবলম্বন করিলাম। সেই নির্জ্জনতা অবলম্বনের পর আমার স্বদেশ বিদেশের সঙ্গী ও প্রতিবেশী এক বন্ধু আমার কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন যে আমার সঙ্গে কথোপকথন ও আমোদ প্রমোদ করেন, কিন্তু আমি তাঁহার সঙ্গে কথা বলিলাম না, ধ্যান ভঙ্গ করিয়া মস্তক উত্তোলন করিলাম না। তিনি দুঃখিত অন্তরে আমার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন 'এইক্ষণ তোমার বাক্‌শক্তি আছে, হে ভ্রাতঃ! প্রিয় মধুর বচন বল। কল্য যখন মৃত্যুর অনুচর উপস্থিত হইবে, তখন ত বাধ্য হইয়াই বাক্য রোধ করিবে।' সেই সময় আমার এক জন আত্মীয় প্রকৃত ঘটনা তাঁহাকে জানাইলেন ও বলিলেন যে ইনি ইচ্ছা ও সঙ্কল্প করিয়াছেন যে

অবশিষ্ট জীবন মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া নির্জ্জন সাধনায় রত থাকিবেন। তুমি আপনার কার্য্যে যাও ও এক পার্শ্বে স্থান পরিগ্রহ কর।' ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন 'ঈশ্বরের নামে, বন্ধুতার অনুরোধে বলিতেছি যে সাদি কথা না বলিলে আমি চলিয়া যাইব না। উপদেষ্টা সাদির বাক্য রসনায় নিবদ্ধ থাকা অসঙ্গত ও অকল্যাণের কারণ। পণ্ডিত জনের জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার বাগিন্দ্রিয়। দ্বার বদ্ধ করিয়া রাখিলে কে জানিতে পারে ইনি মণিকার, না, সূচি সূত্র বিক্রেতা। যদিচ জ্ঞানী লোকেরা মৌনভাবকে শ্রেয়ঃ বোধ করেন, তথাপি উপযুক্ত সময়ে বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। মৌন থাকার সময়ে কথা বলা ও কথা বলিবার সময়ে মৌন থাকা এই দুই ক্ষীণ বুদ্ধির কার্য্য।'

তাঁহার এই সকল কথা শুনিয়া জিহ্বা রোধ করিয়া থাকিতে আর সাধ্য হইল না—অতঃপর কথোপকথনে পরাঙমুখ থাকা পুরুষকার বোধ করিলাম না। তখনই কথা বলিলাম ও মনের কৌতূহলে বহির্দ্দেশে চলিয়া গেলাম। তৎকালীন বসন্ত ঋতুর অভ্যুদয় ও কুসুম সম্পত্তির সময় ছিল। কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে এক উদ্যানে রাত্রি যাপন করা সজ্ঘটন হইল। স্থান অতি সুখদ ও রমণীয়, তরুগণ পরস্পরকে শাখা বাহুযোগে আলিঙ্গন করিয়াছিল। তৃণ ও তৃণপুষ্প সকল ভূমি বিকীর্ণ বিবিধ বর্ণের কাচ খণ্ডের ন্যায়, দ্রাক্ষা স্তবক সকল নক্ষত্র গুচ্ছের ন্যায় শোভমান ছিল। নির্ঝর-নীর কুল কুল ধ্বনিতে উদ্যানাঙ্গনের উপর দিয়া সঙ্গীত করিয়া বেড়াইতেছিল। কোন স্থানে তরু শাখা নানা বর্ণের কুসুমাবলীতে পরিপূর্ণ, স্থলান্তরে ফলভরে অবনত, স্থানে স্থানে তরুমূলে সুকোল তৃণশয্যা প্রসারিত ছিল।

রজনীর অবসানে যখন গৃহে প্রত্যাগমনের উদ্যোগী

হইলাম, তখন দেখি সেই বন্ধু নানা সুগন্ধি পুষ্পে ও তৃণ পত্রে অঞ্চল পূর্ণ করিয়া আমাকে উপহার দিতে উপস্থিত। আমি বলিলাম 'উদ্যান পুষ্পের স্থায়িত্ব নাই, উদ্যানের সম্বন্ধও স্থায়ী নয়। জ্ঞানী মহাজনেরা বলিয়াছেন নশ্বর বস্তুর সঙ্গে হৃদয়কে বাঁধিও না।' বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন 'তবে কি করিতে হইবে?' বলিলাম 'লোকের প্রীতি ও প্রফুল্লতার জন্য আমি গোলেস্তাঁ নমক গ্রন্থ * প্রণয়ন করিতে পারি। এই গোলেস্তাঁতে হৈমন্তিক বায়ুর অত্যাচার থাকিবে না, কাল চক্র তাহার বাসন্তি আমোদ বিলুপ্ত করিতে পারিবে না। এই উদ্যানের পাত্র পূর্ণ পুষ্পে কি কার্য্য হইবে, আমার গোলেস্তাঁর এক পত্র গ্রহণ কর। এই পুষ্প পাঁচ কি ছয় দিনের অধিক থাকিবে না, আমার সেই গোলেস্তা চিরকাল প্রফুল্ল থাকিবে।'

ইহা বলিবা মাত্র বন্ধু পুষ্পগুলি অঞ্চল হইতে মৃত্তিকায় বিসর্জ্জন করিলেন ও ব্যগ্র ভাবে আমার অঞ্চল ধারণ করিয়া বলিলেন 'সাদি! দয়ালু লোকেরা যাহা বলেন, তাহা পালন করিয়া থাকেন।' এই ঘটনাতেই সেখ সাদি গোলেস্তাঁ বিরচনে প্রবৃত্ত হয়েন। গোলেস্তাঁ ছয় শত ছাপ্পান্ন হিজরী সালে প্রণীত হয়।

---

* । গোলেস্তাঁ। শব্দের অর্থ পুষ্পোদ্যান।

হিতোপাখ্যান মালা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৭৯৪

প্রথম ভাগ।

৬৭/৮

প্রথম অধ্যায়।

নৃপচরিত্র।

কোন রাজকুমার খর্ব্ব ও ক্ষীণাঙ্গ ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ সুশ্রী ও দীর্ঘাকৃতি। একদা রাজা সেই খর্ব্বাঙ্গ পুত্রের প্রতি ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টি করিয়াছিলেন। কুমার তাহা বুঝিতে পারিয়া নিবেদন করিলেন “পিতঃ! বুদ্ধিমান্ খর্ব্ব, নির্ব্বুদ্ধি উন্নতকায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সচরাচর মুল্যবান্ দ্রব্য আকারে ক্ষুদ্র। এক জ্ঞানবান্ ক্ষীণাঙ্গ পুরুষ নির্ব্বোধ স্থূলাঙ্গকে যাহা বলিয়াছিলেন, পিতঃ! তাহা কি তুমি শুনিয়াছ? তিনি বলিয়াছিলেন যে একটী আরবীয় ঘোটক দুর্ব্বল হইলেও শত গর্দ্দভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” নৃপতি এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, পারিষদ্‌গণ প্রশংসা করিলেন। কিন্তু কুমারের ভ্রাতৃবর্গ অন্তরে ব্যথিত হইল।

যতক্ষণ মনুষ্য কথা না বলে, ততক্ষণ তাহার দোষ গুণ গুপ্ত থাকে। সকল অরণ্যকে শূন্য বলিয়া মনে করিও না, কাহার মধ্যে ব্যাঘ্র থাকা বিচিত্র নয়।

কিছু দিন গত হইলে এক প্রবল শত্রু রাজ্য আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষের সৈন্যদল যুদ্ধার্থে পরস্পর সম্মুখীন হইলে প্রথমতঃ যিনি, রণভূমিতে অগ্রসর হইলেন তিনিই সেই খর্ব্বাকৃতি কুমার। তিনি সমরক্ষেত্রে

উপনীত হইয়াই সিংহনাদ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন “আমি এ প্রকার বীর নহি যে আমাকে কেহ যুদ্ধে বিমুখ হইতে দেখিবে, আমি রণভূমিতে বীরাগ্রগণ্য।” এই বলিয়াই বিপক্ষ সৈন্য আক্রমণ এবং কতিপয় প্রধান বীরপুরুষকে নিধন করিলেন। অতঃপর কুমার পিতার নিকটে আসিয়া ভূমি চুম্বন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন “তাত! তুমি আমাকে দুর্ব্বল ভাবিয়াছিলে, আমার পরাক্রম বুঝিতে পার নাই; যুদ্ধের সময়ে দুর্ব্বল ঘোটক দ্বারা কার্য্য হয়, সবলকায় বলীবর্দ্দ দ্বারা নয়।”

এক দিন শত্রুসেনা অধিক ছিল, কুমারের সৈন্য অল্প, তাহারা ভয়ে পলায়ন করিতেছিল। ইহা দেখিয়া সাহসী রাজকুমার উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, “হে বীরগণ! বল প্রকাশ কর, নারীর পরিচ্ছদ ধারণ করিও না।” কুমারের এই উৎসাহ জনক বাক্যে সেনাদিগের সাহসবৃদ্ধি হইল। তৎক্ষণাৎ সমুদায় সৈন্য একেবারে মহা বলে শত্রুদল আক্রমণ করিল এবং সেই আক্রমণেই কুমারের জয় লাভ হইল। রাজা মহা আহ্লাদে সেই বিক্রমশালী পুত্রকে চুম্বন করিয়া ক্রোড়ে বসাইলেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি অধিকতর বাৎসল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তাহাতে ভ্রাতাদিগের ঈর্ষা হইল, তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার অন্নে বিষ মিশ্রিত করিল। এক ভগিনী ইহা জানিতে পারিয়া কুমারকে সতর্ক করিলেন।

দুঃখের বিষয় গুণবান্ লোকের মৃত্যু হয়, নির্গুণেরা তাঁহার স্থান অধিকার করিতে চাহে। হোমা পক্ষীর* পক্ষ ছায়া সুদুর্ল্লভ হইলেও কেহই পেচক পক্ষীর ছায়া প্রাপ্ত হইতে চাহে না।

কুমার রাজাকে এ বিষয় অবগত করাইলেন, নরপতি সেই দুষ্ট পুত্রদিগকে সমুচিত শাসন করিলেন। পরে প্রত্যেককে তাহাদের ইচ্ছানুরূপ যৌবরাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেন। তাহাতে বিবাদ হিংসার উপশান্তি হইল।

---

* প্রবাদ যে হোমা নামক পক্ষীর ছায়া যাঁহার উপরে পতিত হয় সে রাজা হইয়া থাকে।

দশ জন সন্ন্যাসী এক খানি কম্বলে শয়ন করেন, কিন্তু এক রাজ্যে দুই রাজার সমাবেশ হয় না। ধার্ম্মিক লোক ক্ষুধার সময়ে অর্দ্ধ খণ্ড রুটী পাইলে তাহার অর্দ্ধ উপস্থিত ভিক্ষুককে দান করেন, রাজা একটী রাজ্য লাভ করিয়া তৃপ্ত হয়েন না, অন্য রাজ্য গ্রহণের অভিলাষী হয়েন। ১।

পারস্য দেশের কোন এক রাজা আপন প্রজার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, তাহাদের ধন সম্পত্তি অপহরণ করিতে লাগিলেন। অধিকাংশ প্রজা সেই অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তাহাতে রাজস্বের অতিশয় ক্ষতি ও ধনাগার শূন্য হইয়া পড়িল, বিপক্ষগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে বল প্রকাশ করিতে লাগিল।

যদি বিপদের সময় সাহায্য পাইতে চাও, তবে সম্পদের সময়ে সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। অনুগ্রহ না করিলে অনুগত ভৃত্যও চলিয়া যাইবে, পুনঃ পুনঃ বলিতেছি অনুগ্রহ কর, অনুগ্রহে শত্রুও অনুগত হইবে।

একদা তাঁহার সভাতে সাহনামা নামক পুস্তকে রাজা জোহাকের রাজ্যচ্যুতি ও ফরেদুঁর রাজ্য লাভ এই বিষয়টী পাঠ হইতেছিল। তখন মন্ত্রী রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "নরনাথ! আপনি জানেন ফরেদুঁর রাজ্যৈশ্বর্য্য বা সেনা কিছুই ছিল না, রাজশ্রী কিরূপে তাঁহার হস্তগতা হইল?" রাজা বলিলেন "জ্ঞাত আছি যে জোহাকের দৌরাত্ম্যে প্রজাপুঞ্জ ফরেদুঁর আশ্রয় লয়, ফরেদুঁ তাহাদের সাহায্যে বল প্রকাশ করে, তাহাতেই রাজ্য প্রাপ্ত হয়।" মন্ত্রী বলিলেন "যদি প্রজার অসন্তোষই রাজ্যনাশের কারণ, তবে কি নিমিত্ত আপনি প্রজাদিগের বিরক্তি জন্মাইতেছেন? বোধ হয় আপনার রাজ্যভোগে ইচ্ছা নাই।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রজা ও সৈন্য সংগ্রহের উপায় কি?" মন্ত্রী বলিলেন "রাজার বিচার চাই, তাহা হইলে উঁহা সংগৃহীত হয় এবং অনুগ্রহ চাই, তাহা হইলে নিঃশঙ্ক চিত্তে তাঁহার আশ্রয়ে চিরকাল বাস করিতে পারে। এই দুইয়ের একতর গুণও আপনাতে আছে কি না বিবেচনা করুন্। অত্যাচারী রাজা কদাচ প্রজা পালন করিতে পারে না। মৃগ-

রক্ষকতার কার্য্য কখন ব্যাঘ্র দ্বারা নির্ব্বাহ হয় না। যে রাজা প্রপীড়ন বৃত্তি অবলম্বন করেন, তিনি স্বীয় রাজত্ব ভিত্তির মূলদেশ স্বয়ংই খনন করেন। সৈন্যদিগকে প্রাণপণ যত্নে প্রতিপালন করুন, রাজা সৈন্য যোগেই রাজত্ব করিয়া থাকেন।"

রাজা মন্ত্রীর এই উপদেশ তিক্ত বোধ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন ও তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। অল্পকাল মধ্যে নৃপতির পিতৃব্য-পুত্র তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিলে, প্রপীড়িত প্রজাপুঞ্জ তাঁহার সহায় হইল এবং অনায়াসেই সেই প্রাচীন ভূপতিকে রাজ্যচ্যুত করিল।

যে রাজা দুর্ব্বল প্রজাদিগকে পীড়ন করেন, বিপৎ কালে বন্ধুও তাঁহার প্রবল শত্রু হয়। প্রজার সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা কর, শত্রুর আক্রমণে নিশ্চিন্ত থাকিবে,যেহেতু প্রজাবৎসল রাজার প্রজাই সৈনিকের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ২।

কোন রাজা আপন সেনাদলকে বেতন দানে সাতিশয় কৃপণতা করিতেন। দৈবাৎ এক প্রবল শত্রু তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তাহাতে সমুদায় সৈন্য যুদ্ধে বিমুখ হইল।

রাজা বেতন দানে সৈন্যদিগকে বঞ্চিত রাখিলে বিপদের সময়ে সেনাগণও তাঁহার সাহায্যের জন্য অস্ত্র ধারণে কুণ্ঠিত হয়।

উক্ত সৈন্যদিগের এক জনের সঙ্গে আমার বন্ধুতা ছিল, আমি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলাম যে, "তুমি অতি চপল, ক্ষুদ্র মতি, অযথার্থদর্শী ও অকৃতজ্ঞ। যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটী দেখিয়াই আপন চিরকালের প্রভুকে পরিত্যাগ করিলে, চিরপ্রাপ্ত উপকারের কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিলে না।" সিপাহি বলিল "ভাই! ক্ষমা কর, বলিতে কি আমাদের অশ্ব পর্য্যন্ত আহার প্রাপ্ত হয় নাই। যে রাজা সৈন্যদিগকে অর্থ দানে কৃপণতা করেন, সৈন্যগণও তাহার জন্য বীরত্ব প্রকাশে কৃপণ হয়। ধন দাও, সেনাগণ মস্তক দান করিবে।" ৩।

দেমস্কের জামা মস্‌জিদে মহর্ষি ইহির সমাধির সন্নিকটে আমি নির্জ্জন সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলাম। সেই সময়ে আরবের এক বিখ্যাত প্রজাপীড়ক রাজা তথায় উপস্থিত হয়েন। তিনি উপাসনা ও প্রার্থনান্তে বলেন "ধনী ও দরিদ্র এই দ্বারের ভৃত্য, যাহাদের ধন অধিক, তাহাদের আকাঙ্ক্ষাও অধিক।" ইহা বলিয়াই আমাকে বলিলেন "উদাসীনদিগের চিত্ত সদা প্রফুল্ল ও নির্ভীক্। শত্রুভয়ে আমার মন চিন্তিত। বলুন আমি কি উপায়ে তাঁহাদিগের ন্যায় নিঃশঙ্ক ও প্রসন্নচিত্ত হইতে পারি ?"

আমি বলিলাম "দুর্ব্বলের প্রতি দয়া করুন, তাহা হইলে প্রবল শত্রু আপনাকে ব্যথা দিবে না। সুদৃঢ় ভুজবলে ক্ষীণবাহু ভগ্ন করা অন্যায়। যে জন দীন হীনদিগকে দয়া করে না, সেই ভয় প্রাপ্ত হয়। সেই ব্যক্তি স্খলিত-পদ হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেও কেহ তাহার উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হয় না। যে জন মন্দ বীজ বপন করিয়া মিষ্ট ফলের প্রত্যাশা করে, সে নিতান্ত নির্ব্বোধ, তাহার আশা বৃথা। প্রজার প্রার্থনা শ্রবণে বধির হইবেন না। সুবিচার করুন, আপনি বিচার না করিলে আপনার জন্যও বিচার আছে। মনুষ্য মাত্রেই এক পিতার সন্তান, একই আকরে সমস্ত মানবরত্নের উৎপত্তি। শরীরের অবয়ব-বিশেষব্যথা পাইলে অন্যান্য অবয়বও কাতর হয়। যদি আপনি আপনার অঙ্গীভূত মানব মণ্ডলীর দুঃখ দর্শনে ব্যথিত না হয়েন, তবে আপনার নাম গ্রহণও উচিত নয়। ৪।

বাগ্‌দাদের কোন অত্যাচারী রাজা এক জন ঋষিকে স্বীয় কল্যাণের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহাতে ঋষি এরূপ প্রার্থনা করিলেন যে "হে পরমেশ্বর ! অবিলম্বে যেন ইহাঁর মৃত্যু হয়।" রাজা চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এই কি প্রার্থনা ?" ঋষি বলিলেন "ইহা তোমার ও তোমার প্রজামণ্ডলীর কল্যাণ প্রার্থনা।"

হে দুর্ব্বলের প্রবল শত্রো ! আর কত দিন তোমার এই অত্যাচারের বিপণী উচ্চ থাকিবে। তোমার রাজত্বে কি প্রয়োজন ? যখন তুমি প্রজাপীড়ক, তখন মৃত্যুই তোমার জন্য মঙ্গল। ৫।

এক জন প্রজাপীড়ক রাজা কোন তপস্বীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "যত প্রকার তপস্যা আছে তন্মধ্যে কোন্‌প্রকার সর্ব্বোত্তম ?" তপস্বী বলিয়াছিলেন "যে দিবার্দ্ধভাগ নিদ্রায় যাপন করাই তোমার পক্ষে উৎকৃষ্ট তপস্যা। তাহাতে এতাবৎকাল প্রজাপীড়ন হইবে না।" ৬।

কোন অত্যাচারী রাজপুরুষ দরিদ্রগণ হইতে স্বল্প মূল্যে কাষ্ঠ ভার বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ধনীদিগের নিকট উচিত মূল্যে বিক্রয় করিত। একদা তাহার অত্যাচার দেখিয়া এক জন ধার্ম্মিক ভৎসনা করিয়া বলিলেন যে "তুমি কি বিষধর যে যাহাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখ, দংশন কর ? দুর্ব্বল মনুষ্যের প্রতিই তুমি বল করিতে পারিবে, কিন্তু সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রভু পরমেশ্বরের সহিত তোমার পরাক্রম খাটিবে না। মনুষ্য সন্তানের প্রতি অত্যাচার করিও না, তাহা করিলে তোমার প্রার্থনা ঈশ্বর গ্রহণ করিবেন না।"

এই উপদেশ শুনিয়া রাজ পুরুষ বিরক্ত হইল ও তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। অতঃপর একদা রাত্রিতে ঐ দুর্ব্বৃত্তের রন্ধনশালার অগ্নি কাষ্ঠপুঞ্জে পতিত হইয়া ভয়ানকরূপে জ্বলিয়া উঠিল এবং তৎসহযোগে তাহার গৃহ সম্পত্তি সমুদায় ভস্মীভূত হইয়া গেল। তখন মহামূল্য সুকোমল শয্যার পরিবর্ত্তে উষ্ণ অঙ্গার শয্যাই তাহার আসন হইল। দৈবাৎ সেই ধার্ম্মিকবর তখন তাহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন, শুনিলেন যে আপন বন্ধুবর্গের সহিত এরূপ আলাপ করিতেছে "জানি না যে এই অগ্নি হঠাৎ কোথা হইতে আমার গৃহে পতিত হইল।" তখন ঐ ধর্ম্মাত্মা বলিলেন "প্রপীড়িত দরিদ্রগণের দুঃখাগ্নিদহ্যমান হৃদয় হইতে—"

অত্যাচারিন্! অত্যাচার ভগ্ন অন্তরের দীর্ঘ নিশ্বাসের আঘাত সহ্য কর। ভগ্নহৃদয় পরিণামে বল প্রকাশ করে। সাধ্যানুসারে কাহার মনে ব্যথা দিও না, ব্যথিত ব্যক্তির একটী শোক জনিত নিশ্বাস সমুদায় জগৎকে দুর্দ্দশা পন্ন করিতে পারে। ৭।

এক জন রাজানুচর প্রজাপীড়ন করিয়া রাজস্ব আদায় করিত।

পরে রাজা সেই অত্যাচারের বিবরণ অবগত হইয়া তাহাকে কর্ম্মচ্যুত ও গুরুতর শাস্তি প্রদান করিলেন।

নীতিজ্ঞ লোকেরা বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রিয় প্রজা মনুষ্য-দিগকে প্রপীড়ন করিয়া মনুষ্যবিশেষের চিত্ত আকর্ষণে রত থাকে, ঈশ্বর সেই মনুষ্যদ্বারাই ঐ অত্যাচারীর পাপের প্রতিফল প্রদান করেন। রাজার অধীনস্থ লোকদিগের প্রিয় না হইলে রাজার প্রিয় হওয়া যায় না। যদি ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের ইচ্ছা থাকে, তবে ঈশ্বরের ভৃত্য মনুষ্যের প্রসন্নতা লাভ কর।"

কোন প্রপীড়িত প্রজা সেই অত্যাচারীকে স্বীয় দুষ্কর্ম্মের শাস্তি ভোগ করিতে দেখিয়া বলিয়াছিল "যে ব্যক্তি পদ-গৌরবের বলে পরস্বাপহরণ করে, তাহার পরিণাম এই রূপই হয়। দৃঢ় অস্থি উদরস্থ করিয়া কেহই পরি-পাক করিতে পারে না, সময়ে উহা উদর ভেদ করিয়া বাহির হয়।"

লোকে বলে পশুদিগের মধ্যে ব্যাঘ্র শ্রেষ্ঠ, গর্দ্দভ নিকৃষ্ট। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভারবাহী গর্দ্দভ, হিংস্র ব্যাঘ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৮।

একদা প্রসিদ্ধ ন্যায়পরায়ণ রাজা নৌসেরওয়ঁা মৃগয়া স্থলে মৃগমাংস রন্ধন করাইতেছিলেন। তখন লবণ ছিল না। লবণের নিমিত্ত ভৃত্যকে বিপণিতে যাইতে অনুমতি করিয়া বলিলেন "সাবধান! লবণ যেন মূল্য দ্বারা গৃহীত হয়। তাহা হইলে অত্যাচার হইবে না, বিপণীর অনিষ্ট হইবে না।" ইহা শুনিয়া রাজার একজন বয়স্য বলিলেন, "কিঞ্চিৎ মাত্র লবণ আনয়ন করা যাইবে, তাহার মূল্য প্রদান না করিলেই বা লাবণিকের এমত কি ক্ষতি হইবে?" নৌসেরওঁয়া বলিলেন "যদিচ তদ্দারা বিশেষ ক্ষতি না হইতে পারে, তথাপিঅন্যায় পথ প্রদর্শিত হইবে। পরন্তু এই সূত্রে অত্যাচারের প্রতাপ প্রবল হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা।"

রাজা যদি প্রজার উদ্যানের একটী মাত্র ফল গ্রহণের আদেশ করেন, দুর্ব্বৃত্ত অনুজীবিগণ বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটন করে। নরপতি একটী অণ্ডের প্রতি অত্যাচারের অনুমতি করিলে, তাঁহার সেনাগণ লৌহশলাকায় শত শত কুক্কুটীর জীবন বিনাশ করে। ৯।

নরপাল হারুনল্‌রসিদের এক পুত্র তাঁহার নিকটে আসিয়া নিবেদন করিয়াছিল "পিতঃ! অমুক দাস পুত্র আমাকে গালি দিয়াছে, তাহার শাস্তি হয় এই প্রার্থনা।"

হারুনল্‌রসিদ সচিববর্গকে দণ্ডবিধি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদের একজন অপরাধীর শিরশ্ছেদন, অপর এক ব্যক্তি জিহ্বা উৎপাটন, অন্য এক জন নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা প্রদান করিলেন। তখন রাজা পুত্রকে বলিলেন "বৎস! তুমি ইহাকে ক্ষমা কর, তোমার মহত্ত্ব রক্ষা পাইবে। যদি একান্তই ক্ষমা করিতে অসমর্থ হও, তুমিও তাহাকে গালি দাও। দাস পুত্ত্রের প্রতি তোমার ক্ষমতার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া উচিত নহে। তাহাতে অত্যাচার প্রকাশ পাইবে।"

যে ব্যক্তি মত্ত মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, বুদ্ধিমান্ লোকেরা কখন তাহাকে বলবান্ বলিয়া প্রশংসা করেন না। তিনিই যথার্থ বলশালী, যিনি ক্রোধের বশ নহেন ও ক্ষমা করিতে পারেন। ১০।

কোন রাজার সঙ্কট রোগ ছিল। ইয়ুনান দেশীয় চিকিৎসকগণের মতে বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত মনুষ্যের যকৃৎ সেবন ভিন্ন রোগ প্রতীকারক অন্য কোন ঔষধ ব্যবস্থা হইল না। অনুসন্ধানে কোন গ্রামে তদ্রূপ লক্ষণযুক্ত একটী বালক প্রাপ্ত হওয়া গেল। রাজা বালকের পিতা মাতাকে ডাকাইয়া প্রচুর অর্থ দানে সম্মত করিলেন। ব্যবস্থাপকও বিধি দিলেন যে প্রজাকুলপতির আরোগ্যের নিমিত্ত একজন প্রজার প্রাণসংহারে পাপ নাই। ঘাতক শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইলে, বালক প্রশান্তভাবে আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিল। ইহা দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "রে উপায়হীন শিশো! এ সময় তোর এ রূপ ভাব অবলম্বনের কারণ কি?"

বালক নিবেদন করিল "নরনাথ! পিতা মাতার প্রতি সন্তানের আব্‌দার; ব্যবস্থাপকের নিকটে আপত্তির মীমাংসা; রাজার নিকটে বিচার। পিতা মাতা ধনলোভে আমার মৃত্যুতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন; ব্যবস্থাপকও জীবনসংহারে বিধি দিয়াছেন; বিচারপতি স্বীয় স্বাস্থ্যের জন্য এই হতভাগ্যের মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। এ সময় জগদীশ্বর ব্যতীত

আমার আশ্রয় স্থান কোথায়? করুণাময় বিশ্বপতিকে হৃদয়ের সহিত এই ভাবে বলিতেছিলাম যে আমি এই অসহায় নিরুপায় অবস্থায় আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব? কাহার নিকট বিচারার্থী হইব? তোমারই শরণাপন্ন হইলাম।”

বালকের সকরুণ বাক্য শ্রবণে রাজার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে “এ রূপ নিরপরাধ বালকের প্রাণদণ্ড অপেক্ষা আমার মৃত্যু প্রার্থনীয়।” এই বলিয়া বাৎসল্য ভরে তাহার শিরশ্চুম্বন করিলেন এবং বহুবিধ পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে বিদায় দিলেন। ঈশ্বর কৃপায় সপ্তাহ কাল মধ্যে ভূপতিও রোগ মুক্ত হইলেন। ১১।

রাজা জওজনের এক জন অতি সাধু চরিত্র অমাত্য ছিলেন। তিনি সাক্ষাতে সকলকে সম্মান করিতেন, পরোক্ষে কাহারও নিন্দা করিতেন না। দৈবাৎ তাঁহার কোন ত্রুটি হয়। রাজা তাহাতে অসন্তুষ্ট হয়েন ও তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। কারা-রক্ষিগণ মন্ত্রীর পূর্ব্বকৃত অনুগ্রহে ও সদ্ব্যবহারে নিতান্ত কৃতজ্ঞ ও বাধিত ছিল। সুতরাং তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা সদয় দৃষ্টি রাখিত। সাধারণতঃ বন্দীদিগকে যেরূপ ক্লেশ দেওয়া হইয়া থাকে, তাঁহার প্রতি তাহা কখন হইত না।

ইতিমধ্যে সে দেশের অপর এক ভূস্বামী সেই কারাগৃহস্থ মন্ত্রীর নিকটে গোপনে এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে এই লিখা ছিল “সে দেশের রাজা তোমার ন্যায় শিষ্ট জনের মর্ম্মজ্ঞ নহেন। তিনি তোমার অত্যন্ত অসম্মাননা করিয়াছেন। তোমার প্রশস্ত হৃদয় আমার পক্ষপাতী হইলে আমি তোমার মনস্তুষ্টির জন্য যত দূর সাধ্য চেষ্টা করিব। আমার অনুচরবর্গ ও প্রজাপুঞ্জ তোমার দর্শনার্থী। পত্রোত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম।”

মন্ত্রী ইহা পাঠ করিয়া সশঙ্ক ও ব্যস্ত হইলেন। ইহার উত্তর যাহা উচিত বোধ করিলেন, পত্র পৃষ্ঠেই সঙ্ক্ষেপে লিখিয়া পাঠাইলেন। দৈবাৎ সেই পত্র ধরা পড়িয়া রাজার হস্তে সমর্পিত হয়। তাহা পঠিত হইল। মন্ত্রীর পত্রে এই মাত্র লিখিত ছিল “আর্য্য! আপনি অধমের গুণ সম্বন্ধে যে উচ্চ মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অতিরিক্ত; মহাশয়ের আশ্রয়

গ্রহণের বিষয়ে যে অনুমতি হইয়াছে, অধীনের তদ্বিষয়ে সম্মতি দানের ক্ষমতা নাই। যাঁহার অন্নে সপরিবারে চির জীবন প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছি, তাঁহার কিঞ্চিৎ ত্রুটি দেখিয়াই কৃতঘ্ন হইতে পারি না। জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন, যে যাঁহা হইতে অনুক্ষণ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছ, যদি জীবনের মধ্যে তিনি একটী অপকার করেন ক্ষমা করিবে।”

রাজা জওজন মন্ত্রীর এই ন্যায়পরতাকে অভিনন্দন করিলেন ও তাঁহাকে পুরস্কার দিলেন এবং “অপরাধ করিয়াছি, তোমাকে বিনা দোষে ক্লেশ দিয়াছি” বলিয়া তাঁহার নিকটে ক্ষমা চাহিলেন। মন্ত্রী বলিলেন “এই অবস্থাতে এ দাস প্রভুর কোন ত্রুটি দেখিতেছে না। আমার সম্বন্ধে ঈশ্বরের বিধিই এইরূপ ছিল যে নিগৃহীত হই, আপনি চির কালের প্রভু, আপনার হস্তে যে নিপীড়িত হইয়াছি উত্তম হইয়াছে।”

কোন দুঃখ বিপদ্ প্রাপ্ত হইলে লোকের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবে না; ঈশ্বর কল্যাণ উদ্দেশ্যেই উহা প্রেরণ করেন, মনুষ্য উপলক্ষ মাত্র। যদিচ ধনু হইতে শর বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ধনুর্দ্ধর তদ্বিক্ষেপের কারণ। ১২।

কোন রাজকুমার অপরিমেয় পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া দানাদি সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অকাতরে ধন বিতরণ করিতেছিলেন।

উদ কাষ্ঠকে এক স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখ, তাহার সৌরভ প্রাপ্ত হইবে না। অগ্নিতে প্রদান কর, সুগন্ধে আমোদিত হইবে। মহত্ত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে দান কর, বীজ বিকীর্ণ না করিলে শস্য জন্মে না।

একদা এক জন পারিষদ রাজকুমারকে এইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন “পূর্ব্ব ভূপতিগণ বহু যত্নে ধন রাশি সঞ্চয় করিয়াছেন, দান বিতরণে ক্ষান্ত হউন, শত্রু পশ্চাতে, যুদ্ধ সম্মুখে আছে; প্রয়োজন কালে ধনের অভাব হইবে। যদি আপনি ভাণ্ডারের সমুদয় ধন প্রজাদিগকে বিতরণ করেন, প্রত্যেক প্রজা একটী তণ্ডুল পরিমাণ প্রাপ্ত হইবে। আপনি

কেন প্রতিদিন প্রতি প্রজা হইতে যব পরিমাণে অতিরিক্ত রৌপ্য গ্রহণ করুন না, রাশীকৃত ধন সঞ্চিত হইবে।”

রাজকুমার এই কথা শ্রবণে বিরক্ত হইলেন, উপদেশ তাঁহার মনোনীত হইল না। তিনি উপদেষ্টাকে ধমকাইয়া বলিলেন যে “ঈশ্বর আমাকে এই উদ্দেশ্যে ধনের অধিকারী করিয়াছেন যে দানোপভোগ করিব, আমি ধনের প্রহরী নহি যে প্রহরীর কার্য্য করিব।”

কৃপণ মহা ধনী কারুর মৃত্যু হইয়াছে, কেন না জগতে তাহার অপযশ রহিয়াছে। নওসেরওঁয়ার মৃত্যু হয় নাই, তিনি যশেতে জীবিত রহিয়াছেন। ১৩।

একদা শীত ঋতুতে কোন রাজা কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। মৃগয়া স্থলে রাত্রি উপস্থিত হইল, রাজধানী বহু দূর, ঐ সময়ে প্রত্যাগমনের সাধ্য ছিল না। নিকটে এক কৃষকের কুটীর দৃষ্ট হইল। রাজা বলিলেন “তথায় রজনী যাপন করা যাউক।” কোন বয়স্য বলিলেন “ভবাদৃশ মহামান্য ভূপতির উচিত নহে যে দীন কৃষকের আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করেন। এই স্থানেই পটমণ্ডপ সংস্থাপন এবং শীত নিবারণার্থ অগ্নি উদ্দীপন করা হউক।”

কৃষি জীবী ইহা শ্রবণে রাজসন্নিধানে উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল “স্বামিন্! দরিদ্র প্রজার গৃহে পদার্পণে রাজমর্য্যাদা অণুমাত্রও খর্ব্ব হয় না, তদ্দ্বারা উক্ত প্রজাই উচ্চ সম্মানের অধিকারী হয়।”

রাজার নিকটে এই বাক্য যুক্তিযুক্ত বোধ হইল। তিনি সেই রাত্রিতে কৃষকের ভবনে আগমন করিয়া তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। প্রত্যূষে রাজধানীতে প্রতিগমন কালে কৃষক এই কথাটী বলিতে বলিতে কতকদূর ভূপতির অনুগমন করিয়াছিল “দরিদ্র প্রজার অতিথি সৎকার গ্রহণে রাজ গৌরবের কিছুই লাঘব হয় নাই; বিবেচনা করিলে উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু প্রজার সম্মান আকাশবৎ উচ্চ হইয়াছে।” ১৪।

কোন ব্যক্তি রাজা হরমুজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল “আপনি

প্রাচীন সচিববর্গকে কি অপরাধে কারারুদ্ধ করিয়াছেন ?” তিনি বলিলেন “আমি উহাদিগের কোন অপরাধ প্রাপ্ত হই নাই ; কিন্তু এরূপ বুঝিতে পারিয়াছি যে উহাদের অন্তরে আমার প্রতি অত্যন্ত ভয় আছে ও আমার কথায় বিশ্বাস নাই। ভয় হইল যে তাহারা আমা হইতে স্বীয় অনিষ্ট আশঙ্কায় বা পাছে আমার প্রাণ সংহারের চেষ্টা করে। অতএব জ্ঞানীলোকদিগের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়াছি। তাঁহারা বলিয়াছেন যে যদি তুমি শত শত বীরপুরুষকেও বলে পরাভব করিতে সমর্থ হও, তথাপি তোমাকে যে ভয় করে, তাহাকে তুমি ভয় করিবে। ভয় প্রাপ্ত মার্জ্জার ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিয়া তাহার চক্ষু উৎপাটন করে। আহত হইবার ভয়ে সর্প অগ্রেই যষ্টিধারীকে দংশন করে।” ১৫।

পারস্য দেশের কোন রাজা বার্দ্ধক্যে পীড়িত হইয়া জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,এমন সময়ে এক জন সেনাপতি উপস্থিত হইয়া এইরূপে বিজয় সংবাদ প্রদান করিলেন, “স্বামিন্ ! আপনার প্রসাদে অমুক দুর্গ অধিকার করিয়াছি, শত্রু কুল রুদ্ধ ও বিপক্ষ রাজের সমুদায় সৈন্য ও প্রজা মহারাজের আজ্ঞাধীন হইয়াছে।”

রাজা এতৎ শ্রবণে নিশ্বাস ভার পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন যে “এই সুসংবাদ আমার জন্য নহে,অতঃপর যাঁহারা রাজশ্রীর অধিকারী,তাঁহাদিগের নিমিত্ত।” পরে বলিলেন “হায় ! এই রাজ্য লোভের আশায়ই আমার প্রিয় জীবন শেষ হইল। আমি যে সকল আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলাম,এক্ষণ তাহাতে আমার কি ফলোদয় হইবে ? এমত আশা নাই যে আমার গত জীবন ফিরিয়া আসিবে। হে নেত্রদ্বয় ! মৃত্যু আমাকে আহ্বান করিয়াছে, তোমরা এই ক্ষণ বিদায়ের উদ্যোগ কর। হে হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়গণ ! সকলে আমাকে বিদায় দেও। আমি মৃত্যু রূপ ভয়ানক শত্রুর হস্তে পতিত হইয়াছি। বন্ধুগণ ! তোমরা এই ক্ষণ বিদায় হও। আমার জীবন মোহ অজ্ঞানতাতে গত হইয়াছে, আমি কিছুই করি নাই, তোমরা আমার জীবন দেখিয়া সাবধান হও।” ১৬।

কোন পর্ব্বত শিখরে এক দল দস্যু বাস করিতেছিল। বণিক্‌দিগের গম্য পথ তাহাদিগের দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছিল। গ্রাম বাসিগণ সর্ব্বদা মহা ভীত থাকিত। সেই পর্ব্বতস্থ কোন নিরাপদ দুর্গ, তাহাদের অবস্থিতি ও আশ্রয় স্থান ছিল, এ জন্য রাজ সেনাগণও তাহাদের প্রতিকূলাচরণে সমর্থ হইত না।

সেই দেশের শান্তি রক্ষকগণ কিরূপে এই দস্যুদিগের অত্যাচার নিবারণ করিবেন, এই প্রকারে তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। যদি এই দস্যু দল ঐই ভাবে দীর্ঘকাল স্থিতি করে, তাহা হইলে তাহাদিগের সঙ্গে পরাক্রমে সক্ষম হওয়া দুষ্কর হইবে। অচির-জাত তরু একটী শিশুর বলেই উৎপাটিত হয়, কিন্তু বহু দিন স্থায়ী হইলে তাহাকে প্রবল আকর্ষণে উন্মূলন করা যায় না। প্রথম অবস্থায় জল প্রণালীর মুখ এক খণ্ড মৃত্তিকা দ্বারা বন্ধ করা যায়; কিন্তু ক্রমে তাহা জল পূর্ণ হইয়া বিস্তৃত হইলে হস্তীকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। অতএব ইহাদিগকে অবিলম্বে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করা কর্ত্তব্য।

এই রূপ স্থির হইলে এক ব্যক্তি আক্রমণ সুযোগ অনুসন্ধানার্থ সেই দস্যু আশ্রিত পর্ব্বতে প্রেরিত হয়। একদা ঐ দুর্ব্বৃত্তগণ আপনাদিগের বাস-স্থান শূন্য রাখিয়া এক দল বণিকের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল। এমত সময়ে কতকগুলি যুদ্ধকুশল সুনিপুণ সৈনিকপুরুষ প্রেরিত হইল। তাহারা দস্যুদিগের আশ্রয় দুর্গের সন্নিহিত পর্ব্বত গুহায় প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিল। এদিকে দস্যুগণ ভ্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া সন্ধ্যার সময় স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল এবং অস্ত্র শস্ত্র ও লুণ্ঠন সামগ্রী রাখিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিল। প্রহরৈক রাত্রি গত হইলে নিদ্রারূপ শত্রু প্রথমতঃ তাহাদিগকে আক্রমণ করে, পথ শ্রান্তি বশতঃ উহারা অবিলম্বে গাঢ় নিদ্রার অভিভূত হইয়া পড়ে। তখন সৈনিক পুরুষগণ গুহাভ্যন্তর হইতে উঠিয়া প্রত্যেক দস্যুর হস্ত দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল এবং পরদিন তদবস্থায় তাহাদের সকলকে লইয়া রাজ সভায় উপস্থিত হইল। রাজা সমুদায়েরই শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন।

ঐ দস্যুদলের মধ্যে এক জন নব যুবক ছিল। তাহার বদনোদ্যানে শ্মশ্রু রূপ তৃণের নবোদ্গম হইয়াছিল। একজন অমাত্য তাহাকে দেখিয়া

সিংহাসন প্রান্ত চুম্বন ও ভূমিতে মস্তক নত করিয়া নিবেদন করিলেন, "রাজন্! এই বালক এ পর্য্যন্ত জীবনোদ্যানের ফলভোগ করে নাই, যৌবনের আস্বাদ প্রাপ্ত হয় নাই। মহারাজের সদয় প্রকৃতি স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে এই দস্যু পুত্রের প্রাণ দানে এ দাসকে কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ করুন।

রাজা ইহা শ্রবণে বিরক্ত হইলেন এবং বলিলেন "মন্ত্রিন্! যাহার স্বভাবের ভূমি মন্দ সে সাধুতা প্রাপ্ত হয় না। অবলম্বন ব্যতিরেকে আকাশে প্রস্তর স্থাপনের যত্ন ও নীচ প্রকৃতিকে উন্নত করিবার যত্ন উভয়ই নিষ্ফল হয়। এই দুরাত্মাদিগকে সবংশে নিধন করাই শ্রেয়ঃ, অগ্নিকণা উপেক্ষা করিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করা, সর্প শিশু পরিত্যাগ করিয়া সর্প বিনাশ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। মেঘ অমৃত বারি বর্ষণ করিলেও ঝাউ বৃক্ষের ফল কখন খাইতে পাইবে না। অধমের প্রতি যত্ন করা বৃথা; নল তৃণ হইতে কদাপি শর্করা জন্মে না।"

অমাত্য ইহা শুনিয়া রাজার বিবেচনাকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "প্রজানাথ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহা যথার্থ ও সদ্ যুক্তি-পূর্ণ। কিন্তু যদি এই যুবা অসৎ সংসর্গে থাকিয়া শিক্ষা পাইত, তাহা হইলে সে তাহাদের এক জন হইত। ভরসা করি সাধু চরিত্র বিদ্বান্ লোকদিগের সহবাসে তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিবে, সাধু ও বিদ্বান্ হইবে। এ এখনও শিশু। দুর্ব্বৃত্তদলের অবাধ্য স্বভাব ইহাকে এ পর্য্যন্ত অধিকার করিতে পারে নাই।"

অতঃপর কতিপয় পারিষদ ও মন্ত্রিবরের এই উক্তির সঙ্গে যোগ দান করিলেন। তখন নরপতি অনেকের অনুরোধে দস্যুযুবার প্রাণ দানে সম্মত হইয়া বলিলেন "আমি ইহাকে মুক্তি দিলাম, কিন্তু কার্য্যটীর ঔচিত্য স্বীকার করিলাম না। মহাবীর রোস্তমকে তাহার পিতা জাল কি বলিয়াছিল, জান? বলিয়াছিল যে শত্রুকে ক্ষুদ্র ও নিরুপায় বিবেচনা করিবে না। বার বার দেখা গিয়াছে যে ক্ষুদ্র জল প্রণালীর জল পরে বৃদ্ধি পাইয়া উষ্ট্র ও উষ্ট্রারোহীকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।"

অতঃপর মন্ত্রী দস্যুপুত্রকে গ্রহণ করিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন।

তাহার শিক্ষার জন্য অধ্যাপক সকল নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাহারা তাহাকে সামাজিক ও রাজনীতি এবং অন্য অন্য ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিল। এক দিন মন্ত্রী রাজসভাতে বলিতে লাগিলেন “যে দস্যুপুত্র সচ্চরিত্র হইয়াছে, তাহার চিরকালের মূর্খতার স্বভাব চলিয়া গিয়াছে” রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া ঈষদ্ হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন “ ব্যাঘ্র শাবক কিছু দিন মনুষ্য সহবাসে থাকিয়া মনুষ্য স্বভাব প্রাপ্ত হইলেও পরিশেষে ব্যাঘ্র স্বভাব ধারণ করিয়া থাকে।”

এইরূপে দুই বৎসর গত হইলে কতকগুলি প্রতিবেশী দুশ্চরিত্র লোক সেই দস্যুপুত্রের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিল ও বন্ধুতা সূত্রে বদ্ধ হইল। সুযোগ মতে সেই দস্যু যুবা মন্ত্রী এবং মন্ত্রীর পুত্রকলত্রদিগকে হত্যা করিয়া তাঁহার সমুদায় ধন সম্পত্তি লইয়া পলায়ন করিল, ও সেই পর্ব্বতে পৈতৃক ভূমিতে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া খেদ করিলেন ও বলিলেন “ অপকৃষ্ট লৌহে কেমন করিয়া লোকে উৎকৃষ্ট করবাল প্রস্তুত করিবে? বৃষ্টি জলের উর্ব্বরতা গুণের ব্যত্যয় কখন হয় না বটে কিন্তু লোণা ভূমিতে তৃণ এবং উদ্যানেতে নানা পুষ্প জন্মে। লোণা ভূমিতে তরু কখন ফলবান্ হয় না, তাহাতে পরিশ্রমের বীজ নষ্ট করিও না।” ১৭।

আমি রাজা আগ্‌লমসের ভবন-দ্বারে এক সেনাপতি পুত্রকে দর্শন করি। তাহার বুদ্ধি বিবেচনা ও বিচক্ষণতার প্রশংসা করিয়া উঠা যায় না। বাল্যকাল হইতেই তাহার ললাটে মহত্ত্বের লক্ষণ—সৌভাগ্যের নক্ষত্র প্রকাশিত ছিল। আন্তরিক ও বাহ্য সৌন্দর্য্য ছিল বলিয়া সে নরপতির কৃপা দৃষ্টি লাভ করে। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে “ ঐশ্বর্য্য ধনেতে নয়, মনেতে, মহত্ত্ব বয়সে নয়, জ্ঞানে।”

সহকারী রাজকর্ম্মচারীগণ উক্ত সেনাপতি পুত্রের পদোন্নতিতে ঈর্ষ্যান্বিত হয়, তাহাকে কোন অপবাদ দেয় ও তাহার প্রাণ সংহারের চেষ্টা করে; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে না। পরম বন্ধু ঈশ্বর সহায় থাকিলে শত্রু কি করিতে পারে? এক দিন রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার সম্বন্ধে ইহাদিগের শত্রুতা কেন?” সেনাপতি-

নন্দন নিবেদন করিল “মহারাজের রাজশ্রীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমুদায় লোককে প্রসন্ন রাখিয়াছি, কিন্তু পরশ্রীকাতর লোকেরা আমাকে ভাগ্যচ্যুত না দেখিলে প্রসন্ন হইতে চায় না। আমি ইহাদিগকে প্রতিফল প্রদান করিতে পারি, কিন্তু কাহাকে ক্লেশ দান করিতে চাহি না। ঈর্ষ্যাবান্ লোকেরা পরসম্পাদ্ দেখিয়া আপনা হইতেই কষ্ট পায়, উহাদিগকে আর কি শাস্তি দান করা যায়। ঈর্ষ্যালো! মৃত্যু ব্যতীত তোমার এই যন্ত্রণা দূর হইবে না।”

হতভাগ্য নীচ লোকদিগের একান্ত অভিলাষ যে ভাগ্যবান্‌গণ সম্পদ্ চ্যুত হয়। পেচকের চক্ষে সূর্য্যালোক অসহ্য, তাহাতে সূর্য্যের অপরাধ কি? ১৮।

কয়েক জন পর্য্যটক ঋষি আমার সহবাসে ছিলেন। বাহ্যে তাঁহাদের সাধুতা প্রকাশিত ছিল। তাঁহাদের প্রতি এক জন রাজপুরুষের মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তিনি তাঁহাদিগের উপজীবিকার জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। কিয়দ্দিন অন্তর সেই বন্ধুদিগের এক জন এমত এক অসাধু কার্য্য করেন, যে তাহাতে সকলের প্রতিই রাজপুরুষের শ্রদ্ধার লাঘব হয়। তদবধি তাঁহারা তাঁহা হইতে বৃত্তি লাভে বঞ্চিত হয়েন। আমি সেই বৃত্তি পুনঃ সংস্থাপন করিতে উদ্যোগী হই, সেই রাজপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। দ্বারবান্ সভায় প্রবেশ করিতে দেয় না, অপমান করে।

রাজা, মন্ত্রী ও ধনীদিগের দ্বারে সহায়াবলম্বন ব্যতীত গমন করিও না, যেহেতু দরিদ্র দেখিলেই দ্বারের কুকুর দংশন করিতে আসে ও দ্বারবান্ গলদেশ আক্রমণ করে।

আমি দ্বারবান্ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া বিনম্র ভাবে রহিলাম। ইতিমধ্যে রাজপুরুষের সভাসদ্‌গণ অবস্থা জানিতে পাইলেন। তাঁহারা অভ্যর্থনা করিয়া আমাকে সভায় লইয়া আসিলেন, বসিবার জন্য উচ্চ আসন স্থাপিত করিলেন। কিন্তু আমি বিনীত ভাবে নীচে বসিলাম এবং বলিলাম “আমি এক জন দরিদ্র ভৃত্য, অনুমতি করুন্ ভৃত্য-

দিগের শ্রেণীতে উপবেশন করি।” রাজপুরুষ বলিলেন “এ কি কথা? যদি আমার চক্ষুঃ ও মস্তকের উপর আপনি আসন গ্রহণ করেন, আমি আহ্লাদিত হইব।”

অতঃপর নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া নানা বিষয়ের কথা আরম্ভ করিলাম, ক্রমে বন্ধুদিগের দুরবস্থার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিলাম “আপনি পুরাতন দাতা ও প্রভু বটেন, দাসদিগের কি অপরাধ যে তাহাদিগের প্রতি কৃপা বিহীন হইয়াছেন। দেখুন ঈশ্বরের কেমন মহত্ত্ব, তিনি দাস বৃন্দের অপরাধ দেখিয়াও জীবিকা স্থায়ী রাখেন।”

এই কথা শুনিয়া রাজপুরুষ প্রসন্ন হইলেন ও পূর্ব্বানুরূপ বৃত্তি পুন নির্দ্ধারিত করিলেন। যে কয়েক দিনের বৃত্তি বন্ধ ছিল তাহাও প্রদান করিলেন। আমি ভূমি চুম্বন করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম, বন্ধুর অপৌরুষ ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থী হইলাম। পরে বলিলাম, “মাদৃশ ব্যক্তির সম্বন্ধে আপনার ন্যায় লোকের ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে, ফলবান্ বৃক্ষেই লোকে ঢিল নিক্ষেপ করিয়া থাকে।” ১৯।

এক জন লোকপীড়ক রাজকর্ম্মচারী কোন দরিদ্রকে প্রস্তর মারিয়াছিল। সেই দরিদ্রের সাধ্য ছিল না যে তাহার প্রতিফল প্রদান করে। তখন সেই প্রস্তর খণ্ড সে আপনার নিকট রাখিয়া দিল। কিছু দিন অন্তর রাজা সেই অত্যাচারী রাজানুচরের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কূপ মধ্যে বন্দী করেন। সেই সময় দরিদ্র সেখানে আসিয়া উক্ত প্রস্তর দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করে। আহত বন্দী জিজ্ঞাসা করিল “তুমি কেহে, কেন আমাকে এই প্রস্তর মারিলে?” দরিদ্র বলিল “আমি সেই ব্যক্তি এবং ইহা সেই প্রস্তর যাহা তুমি অমুক দিবসে আমার মস্তকে মারিয়াছিলে।” বন্দী জিজ্ঞাসা করিল “এত দিন তুমি কোথায় ছিলে?” দরিদ্র বলিল “এত দিন তুমি পদস্থ ছিলে বলিয়া ভয় করিতে ছিলাম। অদ্য তোমাকে বন্দী দশায় কূপের মধ্যে পাইলাম, তোমাকে প্রহার করার ইহাই উপযুক্ত সময় গণ্য করিলাম।

দুর্ব্বৃত্ত লোককে ভাগ্যবান্ দেখিলে বুদ্ধিমান্ তাহার নিকটে মস্তক নত করেন। তোমার বল না থাকিলে অসতের সঙ্গে তুমি বিবাদে প্রবৃত্ত হইও না। যে হীনবল লোক লৌহ-কঠিন বাহুকে আক্রমণ করিতে যায়, সে আপনার ক্ষীণ বাহুকেই ভগ্ন করে। হে প্রপীড়িত দুর্ব্বল! অপেক্ষা কর, বিধাতা যখন তোমার প্রবল শত্রুর হস্ত বদ্ধ করিবেন, তখন তাহাকে শিক্ষা দান করিও। ২০।

রাজা ওমরোলিসের এক দাস পলায়ন করিয়াছিল। লোক পশ্চাতে দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া আইসে। পূর্ব্বশত্রুতা বশতঃ মন্ত্রী এই যুক্তিতে তাহার শিরশ্ছেদনের পরামর্শ দেন যে তাহা করিলে ভয়ে অন্য কোন ভৃত্য এ প্রকার কার্য্য করিবে না। তখন দাস সিংহাসন প্রান্তে মস্তক অবনত করিয়া নিবেদন করিল "রাজন্! আমার সম্বন্ধে আপনি যাহা মনোনীত করিবেন তাহাই হইবে। আপনার আজ্ঞার উপরে এ দাসের কথা বলিবার কি আছে? কিন্তু এই একটী কারণে আমার বলিতে হইতেছে, আমি মহারাজের অন্নে প্রতিপালিত, ইচ্ছা করি না যে আমার হত্যা অপরাধে আপনি পরলোকে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েন। অগ্রে আমি এই মন্ত্রীকে বধ করি, পরে আমাকে এই হত্যার পরিবর্ত্তে হত্যা করুন, তখন আমার হত্যা অকারণ হইবে না"। ইহা শ্রবণে নরপাল হাস্য করিয়া মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বল এইক্ষণ কি পরামর্শ?" মন্ত্রী বলিলেন "প্রভো! পরামর্শ এই দেখিতেছি যে ঈশ্বর উদ্দেশ্যে ইহাকে মুক্ত করুন্। তাহাহইলে আমি নিরাপদ্ হই। অপরাধ আমারই বটে।" পণ্ডিত লোকেরা এ কথাটী যথার্থ বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি ঢিল ছুড়িয়া মারে তাহার সঙ্গে তুমি বিবাদ করিয়া থাকিলে মূর্খতাবশতঃ নিজের মস্তক ভগ্ন করিয়াছ, যদি শত্রুর উপর বাণ নিক্ষেপ করিয়া থাক, ধৈর্য্য ধারণ কর তুমিও তাহার লক্ষ্য হইয়াছ।" ২১।

এক রাজা এক নিরপরাধের শিরশ্ছেদন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে সে বলিল "মহারাজ! আমার প্রতি তোমার

যে ক্রোধ তাহা আপনার দুঃখের কারণ জানিও। আমার উপরে এই শাস্তি এক মুহূর্তের জন্য হইল, কিন্তু ইহার পাপ চিরকালের জন্য তোমার উপরে রহিল। রাজার রাজত্ব কাল দেখিতে দেখিতে বায়ুর ন্যায় চলিয়া যাইতেছে, হর্ষ বিষাদ তিক্ত মধুর সমুদায় চলিয়া যাইতেছে, তুমি মনে করিতেছ আমার উপর অত্যাচার করিলে তাহা নয়, অত্যাচার তোমার উপরে রহিল, আমা হইতে চলিয়া গেল।" ২২।

এক ব্যক্তি ভূপাল নওসেরওঁয়ার নিকটে উপনীত হইয়া বলিয়াছিল "নরপাল! তোমাকে এক শুভ সংবাদ প্রদান করিতেছি, ঈশ্বর তোমার অমুক শত্রুকে ইহলোক হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন।" নওসেরওঁয়া বলিলেন "তুমি কি শুনিয়াছ, আমি ইহলোকে থাকিব? শত্রুর মৃত্যু হইয়াছে উহা আমার আহ্লাদের কারণ নয়, আমি অমর নহি। শ্মশানে শব লইয়া যাইতে মনে করিও, পরিণামে আমারও এই দশা।" ২৩।

মিশর দেশের রাজা হারোনেল্‌রসিদ খসেবনামক এক নীচ নির্ব্বোধ কাফ্রি দাসকে আপন রাজত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। খসেবের বুদ্ধি বিবেচনা কত দূর ছিল তাহা এই একটী ঘটনা দ্বারাই প্রমাণিত হইবে। একদা কয়েক জন কৃষক তাহার নিকটে আসিয়া দুঃখ জানাইয়াছিল যে "আমরা নীল নদের তীরে কার্পাসের চাস করিয়াছিলাম, অসময়ে জল হইয়া তৎসমুদায় নষ্ট করিয়াছে।" তাহা শুনিয়া ধীরাজ খসেব বলিলেন, "কার্পাস বপন করিয়াছিলে কেন, নষ্ট হইবেইত, মেষরোম রোপণ করিলে জলে কখন ক্ষতি করিতে পারিত না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া এক জন কৃতী পুরুষ বলিলেন, যদি জ্ঞান বুদ্ধি সম্পদের কারণ হইত, তাহা হইলে জ্ঞানী লোকেরা নির্ব্বোধ লোক অপেক্ষা নির্দ্ধন হইতেন না। অজ্ঞ জনেরা এরূপ সম্পদ্ লাভ করে যে তাহা দেখিয়া জ্ঞানী বিস্মিত হয়েন। ভাগ্য ঐশ্বর্য্য বিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না, ঈশ্বরানুকূল্য ভিন্ন কিছুই হয় না। যে ব্যক্তি সুবর্ণ প্রস্তুত করিতে পারে সে উদরান্নের

জন্য লালায়িত, এক জন নির্ব্বোধ অরণ্যে স্থাপিত লুক্কায়িত ধন লাভ করিয়া হঠাৎ ধনী হইয়া যায়।” ২৪।

মহারাজ সেকেন্দরকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে “তুমি এই মহা সাম্রাজ্য কি প্রকারে হস্তগত করিলে? পূর্ব্বতন অনেক ভূপতি রাজৈশ্বর্য্য সেনা তোমা অপেক্ষা অধিক রাখিতেন, কখন তাঁহারা এরূপ বিজয় লাভ করিতে পারেন নাই।” সেকেন্দর বলিলেন “ঈশ্বরানুকুল্যে এই সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যে দেশ অধিকার করিয়াছি, অত্যাচার করিয়া তথাকার প্রজাদিগকে ক্লেশ দান করি নাই, সেই দেশের পূর্ব্বাধিপতির সদনুষ্ঠানের ক্ষতি করি নাই, তাঁহাদের খ্যাতির বিলোপ না করিয়া বরং বৃদ্ধি করিয়াছি।”

যে ব্যক্তি মহাজনদিগের খ্যাতি লোপ করে, জ্ঞানী লোকেরা তাহাকে বুদ্ধিমান্ বলেন না। সম্পদ্, সিংহাসন, নিষেধ আজ্ঞা, বল বিক্রম এ সকল যখন অস্থায়ী, তখন অকিঞ্চিৎকর। পূর্ব্ব পুরুষদিগের যশের হানি করিও না, তাহা হইলে তোমার কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবে। ২৫।

কোন রাজা আমোদ উল্লাসে রজনী যাপন করিয়া প্রমত্ত ভাবে বলিয়াছিলেন “পৃথিবীতে আমার কেবলই সুখ, ইষ্টানিষ্ট কিছুর জন্য আমার চিন্তা নাই, কোন কারণে আমার ক্লেশ নাই।” এক সন্ন্যাসী নিকটে শয়ান ছিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন “মহারাজ! তোমার তুল্য সম্পদ্শালী ও আমার ন্যায় নির্দ্ধন জগতে কেউ নাই, স্থির করিয়াছি তোমারও দুঃখ চিন্তা নাই, আমারও নাই।”

সন্ন্যাসীর এই বাক্যে রাজা নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ সহস্র মুদ্রা গবাক্ষ দ্বার দিয়া বাহির করিয়া বলিলেন, “উদাসীন! অঞ্চল প্রসারণ কর।” সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন “অঞ্চল কোথায় পাইব? বস্ত্র নাই।” তাঁহার এই দুরবস্থা দর্শনে রাজা দয়ার্দ্র হইয়া উক্ত মুদ্রা-সহ এক উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন। সন্ন্যাসী অল্প দিনের মধ্যে রাজপ্রদত্ত সমুদয় ধন নিঃশেষ করিয়া পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলেন।

প্রেমানুরাগীর হৃদয়ে যেমন ধৈর্য্য স্থিতি করে না, মৎস্য-বাঁওরাতে যেমন জল বদ্ধ হয় না, তদ্রূপ বিষয়ানুরাগশূন্য লোকদিগের হস্তে সম্পত্তি কখন স্থিরতর থাকে না।

রাজা যখন বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন সেই সন্ন্যাসী আসিয়া আপনার অবস্থা জানাইল ও ধন প্রার্থনা করিল। তাহাতে নরপতি কুপিত ও বিরক্ত হইলেন।

রাজ চরিত্রদর্শী অভিজ্ঞ লোকেরা বলিয়াছেন যে রাজ ক্ষমতা ও প্রতাপকে ভয় করিবে, নরপাল অনেক সময় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় অভিনিবিষ্ট থাকেন, সেই সময়ে লোকে গোলযোগ করিলে তিনি সুস্থির চিত্ত থাকিতে পারেন না। যে ব্যক্তি রাজার অবকাশ প্রতীক্ষা করে না, রাজার দান ভোগ করা তাহার সম্বন্ধে অবৈধ। যে সময় তোমার কথা বলিবার অধিকার নাই, তখন বৃথা বাক্য ব্যয় করিয়া আপনার মানের হানি করিও না।

তখন নরপতি বলিলেন এই "নির্লজ্জ অমিতব্যয়ী সন্ন্যাসীকে দূর করিয়া দেও, সে স্বল্প দিনের মধ্যে এতাধিক ধন বিনষ্ট করিল, ইহা কি স্বামিহীন সম্পত্তি যে ঔদরিক ভিক্ষুকদিগের আহারে আসিবে? নির্ব্বোধ লোকেরা অর্থ পাইলে মাধ্যাহ্নিক সূর্য্য রশ্মিতেই দীপমালা প্রজ্বলিত করে। হয়তো শীঘ্রই রজনীতে অর্থাভাবে তাহার দীপাধারে তৈলের অভাব হয়।"

তখন কোন এক মন্ত্রী নিবেদন করিলেন "নরনাথ! পরামর্শ এই যে এবম্বিধ ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ দৈনিক বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিন, তাহা হইলে ক্রমশঃ ব্যয় করিবে। দূর করিয়া দেওয়া ও ভৎর্সনা করা কখন উচিত নহে। এক বার এক জনকে দয়া দাক্ষিণ্যে কৃতার্থ করা পরে তাহাকে নৈরাশ্যে দুঃখিত করা কি উচিত? কাহার আশার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া পুনর্ব্বার রুদ্ধ করিবেন না। কখন কেহ দেখে নাই যে ভ্রমণকারী পিপাসুগণ লবণাম্বুর নিকটে গমন করে, তৃষ্ণার্ত্ত পশুপক্ষী মনুষ্যাদি জীব সুমিষ্ট জলাশয়ের তটেই উপস্থিত হয়।" ২৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যুবকচরিত্র।

অধ্যাপক সেখ আব্দুল আবুওল্‌ফরাহ্ আমাকে কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক সঙ্গীত শ্রবণে নিষেধ ও নির্জ্জন বাসে ইঙ্গিত করিতেন। আমি নব যৌবনের উত্তেজনায় ও ইন্দ্রিয় সুখ লালসায় গুরুজনের অনভিমতে কখন কখন পদ সঞ্চালন করিতাম, সঙ্গীতের সভায় যাইয়া সঙ্গীতের আমোদ সম্ভোগ করিতাম। একদা রজনীতে এক স্থানে সঙ্গীত শ্রবণ করিতে যাই, সেখানে এক অদ্ভুত গায়ক উপস্থিত ছিল। তাহার গানের বিকট স্বরে শরীরের শিরা সকল যেন ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল। তাহার সাঙ্গীত সঙ্গীত নয়, যেন পিতৃ বিয়োগের ক্রন্দন। শ্রোতৃবর্গ কখন কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতে লাগিলেন, কখন ওষ্ঠে অঙ্গুলি অর্পণ করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। যখন গায়ক গানের রাগিণী ধরিলেন, তখন আমি গৃহ স্বামীকে ঈশ্বরের দোহাই দিয়া বলিলাম যে হয় কিছু কার্পাস আমার কর্ণ কুহরে প্রদান কর, নয় দ্বার খুলিয়া দেও, আমি চলিয়া যাই। কিন্তু বন্ধুদিগের একান্ত অনুরোধে বাধ্য হইয়া আমাকে থাকিতে হইল। মহাক্লেশে রাত্রি যাপন করিলাম। প্রাতঃকালে একটী মুদ্রা ও স্বীয় মস্তকের উষ্ণীষ প্রদান করিয়া গায়ককে আলিঙ্গন দিলাম। সেই গায়নের প্রতি আমার এই রূপ ব্যবহার, বন্ধুগণ অনুচিত্ত বোধ করিলেন, আমাকে নির্ব্বোধ ভাবিয়া তাঁহারা মনে মনে হাস্য করিতে লাগিলেন। এক জন বন্ধু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন "এই কার্য্যটী তুমি বুদ্ধিমানের ন্যায় কর নাই। এমন উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ এমত গায়ককে দান করিলে যে জন জীবনে একটী পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে নাই। এ ব্যক্তিকে কেহ এক স্থানে দুইবার দেখিতে পায় না, এ গায়ক এ ভবন হইতে দূর হউক।" যথার্থই যখন তাহার কণ্ঠ হইতে সেই ভয়ানক কর্কশ স্বর নির্গত হইতে লাগিল, শরীর কাঁপিয়া উঠিল, পারাবত সকল ভয়ে গৃহ চূড়া হইতে উড়িয়া

গেল। সে বিকট চীৎকারে নিজের কণ্ঠ বিদীর্ণ করিল, ও আমার মস্তক হইতে মস্তিষ্ক বাহির করিয়া নিল।

আমি বলিলাম " সখে! তোমার উচিত যে আমাকে ভৎর্সনা না কর। এ ব্যক্তির অলৌকিক ক্ষমতা আমার প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে, এজন্য আমি ইহাকে এই পুরস্কার দিতে বাধ্য হইয়াছি।" বন্ধু বলিলেন " ইহার মর্ম্ম জ্ঞাপন কর।" আমি বলিলাম " অধ্যাপক সেখ আজ্বন আবুওল্ ফরাহ সঙ্গীত শ্রবণে আমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন ও এ বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমার কর্ণে গ্রাহ্য হয় নাই। অদ্য এই স্থানে আমার ভাগ্য অনুকূল হইয়াছে, এই গাথক দ্বারা আমি শপথ করিতে বাধ্য হইলাম। অবশিষ্ট জীবন আর সঙ্গীত সভার পার্শ্বে যাইব না, সঙ্গীত প্রিয় লোকদিগের সঙ্গে সঙ্গীতে মত্ত হইব না। ১।

দুই যুবা বন্ধু এক তরঙ্গাকুল নদীতে নিপতিত হইয়াছিল। নাবিক উদ্ধার করিবার জন্য এক জনের হস্ত ধারণের উপক্রম করিলে সে বলিল " আমাকে ছাড়িয়া অগ্রে আমার প্রিয়বন্ধুকে রক্ষা কর " ইহা বলিতে বলিতে সে প্রাণত্যাগ করিল।

যে ব্যক্তি বিপদের সময়ে বন্ধুকে বিস্মৃত হয়, সেই মিথ্যাবাদীর নিকটে প্রেমের কাহিনী শ্রবণ করিও না। ২।

কেহ এক ময়না পক্ষীকে এক কাকের সঙ্গে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ময়না কুৎসিত কাকের সহবাসে সর্ব্বদা বিরক্ত থাকিত ও কাককে এরূপ বলিত " তুই কি কদাকার, ঘৃণিত, কুৎসিত দৃশ্য, কুচরিত্র! তোর সঙ্গে আমার পূর্ব্ব পশ্চিমের ন্যায় প্রভেদ। প্রাতঃকালে উঠিয়া যে ব্যক্তি তোর মুখ দর্শন করে, তাহার সম্বন্ধে সুখের প্রভাত যেন দুঃখের সন্ধ্যা। তোর ন্যায় যে হতভাগ্য, তার সঙ্গেই তোর থাকা শোভা পায়। কিন্তু তোর ন্যায় জীব পৃথিবীতে আছেই বা কে?"

আশ্চর্য্য যে কাকও ময়নার সহবাসে মনে কষ্ট পাইয়াছিল ও মহা বিষণ্ণ ছিল, ছি ছি বলিতেছিল, আর্ত্তনাদ করিতেছিল, আক্ষেপ করিয়া

দুই পা চাপড়াইতেছিল এবং বলিতেছিল "হায় কি দুর্ভাগ্য, কি প্রতিকূল সময়! এটাকি আমার সহবাসে থাকিবার উপযুক্ত? হায়! উদ্যানের প্রাচীরে কাকের সঙ্গে কি ময়না নৃত্য করিয়া বেড়াইবে? দুশ্চরিত্রের সহবাসই সাধুর কারাগার! আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, বিধাতা তাহার দণ্ড স্বরূপ এরূপ নির্ব্বোধ আত্মমতানুরাগী নীচ কুলোদ্ভব অনর্থ-ভাষী জীবের সহবাস শৃঙ্খলে আমাকে বদ্ধ করিয়াছেন। ময়নার ছবি যে প্রাচীরে অঙ্কিত থাকে, সেই প্রাচীরের পার্শ্বে কেহ আসিতে চায় না। রে ময়না! তুই স্বর্গে গেলে, অন্য জীব স্বর্গ ছাড়িয়া নরকে যাইতে ইচ্ছা করে।"

এই দৃষ্টান্তটী দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হইবে যে বিজ্ঞ যেমন অবিজ্ঞের সহবাস ভালবাসেন না, অবিজ্ঞও তদ্রূপ বিজ্ঞকে ভালবাসে না। এক বৃদ্ধসাধু পুরুষ কতকগুলি দুশ্চরিত্র যুবকের সহবাসে পড়িয়াছিলেন। সেই যুবক দলের এক জন তাঁহাকে বলিয়াছিল "আমাদের সহবাসে তোমার মনে ক্লেশ হইয়া থাকিলে বিরক্তি প্রকাশ করিও না। মনে করিও তুমিও আমাদের বিরক্তির কারণ। দেখ, আমোদ আহ্লাদে আমাদের সকলের মুখমণ্ডল কুসুমের ন্যায় প্রফুল্ল, তুমি শুষ্ক দারুর ন্যায় আমাদিগের নিকটে বসিয়া রহিয়াছ। তুমি দুঃখকর শীত ঋতুর ন্যায় ও শীত কালীয় বরফের ন্যায় আমাদের অপ্রীতিকর।" ৩।

এক দিবস যৌবন গর্ব্বে বহু দূরের পথ দ্রুতপদে চলিয়া রজনীতে কোন পর্ব্বতমূলে ক্লান্ত হইয়া শয়ান ছিলাম। ইতিমধ্যে এক জরা-দুর্ব্বল বণিক্ আসিয়া বলিলেন "ওহে শুয়ে কেন? ইহা শয়নের স্থান নয়।" আমি বলিলাম "কি প্রকারে চলিব, চলিবার ক্ষমতা নাই।" বৃদ্ধ বলিলেন "দৌড়িয়া ক্লান্ত হওয়া অপেক্ষা ধীরে গমন করা শ্রেয়ঃ।"

হে গমনোৎসাহিন্ যুবক! দূরের পথ দৌড়িয়া চলিও না, আমার উপদেশ গ্রহণ কর ও ধীরগামী হও। সবল অশ্ব কিয়দ্দূর মাত্র বেগে চলিতে পারে, কিন্তু ধীরগতি উষ্ট্র দিবা রজনী অবিশ্রান্ত চলিয়া থাকে। ৪।

একদা আমি যৌবন সুলভ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বৃদ্ধা জননীকে কঠিন কথা বলিয়াছিলাম। মাতা বিষণ্ণ অন্তরে এক পার্শ্বে বসিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "পুত্র! আমার প্রতি তুমি কঠোর ব্যবহার করিতেছ, বাল্য কাল কি ভুলিয়া গিয়াছ? যদি সেই শৈশব কাল, (যখন আমার ক্রোড়ে উপায়হীন ছিলে) স্মরণ করিতে, অদ্য আমার প্রতি এরূপ অত্যাচার করিতে পারিতে না। আমি বৃদ্ধা অবলা, তুমি এইক্ষণ ব্যাঘ্রের ন্যায় বিক্রমশালী যুবক।" ৫।

এক জন ধার্ম্মিক পুরুষ কোন বলবান্ যুবাকে কোপান্ধ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ইহার এই কি অবস্থা হইল?" কেহ বলিল "ইহাকে অমুকে গাল দিয়াছে, তাহাতেই এ রাগিয়াছে।" তিনি বলিলেন "এই যুবা বহু মন প্রস্তরের ভার বহন করিতে সক্ষম, আশ্চর্য্য যে কথার ভার সহ্য করিতে পারে না।"

যে ব্যক্তি ক্রোধাদি নিকৃষ্ট বৃত্তির অধীন, সে যেন বল বিক্রমের গর্ব্ব না করে, তাহার পুরুষত্ব কিছুই নাই। তুমি বিনয় ব্যবহারে অন্যের মুখ মণ্ডল প্রসন্ন রাখ, কাহার মুখে মুষ্ট্যাঘাত করা বীরত্ব নহে। মনুষ্যের প্রকৃতি মৃত্তিকা, যে ব্যক্তি মৃত্তিকার ন্যায় বিনম্র না হয়, তাহাতে মনুষ্যত্ব নাই। ৬।

তৃতীয় অধ্যায়।

বৃদ্ধ চরিত্র।

একদা আমি দেমস্ক নগরের সাধারণ ভজনালয়ে কয়েক জন পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত ছিলাম। তখন তথায় এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "পারস্য ভাষা জানেন এরূপ কেহ কি এখানে আছেন?" সকলে আমার প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "বৃত্তান্ত কি?" সে বলিল, "দেড়শত বৎসর বয়ঃক্রমশালী এক বৃদ্ধের মৃত্যু কাল উপস্থিত। সে পারস্য ভাষায় কিছু বলিতেছে, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যদি অনুগ্রহ করিয়া কষ্ট স্বীকার করেন, উপকার হয়, হয় তো সে অন্তিম কথা কিছু বলিতেছে।" আমি তৎক্ষণাৎ সেই মুমূর্ষু বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলাম, সে এই কথা বলিতেছে, শুনিলাম "কিছু কাল বাসনা পূর্ণ করিয়া যে সুখ সম্ভোগ করিব, তাহা হইল না। হায়! নিশ্বাসের পথ বন্ধ হইয়া আসিল। হায়! জীবনের সুখ সেব্য বস্তু অল্প দিন ভোগ করিলাম, বিধাতা আর আমাকে ভোগ করিতে দিলেন না।" আমি আরবি ভাষাতে এই বাক্যের অর্থ সকলকে বুঝাইয়া বলিলাম, সকল লোক তাহার সুদীর্ঘ জীবন ভাবিয়া ও ঘোর সংসারাসক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এই অবস্থায় তুমি কেমন আছ?" বলিল কি বলিব, দেখ নাই কি প্রাণ যাই-বার সময় যে কি কষ্ট হয়? যন্ত্রণায় দন্ত পংক্তি বদন হইতে বিনির্গত হইয়া থাকে। অনুভব করিয়া দেখ, যখন প্রিয়তম আত্মা দেহ হইতে প্রস্থান করে, সেই মুহূর্ত্ত কি ক্লেশের অবস্থা।"

আমি বলিলাম "মৃত্যু চিন্তা অন্তর হইতে দূর কর। এ বিষয়ের কল্পনা মনেতে স্থান দিও না। ইয়ুনান দেশীয় শরীর তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে "সুস্থ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরও শীঘ্র মৃত্যু হইতে পারে, রোগ সাঙ্ঘাতিক হইলেও তাহা হইতে মনুষ্য রক্ষা পাইতে পারে। যদি তুমি অনুমতি কর,

তোমার চিকিৎসার জন্য এক জন চিকিৎসক আহ্বান করিতে পারি।" এই কথা শ্রবণে বৃদ্ধ প্রফুল্ল বদনে চক্ষু উন্মীলন করিল।

কর্ত্তা থাকিবেন না, অট্টালিকা শূন্য হইতেছে, তথাপি কর্ত্তা অট্টালিকাকে সজ্জিত করিবার জন্য ব্যস্ত। বৃদ্ধ মৃত্যু যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছেন, তাঁহার বৃদ্ধা প্রণয়িনী শিরঃ পীড়া বলিয়া মস্তকে চন্দন রস ঢালিতেছেন, সংসারে এরূপ কত আশ্চর্য্য ব্যাপার হইতেছে। ১।

এক জন বৃদ্ধের এক যুবতী স্ত্রী ছিল। তিনি পুষ্পমালায় বাস ভবনকে সুশোভিত করিয়া প্রণয়িনীর সঙ্গে নির্জ্জনে বসিয়া তাহাকে প্রসন্ন রাখিবার জন্য সর্ব্বদা মিষ্ট মিষ্ট কথা বলিতেন। এক দিন বলিতেছিলেন "প্রিয়ে! তোমার সৌভাগ্য অনুকূল ও সম্পদের চক্ষু উন্মীলিত ছিল বলিয়াই এরূপ এক জন বৃদ্ধ স্বামী পাইয়াছ। তিনি সুপরিপক্ক, বহুদর্শী, শান্ত প্রকৃতি সংসারের শীতোষ্ণতা ভোগ করিয়াছেন, শুভাশুভ পরীক্ষা করিয়াছেন ও যিনি সহবাসের মর্ম্ম জানেন, প্রণয়ের স্বত্ব পালন করেন, স্নেহান্বিত, অনুগ্রহকারী, প্রসন্ন চিত্ত, মিষ্টভাষী। আমি প্রাণপণে তোমার মনোরঞ্জন করিব, তুমি ক্লেশ দিলেও তোমাকে ক্লেশ দিব না। যদি ময়না পক্ষীর ন্যায় তুমি শর্করা ভোজন করিতে চাও, আমার এই মিষ্ট জীবনকে ভোগ করিতে দিব। বড় সৌভাগ্য যে যুবকের হস্তে পড় নাই, যুবকেরা উগ্রস্বভাব, চঞ্চল, লঘু প্রকৃতি, এক এক সময় এক এক ভাব ধারণ করে, মুহুর্মুহুঃ মত পরিবর্ত্তন করে, তাহাদের প্রণয়ের স্থিরতা নাই, তাহারা এক স্থানে স্থিতি করে না। চতুর যুবকগণ কাহার হিতৈষী নহে, তাহারা ভ্রমরের ন্যায় কেবল ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু বৃদ্ধগণ বুদ্ধি ও নীতির অধীন হইয়া জীবন যাপন করেন। তাঁহারা যুবকদিগের ন্যায় মূর্খতার দাস নহেন।" বৃদ্ধ বলিলেন "এই সকল কথা বলার পরে মনে করিয়াছিলাম, বুঝি প্রিয়তমার হৃদয়কে বাঁধিলাম, তাহাকে শিকার করিলাম। কিন্তু সে এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল এবং বলিল 'তুমি যত কথা বলিলে, আমার বুদ্ধিরূপ তুলা যন্ত্রে তাহার একটীরও গুরুত্ব নাই। কেহ বলিয়াছেন যে যুবতীর

পার্শ্বে বৃদ্ধের উপবেশন অপেক্ষা পার্শ্বে বাণ বিদ্ধ হওয়াও ভাল।' এই কথাই যথার্থ।' সেই যুবতী বৃদ্ধের প্রতি আর কিছুতেই প্রসন্ন হইল না। সত্বর সেই বিবাহ ভঙ্গ করিয়া এক যুবককে বরণ করিল। ২।

বেক্কর নগরে এক বৃদ্ধের গৃহে আমি অতিথি হইয়াছিলাম। সেই বৃদ্ধের প্রচুর ধন ও একটী পরম সুন্দর পুত্র ছিল। রাত্রিতে বৃদ্ধ আমাকে বলিতে লাগিলেন যে "আমার এই এক মাত্র সন্তান। অদূরে অরণ্যে একটী দেবাধিষ্ঠিত বৃক্ষ আছে, লোকে সেই বৃক্ষতলে মানস করিয়া থাকে। আমি অনেক দিন সেই তরুমূলে সন্তান প্রার্থনায় ঈশ্বরের নিকটে ক্রন্দন করিয়াছিলাম, তাঁহাতে এই পুত্রটী পাইয়াছি।" পুত্র এই কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে স্বীয় বন্ধুদিগকে বলিল "আমি যদি জানিতে পারিতাম, সেই তরুবর কোথায়, তাহা হইলে পিতার মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করিতাম।"

বৃদ্ধ পিতা মোহবশতঃ পুত্রের জন্য আহ্লাদ প্রকাশ করেন, এ দিকে অহঙ্কারী পুত্র নির্ব্বোধ বৃদ্ধ বলিয়া পিতাকে অবজ্ঞা করে। সাদি! বহু কাল গত হইল, তুমি জনকের সমাধি ভূমিও দর্শন কর না। তুমি নিজে পিতার সম্বন্ধে কি শুভানুষ্ঠান করিয়াছ, যে আপন সন্তানের নিকটে সেরূপ প্রত্যাশা করিতে পার। ৩।

এক মধুরভাষী সহাস্য বদন সুচতুর যুবা আমার সহবাসে ছিল। কখন তাহার মনে অসন্তোষ ও মুখে অপ্রফুল্ল ভাব দেখি নাই। দীর্ঘ কালের পর একদা তাহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন দেখি সে বিবাহ করিয়াছে ও তাহার সন্তান সন্ততি হইয়াছে। তাহার আনন্দের মূল ছিন্ন, মুখে বার্দ্ধক্যের লক্ষণ। জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কিরূপ আছ? তোমার কি অবস্থা?" বলিল "যখন বালক বালিকা লাভ করিয়াছি, তখন আর আমার সেই বাল্য ভাব নাই।"

যখন বৃদ্ধ হইয়াছ, তখন বাল্য স্বভাব পরিত্যাগ কর। ক্রীড়া কৌতুক যুবকদিগকে প্রদান কর, বৃদ্ধের নিকটে যৌবনের আনন্দ অনু-

সন্ধান করিও না। শস্য কর্ত্তনের সময়ে ক্ষেত্রে নব শস্য তৃণের শোভা দেখিতে পাইবে না। ৪।

এক বৃদ্ধা বিলাসিনী শ্বেত কেশকে কৃষ্ণ করিয়াছিল। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম "বুড় মা! কৌশল করিয়া কেশ কাল করিয়াছ বটে, কিন্তু এই কুব্জ পৃষ্ঠ সোজা হইবে না। ৫।

চতুর্থ অধ্যায়।

ঋষি চরিত্র।

একদা এক দরবেশ (ঋষি) কোন রাজভবনে নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন। যখন তিনি ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন, যাহা প্রতিদিন ভোজন করিয়া থাকেন, তখন তাহার অপেক্ষা অনেক অল্প পরিমাণ ভোজন করিলেন। যখন নমাজ করিতে লাগিলেন, প্রতিদিন যতক্ষণ নমাজ করিয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সময় ব্যাপিয়া নমাজ করিলেন। লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করাই তাঁহার এইরূপ আচরণের উদ্দেশ্য ছিল। পরে দরবেশ সেই ভোজোৎসব হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই অন্ন চাহিলেন। তাঁহার একটী জ্ঞানবান্ পুত্র ছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল "পিতঃ! রাজভবনে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলে, তথায় কি কিছুই খাও নাই?" দরবেশ বলিলেন, লোকের সম্মুখে অল্পাহার করিয়াছি, নমাজে অধিকক্ষণ ছিলাম। তাহাতে উপকার আছে, ঈশ্বরপ্রেমিক ভোগ-বিরাগী বলিয়া লোকের শ্রদ্ধাভাজন হওয়া যায়।" পুত্র বলিল "তাতঃ! তুমি কক্ষতলে স্বীয় দোষ গোপন রাখিয়াছ, করতলে গুণ রাখিয়া সকলকে দেখাইতেছ, অন্তিমকালে তুমি এই কৃত্রিম মুদ্রা দ্বারা কি সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবে? তোমার সেই দীর্ঘ উপাসনা নরকের দ্বার উদ্ঘাটনের চাবি স্বরূপ হইবে।" ১।

কোন স্থানে এক দল ভ্রমণকারীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা সকলেই মহাপুরুষ ও অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ছিলেন। আমি তাঁহাদিগের প্রণয় ও সহবাস প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু তাঁহারা তাহা উপেক্ষা করিলেন। ইহাতে আমি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলাম যে এক জন "দীন হীন প্রণয়ার্থীকে বিমুখ করা, সহবাসদানে বঞ্চিত রাখা সহৃদয় ধার্ম্মিক পুরুষদিগের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। আমি মহাত্মাদিগের হৃদয়ের

কোন রূপ ক্লেশের কারণ হইতাম না, প্রত্যুত প্রফুল্ল মনে তাঁহাদের পরিচর্য্যার রত থাকিতাম।” ইহা শুনিয়া তাঁহাদের এক জন বলিলেন “মহাশয়! আমাদিগের আচরণে মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন না। আমরা যে কি কারণে আপনাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিলাম না শ্রবণ করুন। কিছু দিন হইল এক জন চোর দরবেশের বেশে আসিয়া আমাদের প্রণয় সূত্রে আপনাকে বদ্ধ করে। মনুষ্যের অন্তরের ভাব কাহার বিদিত নহে, পুস্তক গর্ভে কি লিখিত আছে, তাহাকি অনক্ষর ব্যক্তির পরিজ্ঞেয়? বাহ্যে দরবেশের বেশ দেখিয়াই আমরা তাহাকে সাধু চরিত্র ভাবিলাম, গূঢ় অনুসন্ধান না করিয়াই বন্ধু ভাবে স্বীকার করিয়া লইলাম। এক দিন আমরা সমুদায় দিবা পর্য্যটন করিয়া সায়ংকালে এক দুর্গের পার্শ্বে আসিয়া বিশ্রাম করিতে ছিলাম। তখন সেই ছদ্মবেশী চোর হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিবে বলিয়া বন্ধুর জলপাত্র গ্রহণ করিল ও আমাদের দৃষ্টির অন্তরাল হইল। তীর্থ-বসনে গর্দ্দভের শরীর আবৃত হওয়া আর দুশ্চরিত্র লোকের দরবেশের বস্ত্র ধারণ করা উভয়ই তুল্য।

পরে সে দুর্গস্বামীর গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক কোন মূল্যবান্ দ্রব্য অপহরণ করে।

(দল্কেতেই* দরবেশের বাহ্য পরিচয়, লোকের মন ভুলাইবার দিকে যাহাদের দৃষ্টি, তাহাদের দেল্ক ধারণেই কার্য্য সিদ্ধি। ধর্ম্ম সাধন করিতে থাক যাহা ইচ্ছা পরিধান কর, রাজমুকুট মস্তকে, রাজপতাকা হস্তে ধারণ কর। বাসনা ত্যাগে, ইন্দ্রিয় নিগ্রহে ও বৈরাগ্যেই ঋষিত্ব, পরিচ্ছদে নয়।

পর দিন দুর্গাধ্যক্ষ চোর বলিয়া আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যান ও সকলকে কারারুদ্ধ ও প্রহার করেন। তদবধি আমরা অজ্ঞাতকুলশীল-দিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি।”

আমি ইহা শুনিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম এবং বলিলাম “আমি ঋষিদিগের সংসর্গজনিত সুফল লাভে বঞ্চিত রহিলাম না, যদিচ বাহ্যে

---

* দেল্ক দরবেশের গাত্রাবরণ বিশেষ।

সহবাস হইতে দূরে থাকিলাম কিন্তু যে বিবরণটী শ্রবণ করিলাম, তাহাতে উপকৃত হইলাম, এই উপদেশ সর্ব্বদা আমার উপকারে আসিবে।"

সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ব্যক্তি দোষ করিলে সম্প্রদায়স্থ সকলেই গৌরব-চ্যুত হয়। কৃতী সমাজে এক জন দুরাচার মূর্খ থাকিলে তদ্দ্বারা সেই সমাজ কলঙ্কিত হয়। পশুযূথের একটী পশু কোন ক্ষেত্রের শস্য অপচয় করিলে ক্ষেত্রপতি সাধারণতঃ পশুযূথেরই অপবাদ ঘোষণা করে। গোলাব জল পূর্ণ মহাভাণ্ডে কুকুর নিমগ্ন হইলে সেই সমুদায় গোলাব জল কলুষিত হয়। ২।

একদা দেমস্ক নগরস্থ বন্ধুবর্গের সহবাসে মনে ক্লেশ পাইয়া অরণ্যাশ্রম গ্রহণ করি ও বন্য পশুদের সঙ্গে প্রণয়স্থাপন করিয়া কাল যাপন করিতে থাকি। দুর্ভাগ্য বশতঃ ফেরঙ্গ স্থানের অত্যাচারী রাজা তথা হইতে আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেন ও কতকগুলি ইহুদি জাতীয় বন্দীর সঙ্গে মৃত্তিকা খনন কার্য্যে নিযুক্ত রাখেন। এমন সময়ে হলব্ নগর নিবাসী আমার পূর্ব্ব পরিচিত এক জন ধনবান্ পুরুষ আমার নিকটে আসিলেন এবং আমাকে চিনিতে পারিয়া চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! এই কি দেখিতেছি?" আমি উত্তর করিলাম "কি বলিব? মনুষ্য সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলাম। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুই আমার হৃদয়ের অবলম্বন ছিল না। এই ক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখুন আমার কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, কাপুরুষদিগের সংসর্গে থাকিতে হয়, ধার্ম্মিক বন্ধুদিগের সহবাসে কারাগারে থাকিলেও সুখ কিন্তু অধার্ম্মিকের সঙ্গে উদ্যান বাসেও ক্লেশ।"

আমার এই দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া তিনি ব্যথিত হইলেন ও দশ টাকা ব্যয় করিয়া কারা বন্ধন হইতে আমাকে মুক্ত করিলেন এবং হলবু নগরে লইয়া আসিলেন। তাঁহার একটী কন্যাছিল, শত মুদ্রার দান পত্র লিখাইয়া সেই কন্যাকে আমার সহধর্ম্মিণী করিয়াদিলেন। কিছু দিন গত হইলে পত্নী অবাধ্যতা চরণ করিতে লাগিল ও আমার সঙ্গে কলহ ও কটূক্তি আরম্ভ করিল। আমার সুখ দুঃখে পরিণত হইল, দুঃশীলা স্ত্রীর

সহবাস নরকবাস তুল্য। ঈশ্বর অসৎপত্নীর সহবাস রূপ নরক বাস হইতে রক্ষা করুন।”

একদা প্রণয়িনী সাহঙ্কার কর্কশবাক্যে আমাকে বলিতেলাগিল “তুই না সেই ব্যক্তি, যাহাকে আমার বাবা দশ টাকায় কিনিয়াছে?” আমি উত্তর করিলাম “হাঁ তোমার পিতা কারগার হইতে আমাকে দশ মুদ্রায় মুক্ত করিয়া পরে শত মুদ্রায় তোমার হস্তে বন্ধন করিয়াছেন। কোন এক ব্যক্তি ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে এক মেষকে রক্ষা করিল, পরে স্বয়ং মেষের গলে অস্ত্র চালাইতে লাগিল। তখন মেষ কাঁদিয়া বলিল মহাশয়! আপনি ব্যাঘ্রের তীক্ষ্ণ নখ দন্তের আঘাত হইতে আমাকে বাঁচাইলেন, এই ক্ষণ দেখি আপনিই স্বয়ং ব্যাঘ্র। প্রেয়সি! আমারও সেই মেষের অবস্থা হইয়াছে। ৩।

একদা কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে আমি নৌকারোহণে ভ্রমণ করিতেছিলাম। দৈবাৎ একখানি ক্ষুদ্রতরী আমাদের নৌকার অদূরে নদী-গর্ভে মগ্ন হইল। দুই ভ্রাতা সেই নৌকায় ছিল, তাহারা আবর্তে পড়িল। ইহা দেখিয়া এক জন বন্ধু ব্যগ্রতার সহিত কর্ণধারকে বলিলেন যে, “সত্বর জলমগ্নদিগকে রক্ষা কর, পঞ্চাশ মুদ্রা পুরস্কার দিব।” কর্ণধার এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করিল, অপরের জীবন রক্ষা পাইল না। তাহাতে আমি বলিলাম “উহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছিল, এজন্য উহাকে ধরিতে বিলম্ব হইয়া পড়িল।” কর্ণধার ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিল “আপনি যাহা বলিয়াছেন যথার্থ, কিন্তু কারণান্তরও আছে।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “তাহা কি?” কর্ণধার বলিল “ইহাঁকে উদ্ধার করিবার জন্য আমার যেরূপ আগ্রহ ছিল, মৃত ব্যক্তির জন্য সেরূপ নহে। কারণ, একদা মহা প্রান্তরে গমনে অসমর্থ দেখিয়া ইনি আপন উষ্ট্রের উপর আমাকে আরোহণ করাইয়া বাটীতে পাঠাইয়াছিলেন। মৃত ব্যক্তি এক দিবস বেত্রাঘাত করিয়াছিল।” আমি বলিলাম “যত দূর সাধ্য কাহার অহিত করিও না, অপকারের পথে কণ্টক সকল নিক্ষিপ্ত, দুঃখ পাইবে। প্রার্থী দীন দুঃখীর কার্য্য উদ্ধার কর, তাহাতে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।” ৪।

এক ব্যক্তি এক জন ধার্ম্মিক পুরুষকে বলিলেন "অমুকে আমার চরিত্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দান করিয়াছে, ইহার প্রতিবিধানের উপায় কি?" তিনি বলিলেন " উপকার করিয়া তাহাকে লজ্জিত কর, তুমি সদ্ব্যবহার করিলে শত্রু কদাচ তোমার অপকার করিতে পারিবে না। সারঙ্গ যন্ত্র তখনই গায়কের হস্তে কাণ মলা খাইয়া থাকে, যখন তাহার সুরের মিল থাকে না।" ৫।

কোন সভাস্থলে এক জন ধার্ম্মিক পুরুষের সাক্ষাতে তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা হইতেছিল। তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন " আমি যে কি রূপ মনুষ্য আমিই ভাল জানি। লোকে ময়ূরের রূপলাবণ্যের প্রশংসা করে; কিন্তু সেই পক্ষী আপন পদের অসৌষ্ঠবে লজ্জিত থাকে। আমার বাহ্য রূপ মনুষ্যের চক্ষে সুন্দর, আমি অন্তরের মলিনতার জন্য সর্ব্বদা লজ্জিত।" ৬।

স্মরণ আছে, বাল্যকালে আমি ধর্ম্ম সাধনায় তৎপর ছিলাম। নিশা জাগরণ করিয়া সাধনা করিতাম। এক দিন রজনীতে পিতৃদেবের নিকটে বসিয়া কোরাণ পাঠ করিতেছিলাম, সমুদায় রাত্রি চক্ষে নিদ্রা আসিতে দেই নাই, কতকগুলি দরবেশ আমার চতুষ্পার্শ্বে শয়ান ছিল। তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পিতৃদেবকে বলিয়াছিলাম " নিশান্ত উপাসনার সময় চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু ইহাদের এক জনও গাত্রোত্থান করিল না, ইহারা নিদ্রায় এরূপ অচেতন, বোধ হইতেছে যেন মৃত।" তিনি বলিলেন " বৎস! তুমিও যদি শয়ন করিতে, তাহা হইলে এই সকল লোকের অসন্তোষ ভাজন হইতে না। কপট ধার্ম্মিক লোকেরা স্বার্থ ভিন্ন কিছুই জানে না, ধর্ম্মাভিমানের বস্ত্রে ইহারা আচ্ছাদিত। তুমি ঈশ্বর দর্শনের দৃষ্টি প্রাপ্ত হইলে, আপনাপেক্ষা দীন কাহাকেও দেখিতে পাইবে না।" ৭।

একদা আমি সমুদায় রাত্রি পর্য্যটন করিয়া নিশান্ত ভাগে বন প্রান্তে শয়ান ছিলাম। এক জন প্রেমোন্মত্ত দরবেশ আমার সঙ্গে ছিলেন,

প্রত্যুষে তিনি ধ্বনি করিতে করিতে অরণ্যের পথ আশ্রয় করিলেন। কতক্ষণ পরে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "বল ব্যাপার কি ছিল ?" তিনি বলিলেন "তরুশাখায় পক্ষিসকল, জলাশয়ে ভেকগণ, অরণ্যে পশুযূথ নিনাদ করিতেছে দেখিলাম; ভাবিলাম সকলেই নাম জপ করিতেছে, আমার আলস্য নিদ্রার বশ হইয়া থাকা উচিত নয়। পশু পক্ষী নামকীর্ত্তন করিবে, আমাদের নীরব থাকা মনুষ্যত্ব নহে। ৮।

কয়েক জন দুশ্চরিত্র লোক এক জন ঋষিকে গালি দেয় ও প্রহার করে। ঋষি খিদ্যমান হইয়া ধর্ম্ম গুরুকে স্বীয় দুরবস্থা জ্ঞাপন করেন, তাহাতে গুরু বলেন "ঋষির অঙ্গাবরণ ধৈর্য্য, যে জন ধৈর্য্যশীল নহে তাঁহাকে ঋষি বলা যায় না, সে পাষণ্ড। ঋষির বস্ত্র ধারণ করা তাহার সম্বন্ধে অবৈধ। প্রস্তর নিক্ষেপে গভীর নদী কলুষিত হয় না, যে যোগী লোকের উৎপীড়নে উত্যক্ত হয়, সে অগভীর সরোবর সদৃশ। অত্যাচরিত হইলে ধৈর্য্য ধারণ কর, ধৈর্য্য গুণে তুমি জীবনে পবিত্রতা লাভ করিবে। হে ভ্রাতঃ! চরমে যখন মৃত্তিকায় পরিণত হইতেই হইবে, তখন অগ্রেই মৃত্তিকার ন্যায় ধৈর্য্যশীল প্রকৃতি ধারণ কর।" ৯।

আমার এক জন আত্মীয় ঋষির পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। সেই ঋষি জীবনে পুত্র মুখ অবলোকন করেন নাই। তিনি বলিলেন "পরমেশ্বর যদি আমাকে পুত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে গাত্রাবরণ ব্যতীত আমার যাহা কিছু আছে সমুদয় দরিদ্রকে দান করিব।" ঈশ্বর ইচ্ছায় পুত্রই জন্ম গ্রহণ করিল। ঋষি অঙ্গীকারানুযায়ী দরিদ্রদিগকে স্বীয় সম্পত্তি বিতরণ করিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে আমি শ্যাম দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সেই ঋষির অনুসন্ধান লই ও তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করি" কেহ বলিল "তিনি কারাগারে বদ্ধ।" আমি বন্দী হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল "তাঁহার পুত্র সুরা পান করিয়া কলহ করিয়াছিল ও এক জনকে হত্যা করিয়া পলাইয়া গিয়াছে। সেই কারণে তিনি হস্ত পদে শৃঙ্খলযুক্ত হইয়া

কারারুদ্ধ হইয়াছেন।" আমি বলিলাম "হায়! এই আপদের জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন!! গর্ভবতীর কুপুত্র প্রসব করা অপেক্ষা সর্প প্রসব করা উত্তম।" ১০।

এক ধনীর পুত্রকে দেখিয়াছিলাম যে সে আপন পিতার গোরের উপর বসিয়া এক ঋষির পুত্রকে সগর্ব্বে বলিতেছে যে "আমার পিতার শবাধার বহু মূল্যের সুবিচিত্র প্রস্তর ফলকে নির্ম্মিত, শবাধারের উপরে উৎকৃষ্ট শ্বেত শিলা সকল স্থাপিত, তদুপরি সমুজ্জ্বল হরিৎপ্রস্তরের সমাধি-বেদিকা নির্ম্মিত। তোর পিতার গোরে কিছুই নাই, দুই খানা ইষ্টক, দুই তিন মুষ্টি মৃত্তিকা মাত্র।" ইহা শুনিয়া ঋষিপুত্র বলিল "তোমার পিতা গুরুভার প্রস্তর রাশির চাপে পড়িয়াছেন, তিনি সেই প্রস্তরগুলি ঠেলিয়া উঠিতে উঠিতে আমার পিতা স্বর্গে চলিয়া যাইবেন।"

যে গর্দ্দভের পৃষ্ঠে লঘু ভার স্থাপিত হয়, সে সহজে পথ চলিয়া যায়। তপস্বিগণ যে অনশনব্রতাদির ক্লেশ সহ্য করেন, তাঁহাদের আত্মা লঘু ভার, মৃত্যুর পর তাঁহারা সহজে চলিয়া যাইবেন। যিনি ঐশ্বর্য্য সম্পদের মধ্যে সুখামোদে জীবন যাপন করেন, তাঁহার মৃত্যু নিশ্চয় ভয়ানক হইবে। যে ধনী বন্দী হইবেন, তাঁহা অপেক্ষা সেই দরিদ্র যিনি মুক্ত হইবেন শ্রেষ্ঠ। ১১।

এক সময়ে কোন ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া সাধারণের নিকট বিজাতীয় ঘৃণা ও নিন্দার ভাজন হইয়াছিলেন। পরে সাধু সহবাস ও ধর্ম্মোপদেশে তাঁহার সমুদায় পাপপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় এবং তিনি এক জন পরম ধার্ম্মিক হইয়া উঠেন। কিন্তু তখনও লোকের সংস্কার তাঁহার প্রতি পূর্ব্ববৎ থাকে, তখনও তাঁহাকে দুষ্ক্রিয়াশীল বলিয়া সকলে অশ্রদ্ধা ও নিন্দা করে।

অনুতাপ ও প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা পাওয়া যায়, কিন্তু নিন্দক লোকের কটূক্তি হইতে মুক্ত হওয়া যায় না।

এক দিন সেই সাধু পুরুষ নিন্দা অপবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় আচার্য্যকে আপন দুঃখ নিবেদন করিলেন। তাহাতে আচার্য্য তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। অসাধু থাকিয়া লোকের নিকট সাধু বলিয়া প্রশংসিত ও সমাদৃত হওয়া অপেক্ষা নিষ্পাপের পাপী বলিয়া সাধারণের ঘৃণাপাত্র হওয়া উত্তম। আমার জন্য দুঃখ ও শোক করিতে হয়, আমার প্রতি লোকের ভক্তি ও উচ্চ ভাব। কিন্তু আমি তাহার অনুপযুক্ত।" ১২।

কোন তপস্বী বৃক্ষপত্র ভক্ষণ করিয়া অরণ্যে সাধনা করিতেছিলেন। একদা এক রাজা তাঁহাকে দর্শন করিতে যান। কথা প্রসঙ্গে তিনি তপোধনকে বলেন "যোগিন্? উপযুক্ত বোধ করিলে নগরে আসিতে পার, তোমার জন্য এক বাসস্থান প্রস্তুত করিব, এ স্থান অপেক্ষা তথায় তুমি অধিক নির্ব্বিঘ্নে সাধন করিতে পারিবে। তোমার সাধু দৃষ্টান্তে নগরবাসীদিগের অশেষ উপকার হইবে ও অনেকে দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিবে।" যোগী তাহাতে সম্মত হইলেন না। পরে এক জন মন্ত্রী বলিলেন "পৃথিবীনাথের মনোরক্ষা করা উচিত, অন্ততঃ দুই তিন দিনের জন্য এক বার নগরে আগমন করিয়া দেখ, যদি জনসমাজে অবস্থানে তোমার অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা রক্ষা না পায় পুনর্ব্বার বনপ্রস্থানের ক্ষমতা রহিল"। তপস্বী তখন মন্ত্রীর বাক্যে সম্মত হইলেন ও নগরে চলিয়া আসিলেন। রাজা উদ্যানস্থিত প্রাসাদ অবস্থিতির জন্য তাঁহাকে প্রদান করিলেন। স্থান অমরপুরসদৃশ অতি মনোহর ও রমণীয় ছিল। রাজা দাস দাসী সকল তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সুস্বাদু খাদ্য সামগ্রী, সুকোমল শয্যা, সুশোভন পরিচ্ছাদি যোগাইতে লাগিলেন। তপোধন ক্রমে ঘোর বিলাসী হইয়া উঠিলেন। ধর্ম্ম কর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া দিবা রজনী শারীরিক সুখ সাধনে, ইন্দ্রিয় সেবায় রত হইলেন। কিয়দ্দিন অন্তর রাজা একবার যোগীকে দেখিতে যান। দেখেন যে তাঁহার পূর্ব্বাকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, শরীর স্থূল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি উচ্চ উপধানে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া পরমানন্দে বসিয়া আছেন, কিঙ্কর কিঙ্করীগণ

তাঁহার সেবা করিতেছে। রাজা তাঁহার অবস্থার উন্নতি দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। প্রসঙ্গক্রমে মন্ত্রীকে বলিলেন, "যোগী ও বিদ্বান্ এই দুই সম্প্রদায়কে আমি যেরূপ প্রেম করিয়া থাকি, বোধ করি পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিই তদ্রূপ করে না।" মন্ত্রী বলিলেন "রাজন্! উভয় সম্প্রদায়ের হিতসাধন করা প্রকৃত প্রেমের কার্য্য।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি প্রকারে?" মন্ত্রী বলিলেন "বিদ্বান্‌দিগকে ধন দিন্, তাহা হইলে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে জ্ঞান বিতরণ করিতে পারিবেন। যোগীদিগকে বিষয়ভোগে উৎসাহ দানে বিরত হউন, তাহা হইলে তাঁহারা ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইবেন না।" ১৩।

কোন ঋষি বন প্রান্তে সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। একদা এক রাজা তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়েন। ঋসি ধ্যান মননে রত ছিলেন বলিয়া রাজাকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন নাই। নরপতি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "যোগিগণ পশুর ন্যায়, তাহারা লৌকিকতা শিষ্টতা জানে না।" পরে মন্ত্রী যাইয়া তপস্বীকে বলিলেন "তপোধন! পৃথিবীপাল তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তুমি কেন তাঁহার যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা সৎকার করিলে না?" ঋষি বলিলেন "অমাত্যবর! তুমি রাজাকে যাইয়া বল যে, তিনি সেই ব্যক্তির নিকটে যেন সেবার প্রত্যাশা করেন, যে জন তাঁহার নিকটে সম্পদের অভিলাষী। পরন্তু নরপাল প্রজাগণের রক্ষক প্রজাগণ নরপতির সেবার নিমিত্ত নহে। যদিচ রাজা অতুল ধন সম্পত্তির অধিপতি, তথাপি তিনি পর্ণ কুটীরস্থ নিঃস্ব ব্যক্তিদিগের রক্ষক। মেষযূথ কখন মেষরক্ষকের পরিচর্য্যার নিমিত্ত নহে, বরং রক্ষকই মেষযূথের শুশ্রূষার জন্য বটে। ১৪।

কোন মন্ত্রী পদচ্যুত হইয়া তপস্বী মণ্ডলীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ তপোধনদিগের সহবাসের গুণ তাঁহার জীবনে সংক্রামিত হইয়াছিল, তিনি প্রাণে শান্তি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে রাজা পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিতে

তাঁহাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি অসম্মত হইয়া বলেন "পদে নিয়োজিত থাকা অপেক্ষা আমি পদচ্যুতিকে উত্তম মনোনীত করি। যিনি তপস্যার নিভৃত কুটীরে স্থিতি করেন, তিনি খলের লেখনী ভগ্ন ও তাহার জিহ্বা রোধ করিয়া থাকেন, দোষানুসন্ধায়ীর অত্যাচার হইতে মুক্ত হয়েন।"

এই কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন "রাজ্য শাসনের সুব্যবস্থার জন্য আমার এক জন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অভিজ্ঞ লোকের আবশ্যক।" তখন সেই সাধক বলিলেন "সুবুদ্ধি অভিজ্ঞ তিনি, যিনি এরূপ রাজ নিয়োগে যোগদান না করেন।" ১৫।

কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে এক রাজা স্বর্গ ধামে ও এক ঋষি নরক লোকে বাস করিতেছেন। তিনি এই বিপরীত ভাব দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসু হয়েন, পরে এরূপ সিদ্ধান্ত হয়, যে রাজা ঋষি প্রকৃতি ধার্ম্মিক ছিলেন, তাহাতেই তিনি স্বর্গে বাস করিতেছেন, আর সেই ঋষি বিষয়ী ভোগাসক্ত ছিলেন, তাহাতেই তাঁহাকে নরক গামী হইতে হইয়াছে।

তোমার সন্ন্যাসীর বস্ত্র ও জপ মালায় কি ফল দর্শিবে, তুমি জীবনকে বিশুদ্ধ রাখ, পাপে লিপ্ত হইও না। তোমার কম্বলের টুপী শিরে ধারণের প্রয়োজন নাই, প্রকৃতিতে ঋষি হইয়া সুবর্ণ মুকুট মস্তকে ধারণ কর। ১৬।

কোন রাজার উত্তরাধিকারী ছিল না। তিনি মৃত্যুকালে অমাত্য বর্গকে এই অনুমতি করেন যে কল্য যে ব্যক্তি নগরে প্রথম উপস্থিত হইবে তাহার মস্তকে রাজ মুকুট অর্পণ করিবে। দৈবাৎ এক জন ভিক্ষোপজীবী সন্ন্যাসী সর্ব্ব প্রথমে উপস্থিত হইলেন। সচিব বৃন্দ রাজাজ্ঞা পালন করিলেন। সন্ন্যাসী কিছু দিন রাজ্য শাসন করিলে পর প্রধান প্রধান অনুচরগণ তাঁহার অবাধ্য হইয়া উঠিল। এই সুযোগে অন্য অন্য ভূপতিগণ যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া সাম্রাজ্যের কিয়দংশ হস্ত গত করিল। বিপক্ষগণের ঘোর আক্রমণ ও রাজ্য নাশ দেখিয়া সন্ন্যাসী সর্ব্বদা চিন্তাকুল বিষণ্ণ আছেন, এমন সময়ে

তাঁহার এক প্রাচীন বন্ধু তথায় উপনীত হইল। সে তাঁহাকে রাজ্যেশ্বর দেখিয়া মহাহর্ষে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল যে "ঈশ্বর প্রসাদে তোমার সুখ কুসুম কণ্টক মুক্ত, সৌভাগ্য সম্পদ্‌ অনুকূল হইয়াছে। জগতের সকল বিষয়েরই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। বৃক্ষ কখন পুষ্পপল্লবাদি শূন্য, কখন বা নবকুসুম পল্লবালঙ্কৃত। পুষ্প কখন লাবণ্যযুক্ত, কখন শীর্ণ মলিন।"

নূতন ভূপাল বলিলেন "প্রিয় ভ্রাতঃ! আমার জন্য দুঃখ কর, আমার রাজ্য প্রাপ্তি আহ্লাদের কারণ নহে। সেই সময় তুমি দেখিয়াছ যে এক খণ্ড কটীর মাত্র চিন্তা ছিল, অদ্য পৃথিবীর ভাবনা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে।"

সম্পদের অভাবে লোকে দুঃখ করে, কিন্তু সম্পদ্‌ বাস্তবিক পদের শৃঙ্খল। যদি তোমার সম্পদ্‌ লাভের ইচ্ছা থাকে, বৈরাগ্য রূপ সম্পদ্‌ প্রাপ্ত হও। ১৭।

এক জন পাদচারী দরবেশ এক দল বণিকের সমভিব্যাহারে আরবের পথে আমার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হন, তাঁহার মস্তক ও চরণ অনাবৃত ছিল, সঙ্গে মুদ্রাদি কিছুই ছিল না। তিনি শূন্য পদে চলিতে চলিতে মহানন্দে বলিতেছিলেন "আমি উষ্ট্রারূঢ় নহি, উষ্ট্রও আমার ভার বাহক নহে, আমি কাহারও প্রভু নহি, পরন্তু কোন ব্যক্তি আমার প্রভু নহে। সঞ্চিত ধন রক্ষার্থে চিন্তিত নহি, ধনাভাবেও ভাবিত নহি।"

এক জন উষ্ট্রারূঢ় বলিলেন "হে পথিক! কোথায় যাইতেছ? প্রত্যাবর্ত্তন কর। কষ্টে মারা যাইবে।" দরবেশ তাঁহার ঐ বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া উষ্ট্রের অগ্রে অগ্রে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। যখন আমরা প্রান্তর পার হইয়া মহামুদ উদ্যানে পহুঁছিলাম, তখন উক্ত উষ্ট্রারূঢ়ের মৃত্যু উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া সেই দরবেশ তাঁহাকে বলিলেন "আমি কষ্টে পদব্রজে চলিয়া প্রাণ ধারণ করিলাম, তুমি উষ্ট্রোপরি থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে?"

এক ব্যক্তি রোগগ্রস্ত মূর্খ আত্মীয়ের নিকট বসিয়া সমুদায় রজনী

ক্রন্দন বিলাপ করে, প্রভাত কালে রোগী সুস্থ ও বিলাপকারীর মৃত্যু হয়। অনেক দ্রুতগতি সবল অশ্ব পথে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে, পীড়া-দুর্ব্বল গর্দ্দভ গম্যস্থানে উপস্থিত হয়। ১৮।

একদা বাল্‌বক নগরের সাধারণ ভজনালয়ে আমি উপদেশ সূচক কিছু বলিতেছিলাম। কতকগুলি নিস্তেজ ও নির্জ্জীব হৃদয় শ্রোতা উপস্থিত ছিল, তাহারা বাহ্য জগতের লোক, অন্তররাজ্যের পথ প্রাপ্ত হয় নাই। দেখিলাম যে উহারা আমার কথা গ্রাহ্য করে না, আমার অগ্নি আর্দ্র কাষ্ঠে সংক্রামিত হয় না। দুঃখ হইল, ভাবিলাম পশুকে শিক্ষা দান ও অন্ধের সভায় দর্পণ ধারণ হইতেছে। কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বের দ্বার মুক্ত, বাক্যের শৃঙ্খল প্রসারিত ছিল। পুণ্যময় সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর বলিতেছেন "আমি মনুষ্যের শরীরের শিরা অপেক্ষা তাহাদের অধিক নিকটে।" ধর্ম্ম পুস্তকের এই বচনটী অবলম্বন করিয়া আমি এই ভাবে বলিতেছিলাম যে আমার শরীর অপেক্ষা আমার বন্ধু অধিক নিকটে, আশ্চার্য্য এই যে আমি তাঁহা হইতে দূরে। কি করি, কাহার নিকটে বলি, তিনি আমার ক্রোড়ে রহিয়াছেন অথচ আমি দূরে। আমি এই কথার নেশায় মত্ত ছিলাম। ইতি মধ্যে এক পথিক যে সভার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, এই বাক্যের ভাব তাহার অন্তরকে স্পর্শ করিল, সে মহা উৎসাহ ধ্বনি করিয়া উঠিল। সভাস্থ লোক সকলও সেই ধ্বনিতে উৎসাহী হইয়া উঠিল। আমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলাম "জ্ঞান প্রভাবে দূরস্থ লোক নিকটে, নিকটের লোক অন্ধতাবশতঃ দূরে।"

যদি শ্রোতা বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ না করে, তবে বক্তার নিকটে উৎসাহের প্রত্যাশা করিও না। শ্রবণ লালসা রূপ প্রসারিত ভূমি উপস্থিত কর, বক্তা বাক্যরূপ বর্ত্তুল ক্ষেপণ করিতে থাকিবে। ১৯।

এক দিন রাত্রিতে আমি মক্কার প্রান্তরে অনিদ্রাবশতঃ গমনে অসমর্থ হইয়া শয়ন করিয়াছিলাম ও উষ্ট্র চালককে বলিয়াছিলাম যে "অদ্য গমনে ক্ষান্ত থাক, উপায়হীন পদাতিক আর কত চলিবে, গুরু ভারে উষ্ট্র ক্লান্ত

হইয়াছে, এই রূপ ক্লেশে স্থূল কায়ও কৃশ হইয়া যায়, ক্ষীণ কলেবর পশু তাহাতে মারা যাইতে পারে।"

উষ্ট্র চালক বলিল "ভ্রাতঃ! মক্কা এই সম্মুখে, দস্যুগণ আমাদের পশ্চাতে আছে, তথায় গেলেই প্রাণ বাঁচিবে, এখানে শয়ন করিলে মৃত্যু।" যাত্রার রজনীতে প্রান্তরে তরুতলে পথিকের শয়ন করাতে সুখ আছে বটে কিন্তু প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। ২০।

এক ঋষির শরীরে ক্ষত ছিল। কোন ঔষধেই তিনি সুস্থ হইলেন না। বহু কাল পীড়িত ছিলেন এবং সেই অবস্থায় ঈশ্বংকে সর্ব্বদা ধন্যবাদ দিতেন। কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "এ স্থলে পরমেশ্বরকে তোমার কৃতজ্ঞতাদানের বিষয় কি?" তিনি বলিলেন "এই জন্য পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি যে বিপদে মাত্র আক্রান্ত হইয়াছি পাপেতে নয়। সেই প্রিয়তম বন্ধু যদি আমাকে হত্যা করিতে চাহেন, তখন আমি বলিব না যে প্রাণের জন্য আমার শোক হয়। শুদ্ধ এই কথা বলিব যে দীন হীন দাস হইতে কি অপরাধ প্রকাশ পাইল যে তোমার মন অপ্রসন্ন হইল, আমার এই মাত্র শোক।" ২১।

এক রাজা এক ঋষিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ওহে আমাকে কি তুমি স্মরণ করিয়া থাক?" ঋষি বলিলেন "হাঁ যখন ঈশ্বরকে বিস্মৃত হই, তখন স্মরণ করি।"

যে ব্যক্তি সেই দ্বার হইতে দূরীভূত হইয়াছে, সে নানা দ্বারে ভ্রমণ করে। যাহাকে তিনি আহ্বান করেন, তাহাকে কোন দ্বারে যাইতে হয় না। ২২।

একদা মক্কা যাত্রা কালে কয়েক জন ধার্ম্মিক যুবক আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন। তাঁহারা যেমন আমার সহযাত্রী, তদ্রূপ এক হৃদয় বন্ধু ছিলেন। ধর্ম্ম শ্লোক উচ্চারণ ও সঙ্গীতে আমাদের সময় অতি বাহিত হইত। যখন আমরা বনিহেলালের উদ্যানে যাইয়া পঁহুছিলাম, তখন একটী কাফ্রি বালক উপস্থিত হইয়া সুমধুর ধ্বনি করিল। সেই ধ্বনি শ্রবণে

পক্ষিগণ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইল। আমাদের সঙ্গে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার উষ্ট্র নৃত্য করিতে লাগিল ও তাঁহাকে ফেলিয়া দিয়া প্রান্তরের পথ আশ্রয় করিল। আমি বলিলাম "তপস্বিন্! সঙ্গীত পশুর মনে সংক্রামিত হইল, তোমার অন্তরে কিঞ্চিন্মাত্র কি পরিবর্ত্তন হইল না?"

জান, সেই প্রভাত-বিহঙ্গ আমাকে কি বলিয়াছিল? বলিয়াছিল "ও হে তুমি কেমন লোক যে প্রেমের তত্ত্ব রাখনা, কবিতার স্বরে উষ্ট্রের ভাব ও আনন্দ হয়, তোমার হয় না। যদি প্রেমানুরাগ তোমাতে নাই, তবে তুমি পশু অপেক্ষা কি প্রকারে শ্রেষ্ঠ। শব্দায়মান যাহা কিছু দেখিতেছ, সকলেই ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিতেছে, কিন্তু যিনি সেই তত্ত্ব শ্রবণের জন্য কর্ণ উম্মুক্ত রাখিয়াছেন, তিনিই তাহা বুঝিতে পারেন। শুদ্ধ বোল্‌বোল পক্ষীই যে পুষ্পের উপর বসিয়া নাম জপ করে তাহা নয়, বরং পুষ্পতরুর প্রত্যেক কণ্টক তাঁহার নাম জপের জন্য জিহ্বা স্বরূপ হইয়াছে।" ২৩।

এক ঋষির অনেক সন্তান সন্ততি ছিল। কোন রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কি প্রকারে সময় যাপন কর? ঋষি বলিলেন "ধর্ম্ম সাধনায় নিশা, পোষ্যবর্গের উপজীবিকা সংগ্রহে দিবাভাগ যাপন করি।" নরপাল ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পুত্র কলত্রাদির ভরণ পোষণের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

হে পরিবার শৃঙ্খলে বদ্ধ ভ্রাতঃ! আর তুমি স্বাধীনতার ইচ্ছা করিও না। সন্তান সন্ততির অন্ন বস্ত্রের চিন্তা তোমাকে দেবলোকে যাইতে দিবে না। দিবা ভাগে অশন বসনের আয়োজনে ব্যস্ত থাকিবে, নিশা কালে যখন উপাসনার জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে যাইবে, তখন প্রভাতে পোষ্যবর্গ কি আহার করিবে, তাহারই চিন্তায় আকুল হইবে। ২৪।

একদা আরব দেশের কোন রাজা মন্ত্রীদিগকে বলিতেছিলেন যে "অমুকের বেতন যাহা নিরূপিত আছে, তাঁহার দ্বিগুণ নির্দ্ধারিত কর, যেহেতু সে আজ্ঞানুগত দক্ষ কর্ম্মচারী, অন্য ভৃত্যগণ আমোদ কৌতুকপ্রিয় কর্ত্তব্য-

বিমুখ।" এই কথা শ্রবণ করিয়া এক জন ঋষি আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে "তুমি কি দেখিয়াছ যে এরূপ হর্ষধ্বনি করিলে?" ঋষি বলিলেন "পরমেশ্বরের মন্দিরে ভৃত্যদিগের সম্বন্ধেও এই নিয়ম।"

দুই দিবস যদি কেহ প্রভুর সেবাতে উপস্থিত হয়, তৃতীয় দিবস প্রভু নিশ্চয়ই তাহার প্রতি প্রসন্নভাবে দৃষ্টি করেন। সরল সেবকগণের আশা আছে, তাহারা কখন প্রভুর মন্দিরে নিরাশ হয় না। প্রভুর আজ্ঞা পালনেই শ্রেষ্ঠতা, আজ্ঞা অবহেলাতেই দুর্ভাগ্য। যাহার ভাগ্য অনুকূল, সেই প্রভুর সেবাতে মস্তক অবনত রাখে। ২৫।

কোন মন্ত্রী মহর্ষি জোল্‌নুনের নিকটে উপনীত হইয়া বলিয়াছিলেন যে "দিবা রজনী রাজসেবায় নিযুক্ত আছি, রাজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বটি, আবার তাঁহার দণ্ডভয়ে সর্ব্বদা ভীত আছি।" ইহা শুনিয়া জোল্‌নুন্ অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন "তুমি যেরূপ নরপালকে ভয় কর, যদি আমি ঈশ্বরকে সেইরূপ ভয় করিতাম; এক জন পুণ্যাত্মা ঋষি হইতে পারিতাম।"

সুখ দুঃখের চিন্তা যে ঋষির নাই, তিনি স্বর্গলোকবাসী, যে সচিব নরপতির ন্যায় জগৎপতিকে ভয় করেন, তিনি দেবতা। ২৬।

কোন গুরু শিষ্যকে বলিয়াছিলেন যে "জীবিকার সঙ্গে মনুষ্য যেরূপ সম্বন্ধ রক্ষা করে, যদি জীবিকাদাতার সঙ্গে সেই প্রকার সম্বন্ধ রক্ষা করিত তাহা হইলে সে দেবলোকবাসী হইত।"

যখন তুমি জননীর গর্ভে অজ্ঞান মাংস পিণ্ড মাত্র ছিলে, তখন ঈশ্বর তোমাকে বিস্মৃত হয়েন নাই, তিনি তোমাকে প্রাণের সঞ্চার করেন; মনোবৃত্তি, শারীরিক লাবণ্য, চিন্তা ও বাক্‌শক্তি, বুদ্ধি বিবেচনা তোমাকে প্রদান করেন। তিনি তোমার পাণিযুগে দশ অঙ্গুলি, দুই স্কন্ধে দুই বাহুর যোজনা করিয়াছেন। হে অবিশ্বাসিন্! তুমি কি মনে কর যে তিনি এইক্ষণ তোমাকে অন্নদানে বঞ্চিত রাখিবেন? ২৭।

১ একদা এক জন ঈশ্বরপ্রেমিক যোগী ধ্যান করিতেছিলেন। তিনি ধ্যানের গভীরতার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইলে পর এক বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি যে উদ্যানে গিয়াছিলে তথা হইতে বন্ধুদিগের জন্য কি উপহার আনিলে?" তিনি বলিলেন "মনে করিয়াছিলাম যে কুসুমতরুর নিকটে যাইয়া অঞ্চল ভরিয়া বন্ধুগণের জন্য কুসুম আহরণ করিব, যখন গেলাম, পুষ্পের সৌরভে এরূপ মত্ত হইয়া পড়িলাম যে আমার অঞ্চল হস্ত স্খলিত হইয়া পড়িল। ২৮।

একদা স্নানাগারে কোন বন্ধু এক খণ্ড সুগন্ধি মৃত্তিকা আমার হস্তে প্রদান করেন। আমি সেই মৃত্তিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কি কস্তুরিকা চূর্ণে নির্ম্মিত, না, চন্দন ও গোলাব জলে প্রস্তুত, তোমার মনোহর গন্ধে যে আমি আমোদিত হইলাম।" সে বলিল "আমি অকিঞ্চিৎকর মৃত্তিকাই বটি, কিন্তু অনেককাল পুষ্পের সঙ্গে বাস করিয়াছিলাম, পুষ্পের সহবাসে তাহার গুণ আমাতে সঞ্চারিত হইয়াছে। অন্যথা আমি সেই মৃত্তিকাই আছি, যাহা ছিলাম।" ২৯।

কয়েকটী কুসুমস্তবক তৃণযোগে এক মন্দিরের চূড়াতে বাঁধা ছিল। তাহা দেখিয়া আমি বলিলাম "এই কি, অধম তৃণ যে পুষ্পের সঙ্গে একত্র বাস করিতেছে!" ইহা শুনিয়া তৃণ বলিল "তুমি নীরব হও, যে কেহ হউক না কেন, প্রেমিক ব্যক্তি সহবাস দানে তাহাকে অবহেলা করেন না। যদিচ আমার বর্ণ সৌরভ সৌন্দর্য্য নাই, তথাপি কি আমি উদ্যানের বস্তু নহি? আমিও প্রেমময়ের মন্দিরের ভৃত্য, তাঁহার দয়ায় চিরকাল প্রতিপালিত। আমি গুণবান্ বা নির্গুণ যাহাই হই না কেন, প্রভুর অনুগ্রহের আশা করিবার আমার অধিকার আছে। আমি নিঃসম্বল, সেবা তপস্যা জানি না। যাহার কোন উপায় নাই, তিনি উপায়কারী।" ৩০।

এক রাজা কয়েক জন ঋষির প্রতি অবজ্ঞার ভাবে দৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এক ব্যক্তি উহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "রাজন্! ইহ লোকে

ধন সম্পদে আমরা তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট, কিন্তু জীবনে অধিক সুখী, তোমারও আমাদের মৃত্যুর অবস্থা তুল্য, কিন্তু আমরা পরলোকে শ্রেষ্ঠ।”

কি মহৈশ্বর্য্যবান্ রাজ্যাধিকারী, কি দীনভিক্ষুক, যখন বিধাতা ইচ্ছা করিবেন ইহার এবং উহার মৃত্যু হউক, তখন কেহই কোন পার্থিব বস্তু লইয়া পরলোকে যাইতে পারিবেন না। যদি সম্পদ্ সঙ্গে করিয়া ইহ লোক হইতে প্রস্থান করিতে চাও, তাহা হইলে রাজত্ব অপেক্ষা ঋষিত্ব শ্রেষ্ঠ। ৩১।

বাহ্যে দরবেশের হীন মলিন বেশ, কিন্তু তাঁহার অন্তর জীবিত, শারীরিক বৃত্তি মৃত। যিনি শূন্য-হৃদয়, গর্ব্বিত, যিনি প্রতিকূল ব্যবহার দেখিলে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি দরবেশ নহেন। পর্ব্বত হইতে প্রস্তর গড়িয়া আসিলে যিনি ভয়ে সরিয়া যান, তিনি দরবেশ নহেন। এই কয়টী দরবেশের লক্ষণ—নাম সাধন, কৃতজ্ঞতা, সেবা, তপস্যা, উচ্চদান (নিজের অভিলষিত বস্তু পরহিতার্থ উৎসর্গ করা) বৈরাগ্য, ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাস, নির্ভর, আত্মোৎসর্গ, গাম্ভীর্য্য। যাঁহারা এই সকল গুণে গুণান্বিত, বস্তুতঃ তাঁহারাই দরবেশ। তাঁহার বাহ্য বেশ যেরূপ হউকনা কেন তাহাতে ক্ষতি নাই। যে ব্যক্তি অনর্থ ভাষী, উপাসনাহীন, শারীরিক বৃত্তির পরিপোষক, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, ভোগামোদে দিবা আলস্য নিদ্রায় রজনী যাপন করে, যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাই ভক্ষণ করে, যাহা মুখে আইসে তাহাই বলে, সে দরবেশের কম্বল পরিধান করিলেও পাষণ্ড নারকী।

ওহে তোমার হৃদয় উলঙ্গ, বৈরাগ্যের বস্ত্রে আবৃত নয়। বাহ্যে তুমি দরবেশের সুন্দর কপট বস্ত্র ধারণ করিয়াছ। তোমার গৃহে যখন দরমা মাত্র, তুমি ঐ বাহ্য বিচিত্র আবরণ পরিত্যাগ কর। ৩২।

সাধারণ ভ্রাতৃ ভাবেও আত্ম-হিত অপেক্ষা ভ্রাতার মনের সন্তোষ সাধন অধিক প্রার্থনীয় বটে। যে ভ্রাতা স্বার্থ সাধনে রত সে ভ্রাতা নহে, আত্মীয় নহে। যে বন্ধু তোমার সঙ্গে একপাত্রে ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়া সত্বর ভোজন করেন, তাহাকে তুমি বিশ্বাস করিও না, যেহেতু তাহার অন্তর তোমাতে বদ্ধ নহে। যদি আত্মীয়ের ধৈর্য্য ও ধর্ম্ম দৃষ্টি

না থাকে তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা থাকা অপেক্ষা না থাকা ভাল।

স্মরণ আছে আমার এক জন বিপক্ষ লোক আমার এই উক্তিকে অগ্রাহ্য করেন। তিনি বলেন "ঈশ্বর ধর্ম্ম পুস্তকে আত্মীয়তার বিনাশে নিষেধ করিয়াছেন, আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠ বন্ধনে বিধি দিয়াছেন। তুমি ইহা অন্যায় বলিয়াছ।" ইহা শুনিয়া আমি ধর্ম্ম গ্রন্থের একটী বচন উল্লেখ করিলাম, সেই বচনের মর্ম্ম এই—যদি জনক বা জননী যে কার্য্য তুমি বৈধ বলিয়া জান না, সেই কার্য্যে তাহাদের সঙ্গে যোগ দান করিতে তোমাকে বলেন, তুমি তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিবে না। যখন আত্মীয় ধর্ম্ম বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া চলে, তখন তাহার সহবাস ছাড়িয়া দিবে।" ঈশ্বরবিমুখ সহস্র আত্মীয় জ্ঞাতি, এক জন ঈশ্বর প্রেমিক অনাত্মীয়ের নিকটে তুচ্ছ। ৩৩।

এক রাজার পতাকা শ্রমসাধ্য সেবাতে বিরক্ত হইয়া যবনিকাকে বলিল "যবনিকে! তুমি ও আমি উভয়ই রাজ পরিচারিকা, এক রাজ ভবনের দাসী। আমি ক্ষণকালের জন্য সেবার কষ্ট হইতে বিশ্রাম লাভ করিতে পারি না, কখন কখন দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হই, তুমি যুদ্ধ কি তাহা জান না, কোন প্রকার ক্লেশ অনুভব কর না, প্রান্তরে যাও না, সধূলি বায়ু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি মহামান্যা সুন্দরী অন্তঃ পুরিকাগণের নিকটে নিত্য অবস্থিতি করিতেছ, আমি অধম রাজ ভৃত্য- দিগের হস্ত গত হইয়া আছি। আমি ভ্রমণ কার্য্যে ব্যাপৃত, আমার মস্তক ঘূর্ণায়মান।" যবনিকা বলিল "ভগিনি! আমি তোমার ন্যায় আকাশে শিরোদেশ উত্তোলন করি নাই, আমার মস্তক মন্দিরে অবনত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি বৃথা মস্তক উন্নমিত করে, তাহারই দুর্দ্দশা হয়। ৩৪।

এক ঋষিকে দেখিয়াছিলাম যে মক্কা মন্দিরের দ্বারে মস্তক স্থাপন করিয়া ক্রন্দন করিতেছে এবং বলিতেছে "দয়াময় পরমেশ্বর! তুমি জান মূর্খ অত্যাচারী লোক দ্বারা কি হইতে পারে। সেবাতে ত্রুটি করিয়াছি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থী। আমার সাধনার বল কিছুই নাই। যোগিগণ তপস্যার ফল,

বণিকেরা বাণিজ্য দ্রব্যের মূল্য প্রার্থনা করেন। আমি না তপস্যা না বাণিজ্য করিয়াছি। তুমি আমাকে বিনাশ কর, বা অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমি তোমার দ্বারে মস্তক অর্পণ করিয়া রহিলাম। আমার কিছুই বলিবার নাই, যাহা তোমার আদেশ তাহাই আমার শিরোধার্য্য।" ৩৫।

মহর্ষি আবদুল্‌কাদেরকে কেহ দেখিয়াছিল যে মক্কা মন্দিরের প্রাচীরে মুখ স্থাপন করিয়া এরূপ বলিতেছেন " প্রভো! আমার প্রতি কৃপা কর, আমি শাস্তির উপযুক্ত হইলে বিচারের সভাতে আমাকে অন্ধ করিয়া আনয়ন করিও। তাহা হইলে পুণ্যবান্ লোকদিগের সাক্ষাতে লজ্জা পাইব না। আমি মৃত্তিকায় মস্তক স্থাপন করিয়া বিনয় পূর্ব্বক বলিতেছি প্রতি প্রাতঃকালে তোমাকে স্মরণ করি। প্রভো! কোন দিন তোমাকে বিস্মৃত হই না। এ দীনকে কি তুমি কিঞ্চিৎ স্মরণ করিয়া থাক?" ৩৬।

এক জন যোগীকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে প্রকৃত যোগ কি? তিনি বলিলেন " পুরাতন কালে পৃথিবীতে এরূপ কতক গুলি লোক ছিল যে তাহারা বাহ্যে উচ্ছৃঙ্খল হৃদয়ে জমাট, এইক্ষণকার লোক বাহিরে জমাট অন্তরে উচ্ছৃঙ্খল। যদি প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার মন নানা বিষয়ে ভ্রমণ করিতে থাকে, তুমি নির্জ্জনে বসিয়া হৃদয়ের শুদ্ধতা দর্শন করিতে পারিবে না। ধন মান কৃষি বাণিজ্য রাখিয়াও যদি ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ কর, তাহা হইলে তুমি সেই বিষয় ব্যাপারের মধ্যে ও নির্জ্জনবাসী যোগী।" ৩৭।

পঞ্চম অধ্যায়।

বাক্যসংযম।

কথোপকথনে শুভঅশুভ দুই ঘটিয়া থাকে। শত্রুর চক্ষু অশুভ ব্যতীত কিছুই দেখে না। অতএব বাক্যের শাসন নিতান্ত আবশ্যক। কোন বন্ধু বলিয়াছেন "পরম শত্রু শুভকেও কখন অশুভরূপে দর্শন করে, শত্রুতা কলুষিত চক্ষে গুণও দোষ রূপে প্রকাশ পায়, পুষ্পও শত্রুর নয়নে কণ্টক। সূর্য্যের ভুবন দীপ্তিকর রশ্মি ছুছুন্দরীর চক্ষে হেয়।" ১।

ব্যবসায়ে এক জন বণিকের সহস্রমুদ্রা ক্ষতি হইয়াছিল। সে আপন পুত্রকে বলিল যে "এ বিষয়টী প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নয়।" পুত্র বলিল "যে আজ্ঞা, বলিব না, কিন্তু না বলার উপকারিতা আমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, এরূপকরার যুক্তি কি?" পিতা বলিল "তাহাতে একটী ক্লেশ হইতে বাঁচা যায়, একেত সম্পত্তি নষ্ট হওয়াতে এক ক্লেশ হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিলে তাহার উপর আবার প্রতিবেশী শত্রুগণ কুবাক্য বলিবে। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে আপনার দুঃখ শত্রুকে জানাইও না, সে হাস্য উপহাস করিবে।" ২।

এক জন অধার্ম্মিক অবিশ্বাসীর সঙ্গে এক ধার্ম্মিক পণ্ডিতের বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, পণ্ডিত বিচার আরম্ভের অল্পক্ষণ পরেই নিরস্ত হইয়া চলিয়া যান। কেহ তাঁহাকে বলিল "এতাদৃশ জ্ঞান অভিজ্ঞতা সত্ত্বে তুমি এক জন অধার্ম্মিকের সঙ্গে বিচারে পারিয়া উঠিলে না, আশ্চর্য্য!" তিনি বলিলেন "আমার বিদ্যা ধর্ম্ম পুস্তক কোরাণে, ঋষিদিগের উপদেশ বচণে, সে যখন তাহা তুচ্ছ করে, বিশ্বাস করে না, তখন তাহার নাস্তিকতার বাক্য শ্রবণে আমার কি প্রয়োজন? যে ব্যক্তি ধর্ম্ম পুস্তক ও শাস্ত্র অমান্য করে উত্তর না দেওয়াই তাহার কথার উত্তর।" ৩।

চিকিৎসক জ্বালিমুস্ এক মূর্খ পাষণ্ডকে দেখিয়াছিলেন যে সে এক পণ্ডিতের গ্রীবা আক্রমণ করিয়া অপমান করিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন " যদি ইনি যথার্থ পণ্ডিত হইতেন, তাহা হইলে মূর্খের সঙ্গে ইহাঁর এই ব্যাপার উপস্থিত হইত না। "

দুই জন জ্ঞানবানের পরস্পর বিবাদ ও শত্রুতা হয় না। আবার মূর্খের সঙ্গে ও জ্ঞানবান্ কলহ করেন না। মূর্খ পণ্ডিতকে দুর্ব্বাক্য বলিলে পণ্ডিত বিনম্র ভাবে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া থাকেন, কটূক্তি করেন না। দুই সহৃদয় ব্যক্তি একটী কেশ সূত্রকে রক্ষা করেন, কিন্তু দুই মূর্খের হস্তে লৌহ শৃঙ্খলও ছিন্ন হইয়া যায়। ৪।

আরব দেশে সোব্‌হান নামক এক জন অদ্বিতীয় বাগ্মী ছিলেন। তিনি সম্বৎসর ব্যাপিয়া সভায় উপদেশ দান করিলেও একটী কথার ও পুনরুক্তি করিতেন না। পুনর্ব্বার উহা বলা আবশ্যক হইলে অন্য প্রণালীতে ভাব প্রকাশ করিতেন।

বাক্য সত্য মধুর হৃদয়গ্রাহী প্রশংসার উপযুক্ত হইলেও যদি তাহা একবার বলিয়া থাক সহসা পুনর্ব্বার বলিও না। যে মিষ্টান্ন একবার ভক্ষণ করা গিয়াছে, তাহাতে আর শীঘ্র প্রবৃত্তি হয় না। ৫।

কোন ব্যক্তি আপনা হইতে নিজের মূর্খতা স্বীকার করে না। কিন্তু সে করিয়া থাকে যে অন্যের বাক্য সমাপ্ত না হইতে কথা আরম্ভ করে।

এক জনে কথা বলিতেছে এমন সময়ে তুমি কথা আরম্ভ করিও না। বিবেচক সতর্ক লোকেরা অন্য বক্তাকে নীরব না দেখিলে কথায় প্রবৃত্ত হয়েন না। ৬।

এক যুবক কোন মস্‌জিদে আজাঁ (ডাকনমাজ) করিত। তাহার স্বর অত্যন্ত কর্কশ ছিল। তাঁহার আঁজার কঠোর শব্দে সকলেই মনে কষ্ট পাইত। মস্‌জিদের অধ্যক্ষ এক জন সচ্চরিত্র ন্যায় পরায়ণ ধনবান্ লোক ছিলেন। তিনি আজাঁ দাতাকে মনঃক্ষুণ্ণ না করিয়া এই ভাবে বলিলেন " যুবক!

ঐই মস্‌জিদের অনেক জন প্রাচীন্‌ আঁজা দায়ক আছেন। তাঁহারা প্রত্যেকে পাঁচ টাকা পাইয়া থাকেন, আমি তোমাকে দশ টাকা দিতেছি, তুমি অন্যত্র চলিয়া যাও।" আঁজা দাতা তাহাতেই সম্মত হইয়া চলিয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে সে সেই ধনবানেরনিকটে আসিয়া বলিল "মহাশয়! আপনি দশ টাকা দান করিয়া আমার ক্ষতি করিয়াছেন, এই ক্ষণ যে মস্‌জিদে আঁজা দিতেছি, সেই মস্‌জিদের অধ্যক্ষ অন্যত্র গমনের জন্য আমাকে বিশ টাকা দিতে চাহেন আমি সম্মত হই নাই।" ধনী বলিলেন "সাবধান! যে পর্য্যন্ত পঞ্চাশ টাকা দান না করে সম্মত হইবে না।" ৭।

কোন কঠোর কণ্ঠ পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে কোরাণ পড়িত। এক দিন এক ভদ্র লোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে "তোমার বেতন কত?" সে বলিল "যৎকিঞ্চিৎ।" তাহাতে তিনি বলিলেন "এই সামান্য বেতনের জন্য কেন এত দূর পরিশ্রম স্বীকার কর?" পাঠক উত্তর করিল "ঈশ্বরের নামে পাঠ করি, বেতন অল্প তাহাতে ক্ষতি কি?" তিনি বলিলেন "আমি ঈশ্বরের নামে বলিতেছি, তুমি কোরাণ পড়িও না। তুমি কোরাণ পাঠ করিলে মুসলমান ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইবে। ৮।

কয়েক জন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ রাজা নওসেঁরওয়াঁর প্রধান মন্ত্রী বোজর্চ্চমেহেরের চরিত্রসম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলেন, তাঁহাদের বিচারে তাঁহাতে গুণ ভিন্ন দোষ দৃষ্ট হয় না। কেবল এই একটী মাত্র দোষ লক্ষিত হয় যে তিনি বিলম্বে কথা বলেন্‌, তাঁহার কথা শ্রবণের জন্য শ্রোতাকে অনেক প্রতীক্ষা করিতে হয়। ইহা শ্রবণ করিয়া বোজর্বচ্চমেহের বলিলেন "হঠাৎ বলিয়া লজ্জিত হওয়া অপেক্ষা কি বলা কর্ত্তব্য এরূপ চিন্তা করিয়া বলা শ্রেয়ঃ।"

বাক্যকুশল প্রবীণ লোকেরা অগ্রে চিন্তা করেন, পরে কথা বলেন। সদ্বক্তা হইলেও তুমি চঞ্চল ভাবে কোন কথা বলিও না। কিঞ্চিৎ বিলম্বে বল তাহাতে ক্ষতি নাই। চিন্তা কর ও তৎপর কথা বল, লোকে শ্রবণে অনিচ্ছা প্রকাশ করার পূর্ব্বে তুমি বচনে ক্ষান্ত হও। মনুষ্য বাক্‌ শক্তি গুণেই

পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, তুমি বাক্যের ব্যবহার না জানিলে পশু তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৯।

এক জন পারস্য দেশাধিপতির সভাতে সভাসদ্‌গণ কোন বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেছিলেন। তখন প্রধান মন্ত্রী মৌনভাবে ছিলেন। সকলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কেন কিছু বলিতেছ না?" অমাত্য বলিলেন "মন্ত্রিগণ, চিকিৎসকের ন্যায়, চিকিৎসক সুস্থ ব্যক্তিকে ঔষধ প্রদান করে না। আমি যখন দেখিতেছি তোমাদের অভিমত বিশুদ্ধ, তখন তাহার উপর আমার কিছু বলা উচিত নয়। অন্য লোক দ্বারা কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে তাহাতে আমার বাক্য ব্যয় করা অপ্রয়োজন। যখন দেখি অন্ধ যাইতেছে ও সম্মুখে কূপ, তখন মৌন থাকা আমার অপরাধ। ১০।

নরপাল মহামুদের প্রধান সচিব হোসন্‌ময়মন্দকে কয়েক জন রাজানুচর এরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "অদ্য মহারাজ অমুক বিষয়ের মন্ত্রণায় তোমাকে কি বলিয়াছিলেন?" হোসন্‌ময়মন্দ বলিলেন, "তাহা তোমাদের অগোচর না থাকিবে।" তাঁহারা বলিলেন "যে সকল কথা তোমার সঙ্গে হয়, নরপাল তাহা আমাদের নিকটে বলেন না।" মন্ত্রী বলিলেন "যখন জান, এই বিশ্বাসে মহারাজ আমাকে বলিয়াথাকেন যে আমি ব্যক্ত করিব না, তখন এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাই অনুচিত।"

রাজা যে কথা গোপনে বলেন তাহা অন্যকে বলা কর্ত্তব্য নয়। যিনি রাজ রহস্য ভেদ করেন, তিনি আপনার মস্তক লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ১১।

এক জন স্তোত্র পাঠকের কণ্ঠ-স্বর নিতান্ত শ্রবণ কটু ছিল। কিন্তু সে উহা সুললিত বলিয়া বোধ করিত; এজন্য সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্র পাঠে রত থাকিত। প্রতিবেশী মণ্ডলী তাহার কর্কশ নিনাদে নিয়ত অসুখে কাল যাপন করিত। সে মনঃ পীড়া পাইবে ভাবিয়া স্বর বিরসতার বিষয় তাহাকে কেহ জ্ঞাপন করিত না। একদা অন্য এক জন স্তোত্র পাঠক

তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল "ভ্রাতঃ! অদ্য এক স্বপ্ন দেখিয়াছি।" সে জিজ্ঞাসা করিল "ভাল, কি স্বপ্ন দেখিয়াছ?" বলিল "এরূপ দেখিয়াছি যে তুমি স্বর লালিত্য লাভ করিয়াছ, সকলে তোমার পাঠ শ্রবণে আনন্দানুভব করিতেছে।"

ইহা শুনিয়া পাঠক কিঞ্চিৎ অনুধ্যান করিয়া বলিল "সখে! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তুমি উত্তম স্বপ্ন দেখিয়াছ। তুমি আমাকে আমার দোষ জানাইলে, এইক্ষণ বুঝিতে পারিলাম আমার কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ-বিরস; সকলেই আমার পাঠ শ্রবণে ক্লেশ পাইতেছে। অদ্য হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আর কখন উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া লোকদিগকে পীড়া দিব না।"

সেই বন্ধুর প্রতি আমি অসন্তুষ্ট, যিনি আমার দোষকে গুণ বলিয়া আমার হৃদয়জাত কণ্টককে পুষ্প বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তিনি শত্রু, যিনি আমার দোষ দেখিয়া আমার নিকটে গোপন রাখেন। দোষ প্রদর্শন না করিলে অনেকে অজ্ঞতা বশতঃ আপন দোষকে গুণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করে। ১২।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধৈর্য্যগুণ।

একজন ভিক্ষুক হল্‌ব নগরের বণিক্ সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল "হে ধনবান্ লোক সকল! যদি তোমাদের বিবেচনা ও আমাদের ধৈর্য্য থাকিত তাহা হইলে সংসার হইতে যাচ্‌ঞা উঠিয়া যাইত।" হে ধৈর্য্য! তুমি আমাকে ধনী কর, তোমার ন্যায় ধন আর কিছুই নাই। ১।

মিশর দেশে দুই ভ্রাতা ছিল। তাহাদের একজন বিদ্যা শিক্ষা অন্য জন ধন সংগ্রহ করিল, এক ভ্রাতা নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত, অপর ভ্রাতা মহা ধনী হইল। একদা সেই ধনবান্ পুরুষ পণ্ডিত ভ্রাতাকে অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল "আমি পরম ভাগ্যবান্ হইয়াছি, তুমি সেই দরিদ্রই রহিলে?" পণ্ডিত ইহা শুনিয়া কহিল "ভ্রাতঃ! সম্পদের জন্য ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা দানে আমারই অধিক অধিকার। যেহেতু আমি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগের সম্পত্তি শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছি, তুমি ফারউন ও হামান নামক নাস্তিক ধনীদিগের উত্তরাধিকারী হইয়াছ। আমি ক্ষুদ্র কীট বটি পদ দ্বারা দলিত হই, বরটা নহি যে কাহাকে হুলাঘাত করি। আমি যে লোক পীড়নের ক্ষমতা রাখি না, ঈশ্বরকে এই সম্পদের কৃতজ্ঞতা কখন দান করিব?" ২।

এক সাধু চরিত্র নির্দ্ধন পুরুষ অর্থাভাবে ক্লেশ পাইতেন, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতেন। সেই অবস্থায় মনের সান্ত্বনার জন্য বলিতেন "উপকরণ শূন্য কুটিকা ও সামান্য বস্ত্রে ধৈর্য্য ধারণ করিব। ধনের জন্য ধনীর নিকটে তোষামোদ করা অপেক্ষা এরূপ দুঃখ ও হীনাবস্থায় কাল যাপন করা শ্রেয়স্কর।"

কেহ তাঁহাকে বলিল যে "তুমি কেন বসিয়া আছ? এ নগরে অমুক ব্যক্তি অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল, তিনি দুঃখী লোকের মনোবাঞ্ছা পরিপূরণে ও দরিদ্র সজ্জনদিগের সেবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন। তোমার যেরূপ হীনাবস্থা তদ্বিষয়ে তিনি অবগত হইলে অর্থ সাহায্য করিয়া তোমার উপকার করিতে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিবেন।" দরিদ্র বলিলেন "ভ্রাতঃ! ক্ষান্ত হও, কাহার নিকটে যাচ্ঞা করা অপেক্ষা দরিদ্রতার কষ্ট বহন করা ভাল। ধনীর নিকটে বস্ত্রের জন্য আবেদন লিপি প্রেরণ করা অপেক্ষা ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করা সুখকর। ৩।

পারস্য দেশীয় কোন রাজা এক সুবিচক্ষণ চিকিৎসককে আরব দেশে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা মহম্মদের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। বৈদ্যরাজ কয়েক বৎসর তথায় অবস্থান করেন, কিন্তু একটীও রোগী চিকিৎসার্থ তাঁহার নিকটে আগমন করে না, কেহই ঔষধ চাহে না। চিকিৎসক সেই মহা পুরুষের নিকটে যাইয়া নিবেদন করিলেন "আর্য্য! আপনার ধর্ম্মবন্ধুদিগের চিকিৎসার জন্য এ দাস আপনার চরণে প্রেরিত হইয়াছে, এতদিন কেহই এরূপ অনুগ্রহ করিলেন না, আমার প্রতি যে সেবার ভার আছে, তাহা আমি সম্পাদন করিতে পারি।" মহাত্মা মহম্মদ বলিলেন "এ সকল লোকের একটী প্রকৃতি এই যে যেপর্য্যন্ত ক্ষুধা প্রবল না হয়, ভোজন করে না, ও ক্ষুধা সম্পূর্ণ নিবৃত্ত না হইতেই আহারে নিবৃত্ত হয়।" ভিষক্ বলিলেন "ইহাই এরূপ স্বাস্থ্যের কারণ।" অনন্তর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তিনি স্বদেশে চলিয়া গেলেন। ৪।

আরব দেশের কোন চিকিৎসককে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে প্রতি দিন কি পরিমাণ অন্নাহার করা কর্ত্তব্য। তিনি বলিলেন "প্রায়ত্রিশ তোলা পরিমাণ ভক্ষণ করা শ্রেয়ঃ।" পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল "ইহাতে কি শরীরে বল হইতে পারে?" বলিলেন "এই পরিমাণেই তোমাকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিবে, ইতোধিক ভক্ষণ করিলে ভারগ্রস্ত হইবে।"

ভোজন করা জীবন ধারণ করিয়া ধর্ম্ম সাধন করার জন্য, তুমি মনে করিও না যে জীবন ধারণ ভোজন করার জন্য। ৫।

খোরাশান দেশীয় দুই বন্ধু এক যোগে দেশ ভ্রমণ করিতেছিল। তাহাদের একজন দুর্ব্বল ছিল, সে দুই দিবস অন্তর আহার করিত, অন্য জন সবল কায় ছিল, সে প্রত্যহ তিনবার ভোজন করিত। ঘটনা ক্রমে দুইজন এক নগরের দ্বারে কোন অপবাদে ধৃত হয়, বিচারপতি উভয়কেই এক গৃহে দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেন। সপ্তাহান্তে তাহারা নিরপরাধীরূপে প্রমাণিত হয়, তখন দ্বার মুক্ত করিলে দেখা যায় যে সবল ব্যক্তি গতাসু হইয়াছে, দুর্ব্বল জীবিত আছে। ইহা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। কোন জ্ঞানবান্ পুরুষ বলিলেন এ বিষয়ে আশ্চর্য্য কিছুই নাই, ঐ বলবান বহু খাদক ছিল, ক্ষুধার ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি স্বল্পাহারী ছিল, সুতরাং স্বভাবতঃ সে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিয়াছে ও প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।

অল্প ভোজন যাহার অভ্যাস, অভাবের সময়ে সে অধিক বিপন্ন হয় না, বহু খাদক ব্যক্তি অন্নাভাবের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া সহজে প্রাণ ত্যাগ করে। ৬।

এক ব্যক্তি স্বীয় পুত্রকে স্বল্প ভোজনে অনুমতি করিত এবং বলিত প্রচুর আহারে মনুষ্য প্রপীড়িত হয়। একদা পুত্র তাহাকে কহিল "পিতঃ! পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে "ক্ষুধার ক্লেশ বহন করা অপেক্ষা ভোজনে তৃপ্ত হইয়া মরণও ভাল।" পিতা বলিলেন "বৎস! পরিমাণ রক্ষা করিয়া চল এতাধিক ভক্ষণ করিও না যে পরে উদ্বমন করিতে বাধ্য হইবে, এরূপ অল্পাহারও করিও না যে ক্ষীণ দুর্ব্বল হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিবে।"

অন্ন শরীর মনের পরিপোষক, কিন্তু পরিমাণের অধিক হইলে পীড়াদায়ক হয়, ক্ষুধা কালে যথা পরিমাণে শুষ্ক রুটী ভক্ষণ কর উপকার হইবে, যদি উপাদেয় সামগ্রীও বহু পরিমাণ ভক্ষণ কর অপকার ঘটিবে। ৭।

কয়েক জন দরিদ্র ভদ্র লোকের নিকটে এক শস্য জীবীর শস্যের মূল্য প্রাপ্য ছিল, সে প্রতিদিন যাইয়া স্বীয় প্রাপ্য মুদ্রা চাহিত ও কটূক্তি করিত, অর্থহীন ভদ্রলোকেরা তাহার দুর্ব্বাক্যে দুঃখিত থাকিতেন। ধৈর্য্য ধারণ ব্যতীত তাঁহাদের উপায় ছিল না। ইহা দেখিয়া কোন জ্ঞানবান্ পুরুষ বলিয়াছিলেন যে "শস্য বিক্রেতাকে শস্যের মূল্য দানে আজ কাল করিয়া তাঁড়ান অপেক্ষা আপনাকে আহারে বঞ্চিত রাখা উত্তম; ধনীর দ্বারে যাইয়া দ্বারবান্ কৃত অত্যাচার সহ্য করা অপেক্ষা ধনবান্ হইতে প্রাপ্য উপকারের আশা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।" ৮।

কোন বীর পুরুষ যুদ্ধে আহত হইয়াছিল। কেহ তাঁহাকে বলিল যে "অমুক ব্যক্তি ক্ষত রোগের উত্তম ঔষধ রাখে। যাচ্ঞা করিলে সে তাহা তোমাকে দিতে পারে।" সেই ব্যক্তি একজন প্রসিদ্ধ কৃপণ ছিল। বীর পুরুষ বলিলেন "ঔষধ চাহিলে সে দিতে পারে, নাও দিতে পারে। প্রদান করিলেও তদ্দ্বারা উপকার না হইতে পারে। কিন্তু সেই কৃপণের নিকটে একবার যাচ্ঞা করাই বিষম বিপদ্।"

যে জন নীচ প্রকৃতি লোকের নিকটে তোষামোদ ও যাচ্ঞা করে, সে শরীরের জন্য আত্মার বল বিনষ্ট করে। প্রাজ্ঞ লোকেরা স্বীয় মহত্ত্বের বিনিময়ে অমৃতও ক্রয় করিতে চাহেন না। নীচতা স্বীকারে জীবন ধারণ করা অপেক্ষা নিজের মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া মরণও শ্রেয়ঃ। বিরস বদন কৃপণের হস্তে শর্করা ভক্ষণ করা অপেক্ষা প্রফুল্লানন দাতার হস্তে সুতিক্ত মহাকাল ফল খাওয়া সুখকর। ৯।

একদা এক নির্ধন পুরুষের অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। কেহ তাহাকে বলিল যে "অমুক ব্যক্তি মহৈশ্বর্য্যশালী ও বদান্য। তুমি তাহার নিকটে চাহিলেই ধন লাভ করিতে পারিবে।" দরিদ্র বলিল "তাহার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই।" সে কহিল "আমি তোমার সাহায্য করিব।" এই বলিয়া হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে সেই ধনীর ভবনে লইয়া গেল। দরিদ্র

যাইয়া দেখিল যে ধনবান্ অধরোষ্ঠ স্ফীত করিয়া কর্কশ নয়নে বিরস মুখে বসিয়া আছে। সে ধনীর এই বিকৃত আকার দেখিয়া কিছু না বলিয়াই চলিয়া যাইতে লাগিল। পথে কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে "তুমি ধনীর নিকটে যাইয়া কি প্রাপ্ত হইলে ?" সে বলিল "আমি তাহার দান তাহার মুখশ্রী দর্শন করিয়া তাহাকে উপহার দিয়া আসিয়াছি।"

অপ্রসন্ন বদন লোকের নিকটে যাইয়া কোন বিষয়ের প্রার্থনা করিও না, তাহার কুস্বভাবে মনে ব্যথা পাইবে। যদি যাচ্ঞা করিতে হয় সেই ব্যক্তির নিকটে করিবে, যাহার মুখ দর্শনেই মনের সন্তোষ লাভ হইবে। ১০।

একদা রজনীতে কোন নগরে আমি একজন ধনশালী বণিকের গৃহে অতিথি ছিলাম। বণিক্ আমার সঙ্গে বিশৃঙ্খল আলাপে নিশা যাপন করিল। কিঞ্চিন্মাত্র বিশ্রাম করিল না। সে বলিল "আমার অমুক পণ্য তুরুষ্ক দেশে, অমুক সম্পত্তি হিন্দুস্থানে, এই বিক্রয় পত্র (কবালা) অমুক ভূমির, অমুক দ্রব্যের অমুক ব্যক্তি প্রতিভূ আছে। কখন বলিল "এস্কন্দরিয়া নগরে গমনের ইচ্ছা রাখি,যেহেতু তথাকার জল বায়ু উৎকৃষ্ট। আবার বলিল পশ্চিম সমুদ্র অতি ভয়ঙ্কর। পরে বলিল "সাদি! আর একবার বহির্বাণিজ্যের জন্য যাত্রা করিব, তৎপর অবশিষ্ট জীবন নির্জ্জনে অবস্থিত হইব।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সে বাণিজ্য কোথায় কোথায় হইবে ?" বলিল যে "পারস্য দেশের গন্ধক চিন দেশে লইয়া যাইব। শুনিয়াছি সেখানে তাহা মহার্ঘ। চিন হইতে তথাকার পান পাত্র রোমে আনয়ন করিব। রোমের পট্ট বস্ত্র হিন্দুস্থানে, হিন্দুস্থানের লৌহ হলব্ দেশে, হলবের কাচ এমনে, এমন হইতে কোন দ্রব্য লইয়া পারস্য দেশে যাইব। অতঃপর দেশান্তর গমন পরিত্যাগ করিয়া বিপণিতে অবস্থান করিব।" সে এরূপ অনেক প্রলাপ করিল, পরে ক্লান্ত হইয়া আমাকে বলিল "সাদি! তুমিও কিছু বল" আমি বলিলাম "ইহা কি শ্রবণ করিয়াছ, যে গোর নগরের অদূরবর্ত্তী প্রান্তরে এক বণিক্ উষ্ট্র হইতে পতিত হইয়া কি বলিয়াছিল ? বলিয়াছিল যে সংসারানুরাগীর অদূরদর্শী চক্ষু হয় ধৈর্য্যেতে নয় শ্মশান মৃত্তিকায় পূর্ণ হউক।" ১১।

একদা এক দুর্ব্বল ধীবরের জালে সবল মৎস্য আবদ্ধ হইয়াছিল। মৎস্য মহা পরাক্রমে জাল তাহার হস্ত হইতে ছাড়াইয়া লইয়া পলায়ন করিল।

ভৃত্য কোথায় স্রোতোজল আনিবে, না স্রোতোজল তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। জাল পুনঃ পুনঃ মৎস্য ধরিয়া আনে, মৎস্য এবার জাল ধরিল। শিকারী সকল সময় ব্যাঘ্র শিকার করিতে পারে না, এক সময় ব্যাঘ্র তাহাকে শিকার করে।

অপর জালজীবিগণ দুঃখ প্রকাশ করিয়া সেই ধীবরকে এই ভাবে তিরস্কার করিতে লাগিল "এরূপ মৎস্য তোর জালে আবদ্ধ হইয়াছিল, তুই ধরিয়া রাখিতে পারিলি না,তোর কেমন বল ?" সে বলিল "বন্ধুগণ! কি করিব ? আমার জীবিকা ছিল না, উহার কিছুদিন জীবিকা ছিল। জীবিকা বিহীন জালজীবী স্বল্প জলেও মাছ ধরিতে পারে না, কাল উপস্থিত না হইলে শুষ্ক ভূমিতেও মৎস্যের মৃত্যু হয় না।" ১২।

একদা কোন দরবেশ বন্ধু আসিয়া আমাকে বলিলেন "ভ্রাতঃ! আমার আয় স্বল্প, পোষ্য অধিক। অন্নাভাবের কষ্ট অসহ্য হইয়াছে, এক একবার ইচ্ছা করি যে বিদেশে চলিয়া যাই, দেশান্তরে কোন না কোন প্রকারে স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহ করিব, কেহই আমার ভাল মন্দ জানিতে পাইবে না। পুনর্ব্বার শত্রুগণের কটূক্তিকে ভয় করি, আমার এই আচ-রণকে তাহারা অন্যায় বোধ করিয়া উপহাস করিবে ও বলিবে 'দেখ ঐ দুর্ব্বুদ্ধি নির্লজ্জ কখন সৌভাগ্যের মুখ দর্শন করিতে পারিবে না, সে কেবল আত্ম সুখানুসন্ধান করিল, স্ত্রী পুত্র পরিজনকে কষ্টে ফেলিয়া গেল। আমি ব্যবহারিক বিদ্যায় একেবারে অনভিজ্ঞ নহি। সখে! যদি তোমার যত্নে রাজার অধীনে কোন উপযুক্ত কর্ম্ম প্রাপ্ত হই, তবে চিরজীবন কৃতজ্ঞতা ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিব না।'

আমি বলিলাম "প্রিয় বন্ধো! রাজানুচর্য্যের দ্বিবিধ ভাব, এক ধনের আশা, দ্বিতীয় প্রাণের ভয়। উক্ত আশার অনুরোধে তাদৃশ ভয়ে নিপতিত হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নয়।"

বন্ধু বলিলেন "সাদি! তুমি এই বাক্য আমার অবস্থানুযায়ী বল নাই, তোমার অবিদিত না থাকিবে, ইহা সাধারণে বলিয়া থাকে যে, যে ব্যক্তি চুরি করে হিসাবের সময় তাহারই হাত কাঁপিয়া উঠে। সরলতা ঈশ্বরাভিপ্রেত, কেহ সরল পথে চলিয়া পথ ভ্রান্ত হয় নাই। চারি ব্যক্তি চারি ব্যক্তিকে ভয় করে—দস্যু রাজাকে, চোর প্রহরীকে, অন্যায়াচারী লোক পরিচ্ছিদ্রানুসন্ধায়ীকে, ব্যভিচারিনী পরাপবাদকারীকে। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যাহার হিসাব ঠিক আছে, তাহার ভয় কি? যদি চাহ যে হিসাবের দিন শত্রুর ক্ষমতা খর্ব্ব হয়, তবে প্রভুর কার্য্যে যথেচ্ছ ব্যবহার করিও না, ভ্রাতঃ! তুমি নির্দ্দোষ থাকিলে কাহা হইতেও তোমার ভয় নাই, রজকেরা মলিন বস্ত্রকেই প্রস্তরের উপর অভিঘাত করিয়া থাকে।"

আমি বলিলাম "বয়স্য! তোমার অবস্থা শশকের গল্পটীর অনুরূপ। কোন শশক কাঁপিতে কাঁপিতে মহা বেগে পলায়ন করিতেছিল। তাহাকে এক পথিক জিজ্ঞাসা করিল "শশক! তুমি এরূপ ভয় পাইয়াছ কেন, তোমার কি বিপদ্ উপস্থিত?" বলিল "শুনিয়াছি যে উষ্ট্র সকলকে বেগার ধরিতেছে।" পথিক কহিল "রে নির্ব্বোধ! উষ্ট্রের সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক ও কি সাদৃশ্য।" শশক বলিল "চুপ থাক, যদি শত্রুগণ বলে এও উষ্ট্রের শাবক, তাহা হইলেই ত ধরা পড়িব, তখন আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য কাহার যত্ন হইবে, কে আমার অবস্থার অনুসন্ধান লইবে? দূর দেশ হইতে বিষয় ঔষধ আনয়ন করিবার পূর্ব্বে সর্প-দষ্ট প্রাণ ত্যাগ করিবে।" তদ্রূপ তোমার ধর্ম্মভীকতা, সাধুতা অভিজ্ঞতাদি গুণ আছে বটে, এদিকে দোষানুসন্ধায়ীগণ অন্তরালে আছে, বিদ্বেষী লোক তোমার পশ্চাতে রহিয়াছে। তাহারা রাজার নিকটে তোমার সাধুতার বিপরীত কথা বলিবে, তাহাতে নরপালের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইবে, সেই অবস্থায় তোমার পক্ষে কথা বলিবার কাহার সাধ্য হইবে? অতএব পরামর্শ এই দেখিতেছি যে তুমি সম্পদের রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য রাজ্যে আধিপত্য কর। নৌবাণিজ্যে অধিক লাভ হয় বটে, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা আছে, যদি নিরাপদে থাকিতে চাও, কূলে অবস্থান করিয়া জীবিকা অর্জ্জন কর।"

বন্ধু ইহা শুনিয়া দুঃখিত ও বিরক্ত হইলেন ও আমার প্রতি কটূক্তি করিতে লাগিলেন "এই কি তোমার বুদ্ধি বিবেচনা ও মিত্র-হিতৈষিতা। প্রাজ্ঞ লোকেরা বলিয়াছেন যে অকৃত্রিম বন্ধু দ্বারা কারাগারেও উপকার হয়, দুষ্ট লোকেরা ভোজনের বেলায় কেবল বন্ধুতা প্রদর্শন করে। যে ব্যক্তি সম্পদের সময়ে ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন ও বন্ধুতার গল্প করে তাহাকে বন্ধু বলিয়া গণ্য করিও না। যিনি প্রিয় জনের দুঃখ দুরবস্থার সময়ে তাহার সাহায্য করেন, তিনিই বন্ধু বটেন।"

যখন দেখিলাম আমার পরামর্শ মিত্র কোন রূপে গ্রহণ করিলেন না, প্রত্যুত বিরক্ত হইলেন, তখন অগত্যা পরিচিত রাজ মন্ত্রীর নিকটে যাইয়া প্রকৃত অবস্থা তাঁহাকে জানাইলাম। তাহাতে তিনি বন্ধুকে এক ক্ষুদ্র কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। কিয়দ্দিন গত হইলে তাঁহার সাধুতা ও কার্য্য পটুতা প্রকাশিত হইল, তিনি তদপেক্ষা উন্নত পদ প্রাপ্ত হইলেন। তখন তদীয় সৌভাগ্য নক্ষত্র উন্নতির অভিমুখে ছিল, অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হইল। তিনি রাজার বিশ্বস্ত ও প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে কতিপয় বন্ধুর সহিত আমি মক্কা তীর্থের যাত্রিক হইয়াছিলাম। কিছু কাল পরে যখন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলাম, বন্ধু বহু দূরের পথ হইতে আসিয়া আমাকে সম্ভাষণ করিলেন। তখন তাঁহার অবস্থা নিতান্ত শীর্ণ মলিন দেখিলাম, আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "সখে! ব্যাপার কি?" মিত্র বলিলেন "যাহা কহিয়াছিলে বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছে। কতক গুলি ঈর্ষ্যা-পর লোক আমার শত্রু হইল ও আমার বিরুদ্ধে নানা অমূলক কথা বলিয়া আমার অনিষ্ট সাধনে রাজাকে কুমন্ত্রণা দিল। ভূপতি প্রকৃত ঘটনার অনুসন্ধান করিলেন না, বাস্তবিক পুরাতন বন্ধুগণ, এক হৃদয় সুহৃদ্বর্গ উচিত কথা বলিতে ক্ষান্ত হইলেন, চিরকালের প্রণয় বিস্মৃত হইলেন। যখন কাহার ভাগ্য অনুকূল হয়, তখন সকলে তাঁহার প্রশংসা করিয়া প্রেম-ভরে স্কন্ধে হস্তার্পণ করে, কিন্তু ভাগ্যচ্যুত দেখিলে মস্তকে চরণ সমর্পণ করিয়া থাকে। পরিশেষে আমি নানা প্রকার শাস্তি গ্রস্ত হইয়া কারা রুদ্ধ হইয়াছিলাম। নর পতি আমার ধন সম্পত্তি রাজ কোষ ভুক্ত করিয়াছেন। কিছু দিন হইল কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছি।" ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম "সখে!

সেই সময় আঁমার কথা গ্রাহ্য হয় নাই, আমি বলি নাই কি যে রাজানুবর্ত্তী সমুদ্র বাণিজ্যের ন্যায়, তাহাতে লাভ ও ভয় উভয়ই আছে। ধন সঞ্চয় হইতে পারে, তরঙ্গে পড়িয়া মৃত্যু ও ঘটিতে পারে। অনন্তর ক্ষত রোগে লবণাম্বু বর্ষণের ন্যায় বন্ধুর দুঃখ বাণাহত হৃদয়কে অনুযোগ বাক্যে অধিকতর ব্যথিত করা উচিত বোধ হইল না। ১৩।

কোন উদ্ধত স্বভাব মহা পরাক্রান্ত যুবা স্বীয় পিতার নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল "যে, দারিদ্র্য ক্লেশ আর সহ্য করিতে পারি না, দেশান্তর গমনের উদ্যোগী হইয়াছি, বিদেশে বাহু বলে প্রচুর ধন সংগ্রহ করিতে পারিব।"

জনক বলিলেন "পুত্র! দুরাশা পরিত্যাগ কর, ধৈর্য্য পাশে চরণ বন্ধন কর। শুদ্ধ বল বিক্রম দ্বারা কেহই ধনবান্ হইতে পারে না, অন্ধের কজ্জল ধারণের ন্যায় গুণ হীন বলশালীর যত্ন বিফল হয়।"

পুত্র বলিল "পিতঃ! দেশ পর্য্যটনে মহা উপকার। তাহাতে হৃদয় প্রফুল্ল হয়, আশ্চর্য্য বস্তু দর্শন ও আশ্চর্য্য বিবরণ সকল শ্রবণ করা যায়, নগরের শোভা নিরীক্ষণ ও নানা বন্ধুর সহবাস লাভ, সম্মান প্রাপ্তি, নীতি শিক্ষা, ধন বৃদ্ধি, ব্যবসায়ের উন্নতি, লোক চরিত্র পরীক্ষা, দেশ দেশান্তরের নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ হয়। পণ্ডিত লোকেরা বলিয়াছেন যে যে পর্য্যন্ত তুমি গৃহ বাসী হইয়া থাকিবে,সে পর্য্যন্ত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না।"

পিতা বলিলেন "বৎস! দেশ ভ্রমণের উপকারিতা অশেষ। কিন্তু চারি সম্প্রদায়ের লোকেই সেই উপকার ভোগ করিতে পারে। প্রথমতঃ বণিক্, দ্বিতীয় বাগ্মী পণ্ডিত, তৃতীয় সুখ গায়ক, চতুর্থ, শ্রমজীবী ব্যবসায়ী। এই সকল লোক ব্যতীত যাহারা দুর্বুদ্ধি বশতঃ বিদেশে গমন করে কেহ তাহাদের নাম ধাম ও জিজ্ঞাসা করে না। পদে পদে তাহারা বিপদের সহিত সাক্ষাৎ করে।"

যুবা বলিল "পিতঃ! পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যদিচ ঈশ্বর প্রাণী মাত্রেরই জীবিকা নিরূপণ করিয়াছেন, তথাপি তাহা প্রাপ্তির জন্য যত্ন করিতে হইবে। বিপদ্ যদিচ অনিবার্য্য তথাপি বিপদের দ্বার হইতে

দূরে থাকিবে। আমি বাহুবলে মত্ত হস্তীকে পরাভব করিতে পারি, ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সক্ষম। অতএব তাত! পরামর্শ যে বিদেশে যাইব, আর ইতোধিক দারিদ্র্য ক্লেশ সহ্য হয় না, যুবা ইহা বলিয়াই পিতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া যাত্রা করিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক বেগবতী প্রকাণ্ড স্রোতস্বতীর তটে উপস্থিত হইল। তথায় আসিয়া দেখিল যে কতকগুলি লোক তর পণ্য দানে নৌকারোহণ করিয়াছে। যুবাপুরুষের সঙ্গে কিছুই ছিল না। পার করিবার জন্য নানা প্রকার বিনয় ও অনুনয় আর্ত্তনাদ করিল। তাহাতেও কর্ণধারের দয়া না দেখিয়া ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। কর্ণধার তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হাস্য করিয়া বলিল "তুমি অর্থ ব্যতিরেকে কখন বলের সহায়তায় নদী সমুত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। এক জন দুর্ব্বলের অর্থ দশ জন বলবানের বল অপেক্ষা কার্য্য কর। তুমি যখন নির্ধন, তখন কাহার প্রতি বল করিতে পার না, ধন থাকিলে বলের প্রয়োজন করে না।" কর্ণধারের এই সাহঙ্কার কর্কশ বাক্যে যুবা পুরুষ কোপে অধীর হইল। ইচ্ছা করিল যে ইহার প্রতিফল প্রদান করে; কিন্তু নৌকা দূরে গিয়াছিল উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল "এই পরিধেয় বস্ত্রে যদি তোমার তুষ্টি হয় প্রদান করিতে পারি" তাহাতে কর্ণধারের লোভ হইল নৌকা কূলে আনয়ন করিল।

লোভ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির দৃষ্টি শক্তি রোধ করে, লোভ পশু পক্ষী মৎস্য প্রভৃতিকে বন্ধন করে।

নৌকা তীরে আসিবামাত্র যুবা পুরুষ শ্মশ্রু ও গলদেশ আক্রমণ পূর্ব্বক কাণ্ডারিকে ঊর্দ্ধে উঠাইয়া সবলে ভূতলে নিক্ষেপ করিল এবং ভয়ানক রূপে মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিল। নৌকাধিরূঢ় ব্যক্তিগণও পোতবাহককে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া প্রহার প্রাপ্ত হইল। কর্ণধার বিনয় বাক্যে যুবা পুরুষের সহিত প্রণয় স্থাপন ব্যতীত মুক্তির অন্য উপায় দেখিল না।

বিবাদ উপস্থিত দেখিলে বিনম্র হইবে, নম্রতা বিরোধের দ্বার রুদ্ধ করে। সুকোমল কার্পাস-পুঞ্জে কেহ কখন শাণিত খড্গের আঘাত করে না। মিষ্ট কথা দয়া ও প্রফুল্লতায় হস্তীকেও একটী কেশ সূত্রে বদ্ধ রাখা

যায়। প্রণয় ও বিনয় সদাচারে যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাতে ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের প্রয়োজন কি ?

তখন কর্ণধার পূর্ব্ব-কৃত অপরাধের জন্য বিনীত ভাবে ক্ষমাপ্রার্থী হইলও যুবা পুরুষকে সাদরে নৌকায় উঠাইয়া যাত্রা করিল। কিয়দ্দূরে একটী অত্যুচ্চ কীর্ত্তি স্তম্ভ নদীতে পতিত ছিল; কর্ণধার কৌশল পূর্ব্বক তথায় নৌকা লইয়া গিয়া আরোহীদিগকে বলিল "এখানে বিপদের আশঙ্কা, তোমাদের মধ্যে যিনি সমধিক বলশালী, তাঁহার উচিত যে গুণ-রজ্জু গ্রহণ করিয়া স্তম্ভোপরি আরোহণ করেন, তাহা হইলে নৌকা নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিতে পারি।"

যুবা পুরুষ সর্ব্বদা স্বীয় বল বিক্রমের অহঙ্কারে স্ফীত থাকিত। বিশেষতঃ তখন কোপে অন্ধ ছিল, সুতরাং পরিণাম চিন্তার অবকাশ পাইল না। কর্ণধারের কথানুসারে সগর্ব্বে স্তম্ভোপরি আরোহণ করিল। মাঝি তৎক্ষণাৎ গুণরজ্জু ছিন্ন করিয়া নৌকা দূরে লইয়া গেল। উপায়হীন যুবা তথায় একাকী পড়িয়া রহিল। কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন "যদি তুমি কখন কোন ব্যক্তির অন্তরে দুঃখ দিয়া থাক, পরে তাহার সহিত সদ্ভাব করিলেও প্রদত্ত দুঃখের প্রতিফল পাওয়া অসম্ভব নহে, ক্ষতস্থান হইতে শর বহির্গত হইলেও অন্তরে তাহার যাতনা থাকিয়া যায়। প্রাচীরে প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে না, সেই প্রস্তর প্রাচীর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে ব্যথা দিতে পারে।"

দুই দিবসের কষ্টের পর যুবা পুরুষ নিদ্রার আকর্ষণে জলে বিসর্জ্জিত হইল। পরে ভাসিতে ভাসিতে মৃতপ্রায় হইয়া তিন দিনে কূল লাভ করিল। তথায় ফল মূলাদি আহার দ্বারা কিঞ্চিৎ সবল হইয়া গমন করিতে লাগিল। যুবা ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল, এমত সময়ে এক কূপের নিকটে উপনীত হইয়া দেখিল যে তৃষ্ণার্ত্ত লোকেরা মূল্য দ্বারা জল গ্রহণ করিতেছে। যুবক বিনীত ভাবে আপন দুরবস্থা জানাইয়া জলপ্রার্থী হইল; কিন্তু কূপস্বামী অনুগ্রহ করিল না। যুবক অগত্যা প্রহার বৃত্তি অবলম্বন করিল। তাহার দৃঢ় মুষ্টির আঘাতে কতিপয় ব্যক্তি একেবারে মৃতকল্প হইয়া পড়িল। অনন্তর প্রহৃত জনগণের আত্মীয়বর্গ সমবেত

হইয়া তাহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক গুরুতর রূপে প্রহার করিয়া তথা হইতে নিষ্কাশিত করিল।

মশক রাশি একত্র হইলে হস্তীকে পরাভব করে। পিপীলিকাকুল একতা বন্ধন করিলে ব্যাঘ্রের চর্ম্ম উৎপাটন করিতে পারে।

অনন্তর সেই প্রহার-ক্ষত-কলেবর যুবা পুরুষ এক দল ভ্রমণকারী বণিকের অনুগামী হইয়া সায়ং সময়ে এক দস্যু-ভয়সংকুল স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় বণিক্‌দিগকে দস্যু ভয়ে নিতান্ত ভীত ও কম্পিত দেখিয়া বলিল "বন্ধুগণ! তোমরা কোন ভাবনা করিবে না, আমি যখন আছি, তখন চিন্তা কি? আমাকে অন্ন ও পানীয় প্রদান করিয়া সুস্থ ও সবল কর। একাকী আমিই পঞ্চাশত্ দস্যুকে পরাভব করিব।"

যুবকের বাক্যে বণিক্‌দিগের সাহসের উদয় হয়। তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করে। ক্ষুৎপিপাসার প্রাবল্যে যুবক অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তখন প্রচুর পানাহারে তৃপ্ত হইয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইল। উক্ত সম্প্রদায়ে একজন বহুদর্শী বৃদ্ধ বণিক্ ছিলেন। তিনি সঙ্গীদিগকে কহিলেন "ভ্রাতৃগণ! আমি তোমাদিগের উদারতা দেখিয়া চিন্তিত আছি। হইতে পারে, এ ব্যক্তি দস্যু দলের একজন; অবসর বুঝিয়া সহচরদিগকে তত্ত্ব করিবে। অনেক ক্রূর শত্রু বন্ধুর বেশে লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। অতএব পরামর্শ যে চল আমরা ইহাকে নিদ্রিত রাখিয়া প্রস্থান করি। যে পর্য্যন্ত চরিত্র পরীক্ষা না যয়, সে পর্য্যন্ত বন্ধুকে কখন বিশ্বাস করিব না, যাহারা বাহিরে বন্ধুতা প্রদর্শন করে তাহাদের শত্রুতা সাধনের দন্ত সুতীক্ষ্ণ।" বৃদ্ধের এই উপদেশ বণিক্‌দিগের নিকটে সঙ্গত বোধ হইল। তাঁহারা যুবককে দস্যু আশঙ্কা করিয়া তৎক্ষণাৎ পণ্য দ্রব্যাদি সহ প্রস্থান করিল। পরদিন যখন সূর্য্য প্রখর কিরণ জালে ধরণীকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিল; তখন যুবক উন্নিদ্র হইয়া দেখে সার্থবাহগণ চলিয়া গিয়াছে। ইতস্ততঃ বহু অনুসন্ধান করিল, কিন্তু তাহাদের কোনরূপ চিহ্ন প্রাপ্ত হইল না। উপায়-হীন যুবা কতক দূর পর্য্যটন করিয়া পুনর্ব্বার ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া ভূতলে পতিত রহিল।

এমত সময়ে এক রাজকুমার মৃগয়ানুসরণ ক্রমে তাহার নিকট উপস্থিত

হইলেন। উঁহার দুরবস্থা দর্শন ও সমুদায় দুর্ঘটনার বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাঁহার দয়া হইল। কুমার অবিলম্বে আহারাদি দ্বারা সুস্থ করিয়া তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। পিতা বিদেশাগত পুত্রকে সমুপস্থিত দেখিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্র সমুদায় দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। পিতা তৎশ্রবণে দুঃখিত হইয়া বলিলেন "বৎস! যাইবার বেলাই বলিয়াছিলাম যে বিদেশে নির্ধন গুণহীন পুরুষদিগের বল বিক্রমের দ্বার রুদ্ধ।" ১৪।

কোন এক নগরে দুই সহোদর ছিল। একজন রাজসেবা করিয়া মহৈশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল, অন্যতর, স্বাধীন শ্রম-জীবীর ব্যবসায় দ্বারা কোনরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিল। একদা সেই ধনী, দরিদ্র ভ্রাতাকে বলিল "ভ্রাতঃ! তুমি রাজ সেবায় কেন যোগ দিতেছ না, তাহা করিলে শ্রম-সাধ্য কার্য্য হইতে মুক্ত হইতে পার।"

দরিদ্র বলিল "তুমি কেন স্বাধীন ব্যবসায় কর না, তাহা হইলে ঘৃণিত অধীনতা শৃঙ্খল হইতে রক্ষা পাইবে। প্রাজ্ঞ লোকেরা বলিয়াছেন 'স্বর্ণমণ্ডিত কটীবন্ধনী কটীদেশে বন্ধন করিয়া রাজসেবায় দণ্ডায়মান হওয়া এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ধনগর্ব্বিত জনগণের নিকটে নিয়ত উপস্থিত থাকা অপেক্ষা শাকান্নভোজী ও অনাবৃত শরীরে ভূতলশায়ী হইয়া জীবন ধারণ করা উত্তম।' ভ্রাতঃ! আমার আয়ুষ্কাল এই অবস্থাতেই শেষ হইল; এইক্ষণ আর সুখাদ্য ভক্ষণে ও সুপরিচ্ছদ পরিধানে প্রয়োজন কি? হে উদর! উপকরণ-শূন্য এক খণ্ড কটিকায় পরিতৃপ্ত থাক; তাহা হইলে রাজসেবায় আর পৃষ্ঠকুব্জ হইবে না।" ১৫।

কেহ বদান্যবর হাতমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে "তুমি জগতে কাহাকেও আপনা অপেক্ষা অধিকতর সৎসাহসী দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ কি?" তিনি বলিলেন "হাঁ, এক দিন আরবের সমুদায় সম্ভ্রান্ত লোককে ভোজে আহ্বান করিয়া কোন প্রয়োজন বশতঃ প্রান্তরে গিয়াছিলাম। তথায় এক কাঠুরিয়াকে দেখিলাম যে কাঠ সকল পুঞ্জীকৃত করিয়াছে। আমি

বলিলাম "তুমি হাতমের ভবনে কেন যাইতেছ না? বহু লোক অদ্য সেখানে আহার পাইবে।" সেই কাঠুরিয়া বলিল 'যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে সে রুটিকার জন্য হাতমের নিকটে তোষামোদ করিতে প্রস্তুত নয়।' আমি এই কাঠুরিয়াকে আমা অপেক্ষা অধিক সাহসী ও স্বাধীন স্থির করিয়াছি।" ১৬।

একদা একজন দরিদ্র বস্ত্রাভাবে বালুকা পুঞ্জ দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিয়া পথপ্রান্তে শয়ান ছিল। তখন মহাপুরুষ মুসা তাহার নিকটে উপস্থিত হয়েন। দরিদ্র তাঁহাকে দেখিয়া বলিল "ভগবন্! দারিদ্র্যে বড় কষ্ট পাইতেছি, প্রার্থনা করুন যেন আমি ধনী হইতে পারি। মুসা প্রার্থনা করিলেন ও চলিয়া গেলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় সে ধন সম্পন্ন হইল। কিয়ৎকাল পরে মুসা প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে শান্তিরক্ষক তাহাকে বন্ধন করিয়াছে ও বহুলোক তাহার চতুষ্পার্শ্ব ঘেরিয়া রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহার কি হইয়াছে?" কেহ বলিল "এ ব্যক্তি সুরাপানে মত্ত হইয়া এক জনকে হত্যা করিয়াছে। সেই অপরাধে ইহাকে মৃত্যু দণ্ড প্রদান করিবার জন্য বধ্য ভূমিতে লইয়া যাইতেছে।

নীচ লোক ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলে দুর্ব্বলদিগকে উৎপীড়ন করে। মার্জ্জারের পক্ষ থাকিলে চটক পক্ষীর বংশ বিলোপ হইত, যখন দুর্দ্দান্ত লোকের ধন সম্পদ হয়, তখন তাহার অর্দ্ধচন্দ্র পাওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে। ফলাতুন বলিয়াছিলেন যে পিপীলিকার পক্ষোদ্গম না হওয়াই ভাল। ১৭।

কেহ বলিয়াছিল যে একদা আমার পাদুকা ছিল না। পাদুকা ক্রয় করিবার অর্থেরও অভাব ছিল। তখন আমি কুফা নগরের সাধারণ ভজনালয়ে আগমন করি, শূন্য পদ বলিয়া মনঃক্ষুণ্ণ ছিলাম। তথায় আসিয়া দেখি যে এক ব্যক্তির পা নাই। তখন আমি নিজের পাদুকা অভাবে ধৈর্য্য ধারণ করিলাম ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম।

ভোজনতৃপ্ত ব্যক্তির নিকটে পলান্ন, শাকান্ন অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্রের নিকটে শাকান্ন, পলান্ন বৎ উপাদেয়। ১৮।

সপ্তম অধ্যায়।

শিক্ষা ও উপদেশ।

কোন পণ্ডিত স্বীয় শিশু পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন " বৎস! বিদ্যা শিক্ষা কর,এই সংসারের রাজ্যৈশ্বর্য্যে বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। রজত কাঞ্চন ভয় শূন্য নহে, হয় দস্যু একেবারে তাহা অপহরণ করিবে, নয় ভূস্বামী ক্রমে ক্রমে আত্মসাৎ করিবে। কিন্তু বিদ্যা চিরস্থায়ী উৎস, অবিচলিত সম্পদ্, ধননাশে বিদ্বানের দুঃখ নাই, তাঁহার জীবনে বিদ্যাই ধন। বিদ্বান্ সর্ব্বত্র সম্মান লাভ করেন, উচ্চ আসন প্রাপ্ত হয়েন। মূর্খের সকল স্থানেই দুঃখ। ১।

আমি কোন বিদ্যালয়ে এক শিক্ষককে দেখিয়াছিলাম, সে বিরসমুখ, কটুভাষী কুস্বভাব পরপীড়ক বিমর্ষপ্রকৃতি অসহিষ্ণু। তাহাকে দেখিলেই লোকের মনের আহ্লাদ আমোদ পলায়ন করিত, তাহার কোরাণ পাঠ শ্রবণ করিলে চিত্তের স্ফূর্ত্তি বিলোপ হইত। কতকগুলি সুন্দর সুন্দর বালক বালিকা সেই দুরন্ত শিক্ষকের কঠোর হস্তে আবদ্ধ হইয়াছিল। তাহাদের কাহার কথা বলিবার বা হাস্য করিবার শক্তি ছিল না। সে কখন শিশুর রজতকান্তিকপোলে চপেটাঘাত করিত, কখন বা তাহাদের কাচশুভ্র পদদ্বয় বাঁধিয়া রাখিত। পরে সেই শিক্ষক দুর্দ্দান্ত স্বভাবের জন্য পদচ্যুত হয়। তাহার স্থানে একজন শিষ্ট শান্ত লোক নিযুক্ত হয়েন। তিনি শুদ্ধচরিত্র প্রশান্ত প্রকৃতি পরম গম্ভীর পুরুষ ছিলেন। নিতান্ত আবশ্যক না বুঝিলে কথা বলিতেন না, ছাত্রকে শাস্তি দানের কথা মুখে আনয়ন করিতেন না। তখন বালকদিগের অন্তর হইতে পূর্ব্বতন শিক্ষকের ভয় চলিয়া গেল, বর্ত্তমান শিক্ষককে তাহারা অকর্ম্মণ্য নিস্তেজ ভাবিল। সেই সময়ে এক একটী বালক যেন এক একটী দৈত্য হইয়া উঠিল। অধ্যাপকের ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য দেখিয়া যাহা শিক্ষা করিয়াছিল ভুলিয়া গেল। সর্ব্বদা ক্রীড়া কুর্দ্দন করিয়া বেড়াইত ও একে অন্যের মস্তকে আঘাত করিত।

শিক্ষক যদি ছাত্রদিগকে শাসন না করেন, ছাত্রগণ রাজ পথে যাইয়া ক্রীড়া আমোদ করিয়া বেড়ায়। ২।

কোন নরপাল স্বীয় পুত্রকে শিক্ষার জন্য এক শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করেন এবং অধ্যাপককে বলেন যে ইহাকে নিজের সন্তানের ন্যায় শিক্ষা দান করিবে। শিক্ষক যত্ন পরিশ্রম করিয়া দীর্ঘ কাল তাহাকে শিক্ষা প্রদান করিলেন, ফল দর্শিল না। এদিকে তাঁহার পুত্রগণ নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠিল। রাজা তাহাতে দুঃখিত হইয়া শিক্ষককে অনুযোগ ও দণ্ড বিধান করেন ও বলেন "তুমি অঙ্গীকার পালন কর নাই। প্রণয়ের স্বত্ব রক্ষা কর নাই।" শিক্ষক বলিলেন "মহারাজ! শিক্ষার দোষ নাই, মনুষ্য প্রকৃতি বিভিন্ন। ভূগর্ভে রজত কাঞ্চন উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু সকল ভূমিতে নয়। ৩।

কোন ধনবান্ হস্ত পদ বন্ধন করিয়া এক ক্রীত দাসকে শাস্তি দান করিতেছিল। এমন সময়ে এক বৃদ্ধ ঋষি তথায় উপস্থিত হয়েন ও তাহা দেখিয়া সেই ধনবান্‌কে বলেন "বৎস! পরমেশ্বর তোমার ন্যায় মনুষ্যকে তোমার আজ্ঞাধীন করিয়াছেন, তদুপরি তোমাকে প্রভুত্ব দিয়াছেন, তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞ হও, এ দাসের প্রতি এ প্রকার উৎপীড়ন করিও না। বিচারের দিনে এ তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিবে, তুমি লজ্জিত হইবে এরূপ যেন না হয়। দাসের প্রতি অধিক ক্রুদ্ধ হইও না, তাহার মনে ক্লেশ দিও না, অত্যাচার করিও না। তুমি তাহাকে মুদ্রা দ্বারা ক্রয় করিয়াছ মাত্র, নিজ শক্তিতে সৃজন কর নাই। তোমার এই ক্রোধ, অভিমানও প্রভুত্ব কত দিন থাকিবে? তোমার উপরে এক জন পরম ক্ষমতাশালী প্রভু আছেন। তুমি আপন প্রভুকে ভুলিও না। ৪।

এক ব্যক্তির চক্ষুর পীড়া হইয়াছিল। সে চিকিৎসার নিমিত্ত গোবৈদ্যের নিকটে উপনীত হয়। চিকিৎসক পশুর চক্ষের ঔষধ তাহার চক্ষে প্রদান করে, তাহাতে সে অন্ধ হইয়া যায়। পরে সে চিকিৎসকের নামে

অভিযোগ উপস্থিত করে। বিচারক বলেন যে এ ব্যক্তি গর্দ্দভ না হইলে কখন পশু বৈদ্যের নিকটে চিকিৎসার্থী হইত না।

যে জন অশিক্ষিত লোককে উচ্চ কার্য্যের ভার অর্পণ করে, তাহাকে পরিতাপিত হইতে হন, জ্ঞানবান্ লোকের নিকটে সে নির্ব্বোধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ লোকেরা নীচ লোকের প্রতি গুরুতর কর্ম্মের ভার সমর্পণ করেন না। যে জন দরমা বয়ন করে, সে কি পট্ট বস্ত্র বয়ন করিতে জানে? ৫।

এক ব্যক্তি পিতৃব্যের প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া ঘোর অমিতব্যয়ী ও কুক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়া ছিল। এমত পাপ নাই যে তাহার অকৃত রহিল, এমত মাদক দ্রব্য নাই যে যাহাতে সে অনাসক্ত ছিল। একদা আমি তাহাকে উপদেশ দান করিলাম যে "বৎস! ধনাগম স্রোতো-জলের ন্যায়, ব্যয় ধনাগমের উপর নির্ভর করে। যাহার অর্থাগম নিয়মিত ও নিশ্চিত, অধিকতর ব্যয় করা তাহার পক্ষেই শোভা পায়। যখন তোমার উপার্জ্জন নাই তখন ব্যয় খর্ব্ব কর। ব্যয় আছে উপার্জ্জন নাই এমতাবস্থায় ধনীর ধন শীঘ্র বিলোপ হয়। বারিবর্ষণ না হইলে সম্বৎসরের মধ্যে নদী শুষ্ক হইয়া জল প্রণালীর আকার ধারণ করে। বুদ্ধি ও সুনীতির আশ্রয় লও, কুৎসিত আমোদ পরিত্যাগ কর। ধন নিঃশেষিত হইলে কষ্ট পাইবে ও অনুতপ্ত হইবে।"

সে গান বাদ্য পান ভোজের আমোদে মত্ত হইয়া আমার বাক্যে কর্ণ দান করিল না, কথা অগ্রাহ্য করিল এবং বলিল "দুঃখের ভয় দেখাইয়া সুখের হানি করা বুদ্ধিমান্ লোকের মত বিরুদ্ধ কার্য্য। ধনশালী ভাগ্যবান্ লোকেরা ভাবী ক্লেশের ভয়ে এই ক্ষণ কেন কষ্ট স্বীকার করিবেন। প্রিয় বন্ধো! যাও আমোদ কর, কল্য কার জন্য অদ্য ভাবিও না।" দেখিলাম যে আমার উপদেশ বিফল হইতেছে, আমার বাক্য সকল তাহার লৌহ-কঠিন শীতল অন্তরে স্থান পাইতেছে না। নীরব হইলাম, তাহার নিকট হইতে চলিয়া গেলাম।

আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম কিছু কাল পর তাহার অবস্থা তাহাই

দেখিলাম, সে কুকর্ম্মে অর্থ সম্পত্তি বিনাশ করিয়া ছিন্ন বস্ত্র পরিধায়ী ও নানা দ্বারের ভিক্ষুক হইয়াছিল। তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমি মনে অত্যন্ত ক্লেশ পাইলাম। উচিত বোধ করিলাম না যে সেই অবস্থায় আর তাহাকে অনুযোগ করিয়া ব্যথিত করি।" ৬।

এক বালক স্বীয় পিতাকে বলিয়াছিল যে "উপদেষ্টাদিগের হৃদয়-গ্রাহী সরস কথায় আর আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। তাহার কারণ এই যে বাক্যানুরূপ তাহাদের আচরণ দেখি না। তাহারা অন্য সকলকে সংসার বিরাগী হইতে উপদেশ দান করে, এদিকে স্বয়ং ধন সামগ্রী সংগ্রহে ব্যস্ত। যে উপদেষ্টার অনুষ্ঠান নাই বাক্যই সার, তাহার কথা কাহার অন্তরে গৃহীত হয় না। জ্ঞানী তিনি বটেন, যিনি সৎকর্ম্ম শীল, তাঁহাকে বিদ্বান্ বলি না,যে অন্যকে উপদেশ দেয়,কিন্তু স্বয়ং উপদেশানুযায়ী কার্য্য করে না। স্বার্থপর পণ্ডিত নিজেই পথ ভ্রান্ত, সে আর অন্যকে কি পথ দেখাইবে। অনুষ্ঠান বিমুখ জ্ঞানী মধু পানে বিরত মধু সঞ্চয় কারী মক্ষিকার ন্যায়।" ইহা শুনিয়া পিতা বলিলেন "বৎস! এরূপ ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া উপদেষ্টাদিগের উপদেশ অগ্রাহ্য করা, বিদ্বমণ্ডলীকে উন্মার্গ-গামী সিদ্ধান্ত করিয়া সদ্বিদ্বান্‌দিগের সংসর্গ ও বিদ্যা জনিত ফল লাভে বঞ্চিত হওয়া বিধেয় নহে। উপদেশের সভা, পণ্য শালার ন্যায়। মুদ্রা প্রদান না করিলে যেমন পণ্য দ্রব্য পাওয়া যায় না, তদ্রূপ আগ্রহ প্রকাশ না করিলে উপদেশ জনিত কল্যাণ লাভ করা যায় না। পণ্ডিতগণের চরিত্র উপদেশানুরূপ হউক বা না হউক, তুমি অনুরাগের সহিত তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ কর। মূঢ়েরা যাহা বলে তাহা অগ্রাহ্য। এক নিদ্রিত অন্য নিদ্রিত জনকে জাগরিত করিতে পারে না। প্রাচীরেও যদি কোন উপদেশ অঙ্কিত থাকে সৎপুরুষেরা তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।" ৭।

একদা আমি বাল্‌খ হইতে আ'পামিয়ানে যাত্রা করি। পথে অত্যন্ত দস্যুভয় ছিল। এক ধনুর্দ্ধর পরাক্রান্ত যুবক আমার রক্ষকস্বরূপ সঙ্গে চলিয়াছিল। তাহার ধনুঃ এরূপ প্রকাণ্ড ও দুরানম্য ছিল যে জন দশ

বলবান্ পুরুষ তাহা দমন করিয়া গুণ দানে সমর্থ ছিল না। কোন মল্লই মল্লক্রিয়ায় তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিত না। কিন্তু সে দেশ ভ্রমণ করে নাই বহুদর্শী ছিল না, স্বগৃহে সুখে সম্পদে প্রতি-পালিত হইয়াছিল। সে বীর পুরুষদিগের মেঘনাদানুকারী সিংহনাদ শ্রবণ করে নাই। যোদ্ধৃগণের করবালের বিদ্যুদ্বিভ জ্যোতিঃ দর্শন করে নাই; শত্রুর আক্রমণ কিরূপ জানিত না; শর বৃষ্টিতে কখন আচ্ছন্ন হয় নাই। সেই যুবক সর্ব্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল, পথে কোন পুরা-তন প্রাচীর সম্মুখে পাইলে সে বাহুবলে ধাক্কা দিয়া ভগ্ন করিয়া ফেলিত, সদর্পে বড় বড় বৃক্ষ সকল উৎপাটন করিয়া চলিত ও নানা অহঙ্কারের কথা বলিত। আমি ও সে চলিতে ছিলাম। ইতিমধ্যে এক দিন দুই দস্যু এক প্রস্তরের অন্তরাল হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া আমাদিগকে লক্ষ্য করিল। এক দস্যুর হস্তে যষ্টি, আর এক জনের হস্তে এক খণ্ড পাতর ছিল। আমি এই দস্যুদ্বয়কে দেখিয়াই যুবককে বলিলাম " দাঁড়াও শত্রু উপস্থিত, তোমার বল বিক্রম যাহা কিছু আছে এইক্ষণ উপস্থিত কর। দেখ শত্রু আপনা হইতেই তোমার নিকট আসিয়া মৃত্যুর শরণ লইতেছে।" তখন সেই দস্যু দ্বয়কে উপস্থিত দেখিয়া যুবক ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, তাহার হস্ত হইতে ধনুর্বাণ স্খলিত হইয়া পড়িল। দস্যু প্রাণ বধ করিতে উদ্যত, এ দিকে যাহার বল বিক্রমের প্রতি আমার আশা ভরসা ছিল সেই ধনুর্দ্ধর সঙ্গী যুবার এই অবস্থা। তখন অনন্যোপায় হইয়া অর্থ সম্পত্তি অস্ত্র শস্ত্র ও বস্ত্রাদি সমুদয় দস্যু হস্তে সমর্পণ করিলাম, প্রাণ বাঁচাইয়া সেই স্থান পার হইয়া আসিলাম।

গুরুতর কার্য্যে সুশিক্ষিত অভিজ্ঞ লোকদিগকে নিযুক্ত করিও, পারদর্শী অভিজ্ঞ লোকেরা ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলকে সহজে জালে বদ্ধ করিতে পারে। অন-ভিজ্ঞ যুবকেরা মাতঙ্গবৎ মহাকায় প্রভৃত বলশালী হইলেও প্রবল শত্রুর আক্রমণে ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়ে।" ৭।

কোন রাজা শিরাজ নগরের ইদোৎসবের রম্য ভূমি দর্শন করিতে আসিয়া রত্ন খচিত এক মহা মূল্য অঙ্গুরীয় এক মসজিদের চূড়ায় স্থাপনপূর্ব্বক

এই রূপ ঘোষণা করেন যে, যে ব্যক্তি এই অঙ্গুরীয় ছিদ্রে বাণ প্রবেশ করাইতে পারিবে, তাহাকেই অঙ্গুরীয়-রত্ন প্রদান করিব। তখন চারি শত সুশিক্ষিত ধনুর্দ্ধর উপস্থিত ছিল, সকলেই চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইল। কিন্তু একটী বালক যে অট্টালিকার উপর হইতে কৌতুক করিয়া ইতস্ততঃ শর বর্ষণ করিতেছিল, হঠাৎ তাহার একটী শর বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া অঙ্গুরীয়ছিদ্র পার হইয়া গেলে। রাজা তাহাকেই এক মহা মূল্য পরিচ্ছদের সহিত অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন।

কখন সুশিক্ষিত লোকের দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয় না, কোন অশিক্ষিত বালক তাহা অবলীলা ক্রমে সংসাধন করে। ৯।

কোন সভাতে এক ব্যক্তি ধনী লোকের নিন্দা করিতেছিল। আমি ধনবান্ পুরুষদিগের দ্বারা বিশেস উপকৃত ছিলাম বলিয়া সেই নিন্দা সহ্য করিতে পারিলাম না। বলিলাম "সখে! সম্পন্ন লোকেরা দরিদ্রগণের শরণ্য, কুটিরবাসী সাধকদিগের জীবিকা দাতা, তীর্থ যাত্রিকগণের সহায়, পরিব্রাজকদিগের আশ্রয়, ভারাক্রান্ত লোকের ভারহারী। তাঁহারা দয়া করিয়া আত্মীয় প্রতিবেশী বৃদ্ধ দরিদ্রগণকে প্রতিপালন করেন। দান শক্তি, সাধনার বল, ধনীদিগেরই অধিক হইয়া থাকে। তাঁহাদের মন নিশ্চিন্ত, তাঁহাদের ধন আছে, পরিধানের জন্য বিশুদ্ধ পরিচ্ছদ আছে। সাধনার শক্তি প্রকৃষ্ট আহারে, তপস্যার স্বচ্ছন্দতা প্রশুদ্ধ পরিচ্ছদে অধিকতর অবলম্বনীয়। যাহাদের হস্ত শূন্য, জঠরানল প্রজ্বলিত, সেই দরিদ্রদিগের কি শক্তি, কি পুরুষকার আছে? যাহার হস্ত পদ বদ্ধ, সে কোন্ মঙ্গলের কার্য্য করিতে পারে? কোথায় যাইতে পারে? যেখানে অন্নাভাব সেখানে হৃদয়ের মুক্ত ভাব নাই, যেখানে দরিদ্রতা সেখানে অন্তরে শান্তি নাই। সুতরাং ধনীদিগের ই তপস্যা সহজে সফল হয়। যেহেতু তাঁহারা চিন্তাকুল অস্থির নহেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে "ইহপরলোকে দরিদ্রের মুখ মলিন, দারিদ্র্য অবস্থায় লোকের ধর্ম্ম কর্ম্ম উত্তম রূপে নির্ব্বাহিত হয় না, সংসারের কার্য্য ও সুসিদ্ধ হয় না।"

এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন "তুমি কি এই বচনটী মাত্র অবগতি আছ, শাস্ত্রের অপর উক্তি শ্রবণ কর নাই? মহাপুরুষ মহম্মদ বলিয়াছেন দরিদ্রতাতেই গৌরব।" আমি বলিলাম "সেই মহাপুরুষের এই দীনতা বিষয়ক ইঙ্গিত সেই সকল লোকের প্রতি বটে, যাহারা ঈশ্বরের একান্ত অনুগত, তাঁহার বিধানের অধীন। যাহারা অবস্থায় দরিদ্র, তাহারা নহে।"

প্রতিপক্ষ আমার এই উক্তি শ্রবণে ধৈর্য্য শূন্য হইয়া রসনারূপ ছুরিকাকে তীক্ষ্ণ করিলেন এবং বলিলেন "তুমি ধনী লোকের একান্ত প্রশংসা করিলে, অযুক্ত কথা সকল বলিলে, তোমার মতে ধনীরা যেন সাজ্যাতিক রোগের মহৌষধ, বিধাতার ভাণ্ডার উন্মোচনের চাবি। প্রকৃত পক্ষে ধনী সম্প্রদায় দাম্ভিক, অভিমানী, কপটী, অবজ্ঞার্হ। তাহারা ধন সম্পদে আসক্ত, মান বিভবে বিমুগ্ধ। তাহারা মধ্যবর্ত্তীর যোগে অন্যের কথা শ্রবণ করে, অন্য লোককে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে, পণ্ডিতদিগকে কৃপার পাত্র বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে, ঋষিদিগকে অপদার্থ জীব বলিয়া তুচ্ছ করিয়া থাকে। তাহারা ধন মানের অভিমানে সর্ব্বোচ্চ আসন গ্রহণ করে। তাহাদিগের মস্তক সেরূপ নয় যে উত্তোলন করিয়া কাহার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি করিবে। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে যাহার ধন আছে তাহার ধর্ম্ম নাই, সে বাহ্যে ধনী বটে কিন্তু অন্তরে দরিদ্র।"

আমি বলিলাম "ধনীদিগের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা তোমার উচিত নয়। তাঁহারা দান স্বামী।" তিনি বলিলেন "অযুক্ত বলিয়াছ বরং তাহারা অর্থের দাস। ধনীদিগের ধন আছে দান নাই, যেন আকাশে মেঘ আছে, বৃষ্টি নাই। ধনীরা ঈশ্বর উদ্দেশ্যে পদ চালন করে না, একটী মুদ্রা যশঃ স্পৃহা ও পাপোদ্দেশ্য ব্যতীত ব্যয় করে না। তাহারা যত্ন পরিশ্রম করিয়া ধন সঞ্চয় করে, পাপের জন্য রক্ষা করে, মৃত্যু কালে আক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া যায়। জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন যে, কৃপণ ধনী যখন মৃত্যুর আঘাতে মৃত্তিকার নীচে প্রবেশ করে, তখন তাহার ধন ভূগর্ভ হইতে নির্গত হয়। এক জন ক্লেশ পরিশ্রমে ধন সংগ্রহ করে, অন্য লোক আসিয়া বিনা আয়াসে তাহা আত্মসাৎ করিয়া বসে।"

আমি বলিলাম "লোভী ভিক্ষুক না হইলে কেহ ধনবানের কৃপণতা

বুঝিতে পারে না। নিম্নোক্ত ব্যক্তির নিকটে দাতা অদাতা তুল্য। সুবর্ণের পরীক্ষক সুবর্ণ চিনে, লোভী কৃপণ চিনে।”

তিনি বলিলেন “আমি পরীক্ষা দ্বারা কহিতেছি, ধনবান্ লোকেরা দ্বারে লোক নিযুক্ত রাখে এবং নির্দ্দয় ভৃত্যদিগকে অনুমতি দান করে যেন কোন কৃপাপাত্র তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে সক্ষম না হয়। সুতরাং নির্দ্দোষ সজ্জন লোকেরা কিঙ্করগণের কঠোর হস্তের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া থাকে।”

আমি বলিলাম “ধনবান্ ভিক্ষুকদিগের দ্বারা উত্যক্ত হইয়াই তদ্রূপ দৌবারিক নিযুক্ত করিয়া থাকেন। প্রান্তরের ধূলিপুঞ্জ মুক্তা হইলে ভিক্ষুকের আশা পূর্ণ হইতে পারে। কূপ যেমন শিশির বিন্দুতে পূর্ণ হয় না, তদ্রূপ ভিক্ষুকের মন কখন ধনীর দানে চরিতার্থ হয় না। দুস্থ দরিদ্রগণ লোভ পরবশ হইয়া বিপদ্জনক কার্য্যে আপনাকে সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত নহে। তাহারা পারলৌকিক দণ্ডকে ভয় করে না, তাহাদের বৈধাবৈধ জ্ঞানের অভাব। ঢিলা নিক্ষিপ্ত হইলে অস্থিখণ্ড ভাবিয়া কুকুর যেমন আহ্লাদে লম্ফ প্রদান করে, তদ্রূপ দুই জন শবাধার স্কন্ধে করিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিলে খাদ্য পূর্ণ পাত্র ভাবিয়া লোভী দরিদ্রের মন নাচিয়া উঠে।”

এইরূপ অনেক কথা হইলে পর তিনি বলিলেন “ধনীদিগের প্রতি আমার প্রীতির সঞ্চার হয় না।” আমি বলিলাম “তাঁহাদের ধন দেখিয়া ঈর্ষ্যা ত হয় না?” এই প্রকার আমাদের দুই জনের মধ্যে তুমুল বাগ্বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। তিনি এক কথা বলেন আমি তাহা খণ্ডন করি, আমি বলি তিনি খণ্ডন করেন। পরিশেষে তিনি কথার যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শনে অক্ষম হইয়া পরাস্ত হইলেন। অগত্যা অত্যাচারের বাহু প্রসারণ করিলেন, অনর্থজনক বচন পরম্পরা বলিতে লাগিলেন। অবোধ লোকেরা প্রতিপক্ষের কথার প্রতিবাদে যুক্তি প্রদর্শনে অসমর্থ হইলেই শত্রুতা আরম্ভ করে। তিনি আমাকে গালি দিলেন। আমিও তাঁহাকে কঠোর কথা বলিলাম। তাহাতে তিনি আমার গ্রীবা আক্রমণ করিলেন। আমিও তাঁহার চিবুকে এক আঘাত করিলাম। আমাদের দুই জনের এই মল্ল যুদ্ধ দেখিয়া সকল লোক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিল। পরে কাজির উপদেশের উপর তর্কের মীমাংসা হইবে, এই মত প্রদান করিয়া আমরা উভয়েই তাঁহার

নিকটে গেলাম। বিশেষ বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া ধনী ও দরিদ্র এই দুইয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। কাজি আমাদের অবস্থা দেখিয়া ও বাক্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ অধোবদনে চিন্তা করিলেন। পরে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ওহে তুমি ধনীদিগের প্রশংসা ও দরিদ্রগণের নিন্দা করিয়াছ। জানিও যেমন পুষ্প ও কণ্টক এক স্থানে স্থিতি করে, ধনভাণ্ডে সর্প থাকে, যেখানে মহা মূল্য মুক্তাফল সেখানে ভয়ঙ্কর কুম্ভীর বাস করে, সুখ দুঃখ দুই পরস্পর নিকটে অবস্থিত হয়, যেমন উদ্যানে বেদমোস্ক নামক সুন্দর সুস্নিগ্ধ তরুও আছে, আবার জীর্ণশুষ্ক দ্রুমও আছে; তদ্রূপ ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে ধার্ম্মিকও আছে, অধার্ম্মিকও আছে। দরিদ্রগণের সম্বন্ধেও এই কথা। ঈশ্বরের মন্দিরে সেই সকল ধনীই আসন পাইবার উপযুক্ত, যাঁহারা অন্তরে দীন। সেই সকল দরিদ্র ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র, যাঁহারা সৎসাহসে ধনী। তিনিই শ্রেষ্ঠধনী, যিনি দরিদ্রের সঙ্গে সহানুভূতি রাখেন। তিনিই দরিদ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যিনি ধনীর সাহায্যের প্রত্যাশী নহেন, যিনি বলেন, ঈশ্বরই আমার জন্য যথেষ্ট।" অনন্তর কাজি, আমার প্রতিবাদীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন "ওহে তুমি যে বলিলে ধনিগণ অবৈধাচারে লিপ্ত, ক্রীড়া আমোদে মত্ত, সৎসাহস বিহীন, ধনের অমিতাচারী, তাহারা ধন সংগ্রহ করে, রক্ষা করে, সম্ভোগ করে না, দান করে না। যদি অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, কিম্বা প্রবল ঝটিকায় দেশ উৎসন্ন হইয়া যায়, ধনিগণ নিজের ধন আছে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, দরিদ্রদিগের ক্লেশের সংবাদ লন না, ঈশ্বরকে ভয় করেন না। ধনাভাবে অন্য লোকের মৃত্যু হইল, তাহাতে আমার ক্ষতি কি, আমার ধন আছে, বিপদ্ ঝটিকায় ভয় নাই; এই তাঁহাদের ভাব। নীচাশয় লোকেরা নিজের কম্বলখানা বাঁচাইতে পারিলে বলে যে জগতের লোক মরিয়া গেল তাহাতে আমার কি শোক? এই যাহা তুমি বলিলে, কতকগুলি লোক এরূপ আছে সত্য, কিন্তু আবার কতকগুলি ধনবান্, দুঃখী দরিদ্রের অভাব মোচনের জন্য ভাণ্ডার মুক্ত রাখিয়াছেন, দানের হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন। তাঁহারা ইহলোকে যেমন ধনী, তদ্রূপ পর লোকের সম্বলশালী। ধনীর বদান্যতায় মানব জাতির যেরূপ কল্যাণ হয়,

পিতা দ্বারা পুত্রের তদ্রূপ হিতসাধন হইয়া উঠে না। ঈশ্বর চাহিলেন যে জগতের দুঃখ দূর ও মঙ্গল হয়, তাহাতেই স্বীয় কৃপাগুণে ধনবান্ রাজ্যেশ্বর সকল নিয়োজিত করিলেন।”

কাজি যখন এতদূর বলিলেন, যাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি নাই, তখন কাজির উপদেশকেই মান্য করিলাম, বিবাদ কলহ ভুলিয়া গেলাম ও প্রণয় সম্মিলন জন্য আমরা উভয় প্রতিদ্বন্দী পরস্পরের চরণে নিপতিত হইলাম, পরস্পরের মস্তক চুম্বন করিলাম। ১০।

এক মল্ল তিন শত সাট প্রকার ব্যায়াম কৌশলে পারদর্শী ছিল। সে তাহার ছাত্রগণের মধ্যে এক যুবাকে অত্যন্ত ভাল বাস্ত্রিত, তাহাকে তিন শত উনষাট প্রকার ব্যায়াম শিক্ষা দান করিয়াছিল। যুবক বল বিক্রম ও ব্যায়াম নিপুণতার অহঙ্কারে সর্ব্বদা স্ফীত থাকিত। একদা সে রাজাকে যাইয়া বলিল, শিক্ষা দান করিয়াছেন বলিয়া আমা অপেক্ষা ওস্তাদের (শিক্ষকের) যাহা কিছু শ্রেষ্ঠতা, কিন্তু আমি শক্তিতে ও ব্যায়াম কৌশলে তাঁহা অপেক্ষা ন্যূন নহি। ইহা শুনিয়া রাজা তাহাকে ওস্তাদের সঙ্গে কুস্তি (ব্যায়াম) করিতে আদেশ করিলেন। গুরু শিষ্যের মল্ল ক্রীড়ার জন্য এক বিস্তীর্ণ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। রাজা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অনুজীবিগণ সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। যুবক মত্ত হস্তীর ন্যায় মহা আস্ফালন করিয়া ক্রীড়া ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। গুরু যে একটী ব্যায়াম কৌশল শিষ্যকে শিক্ষা দান করে নাই, তাহার দ্বারা তাহাকে আবদ্ধ করিল। যুবা মুক্তির উপায় জানিত না, তাহাতেই পরাস্ত হইল। ওস্তাদ দুই হস্ত আক্রমণ করিয়া শিষ্যকে শূন্যে ঘূরাইয়া মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করিল। তখন সকলে হাস্য কোলাহল করিয়া উঠিল। নরপাল শিক্ষককে পুরস্কার দিলেন, ছাত্রকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন “রে পাষণ্ড পারদর্শিতা নাই, আবার গুরুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিস্।” যুবক বলিল “মহারাজ! শিক্ষক আমাকে বলে পরাজয় করিতে পারেন নাই, একটী ব্যায়াম কৌশল যাহা আমি জানিতাম না, তাহা দ্বারাই পরাস্ত করিয়াছেন।” শিক্ষক বলিলেন “তুমি এরূপ ব্যবহার করিবে ভাবিয়াই সেই কুস্তিটী তোমাকে শিক্ষা দেই নাই।” ১১।

অষ্টম অধ্যায়।

হিত বাক্যাবলী।

১। ধন জীবনের সুখ কল্যাণের জন্য, জীবন ধন সংগ্রহের জন্য নহে। কোন পণ্ডিতকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে ভাগ্যবান্ কে ও দুর্ভাগ্য বা কে? তিনি বলিলেন যে ব্যক্তি ধন উপার্জ্জন করিয়া দানোপভোগ করিয়াছেন তিনিই ভাগ্যবান্, যে জন ধন সংগ্রহ করিয়া তাঁহা করে নাই সে হতভাগ্য। যদি ধনেতে তুমি নিজের হিত সাধন করিতে চাও, তাহা হইলে তদ্দ্বারা লোকের হিত সাধন কর। দান কর, গ্রহীতার নিকটে উপকারের প্রত্যাশা করিও না; তাহা করিলে তুমি দানে উপকার পাইবে না। দান বৃক্ষ স্বরূপ, যদি এই বৃক্ষের ফল ভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে প্রত্যুপকার প্রত্যাশা রূপ করপাত দ্বারা তাহার মূল চ্ছেদ করিও না।

২। তুমি যত কেন বিদ্যা অধিক উপার্জ্জন করনা, ধর্ম্মানুষ্ঠান না থাকিলে তুমি মূর্খ। ধর্ম্মহীন বিদ্বান্ গ্রন্থ পুঞ্জ বাহী পশুর সদৃশ, বা আলোকধারী অন্ধের ন্যায়। বিদ্যা ধর্ম্মোন্নতির জন্য, সাংসারিক সুখোন্নতির নিমিত্ত নহে। যে জন জ্ঞান শিক্ষা করিয়া ধর্ম্মাচরণ করে না, সে যেন ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া বীজ বপন করে না। যে ব্যক্তি বৃথা জীবন যাপন করিল, সে যেন ধন ব্যয় করিল, কিছুই ক্রয় করিল না।

৩। পণ্ডিত লোক দ্বারা রাজার সৌন্দর্য্য, বৈরাগ্যে ধর্ম্মের গৌরব।

৪। যে কথা প্রকাশ পাইলে তোমার অপকার হইবে, তাহা বন্ধুকেও বলিও না। কেন না সে এই ক্ষণ বন্ধু থাকিলেও সময়ে শত্রু হইতে পারে। শত্রুর অপকার করিও না, কালে সে বন্ধু হইতে পারে।

৫। দুর্ব্বল শত্রু যে অনুনয় বিনয় করিয়া প্রণয় স্থাপন করিতে আইসে, প্রবল শত্রু হওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। বন্ধুর বন্ধুতায় বিশ্বাস নাই, শত্রুর তোষামোদ বাক্যে কি প্রত্যয়। ক্ষুদ্র শত্রুকে অক্ষম মনে করা, আর অগ্নি স্ফু লিঙ্গকে দাহিকাশক্তি বিহীন জ্ঞান করা সমান।

৬। শত্রুর উপদেশ গ্রহণ করা অনুচিত কিন্তু শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। শত্রু

তোমাকে যাহা বলিবে, তাহার বিপরীত আচরণ করিবে। দক্ষিণে চলিতে বলিলে বাম দিকে চলিবে, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে।

৭। সাধারণ লোকের পাপ অপেক্ষা জ্ঞানবানের পাপ অধিকতর কুৎসিত। জ্ঞান পাপের প্রবর্ত্তক সয়তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র। অস্ত্রধারী জ্ঞানী, তিনি পাপাক্রান্ত হইল অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। সামান্য লোক অন্ধতা বশতঃ পথ হারাইল, জ্ঞানী চক্ষুষ্মান্ হইয়া কূপে পতিত হইলেন।

৮। কর্দ্দমে পতিত হইলে ও রত্নের মর্য্যাদার হানি হয় না। ধূলি আকাশে উঠিলেও হেয়।

৯। তাহাই প্রকৃত মৃগনাভি, যাহা নিজের সৌরভে স্বয়ং পরিচিত হয়। জ্ঞানী গন্ধ দ্রব্যের মঞ্জুষা সদৃশ, স্বয়ং নিজের জ্ঞান সৌরভ বিকীর্ণ করেন, মূর্খ উচ্চ নিনাদকারী পটহের ন্যায় শূন্য গর্ভ।

১০। জীবিতকে মারিয়া ফেলা সহজ, কিন্তু হত ব্যক্তিকে কেহ বাঁচাইতে পারে না। বাণ নিক্ষেপের পূর্ব্বে সতর্ক হওয়া ধনুর্দ্ধরের কর্ত্তব্য। ধনু হইতে শর নিঃসৃত হইলে আর তাহা ফিরিয়া আসে না।

১১। ঈশ্বর বলিয়াছেন মনুষ্য ! যদি আমি তোমাকে ধনীকরি,তাহা হইলে তুমি আমাকে ছাড়িয়া সেই ধনেতে আসক্ত হও। যদি দরিদ্র করি দুঃখিত থাক, অতএব তুমি কেমন করিয়া আমার স্মরণ মননের আনন্দ লাভ করিবে ও আমার সাধনা করিবে।

১২। জ্ঞানবান্ লোকের মতে অকৃতজ্ঞ মনুষ্য অপেক্ষা কুকুর শ্রেষ্ঠ। কুকুরকে শত বার প্রহার করিয়া যদি একবার খাইতে দেও সে সেই প্রহার ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু চিরকাল উপকার পাইলে ও নীচ অকৃতজ্ঞ লোক এক দিনের ত্রুটিতে উপকারীর সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে।

১৩। রাজ পরিচ্ছদ উত্তম,কিন্তু নিজের জীর্ণবস্ত্র তাহা অপেক্ষা গৌরবান্বিত। ধনীর ভোজোপকরণ অবশ্য উৎকৃষ্ট, কিন্তু স্বীয় ক্ষেত্র জাত শস্য তাহা অপেক্ষা সুস্বাদু।

১৪। দশজন সৎপুরুষ নির্ব্বিবাদে একপাত্রে ভোজন করিতে পারে,দুইটী কুকুর একটী শবের উপরে পরস্পর কলহ করে। পৃথিবী পাইলেও লোভীর ক্ষুধার শান্তি হয় না। ধৈর্য্যশালী এক মুষ্টি অন্নেই পরিতৃপ্ত থাকে।

পরিশিষ্ট।

ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

সাধনা করিলে যাঁহাকে নিকটে পাওয়া যায়, যাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইলে সৌভাগ্য সম্পদের বৃদ্ধি হয়, সেই গৌরবান্বিত মহান্ পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হই।

প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে জীবের জীবন ও সুখ এই দুইটী সম্পদ্ বাস করে। নিশ্বাস বায়ুর আকর্ষণে জীবন রক্ষা পায়, তাহার নিঃসরণে সুখ ও স্বাস্থ্য। এই দুই সম্পত্তির জন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য।

কাহার সাধ্য আছে যে তাঁহার কৃতজ্ঞতা বন্ধন হইতে মুক্তি পায়। কেহ তাঁহাকে উপযুক্ত ধন্যবাদ প্রদান করিতে পারে না। সকলের প্রতি তাঁহার অনন্ত অনুগ্রহের বর্ষণ, সর্ব্ব জীবের আহারের জন্য তাঁহার উদার অন্ন পাত্র স্থাপিত। কোন অপরাধে তিনি কাহার প্রাত্যহিক জীবিকা বন্ধ করেন না।

হে মহাদাতা! তোমার ভাণ্ডার হইতে জড়োপাসক, নাস্তিকগণও জীবিকা পাইতেছে, তুমি তোমার বন্ধুকে কেমন করিয়া তাহা হইতে বঞ্চিত রাখিবে। শত্রুর প্রতি ও যে তোমার স্নেহ দৃষ্টি।

মন! ঈশ্বরের নিয়োজিত চন্দ্র, সূর্য্য, নভোমণ্ডল সকলেই তোমার কার্য্য করিতেছে। তুমি এক খণ্ড রুটী লাভ করিলেও তাঁহাকে কৃতজ্ঞা দান না করিয়া খাইও না। ঈশ্বরের আদেশে সমুদায় পদার্থ তোমার আজ্ঞাকারী, তোমার সেবার জন্য ব্যস্ত। ইহা সঙ্গত নয় যে তুমি তাঁহার আজ্ঞাকারী হইবে না।

হে বুদ্ধি জ্ঞান চিন্তার অতীত! মহাপুরুষেরা যাহা বলিয়াছেন, আমি যাহা শুনিয়াছি, পাঠ করিয়াছি তাহার অতীত! জীবনের সভা ভঙ্গ হইল, বৃদ্ধ হইয়া গেলাম, অদ্যাবধি তোমার প্রশংসার প্রথম বর্ণেতেই রহিলাম।

সম্পূর্ণ।

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

HITOPAKHYAN MALA.

INSTRUCTIVE TALES,
COMPILED FROM BUSTAN, A PERSIAN WORK.

SECOND PART.

TRANSLATED INTO BENGALI.

হিতোপাখ্যান মালা।

দ্বিতীয় ভাগ।

পারশ্য পুস্তক বুস্তাঁ হইতে সঙ্কলিত।

CALCUTTA:
PRINTED AT THE INDIAN MIRROR PRESS,
15, COLLEGE SQUARE.

1875.

মূল্য ৶০ আনা।

সূচীপত্র।

অধ্যায়		বিষয়			পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	...	পরোপকার	...	...	১—২৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	...	কৃতজ্ঞতা	...	...	২৪—৩১
তৃতীয় অধ্যায়	...	বিনয়	...	...	৩২—৫২
চতুর্থ অধ্যায়	...	প্রেম	...	...	৫৩—৬৪
পঞ্চম অধ্যায়	...	ধৈর্য্য	...	...	৬৫—৭১
ষষ্ঠ অধ্যায়	...	স্বীকার্য্য	...	...	৭২—৭৭
সপ্তম অধ্যায়	...	রাজনীতি	...	...	৭৮—১০৯
অষ্টম অধ্যায়	...	বিবিধ বিষয়	...	...	১১০—১২৮
নবম অধ্যায়	...	অনুশোচনা	...	...	১২৯—১৪২
দশম অধ্যায়	...	প্রার্থনা	...	...	১৪৩—১৪৮
——	...	পরিশিষ্ট	...	...	১৪৯—১৫১

সূচনা।

হিতোপাখ্যানমালার দ্বিতীয় ভাগ সুবিখ্যাত পারশ্য কবি সেখ মসালহেদ্দিন সাদি প্রনীত বুস্তাঁ নামক পদ্যময় পারশ্যপুস্তক অবলম্বন করিয়া লিখা গেল। এতদুপলক্ষে মুলগ্রন্থ কর্ত্তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দান করা কর্ত্তব্য হইয়াছে। গ্রন্থকার উক্ত সেখ মসালহেদ্দিন সাদি পারশ্য দেশের অন্তর্গত শিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি খ্রীষ্টীয় ১২২০ সালে পারশ্য রাজ অবুবেকর সাদের শাসন কালে বুস্তাঁ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বুস্তাঁর অনেক স্থানে লিখিয়াছেন যে আমার কৃষ্ণ কেশ শুক্ল হইয়া গিয়াছে, এতদ্দ্বারা বোধ হয় যে সেই সময়ে তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা ছিল। সাদির ন্যায় একাধারে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও ধার্ম্মিকতা কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়না। উচ্চ নীতি ও গভীর ধর্ম্মভাব পূর্ণ ইহাঁর অনেকগুলি গদ্য পদ্যময় পুস্তক পারশ্য ভাষাধ্যায়ী ছাত্র ও পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকটে অতি আদরের সামগ্রী হইয়া আছে। তন্মধ্যে বুঁস্তা একতম। সাদির গদ্য রচনা অপেক্ষা পদ্য অধিকতর মধুর ও ভাবপূর্ণ। তিনি হিতকর উপাখ্যান মালা দ্বারা গোলেস্তাঁ এবং বুস্তাঁ এই দুই পুস্তক সুসজ্জিত করিয়াছেন, তদনুসারে গোলেস্তাঁ ও বুস্তাঁ-হইতে অনুবাদিত দুই খণ্ড পুস্তককে হিতোপাখ্যান মালা নামে অভিহিত করা গিয়াছে। সাদি নিজের জীবনের স্বাধীন ও উচ্চ ধর্ম্মভাব উক্ত গ্রন্থ দ্বয়ের উপন্যাস সকলের মধ্যেও সমীচীন রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এক জন পরিব্রাজক ঋষি ছিলেন। জীবন কাল প্রায় দেশ ভ্রমণে অতিবাহিত করি-

য়াছেন। তাঁহার লিখা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি ভারতবর্ষেও আগমন করিয়াছিলেন। তদ্বিরচিত উপন্যাসপূর্ণ পুস্তক সকল তাঁহার ভ্রমণ জনিত অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার বিশেষ পরিচায়ক। অধিকাংশ আখ্যায়িকা যে কল্পিত নয়, ঘটনামূলক বাস্তবিক, তাহাতে সন্দেহ হয় না। বুস্তাঁ রচনার কারণ ও দেশ পর্য্যটন বিষয়ে গ্রন্থকর্ত্তা বুস্তাঁর ভুমিকাতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। "নানা দেশ পর্য্যটন ও নানা প্রকার লোকের সহবাস করিয়াছি; নানা স্থানের তত্ত্ব রাখি, নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু শিরাজের অধিবাসীদিগের ন্যায় সাধু-চরিত্র বিনীত লোক কোন স্থানে দেখি নাই। পুণ্যভূমি শিরা-জের প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন থাকুন। শিরাজ নিবাসী বন্ধুদিগের বন্ধুতার অনুরোধে শ্যাম এবং রোমকে চিত্ত হইতে দূর করি। শ্যাম ও রোম রূপ উদ্যানভূমি হইতে শূন্য হস্তে বন্ধুগণের নিকটে যাওয়া কষ্ট বোধ হইল। একবার ভাবিলাম যে মিশর দেশের শর্করা নিয়া বন্ধুদিগকে উপহার দি। আবার ভাবিলাম সেই শর্করা তো নিকটে নাই, শর্করা অপেক্ষা অধিক মধুর বাক্যাবলী বটে, তাহাই তাঁহাদিগকে দিব। যাহা সামান্য লোকে খাইতে ভাল বাসে, সেই শর্করা দিব না। যাহা জ্ঞান-প্রবীণ লোকেরা কাগজে গ্রহণ করেন, সেই বাক্য রূপ শর্করা তাঁহাদিগকে দিব।"

বাঙ্গলা ভাষায় উচ্চ ধর্ম্মভাব সম্বলিত নীতি পুস্তকের অভাব দেখিয়া আমি এতদ্‌গ্রন্থ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই। এই পুস্তক বুস্তাঁর অবিকল অনুবাদ নহে। অধিকাংশ স্থলে ভাবমাত্র গ্রহণ করা গিয়াছে। কোন কোন কারণে মূলগ্রন্থের কয়েকটী উপাখ্যান ও উপাখ্যানাংশ এবং কোন কোন বাক্য পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বিশদরূপে ভাব ব্যক্ত করিবার অনুরোধে এবং বঙ্গভাষার প্রণালী ও সৌষ্টব রক্ষা করার জন্য অনেক স্থলে শব্দের ন্যুনাতিরেক করিতে বাধ্য হইয়াছি। বৃত্তাঁর যে অধ্যায়ে যে বিষয়টী ও যে স্থানে যে উপাখ্যানাদি সন্নিবেশিত আছে, কারণ বশতঃ এই হিতোপাখ্যান মালায় তাহার কিছু কিছু ব্যতিক্রম করিতে হইয়াছে। অপিচ ইহাও জ্ঞাতব্য যে এই পুস্তকের কয়েকটী প্রবন্ধ ইতঃপূর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় প্রকাশ করা গিয়াছে।

গ্রন্থসঙ্কলনকারী।

হিতোপাখ্যান মালা।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

পরোপকার।

একদা কেহ এক অনাথের পদতল হইতে কাঁটা খুলিয়াছিল। এক ব্যক্তি তাহাকে স্বপ্নে দেখিল যে, সে দেশাধিপতি হইয়াছে এবং ইহা বলিতেছে "দেখ, সেই কণ্টক হইতে আমার জন্য কেমন সুন্দর পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে।"

দয়া ব্রতে বিমুখ থাকিও না, তুমি দুঃখীর প্রতি দয়া করিলে ঈশ্বরের দয়া পাইবে। দান করিয়া—কাহার দুঃখ মোচন করিয়া, আমি শ্রেষ্ঠ, এরূপ আত্মশ্লাঘা করিও না। যদি দেখ দান পাইয়া শত শত লোক কৃতজ্ঞ মনে তোমাকে প্রশংসা করিতেছে, তুমি ঈশ্বরকে এই বলিয়া ধন্যবাদ কর যে সহস্র লোক তোমার অনুগ্রহ প্রত্যাশী, তুমি কাহার দ্বারের ভিক্ষুক নও। শুদ্ধ মহাজনদিগের প্রকৃতিই নিঃস্বার্থ দয়া, তাহা নয়—ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষদিগের এই উচ্চ প্রকৃতি। * ১।

---

* "যে ব্যক্তির প্রতি এই পথ মুক্ত হইয়াছে যে ঈশ্বর মনুষ্য জগতের কল্যাণ তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন এবং তিনি সকলকে আহ্বান করেন ও ঈশ্বরের পথ প্রদর্শন করেন; ঈশ্বর যাহা তাহার নিকটে প্রকাশ করেন, তাহাকে পরিত্রাণ বিধি (শরিয়ত) এবং সেই ব্যক্তিকে প্রেরিত (পেগাম্বর) বলে।"

আকাশির হেদায়ত।

এক দিন মহর্ষি এব্রাহিমের গৃহে একজনও অথিতি সমাগত হইয়াছিল-না। কোন ক্ষুধিতকে অন্ন দান করিতে না পারিয়া তিনিও অনাহার ছিলেন। সে দিন অপরাহ্নে গ্রামান্তে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক অন্বেষণ করিতেছেন, এমত সময়ে অদূরে প্রান্তরে এক সিতশ্মশ্রু নিঃসহায় বৃদ্ধ জড়া দৌর্ব্বল্যে ঝাউ তরুর ন্যায় কম্পিত হইতেছে, দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই প্রীতি-বিনম্রভাবে তাহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিলেন এবং বলিলেন "প্রেমাস্পদ বৃদ্ধ! অদ্য তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমার গৃহে আথিত্য স্বীকার কর।" বৃদ্ধ আহ্লাদের সহিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল ও আথিতেয় এব্রাহিমের ভবনে চলিয়া আসিল। আগমন মাত্র মহর্ষির অথিতিশালাস্থ ভৃত্যগণ সসম্মানে তাহাকে বসিতে আসন প্রদান করিয়া অন্নপান পরিবেশন করিতে লাগিল। চতুষ্পার্শ্বে বহুলোক দণ্ডায়মান, স্থবির ভোজনে প্রবৃত্ত। তখন আহারের প্রারম্ভে বৃদ্ধ কৃতজ্ঞভাবে ঈশ্বরকে স্মরণ করিল না, ইহা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল এবং বলিল "হে প্রাচীন! তোমার ব্যবহার কেন বর্ষীয়ান্ জনের ন্যায় দেখিতেছিনা? ইহা উচিত নয় যে যখন অন্ন গ্রহণ কর, অন্নদাতা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হও" বৃদ্ধ বলিল "আমি তোমাদের ধর্ম্মমতাবলম্বী নহি" তখন প্রকাশিত হইল, সেই বৃদ্ধ অগ্নির উপাসক। মহর্ষি দেখিলেন যে এ ব্যক্তি নিরীশ্বর, (কাফের) * বিরক্ত হইলেন, তৎক্ষণাৎ তাহাকে ঈশ্বরবিদ্রোহী জানিয়া অপমানপূর্ব্বক দূর করিয়া দিলেন। তখন এব্রাহিমের অন্তরে দৈববাণী হইল—ঈশ্বর তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন "হে এব্রাহিম! আমি যাহাকে স্নেহপূর্ব্বক অন্ন দান করিয়া পরম যত্নে শত বর্ষ বাঁচাইয়া রাখিয়াছি, তুমি তাহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য পাইয়াই ঘৃণা করিলে, সে অগ্নির নিকটে প্রণত হয় সত্য; তুমি দানের হস্ত কেন তাহা হইতে সঙ্কুচিত রাখিলে?" ২।

এক ব্যক্তি বিপুল ধন সম্পত্তি রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করে। তাহার এক মহানুভব পুত্র ছিল। তিনি কৃপণের ন্যায় হস্ত মুষ্টিতে ধন বদ্ধ করিয়া রাখিলেন না, অকাতরে দান বিতরণ করিতে লাগিলেন, সেই

---

* যাহারা একেশ্বরের উপাসক নয়, মুসলমানেরা তাহাদিগকে কাফের বলে।

বদান্য যুবা সর্ব্বদা দীন ভিক্ষুক বৃন্দে পরিবেষ্টিত থাকিতেন, তাঁহার অথিতিশালা অথিতি জনে প্রপূর্ণ থাকিত; তিনি দান শীলতা গুণে কি আত্মীয় জন কি পর সকলকে পরিতুষ্ট করিলেন। এরূপ অসঙ্কোচ বদান্যতা দেখিয়া এক ব্যক্তি তাঁহাকে এই বলিয়া উপদেশ দিতে লাগিল "দান বীর! তুমি সর্ব্বস্ব লুঠাইতে চলিলে, সম্বৎসরের আয়াসে যে বস্তু রাশি সঞ্চিত হয়, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা দগ্ধ করিয়া ফেলা পুরুষকার নহে। যখন ধনাভাব জনিত কষ্টভার বহন করিতে সক্ষম হইবে না, তখন হস্তে অর্থ থাকিতে পরিণাম-দর্শী হইয়া চল।"

যুবক এই কথা শুনিয়া বিরক্ত হইলেন এবং মুখে অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া বলিলেন "তুমি অনুচিত বলিতেছ, আমার বিভব সম্পত্তি এই যাহা দেখিতেছ, পিতা বলিয়াছেন, উহা তাঁহার পিতামহের অর্জ্জিত। পিতৃ পিতামহাদি অদাতা কৃপণ হইয়া কেহই সম্পত্তি চিরকাল নিজস্ব করিয়া রাখিতে পারিলেন না, তাঁহারা ধনমোহে বিলাপ পরিতাপ করিতে২ পর-লোকে চলিয়া গেলেন, ধন পড়িয়া রহিল। পিতা হইতে এই ঐশ্বর্য্য আমি পাইয়াছি, আমার মৃত্যুর পর পুত্র তাহার অধিকারী হইবে। অদ্য এই ধন ব্যয় করিয়া লোকের উপকার করি, সকলে তাহা ভোগ করুক, ইহাই শ্রেয়ঃ। অন্যথা কল্য আমার মৃত্যুর পর সর্ব্বস্ববিলুণ্ঠিত হইবে।"

অর্থ নিজে ভোগকর ও তদ্দ্বারা লোকের হিতসাধন কর। কাহার জন্য তাহা যত্ন পূর্ব্বক সংরক্ষণ করিতেছ? পুণ্যবান্ দাতা পরলোকে ধন সঙ্গে লইয়া যায়, নীচ কৃপণ খেদ করিয়া তাহা পৃথিবীতে ফেলিয়া যায়। তোমার ধন সম্বল যাহা আছে, সদুদ্দেশ্যে বিতরণ কর, এই বিভব সম্পত্তি দ্বারা তুমি পরলোকের জন্য পুণ্যধন ক্রয় কর। ভ্রাতঃ! তাহা কর, অন্যথা পরে খেদ করিবে। ৩।

এক জন মক্কা তীর্থের যাত্রিক প্রতি পাদ বিক্ষেপে দুইটি করিয়া স্তোত্র পাড়িতেছিল এবং এরূপ উৎসাহের সহিত ঊর্দ্ধশ্বাসে মক্কাভিমুখে যাইতে-ছিল, পদতলে যে পুনঃ পুনঃ কণ্টক বিদ্ধ হইত, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ইতি মধ্যে রিপুর পাপ দৈত্যের) প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া আপন অনুষ্ঠানকে

প্রশংসিত মনে করিতে লাগিল—অহঙ্কারী হইয়া উঠিল, ভাবিল যে আমি অতি সাধুপথে চলিতেছি, এরূপ নিষ্ঠার সহিত তীর্থ যাত্রা "অন্য" কাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। (এই অবস্থায় যদি ঈশ্বরের কৃপা তাহার আত্মাতে অবতীর্ণ না হইত, তাহা হইলে সেই অহঙ্কার তাহাকে ভয়ানক কুটিল পথে আনয়ন করিয়া বিড়ম্বিত করিত) তখন গুপ্ত বাণী হইল, "কল্যাণ! যদি কোন রূপ তপস্যা করিয়া থাক, ভাবিও না, যে ঈশ্বরের মন্দিরে তুমি অনুগ্রহের ভাণ্ড উপস্থিত করিয়াছ, তোমার এরূপ অভিমান-যুক্ত সহস্র স্তোত্র পাঠ অপেক্ষা উপকার করিয়া একটী ব্যক্তির হৃদয় প্রসন্ন করা শ্রেষ্ঠতর।" ৪।

একদা এক পদাতিককে তাহার স্ত্রী বলিয়াছিল "নাথ! অন্ন নাই, রাজ ভবনে যাও, সে খানে আহার পাইবে, এই দেখ শিশুগণ ক্ষুধায় কাতর।" পদাতি বলিল "অদ্য রাজা উপবাস ব্রত পালন করিতেছেন, তাঁহার রন্ধনশালা শীতল, তথায় কিছুই পাইবার প্রত্যাশা নাই।" এ কথা শুনিয়া পত্নী নিরাশায় মস্তক নত করিল, ও বিষণ্ণ ভাবে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল "রাজার এরূপ অনশন ব্রতের ফল কি? তাহার ভোজন যে আমার সন্তানগণের পক্ষে উৎসব।"

যে অন্নভোজীর ভোজনে পরহিত সাধিত হয়, তিনি সম্বৎসর ব্যাপী উপবাস ব্রতধারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি দীন হীনের অন্নদাতা, তিনিই যথার্থ পুণ্যব্রত পালন করেন। উপাস ব্রতের ক্লেশ বহন করায় কি প্রয়োজন, যদি তাহাতে পরোপকার না হয়। ৫।

এক ব্যক্তির দানশীলতা গুণ ছিল, কিন্তু ধন ছিল না। তাঁহার যেরূপ প্রশস্ত হৃদয়, তদ্রূপ সম্পত্তি ছিল না।

ক্ষুদ্রাশয় লোক ধনপতি না হউক, যাঁহারা উন্নত হৃদয়, তাঁহারা যেন দরিদ্র না হন। যে হেতু ধনাভাবে সচরাচর উদার বাদান্যের মনোরথ সফল হয় না।

সেই উন্নত চেতা বাদান্য, আপনার যাহা আয় হইত, তাহাই উপযুক্ত

পাত্রে বিতরণ করিতেন; সুতরাং অনেক সময় রিক্ত হস্তে থাকিতেন। পর্ব্বতের উপরিস্থিত বর্ষার জল সঞ্চিত হইয়া থাকে না, সমুদায় নিম্নে গড়িয়া আসে।

একদা এক উপায়হীন বিপন্ন তাঁহাকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিল "মহাভাগ! আমি বহুকাল হইতে কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া বিষম যাতনা পাইতেছি, অর্থ সাহায্য করিয়া আমাকে মুক্ত করুন। আমার মুক্তির আর অন্য উপায় নাই।"

দাতার হস্তে কিছুই ছিল না—একটী কপর্দ্দকও ছিল না। অনন্যোপায় হইয়া তিনি কারাধ্যক্ষকে এই অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন "আপনি কয়েক দিনের জন্য বন্দীকে মুক্ত করুন, এই অবসরে সে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিবে, আমি তাহার প্রতিভূ হইলাম।" অতঃপর স্বয়ং কারাগৃহে উপস্থিত হইয়া সেই কারাবদ্ধকে বলিলেন "ভদ্র! যত শীঘ্র চলিয়া যাও।"

এই কথা শুনিয়া পিঞ্জর মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় বন্দী কারাগার হইতে বেগে প্রস্থান করিল। বায়ুর ন্যায় ত্বরায় সে দেশ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। এ দিকে কিছু দিনের মধ্যে সেই দয়ালু পুরুষ এই বলিয়া বাঁধা পড়িলেন যে হয় বন্দীর দেয় নির্দ্ধারিত অর্থ দেও, নয় তাহাকে উপস্থিত কর। আর কি পলায়িত চঞ্চল পক্ষীকে পিঞ্জরবদ্ধ করা যায়। তিনিই উপায়হীন অপরাধীর ন্যায় অগত্যা কারাগার আশ্রয় করিলেন। অনেক কাল বন্দীশালায় থাকিয়া অনিদ্রা, অসুখে জীবন যাপন করিলেন, উদ্ধারের অন্য কোন রূপ চেষ্টা করিলেন না। তদবস্থায় এক দিন কোন ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল 'বোধ করি না যে তুমি কাহার ধন অন্যায় রূপে গ্রহণ করিয়াছ, তবে বল বন্দী হইয়া রহিয়াছ কেন?" তখন সেই পরহিতৈষী সদাশয় বলিলেন "ভদ্র! সত্য বটে, আমি কাহার অর্থ প্রতারণা করি নাই, কাহার নিকটে ঋণী নহি। কিন্তু এক দুর্ব্বলকে দেখিলাম যে কারাগারে সাতিশয় ক্লেশ পাইতেছে, নিজের বন্ধন স্বীকার ব্যতীত তাহার উদ্ধারের অন্য পথ পাইলাম না। আমার কর্ত্তব্য বুদ্ধি সায় দিল না যে অন্যে চিরকাল বন্ধন যাতনা ভোগ করুক, আমি সুখে থাকি।

সেই মহাশয় ব্যক্তি পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম চির স্মরণীয় হইয়া আছে। সুখের জীবন তাঁহার, যাঁহার যশোজ্যোতি মূর্চ্ছা হয় না। এক জন সজীব আত্মার শ্মশান শায়িত শব, মৃতহৃদয় অলক্ষ্য জীবিত পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাঁহার হৃদয় জীবনশালী, বস্তুতঃ তাঁহার মৃত্যু নাই, শরীরের মৃত্যু হইলে ক্ষতি কি? ৬।

এক ব্যক্তি প্রান্তর মধ্যে এরূপ এক তৃষ্ণার্ত্ত কুকুর দেখিতে পাইয়াছিল যে পিপাসার জ্বালায় তাহার প্রাণ বহির্গত হইবার অধিক বিলম্ব ছিল না। সে ইহা দেখিয়া শশব্যস্তে মস্তকের টোপরকে জলপাত্র এবং উষ্ণীষকে রজ্জুস্থানীয় করিয়া কূপ হইতে জল তুলিয়া লইল এবং অনুরাগের সহিত আসন্ন মৃত্যু কুকুরের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইল, অনেক ক্ষণ বসিয়া তাহার মুখে জলদান করিল। মহর্ষি মহম্মদ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন "ঈশ্বর এই উপকারীর পাপ ক্ষমা করিলেন।"

নিষ্ঠুর কঠিন হৃদয় হইও না, দয়ালু পরোপকারী হও। যে ব্যক্তি কুকুরকেও প্রেম করিতে বিস্মৃত নয়, তাহার কল্যাণ হইবে। যে প্রকারে হউক, যত দূর সাধ্য পরোপকার কর, দেখ, ঈশ্বর কখন কাহার প্রতি উপকারের দ্বার বদ্ধ রাখেন না। যদি প্রান্তরে তৃষ্ণার্ত্ত লোকের জন্য কূপ খনন করিতে সক্ষম না হও, লোক গমনের পথে একটী দীপ জ্বালিয়া রাখ। সকলে স্ব স্ব শক্তি অনুসারে ভার বহন করিয়া থাকে, একটী পতঙ্গের পদ পিপীলিকার পক্ষে গুরুভার। অনায়াস লভ্য মুদ্রাপুঞ্জের দান, শ্রমার্জ্জিত একটী মুদ্রা দানের তুল্য নহে। লোকের হিত সাধন করিলে, হে প্রিয়! ঈশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকিবেন। যে ব্যক্তি বিপন্নকে সাহায্য করে, তাহার বিপদ কখন স্থায়িনী হয় না। প্রভু হইয়া ভৃত্যের প্রতি নির্দ্দয়াচরণ করিও না, মনে রাখিও ভৃত্যও এক সময় তোমার ন্যায় প্রভু হইতে পারে। দুর্ব্বলের মন ভগ্ন করিও না, এক সময়ে তোমার হীনবল হওয়া বিচিত্র নহে। এরূপ অনেক ঘটনা দেখা গিয়াছে যে সম্পন্ন বলবান্ দুর্ব্বল বিপন্ন হইয়াছে, বিপদ্‌গ্রস্ত দুর্ব্বল সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। ৭।

এক জন কঠোর প্রকৃতি ধনবানের নিকটে এক অনাথ দরিদ্র আপন দুরবস্থা নিবেদন করিয়া ভিক্ষার্থী হইয়াছিল। ক্ষুদ্রাশয় ধনী তাহাকে একটী কপর্দ্দকও দান করিল না বরং রাগান্ধ হইয়া পরুষ বাক্য বলিল। সেই নিষ্ঠুরের অত্যাচারে ভিক্ষুকের মন দুঃখ ভারাক্রান্ত হইল, তখন সে বিষণ্ণ বদনে বলিল "আশ্চর্য্য! ধনবান্ কিরূপে দরিদ্রের প্রতি মুখ বিরস করে ও কটু ভাষা বলে, এক সময়ে সেও যে দুঃখ কর ভিক্ষাবৃত্তি মস্তকে লইতে পারে, তাহা ভাবিষা কি তাহার ভয় হয় না?"

এই কথায় সেই অদূরদর্শী গর্ব্বিত ধনী কোপান্ধ হইয়া দাসকে আদেশ করিল "গালি দিয়া, অপমান করিযা এই নীচ ভিক্ষুককে তাড়াইয়া দেও।"

ধনদাতা পরমেশ্বরের প্রতি অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা দোষে অচিরেই সেই ধনশালীর ভাগ্য প্রতিকূল হইল; তাহার সম্পদ্ গৌরব বিনাশের পথ আশ্রয় করিল; বিধাতার লেখনী তাহার সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যের লিপি লিখিল; দরিদ্রতা তাহাকে তৃণের ন্যায় হীন অপদার্থ করিল। না, তাহার রজত, কাঞ্চন, গৃহ সম্পত্তি রহিল, না, গজাশ্ব; ঈশ্বরের বিধি সেই হতভাগ্যের মস্তকে উপবাস ক্লেশের ধূলি নিক্ষেপ করিল; তাহার করতল এবং ধনভাণ্ড মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত শূন্য পড়িয়া রহিল।

সে এইরূপ ভাগ্য চ্যুত হইলে তাহার এক জন আশ্রিত দাস এক বদান্য ধনীর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই ধনবান্ যেরূপ মুক্ত হস্ত, তদ্রূপ প্রশস্তমনা ও নির্ম্মল প্রকৃতি। দরিদ্র ধন লাভে যেমন আহ্লাদিত হয়, তদ্রূপ তিনিও উপায় হীন দরিদ্র পাইলে উপকার করিতে পারিবেন বলিয়া হৃষ্ট হইতেন।

একদা সন্ধ্যাকালে তাঁহার দ্বারে একজন ভিক্ষুক অন্নপ্রার্থী হইল। অনাহারে সে এতাদৃশ দুর্ব্বল হইয়াছিল যে প্রতি পদ নিক্ষেপে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করিত। ইহা দেখিয়া সেই দয়াবান্ ধনস্বামী ভৃত্যকে অনুমতি করিলেন "সমাগত ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদানে পরিতুষ্ট কর।" দাস তাহার নিকটে অন্ন পরিবেশন করিতে যাইয়াই ব্যাকুলভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রভুর নিকটে চলিয়া আসিল। প্রভু

প্রফুল্ল বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন " বল কে তোমাকে উৎপীড়ন করিল, যে বাষ্পজলে অভিষিক্ত হইয়াছ।" দাস বলিল, " স্বামিন্! এই হতভাগ্য বৃদ্ধের অবস্থা দেখিয়া মনে বড়কষ্ট পাইয়াছি, পূর্ব্বে আমি ইহাঁর ভৃত্য ছিলাম, ইনি প্রভূত ধন সম্পত্তির প্রভু ছিলেন, এই ক্ষণ ইহাঁর ধন গৌরবের হস্ত খর্ব্ব হইয়াছে, ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ইনি দীনতার হস্ত প্রসারণ করিতেছেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রভু বলিলেন " প্রিয় পুত্র! অনুচিত হয় নাই, ইনি কি সেই হতভাগ্য কৃপণ বণিক্ ছিলেন না, যিনি অভিমানে মস্তক আকাশে উত্তোলন করিতেন? আমি এক দিন ইহার দ্বারহইতে নির্দ্দয় রূপে তাড়িত হইয়াছিলাম। দৈব প্রতিকূলতায় ইনি এই ক্ষণ দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইয়া আমার দ্বারে আসিয়াছেন, ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া আমার চক্ষু হইতে শোকাশ্রু মোচন করিয়াছেন।"

পরমেশ্বরের নিগূঢ় কৌশলে অনেক দরিদ্র ধনী হয়, আবার অনেক ধনস্বামীর উন্নত অবস্থা অবনত হয়। ৮।

এক সদাশয় দয়ালু পুরুষ বিপণী হইতে শস্যপূর্ণ বাজরা স্কন্ধে করিয়া নিজ ভবনে আসিয়া দেখিলেন যে সেই বাজরার মধ্যে এক পিপীলিকা স্বস্থানচ্যুতির জন্য ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ দৌড়িতেছে। সে রাত্রি সমস্তা তাঁহার নিদ্রার বিঘ্ন হইল; তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, " এই দুর্ব্বল ক্ষুদ্র জীবকে স্থান চ্যুত করিয়া দুঃখিত রাখা বিধেয় নহে।" এই বলিয়া সেই রাত্রিতেই পিপীলিকাটীকে যথাস্থানে আনয়ন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

ব্যাকুল ব্যক্তির মন শান্ত কর, ঈশ্বর হইতে তুমি শক্তি পাইবে। মাহাত্মা ফরদৌসী সুন্দর সার কথা বলিয়াছেন " ক্ষুদ্র পিপীলিকার উপরি অত্যাচার করিও না, যেহেতু সেও জীব, সুখ দুঃখ অনুভব করার শক্তি রাখে," সে নীচ পাষাণ হৃদয়, যে পিপীলাকে অনর্থক ক্লেশ দান করে। দুর্ব্বল লোকের মস্তকে মুষ্টি প্রহার করিও না, হয়তো পিপীলিকার ন্যায় এক দিন তুমি তাহার পদতলে নিপতিত হইবে। দীপ পতঙ্গের প্রতি নির্দ্দয় হইল, দেখ, সর্ব্ব সমক্ষে সেই দীপ কেমন জ্বলিতে জ্বলিতে পরে

নির্ব্বাণ পাইল। স্বীকার করি, তোমা অপেক্ষা অনেক হীন বল আছে, কিন্তু সকলের উপরি এক জন সবলও আছেন মনে রাখিও। ৯।

পথে এক যুবাকে দেখিয়াছিলাম যে এক ছাগ পশুর পশ্চাতে পশ্চাতে তাহার বন্ধন রজ্জু ধরিয়া যাইতেছে। বলিলাম "পোষিত পশুর জন্য রজ্জুর কি প্রয়োজন? ইহাকে ছাড়িয়া দেও।" যুবা আমার কথানুসারে তাহাকে বন্ধন মুক্ত করিল। তখন ছাগপশু আহ্লাদে নৃত্য করিয়া দৌড়িতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ ক্রীড়া ও আমোদের ভাবে দৌড়িল, পরে যুবকের নিকটে উপস্থিত ও তাহার সঙ্গে২ চলিল। যেহেতু যুবা তাহাকে স্বহস্তে তৃণ পুঞ্জ খাওয়াইয়া ছিল, পশু তাহা বিস্মৃত হইতে পারে নাই। এই ব্যাপারে যুবা পুরুষ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "মহাশয়! এই রজ্জুর বন্ধনে পশু আমার সঙ্গে আগমনে বাধ্য হইতে চায় নাই, কিন্তু উপকার বন্ধন ইহাকে টানিয়া আনিয়াছে।"

প্রমত্ত হস্তী উপকার পাইয়া হস্তিপকের অনুগত থাকে; দুষ্ট উপকারে শিস্ট হয়; উপকৃত কুকুর প্রহরীর কার্য্য করে। ১০।

কোন শ্রমজীবী প্রান্তরে এক শশককে দেখিতে পাইয়া ছিল যে তাহার একটীও পা নাই। ইহা দেখিয়া সে ঈশ্বরের দয়া ও নিগূঢ় কৌশলেতে চমৎকৃত হইল, ভাবিতে লাগিল যে এই পদশূন্য ক্ষুদ্র পশু কি প্রকারে জীবন ধারণ করে—কোথা হইতে আহার পায়? এই বিচিত্র ব্যাপারের বিষয় চিন্তা করিয়া সে অবাক্ হইয়া রহিল। সে এরূপ ভাবিতেছে, এমত সময়ে হঠাৎ এক শার্দ্দূল এক শৃগালকে মুখে করিয়া তথায় উপস্থিত। ব্যাঘ্র সেখানে সেই শৃগালটীকে ভক্ষণ করিয়া চলিয়া গেল, শশক তাহার উচ্ছিষ্টে উদর পূর্ণ করিল। অন্য দিন ও শ্রমজীবী স্বচক্ষে দর্শন করে যে অন্নদাতা ঈশ্বর সেই ভাবে উপায়হীন শশকের আহার যোগাইয়া দিলেন। বার বার ইহা দেখিয়া তাহার বিশ্বাস চক্ষুঃ উন্মীলিত হইল; গৃহে আসিয়া বিধাতার প্রতি নির্ভর স্থাপন করিয়া রহিল; মনে এই স্থির সঙ্কল্প যে নির্জ্জনে বসিয়া থাকিব, কোন পরিশ্রম

করিব না। জীবিকা ঈশ্বর হইতেই আসে, প্রকাণ্ডকায় হস্তীও ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন স্বীয় বল বিক্রম দ্বারা খাদ্য লাভ করিতে পারে না। ঈশ্বরই আমাকে তাঁহার গুপ্ত ভাণ্ডার হইতে জীবিকা দিবেন। মনে মনে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া কয়েক দিন ক্রমাগত এক নির্জ্জন স্থানে অলস ভাবে বসিয়া রহিল। এই অবস্থায় কি স্বজন কি পরজন কাহা হইতেও সহানুভূতি পাইল না। ক্রমে অনাহারে তাহার শরীর কঙ্কালাবশিষ্ট হইল। যখন অনশন জনিত দৌর্ব্বল্যে ধৈর্য্য একেবারে বিলোপ, তখন হঠাৎ সে দ্বারের দিকে শব্দ শুনিতে পাইল, যেন কেহ বলিতেছে "হে ধূর্ত্ত! যাও শার্দ্দূলবৎ হও, শশকের ন্যায় কেন আপনাকে দেখাইতেছ? এ প্রকার চেষ্টা যত্ন কর, যেন অন্যেও তোমার দ্বারা উপকার পাইতে পারে। তুমি হস্ত পদ শালী হইয়া উচ্ছিষ্টহারী উপায়হীন শশকের ন্যায় কি প্রকারে অন্নে পরিতৃপ্ত হইবে। ব্যাঘ্র তুল্য যাহার বল বিক্রম, সে যদি মৃদু শশকের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকে, কুক্কুরও তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি স্বয়ং নিজের জীবিকার জন্য উপার্জ্জন কর ও অন্যকে ভোগ করিতে দেও, অপরের ভোজাবশিষ্ট বস্তুর প্রতি দৃষ্টি রাখিও না। যত দিন পার নিজ বাহুবলে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর, তুমি শ্রমানুরূপ ফল পাইবে। পুরুষের ন্যায় পরিশ্রম কর ও অন্যের হিত সাধন কর, স্ত্রীলোকেরাই পর হস্তে জীবিকা লাভ করে। উঠ, উপদেশ গ্রহণ কর, পরোপকার ব্রতে রত হও। ধরাতলে পতিত হইয়া 'আমার হস্ত ধারণ কর, এরূপ বলিও না। তাঁহার প্রতিই ঈশ্বর প্রসন্ন, যিনি পরিশ্রম করিয়া অন্যের উপকার করেন। যাঁহার মস্তকে মস্তিষ্ক আছে, তিনি পরহিতৈষী হন। শূন্যমস্তিষ্ক লোকই কাপুরুষ। ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ কে লাভ করে? যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রজা মানব মণ্ডলীর কল্যাণ সাধন করে।' ১১।

রোম নগরে এক তপস্বী ছিলেন। একদা আমি কতিপয় ভ্রমণকারী বন্ধুর সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। আমরা উপস্থিত হইবা মাত্র ঋষিবর সকলকে সাদর চুম্বন করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ঋষির

প্রভূত ধনৈশ্বর্য্য ও অনেক শিষ্য ছিল। কিন্তু তিনি ফলশূন্য তরুর ন্যায় মনুষ্যত্ব বিহীন ছিলেন। মিষ্ট ভাষা ও বাৎসল্য প্রদর্শনেই তাঁহাকে বিলক্ষণ উষ্ণ দেখা গিয়াছি। কিন্তু ক্ষুধিতকে অন্নদান সম্বন্ধে তিনি সুশীতল ছিলেন। কেহ তাঁহা হইতে মুষ্টি পরিমিত অন্ন গ্রহণেও সমর্থ হইত না। সে দিন সমগ্র রাত্রি জপ তপে তাঁহার, ক্ষুধানলে আমাদের নিদ্রা ও বিশ্রাম ছিল-না। প্রভাত হইবা মাত্র তপস্বী পূর্ব্ব দিনের ন্যায় আবার প্রবল উৎসাহে আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন। তথায় পরিব্রাজকদিগের মধ্যে এক জন কৌতুকপ্রিয় স্পষ্টবক্তা বন্ধু ছিলেন। তিনি বলিলেন "সাদর চুম্বন লাভ অপেক্ষা ক্ষুধার্ত্তের অন্ন প্রার্থনীয়। তুমি বিনম্র ভাবে আমার সেবায় নিযুক্ত হও, পাদুকা স্পর্শ কর, ইহা বলি না; বরং আমাকে আহার দান করিয়া মস্তকে পাদুকা প্রহার কর, সেও ভাল।"

পরোপকার বাদান্যতা গুণেতেই মনুষ্যের মহত্ত্ব, নিশা জাগরূক মৃত-হৃদয় ব্যক্তির মহত্ত্ব কোথায়? নগর প্রহরীগণের ও নিশায় চক্ষে নিদ্রা থাকে না। পরোপকার ও দান বিতরণ করিয়া জীবনে মনুষ্যত্বের পরিচয় দেও; শূন্যগর্ভ নহবতের ন্যায় শুদ্ধ শব্দ করিলে কি হইবে? কাহার স্বর্গ লাভ হয়? যিনি নিষ্কাম উপকারী ও যাহার অন্তর পরিশুদ্ধ। ১২।

একদা দামস্ক নগরে এরূপ ঘোরতর অন্ন কষ্ট উপস্থিত হয় যে জনক জননী স্বীয় পুত্র কন্যার প্রতি স্নেহ মমতা বিস্মৃত হইয়া যায়। আকাশ ভূমির প্রতি কৃপণ হয়, একবার ও জল বর্ষণ দ্বারা ক্ষেত্র ও উদ্যা-নের মুখ সিক্ত করে না। জলাশয় সকল জল বিহীন হইয়া যায়। অনাথ জনের দুঃখাশ্রুব্যতীত জল থাকে না, অন্ন-ক্লিষ্ট বিধবার দীর্ঘ নিশ্বাস সম্ভূত ধূম ব্যতীত কোন গৃহে রন্ধন ধূম দেখা যায় না। সর্ব্বত্যাগী যোগীর ন্যায় বৃক্ষ সকল ফল পুষ্প পত্র শূন্য, পর্ব্বত ভূমি তৃণ লতিকা বিহীন হয়। দুর্ভিক্ষের গুরু আক্রমণে ক্ষমতাশালী বলবান্ লোকেরা নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ক্ষুধার জ্বালায় অনেকে পঙ্গপাল ভক্ষণ করিতে থাকে। এই ভয়ঙ্কর দুরবস্থার সময় সে স্থানের এক বন্ধু আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম তাঁহার শরীর কঙ্কাল মাত্রাবশেষ,

তাঁহাকে অন্ন দুঃখীর ন্যায় ক্ষীণ মলিন দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম। যে হেতু তিনি এক জন উচ্চ অবস্থার লোক, তাঁহার ধন সম্পত্তি ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম "প্রিয় বান্ধব! বল, তোমার কি কষ্ট উপস্থিত?" তিনি ইহা শুনিয়া অনুযোগ করিয়া বলিলেন "সাদি! তোমার এ কেমন বুদ্ধি? যখন বিশেষ জান, তখন এ প্রকার প্রশ্ন করাই অন্যায়। দেখিতেছনা যে ক্লেশ যাতনার এক শেষ হইয়াছে? আকাশ বারি বর্ষণ করিতেছেনা, উপায়হীন বিপন্নদিগের কাতর ধ্বনি ঈশ্বরের নিকটে পঁহুছিতেছেনা।" আমি বলিলাম "তাহা বটে, কিন্তু অন্ততঃ তোমার ভয় নাই, বিষ তাহাকেই বিনাশ করে যে বিষঘ্ন ঔষধ রাখে না। যদিচ অন্নাভাবে লোক পুঞ্জ মৃত্যু মুখে পতিত, তোমার গৃহে তোমার জীবন ধারণ উপযোগী অন্ন সঞ্চিত আছে, ভয় কি? অটল পর্ব্বত বাত্যাকে ভয় করে না।" বন্ধু ইহা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং আমার প্রতি ঈষদ্দৃষ্টি করিয়া বলিলেন "মিত্র! যখন দেখিতে পাওয়া যায় বন্ধুগণ জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, তখন নদীকূলে নিরাপদে থাকিয়াও সুখী হইতে পারা যায় না। অনশনে আমার মুখ মলিন হয় নাই, অন্ন ক্লিষ্ট বিপন্ন লোক দিগের শোক ভারই আমার হৃদয়কে ভগ্ন করিয়াছে। আমি যেমন আপনাকে বিপন্ন দেখিতে ভাল বাসিনা, তদ্রূপ অন্যকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিতেও কষ্ট বোধ করি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার অন্নাভাব হয় নাই, নিরাপদে আছি। কিন্তু যখন দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত স্বদেশীয় লোকদিগকে দেখি, আমার শরীর বিকম্পিত হয়। যাহার পার্শ্বে রোগী আর্ত্তনাদ করে, সুস্থকায় হইয়াও সেই ব্যক্তি কি সুখী হইতে পারে? যখন দেখি স্বদেশস্থ দীন দুঃখীগণ আহার পাইতেছে না, তখন আমার মুখে অন্ন বিষের ন্যায় কটু বোধ হয়। যদি কাহার বন্ধুকে কারাগারে বদ্ধ কর, সে ব্যক্তি উদ্যানে থাকিয়াও সুখী হইবে না। ১৩।

[illegible]তমের অশ্বযূথের মধ্যে একটী অতি সুশ্রী শ্বেতকায় অশ্ব ছিল। সেই [illegible]ক বায়ু অপেক্ষা অধিক দ্রুতগামী, অতিশয় কষ্ট সহিষ্ণু ও

অশ্বের গুণযুক্ত বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হয়। একদা রোমীয় সম্রাটের নিকটে কয়েক জন ভ্রমণকারী হাতমের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন "জগতে তাঁহার তুল্য দানশীল লোক নাই ও তাঁহার অশ্বের ন্যায় সুদৃশ্য দ্রুতগামী অশ্ব নাই। সেই বেগ গামী ঘোটক যেমন সহজে অরণ্য ও প্রান্তর ভূমি অতিক্রম করে, তদ্রূপ জলচরপক্ষীরন্যায় জল মধ্যে সন্তরণ করিতে পারে।"

রাজা বলিলেন "আমি হাতমের নিকটে সেই গুণযুক্ত অশ্ব চাহিব, যদি দান করে, তাঁহার মহত্ত্ব স্বীকার করিব। অন্যথা মানিতে হইবে যে শূন্যগর্ভ পটহের ন্যায় তাঁহার শব্দ মাত্র সার।" সম্রাট্ এই স্থির করিয়া অবিলম্বে আপনার এক প্রধান কিঙ্করকে অন্য দশ জন অনুচরের সহিত অশ্বটীর জন্য হাতমের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।

যে দিবস রাজ কিঙ্কর হাতমের গৃহে উপস্থিত হইলেন, সে দিন ক্লেশকর বাত্যা প্রবাহিত ও অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ হয়, ভূমির শুষ্ক মরু দশা দেখিয়া মেঘ যেন অবিরল অশ্রুপাত করে। স্বচ্ছ জলাশয় প্রাপ্ত তৃষ্ণাতুর পথিকের ন্যায় রাজভৃত্যগণ হাতমের ভবনে আশ্রয় লাভ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইল। হাতম অথিতিদিগকে অশ্বমাংশ আহার করিতে দিলেন এবং ভোজনান্তে প্রচলিত প্রথা অনুসারে তাহাদের বসনাঞ্চলে শর্করা ও হস্তে মুদ্রা দান করিলেন। রাজকিঙ্কর যথাবিধি আথিত্য সৎকার গ্রহণে পরম সুখে রজনী যাপন করিয়া পর দিন হাতমকে সম্রাটের অভিলাষ জানাইলেন। হাতম শ্রবণ মাত্র ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিলেন ও আক্ষেপ করিতে করিতে বলিলেন "মহাশয়! এই কথা আমাকে পূর্ব্বে কেন জ্ঞাপন করেন নাই? গত রাত্রিতে আমি আপনাদের ভোজনের জন্য সেই প্রিয়তম তুরঙ্গমকে বধ করিয়াছি। অবিশ্রান্ত ঝড় বৃষ্টি হইতে ছিল, দূরতর পশুশালায় লোক পাঠাইয়া অন্য অশ্ব আনয়ন করার ক্ষমতা ছিল না, গৃহে সেই অশ্বটী মাত্র ছিল, তাহা ব্যতীত অথিতি সৎকার করি, আমার এরূপ অন্য কোন সম্বল ছিল না। উচিত বোধ হইল না যে অভ্যাগত জন অনশন ক্লেশে রাত্রি যাপন করিবেন। অগত্যা সেই বিশ্ব জন প্রিয় অশ্বটীকে বধ করিতে বাধ্য

হইলাম।” এই সকল কথার পর হাতম রাজকিঙ্করদিগকে মুদ্রা ও ঘোটকাদি উপহার দিয়া সম্মান সহকারে বিদায় করিলেন। রোমীয় সম্রাট্ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হাতমের আন্তরিক বীর্য্য মহত্ত্বের সহস্র প্রশংসা করিলেন। ১৪।

এমন দেশে এক অতুল দানশীল যশঃপ্রিয় নরপতি ছিলেন। তাঁহার হস্ত মেঘের বারি বর্ষণের ন্যায় ধনবৃষ্টি করিত। একদা তিনি এক মহোৎসব করিয়া দুঃখী দরিদ্রদিগকে অকাতরে দান বিতরণ করিতে লাগিলেন। সেই উৎসব ক্ষেত্রে তাঁহার সম্মুখে কোন ব্যক্তি হাতমের প্রসঙ্গ করিল, অন্য এক জন তাঁহার দান শীলতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া নরপালের অন্তরে দুঃসহ ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মনে করিলেন যে হাতম জীবিত থাকিলে আমার যশঃ খ্যাতি আর বিস্তৃত হইতে পারিবে না। ইহা ভাবিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, অবিলম্বে হাতমের প্রাণ সংহারের উদ্দেশে এক জন অনুচরকে প্রেরণ করিলেন। কৃতান্ত কিঙ্কর স্বরূপ সেই রাজ কিঙ্কর হাতমের ভবনাভিমুখে যাইতেছে, এমত সময়ে পথে এক যুবাপুরুষের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। সেই যুবা প্রসন্নানন, জ্ঞানী ও মধুরভাষী; তাঁহার হৃদয়-হইতে বিশুদ্ধ প্রণয়ের সৌরভ বিনির্গত হইতে ছিল। রজনীতে তিনি উক্ত রাজকিঙ্করকে অভ্যাগত রূপে গ্রহণ করিলেন ও তাহার প্রতি অশেষ যত্ন সমাদর ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন, বিনয়ও সদ্ভাবে রাজানুচরের পাষাণ সম কঠোর হৃদয়কে বিগলিত করিয়া দিলেন। অতঃপরনিশান্তে তাহার হস্ত পদ চুম্বন করিয়া কিছু দিন অবস্থির জন্য সানুনয় অনুরোধ করিলেন। ভৃত্য বলিল “সম্প্রতি বিলম্ব করিতে পারি না, যে হেতু এক গুরুতর কার্য্যের ভার আমার প্রতি অর্পিত আছে।” যুবা বলিলেন “সে কার্য্য কি? যদি আমাকে জানিতে দেও, আমিও এক হৃদয় বন্ধুর ন্যায় তোমার সহকারী হইয়া তৎ সংসাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।” ভৃত্য বলিল “যুবন্! তোমার প্রশান্ত ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি রহস্যভেদী হইবে না, অতএব বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি অবগত থাকিবে এ দেশে

সুবিখ্যাত বদান্য হাতম অবস্থান করেন, ঈর্ষান্বিত হইয়া এমন রাজ্যাধীশ্বর তাঁহার ছিন্ন মস্তক দেখিতে অভিলাষী হইয়াছেন ও আমাকে এই কার্য্য সংসাধনে নিযুক্ত করিয়াছেন। মিত্র! ভরসা করি তুমি অনুগ্রহ করিয়া কোথায় হাতমের অনুসন্ধান পাই, বলিয়া দিবে।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া যুবা বলিলেন "আমার নামই হাতম, তোমাকে সাহায্য করিব বলিয়া আমি যে অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না। এই নেও কণ্ঠ, তরবারির আঘাত কর। এই ক্ষণও সূর্য্যোদয় হয় নাই, সকল লোক নিদ্রাতে আছে, আমাকে বধ করার এই সুযোগ বটে, কিন্তু বিলম্ব হইলে হয়তো নিরাশ হইবে ও বিপদে পড়িবে।"

অলৌকিক বীর্য্য মহত্ত্ব সম্পন্ন হাতম 'বধকর, বলিয়া যখন মস্তক পাতিয়া দিলেন, তখন সেই রাজভৃত্য উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চরণে মস্তকার্পণ করিল ও ব্যাকুলতার সহিত কখন ভূমি চুম্বন কখন বা তাঁহার চরণ চুম্বন করিতে লাগিল। তূণীর ও তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিল। অনুগত দাসের ন্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিল "যদি আমি পুষ্প দ্বারাও তোমার শরীরে আঘাত করি, তাহা হইলে যে কেবল তোমাকে আঘাত করিব তাহা নয়, ধর্ম্মের শরীরেও আঘাত করিব।" ভৃত্য এই বলিয়া তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া এমনাভিমুখে প্রস্থান করিল। যখন রাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইল, রাজা তাঁহার মুখাকৃতি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, এ ব্যক্তি কিছুই করিয়া আসে নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন "বল, কি সম্বাদ? কেন অশ্ব গ্রীবায় হাতমের মস্তক বন্ধন করিয়া আনয়ন কর নাই? হাতম কি তোমাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তুমি তাহাকে সামর্থ্যে পারিলে না?"

ভৃত্য যথা রীতি ভূমি চুম্বন করিয়া রাজ গুণানুকীর্ত্তনের পর নিবেদন করিল "মহারাজ! হাতমের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি হাতম প্রিয় দর্শন, প্রতিভা সম্পন্ন, মহাখ্যাতীশালী ও প্রসন্ন বদন। আন্তরিক বীর্য্য ও মহত্ত্বে জগতে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার প্রদর্শিত অনুগ্রহের গুরু ভারে আমার পৃষ্ঠদেশ বক্র হইয়াছে, তিনি হিতৈষা অস্ত্রে

আমাকে পরাস্ত করিয়াছেন। ভৃত্য যাহা দর্শন করিয়াছিল, সমুদায় আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল, তাহা শ্রবণ করিয়া রাজার চিত্ত ভক্তি রসে দ্রবীভূত হইল, তিনি সহস্র মুখে হাতমের প্রশংসা করিলেন। ১৫।

এক দরিদ্র বৃদ্ধের ভার বাহী গর্দ্দভ গভীর কর্দ্দমে আবদ্ধ হইয়াছিল। একে মেঘাচ্ছন্ন শীতের রাত্রি,তাহাতে প্রসারিত মাঠ, মুষল ধারে বৃষ্টিপাত ও জল প্লাবন, সাহায্য করে এমন একটী লোকও নিকটে নাই, এই দুরবস্থায় পতিত হইয়া সেই বৃদ্ধ সমুদায় রজনী মহা ক্রোধে ও মনের কষ্টে কি দেশাধিপতি কি শত্রু কি মিত্র সকলকেই জঘন্য রূপে গালি দান করিতে লাগিল। দৈবযোগে সে সময়ে সে দেশের রাজা মৃগয়ার অনুরোধে সন্নিহিত উপশৈলে অবস্থিত ছিলেন, ঐ সকল অশ্লীল বাক্য তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। না, উহা শ্রবণ করার সাধ্য ছিল, না, উত্তর দানের বিষয় ছিল। নরপাল অনুচরদিগকে ইঙ্গিত করিলেন যে অনুসন্ধান লও, আমার প্রতি কেন এরূপ গালি বর্ষণ ও আক্রোশ। এক জন বলিল "মহারাজ! এই দুরাত্মারশিরশ্ছেদন করুন, এ ব্যক্তি অতি কদর্য্য রূপে আপনাকে গালি দিতেছে।" তখন নৃপতি স্বয়ং দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে বৃদ্ধ গর্দ্দভ স্বামী মহা বিপদে পতিত, গর্দ্দভ কর্দ্দমে আবদ্ধ হইয়া মৃত প্রায়, তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিতেছে না। অনন্যোপায় হইয়াই সে মনের দুঃখে গালিদান করিতেছে। বৃদ্ধের কষ্ট দেখিয়া রাজার দয়া হইল। তিনি গালি কটূক্তি সকল বিস্মৃত হইলেন। সেই সঙ্কট হইতে তাহাকে মুক্ত করিলেন, অধিকন্তু বস্ত্রাদি পারিতোষিক দিলেন।

হা! যে স্থানে প্রতিহিংসা হইবে সে স্থানে হিত সাধন কি মধুর দৃশ্য! অহিতের বিনিময়ে অহিত ইহা সহজ, কিন্তু যদি প্রকৃত মনুষ্যত্ব রাখ যে তোমার অহিত করে, তাহার হিত সাধন করিবে। ১৬।

এক ব্যক্তির বিপুল ধন সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তাহার দানোপভোগে স্পৃহা ছিলনা। অর্থ ভবিষ্যতে প্রয়োজনে আসিবে বলিয়া সে দান ভোগে বিরত

ছিল। সর্ব্বদা তাহার স্বর্ণ রৌপ্য ভূগর্ভে নিহিত থাকিত। কৃপণের ধনেরই এই দশা।

সেই কৃপণ ধনী যে স্থানে ধন রাশি প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিল, একদা তাহার অমিতাচারী পুত্র উহার অনুসন্ধান পাইল। রাত্রিতে সে সমুদায় ধন অপহরণ করিয়া তাহার স্থানে এক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড রাখিয়া দিল এবং সেই ধনের অপব্যয় করিতে লাগিল। ধনীর হস্তে ধন স্থায়ী হইল-না, সম্পত্তি এক জনের হস্তে আসিল, অন্যে যদৃচ্ছা ভোগ করিতে লাগিল।

স্বার্থের বিনাশ দেখিয়া পিতা বিষণ্ণ বদনে রহিল, ক্রন্দন বিলাপে সে দিন সমুদায় রাত্রি তাহার নিদ্রা ছিল না। এদিকে পুত্র প্রচুর ধন লাভ করিয়া গান বাদ্য আমোদে প্রমত্ত হইল। পরদিন সহাস্য মুখে পিতাকে বলিল "তাতঃ! ধন ভোগ বিতরণ করিবার জন্য বটে, সংরক্ষিত ধনে ও প্রস্তর-খণ্ডে কিছুই প্রভেদ নাই; সুখে উপভোগ ও বিতরণ করা শ্রমসাধ্য ধনো-পার্জ্জনের উদ্দেশ্য।"

যে ধন কৃপণের হস্তগত, বলিতে কি উহা যেন এইক্ষণ ও খনি গর্ভে। হে ধনশালিন্ কৃপণ! তুমিও মৃত্যুশয্যায় পতিত হইবে, স্ত্রী পুত্র পরিবার তোমার প্রযত্ন রক্ষিত ধন সুখে উপভোগ বা অপব্যয় করিবে। ধনবান্ কৃপণ মুদ্রাস্তূপোপরি স্থাপিত প্রতিমূর্ত্তি বিশেষ। যে পর্য্যন্ত এই মূর্ত্তি অবিচলিত থাকে, সেই পর্য্যন্ত ধন তন্নিম্নে স্থিতি করে। মৃত্যুরূপ প্রস্তরা-ঘাতে যখন হঠাৎ তাহা ভাঙ্গিয়া যায়, ধনের উপর আর তাহার চাপ থাকেনা, আনন্দের সহিত নানা ব্যক্তি সেই ধন বিভাগ করিয়া লয়। হে ধনার্থিন্! অচিরে তোমার শরীর শ্মশান কীটের আহারে আসিবে, অত-এব পিপীলিকার ন্যায় যেমন ধন উপার্জ্জন করিবে, তদ্রূপ সঞ্চয়ের পর সকলের সঙ্গে বিভাগ করিয়া ভোগ করিবে। ১৭।

এক যুবা একটী পয়সা দ্বারা এক বৃদ্ধ ভিক্ষুকের উপকার করিয়াছিল। পরে ঘটনা সূত্রে সেই যুবক কোন অপরাধে ধৃত হয়, রাজা তাহাকে বধ্য ভূমিতে প্রেরণ করেন। তখন তাহার হত্যাকাণ্ড দর্শনের জন্য রাজ পথ,

অট্টালিকা ছাঁদ ও গৃহদ্বার জনাকীর্ণ হয়। অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত রাজকিঙ্করগণ অপরাধীকে ঘেড়িয়া সদর্পে ভ্রমণ করিতেছে, সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুক এখন দেখিল যাহাদ্বারা এক সময় উপকৃত হইয়াছে, সেই যুবাই মহাবিপদে পতিত, তখন শিরে করাঘাত করিয়া এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল "মহারাজের মৃত্যু হইয়াছে, হায়! সেই গুণবান্ ভূপতি নাই; পৃথিবী শূন্য।" তাহার এই বিলাপ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাজকিঙ্করগণ কাঁদিয়া উঠিল। মস্তকে করাঘাত করিতে২ সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজবাটীর অভিমুখে দৌড়িয়া গেল, তাহারা তথায় যাইয়া দেখিল রাজা সিংহাসনে সুস্থ শরীরে বিরাজ করিতেছেন। এই অবসরে যুবক পলায়মান, বৃদ্ধ ধরা পড়িল। রাজা তর্জ্জন গর্জ্জন ও ভয় প্রদর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রে দুরাচার! আমি মরিয়াছি, তোর এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য কি? আমি কি প্রজা হিতৈবী নই? অত্যাচারী বটি? আমার অশুভ কামনা তুই কেন করিলি?

বৃদ্ধ করপুটে নিবেদন করিল "মহারাজ! 'রাজার মৃত্যু হইয়াছে' এই অসত্য কথাটীতে আপনি মরেন নাই—আপনার কিছুই হয় নাই। কিন্তু এক উপায় হীন প্রাণে বাঁচিয়াছে, বৃদ্ধের এই বাক্য রাজার নিকট প্রীতিকর হইল, তিনি তাহার অপরাধ বিস্মৃত হইলেন।

এদিকে যুবক তথা হইতে আস্তে ব্যস্তে মহাবেগে প্রস্থান করিতেছিল। পথে এক ব্যক্তি তাহাকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি অস্ত্রধারী সৈনিকপুরুষ মণ্ডলী দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলে, কি উপায়ে তাহা হইতে মুক্তি পাইলে? যুবা তাহার কাণে২ বলিল "একটী পয়সায় মুক্ত করিয়াছে।"

ভূগর্ভে একটী বীজ বপন করাযায়, সেই বীজ প্রচুর ফলোৎপত্তির কারণ হয়। এক যবকণিকা কঠিন বিপদ্ দূর করে। ধর্ম্মপুস্তকের সার কথা এই যে দান পরোপকার বিপদের পথ বন্ধ করে। ১৮।

এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে সুতীক্ষ্ণ সূর্য্যকিরণে অগ্নি দগ্ধ তাম্রফলকের ন্যায় ধরা মুখ উত্তপ্ত। মানব মণ্ডলীর আর্ত্তনাদ আকাশ ভেদ করিতেছে, প্রখর উত্তাপে যেন তাহাদের মস্তিষ্ক-পিণ্ড দ্রবীভূত হইয়া

গিয়াছে। সকলের মধ্যে এক জন মাত্র শীতল ছায়াতে বাস করিতেছেন। তাঁহার গলদেশে স্বর্গের স্বর্ণ অভরণ শোভা পাইতেছে। সে ইহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল “মহাশয়! কে সদয় হইয়া আপনাকে এরূপ সুখে রাখিয়াছে? সেই ভাগ্যবান্ বলিলেন যে আমার গৃহদ্বারে আমার রোপিত একটী বৃক্ষ ছিল, একদা সেই তরুচ্ছায়ায় এক সন্ন্যাসী পুরুষ আসিয়া বিশ্রাম করেন। তিনি শ্রান্তি দূর করিয়া ঈশ্বরের নিকট এই রূপে ভিক্ষা চান “হে সুখদাতা পরমেশ্বর! আমি ইহা হইতে সুখ ও বিশ্রাম পাইলাম, তোমার প্রসাদবারি ইহার মস্তকে বর্ষণ হউক,, সেই মহাত্মার ঐ শুভাশীর্ব্বাদের বলেই চতুর্দ্দিকের এই নিরাশা ও দুঃখের ব্যাপারের মধ্যে আমার এই সৌভাগ্য।” ১৯।

একদা নর পাল তোগলক শীতের রাত্রিতে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া এক নগরপ্রহরীকে দেখিলেন যে সে বৃষ্টি ও তুষারপাতে অত্যন্ত কাঁপিতেছে। ইহা দেখিয়া নরপতির হৃদয় দয়া রসে পরিপ্লুত হইল, তিনি বলিলেন “এই উষ্ণ তনুচ্ছদ তোমাকে দিব, ইহা পরিধান করিয়া শীত নিবারণ করিবে। আমার প্রাসাদের নিম্নে মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা কর, ভৃত্যদ্বারা ইহা পাঠাইতেছি।” রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া গান বাদ্য আমোদ প্রমোদে সুখে শয়ন করিলেন, হত ভাগ্য প্রহরীকে যে পরিচ্ছদ দিবেন বলিয়াছিলেন, ভুলিয়া গেলেন। সে প্রভাত পর্য্যন্ত প্রতীক্ষায় কাল যাপন করিল। একে শীত কালীয় নিশা, তাহার উপরি আবার দীর্ঘ প্রতীক্ষার কষ্ট ভোগ করিতে হইল। প্রত্যূষে রাজা সুখসুপ্ত আছেন, তখন নহবতের সঙ্গে বংশিযোগে এই সঙ্গীতটী হইল। “রাজন্! নেক্‌বক্ত নামক প্রহরীকে ভুলিয়া রহিয়াছ, আনন্দ উল্লাসে তুমি নিশা যাপন কর, দুঃখী জনের রাত্রি যে কি প্রকারে গত হয়, তাহা কি বুঝিবে? উত্তপ্ত বালুকাময় পথে যাহারা গমন করে, ধনবান্ প্রাসাদে থাকিয়া তাহাদের বিষয় কি ভাবিবে? হে পোতস্বামিন্? নৌকা স্থির রাখ, উপায়হীন জলমগ্নগণকে উদ্ধার কর। হে যুবা বণিক্? দুর্ব্বল বৃদ্ধগণের জন্য বিলম্ব কর, তাহারা তোমার সঙ্গে সমভাবে চলিতে পারেনা। ভ্রাতঃ! তুমি

হাওদাতে শয়ান আছ, ভাবিয়া দেখ নিরীহ উষ্ট্র দিবা রাত্রি কি কষ্টে অবিশ্রান্ত চলিতেছে। কি পর্ব্বতে, কি প্রান্তরে, কি প্রস্তরময় বন্ধুর ভূমিতে, কি বালুকাকীর্ণ পথে পথশ্রান্তদের অবস্থার প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখিও। যুবক! তুমি বৃহৎ উষ্ট্রের উপরি সুখে আরূঢ়, পদচারীদিগের ক্লেশ দুর্গতি কি বুঝিবে? পটমণ্ডপ শায়ী ভোজন তৃপ্ত! তুমি কি ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুকের ক্লেশ অনুভব করিয়া উঠিতে পারিবে?" ২০।

এক ব্যক্তির গৃহ পটলে বোলতা সকলে আবাস নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সে তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিল, কিন্তু বাসচ্যুত হইলে এই সকল জীবের কষ্ট হইবে এই বলিয়া তাহার স্ত্রী সেকার্য্য হইতে তাহাকে নিবৃত্ত রাখিল। এক দিন গৃহ স্বামী যখন স্বীয় কর্ম্ম স্থানে আছেন, সে সময়ে কয়েকটী বরট গৃহিণীর শরীরে হুল বসাইয়া দিল। অবোধ স্ত্রী আঘাতের জ্বালায় ঘরে বাহিরে ইতস্ততঃ দৌড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল। স্বামী কর্ম্মস্থল হইতে প্রত্যাগত হইলে দুর্ভাগা তাহার প্রতিও অনেক রাগ প্রকাশ করিল। পতি বলিল "প্রিয়ে! মুখ বিরস ও কটূক্তি করিওনা, তুমিইত বলিয়াছিলে ক্ষুদ্র জীব বোল্‌তাদিগকে তাহাদের আবাস হইতে তাড়াইওনা।"

দুষ্টকে উপেক্ষা করিওনা, তাহাতে অনিষ্টের বৃদ্ধি হয়। যাহাদ্বারা দেখ জগতের লোকের মস্তক অত্যাচারের নীচে, তাহার মস্তককে অসির নিম্নে স্থাপন কর। যদি নগর রক্ষক ভদ্রতা করিয়া চলেন, তবে দস্যুর উপদ্রবে কেহই নিশায় নিদ্রা যাইতে পারেনা। সমরক্ষেত্রে শত্রু দমনের জন্য ইক্ষুকাণ্ড নয়, বংশ দণ্ড আবশ্যক। অনেকের কণ্ঠদেশ হারের যোগ্য না হইয়া প্রহারের উপযুক্ত বটে। যদি মার্জ্জারকে প্রশ্রয় দেও, তবে পারাবতের বংশ বিনাশ করিবে। যদি ব্যাঘ্রকে আহার দানে হৃষ্ট পুষ্ট কর, এক সময়ে তুমি তাহার আহার হইবে। যে গৃহের ভিত্তি দৃঢ় নয়, তাহাকে উচ্চ করিওনা, যদি কর শঙ্কিত থাকিবে। ২১।

যদি বুদ্ধিমান্ হও, তবে সার পদার্থ ধর্ম্মকে প্রেম কর। যাহার বিদ্যা, ধর্ম্মজ্ঞান ও বদান্যতা নাই, সে প্রাণ বিহীণ প্রতিমূর্ত্তির ন্যায়। সুখীকে? যিনি অন্য জনকে সুখ দান করেন। সৎকার্য্য কর, পরলোকের সম্বল হইবে। ধনৈশ্বর্য্য যাহা আছে, অদ্য তাহার সদ্ব্যবহার কর, মৃত্যুর পর উহা আর তোমার থাকিবেনা। যদি দীন অনাথ দিগকে অন্তর হইতে দূর না কর, পরলোকে তোমার অন্তর সুস্থ থাকিবে। ধনাগারের দ্বার মুক্ত কর, অতঃপর সেই দ্বারের চাবি হারাইবে। তুমি পুত্র কলত্র-হইতে অনুগ্রহের প্রত্যাশা করিও না, স্বয়ং নিজের পথ-সম্বল করিয়া লও। তিনিই সংসারে জয়ী হইয়াছেন, যিনি পরহিত সাধনে পুণ্যধন পরলোকের সম্বল করিয়া লইয়াছেন। যদি কিছু থাকে ভিক্ষুকের হস্তে দেও, এরূপ করিও না যাহাতে কল্য খেদের সহিত হস্ত পৃষ্ঠ দংশন করিবে। নিরাশ্রয় অথিতিকে বিমুখ করিও না, তোমার দ্বার হইতে নিরাশ হইয়া অথিতি দ্বারে২ ফিরিবে, এরূপ যেন না হয়। যে ধার্ম্মিক পরহিত ব্রতে রত, তিনি এই আশঙ্কা করেন যে দীন হীন প্রার্থী তাহার ত্রুটীতে বা পাছে তাহাকে ছাড়িয়া অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। কাতর প্রাণী-দিগের প্রতি কৃপা দৃষ্টিকর, মনে রাখিও এক সময় তোমারও বিপন্ন কাতর হওয়া বিচিত্র নহে। অনাথ দুঃখীদিগের অন্তঃকরণ প্রসন্ন রাখ, মৃত্যুর অসহায় অবস্থা স্মরণ কর। ২২।

পিতৃহীন বালকের মস্তকে ছায়া অর্পণ কর, শরীরের ধূলি ঝাড়িয়া দেও; বুঝিতে পার না কি তাহার কেমন ক্লেশের অবস্থা? মূলশূন্য তরু কি কখন সতেজ থাকিতে পারে? যখন দেখিলে পিতৃহীন বালক বিষণ্ণ বদনে তোমার নিকটে বসিয়া আছে, তখন আপন সন্তানের মুখ চুম্বন করিও না, কেন না তাহাতে তাহার শোক বাড়িবে। অনাথকে রোদন করিতে দিও না, সে কাঁদিলে স্বর্গও কাঁপিয়া উঠে। দয়া করিয়া তাহার চক্ষের জল মোচন কর, সে নিজের আশ্রয় হারাইয়াছে, তুমি আপন আশ্রয়ে তাহাকে রাখিয়া পালন কর। ২৩।

দান ভাণ্ডের মুখ বন্ধ রাখিও না, দান করা কোন অনুচিত কার্য্য ইহা মনে স্থান দিওনা। যে উপাদেষ্টা অর্থ লইয়া নীতি ও জ্ঞান বিতরণ করেন, তাঁহার কার্য্য উত্তম নয়। যে ব্যক্তি পার্থিব মূল্যে ধর্ম্ম দান করেন, তাঁহার এই নিকৃষ্ট মূল্যের ধর্ম্মে স্বর্গীয় ক্ষমতা থাকে না। ২৪।

প্রিয় দর্শন। হিত সাধন কর, পশু পক্ষীদিগকে যেমন রজ্জুযোগে বন্ধী করা যায়, মানব মণ্ডলীকে সেরূপ উপকার দ্বারা বাধ্য রাখা যায়। উপকার রজ্জুতে শত্রুকে বাঁধ, এই বন্ধন অসির আঘাতে ছিন্ন হয় না। যখন শত্রু দয়া প্রেম উপকার দেখে, তখন আর শত্রুতা প্রকাশ করিতে পারে না। অপকার করিওনা, তাহা করিলে প্রিয় বন্ধু হইতেও অপকার পাইবে। মনে রাখিও মন্দ বীজে যে বৃক্ষ জন্মে তাহাতে মিষ্ট ফল জন্মে না। যদি বন্ধুর সঙ্গে তুমি নির্দ্দয় কঠোর ব্যবহার কর, বন্ধু ও তোমার সুখোন্নতি দেখিতে ভাল বাসিবে না। যদি শত্রুর সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর, কিয়দ্দিবসের মধ্যে সে বন্ধু হইবে। ২৫।

যে ঈশ্বর মৃত্তিকা দ্বারা মনুষ্যকে সৃজন করেন, তিনি মনুষ্যের মনুষ্যত্বের অর্থাৎ বদান্যতা গুণের পুরস্কার দান করিবেন না, ইহা কখন হইতে পারেনা। ধন পুঞ্জ গৃহে বদ্ধ রাখিয়া গৌরব লাভের চেষ্টা করিও না, জল বদ্ধ থাকিলে—তাহা হইতে স্রোতঃ না খেলিলে দুর্গন্ধ হয়। স্রোতস্বতীর বদান্য প্রকৃতি বলিয়া আকাশ বৃষ্টি প্রবাহ দ্বারা তাহার আনুকুল্য করিয়া থাকে। কৃপণ ধনমান বিচ্যুত হইলে অতি অল্পই পুনর্ব্বার পদস্থ হইতে পারে। কিন্তু বদান্যের সম্বন্ধে এ কথা নয়। যদি তুমি মূল্যবান্ মুক্তা ফল হও, দুঃখ করিও না, কখন ভাগ্যচ্যুত হইবে না। পথে নিপতিত লোষ্ট্রের প্রতি কেহ দৃষ্টিপাত করে না। কিন্তু যদি স্বর্ণ কণিকা অন্ধকার রাত্রিতে হস্ত স্খলিত হয়, লোকে আলো জ্বালিয়া তাহা অনুসন্ধান করিয়া লয়। মূল্যবান্ দর্পণ হয় বলিয়া লোকে কাচ খণ্ডকে প্রস্তররাশি হইতে বাচিয়া লইয়া থাকে এরূপ পরোপকারী দান শীল ব্যক্তি দুর্দ্দশাপন্ন দরিদ্র হইলেও লোকে তাহার গৌরব ও সম্মান

করিয়া থাকে। চরিত্র বদান্য, উন্নত ও মধুর হওয়া চাই, ধন সম্পদ্ কখন আসে, কখন চলিয়া যায়, তাহাতে অনাসক্ত থাকাই কর্ত্তব্য। ২৬।

পরোপকারিতা বিষয়ে অনেক কথা বলা হইল, কিন্তু সকলের সম্বন্ধে এরূপ উপকার যুক্ত নয়। অত্যাচারী দুরাত্মাকে কঠোর শাসন করিবে। অনিস্টকারী পক্ষীর পক্ষ চ্ছেদ করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি তোমার প্রভু পরমেশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা করে, তাহার হস্তে তুমি কি সাহসে অস্ত্র প্রদান করিবে? যে মূল হইতে কণ্টক বাহির হয়, সেই মূল পোষণ করিওনা, ফলবান্ বৃক্ষের উপরি জল সেক কর। যে ক্ষুদ্র জনের সঙ্গে অহঙ্কার ব্যবহার না করে, এ প্রকার ব্যক্তিকে উন্নত পদে স্থাপন কর। দুষ্ট জনের প্রতি অনুগ্রহ করিও না, তাহার প্রতি এক অনুগ্রহে এক দেশের প্রতি অত্যাচার আসিতে পারে। যদি উপকার করিয়া দস্যুকে প্রশ্রয় দেও, তবে স্বহস্তে নির্দোষ বণিক্‌দিগকে হত্যাকরিলে। অহিত কারীর মস্তকে আঘাত কর, অত্যাচারীর শাস্তি হয়, ইহা বিচার ও নীতি সঙ্গত। ২৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কৃতজ্ঞতা।

এক ব্যক্তি আপন পুত্রকে সবলে চপেটাঘাত করিয়া বলিয়াছিল "রে পামর! তোকে কুঠার দিয়াছি যে কাষ্ঠ ছেদন করিবি, মস্‌জিদের প্রাচীর ভগ্ন করিতে বলি নাই।"

ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা দান ও স্তব স্তুতি করিবে, তজ্জন্য জিহ্বার সৃষ্টি; ধার্ম্মিক লোকেরা পরনিন্দাতে তাহাকে নিয়োগ করেন না। ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণের জন্য কর্ণ, তদ্দ্বারা অসার অসত্য কথা শুনিবার চেষ্টা করিও না। উভয় নেত্র ঈশ্বরের রচনা দর্শন করিবার নিমিত্ত, তাহাদ্বারা ভ্রাতা ও বন্ধুদিগের দোষ দর্শন করিয়া বেড়াইও না। ১।

কোন নগর রক্ষক এক ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল। সে তজ্জন্য সমুদায় যামিনী দুঃখাকুল ছিল। অকস্মাৎ অন্ধকার রজনীতে এক ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্রের 'হা! অন্ন নাই, এই বিলাপ ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করে। ইহা শুনিয়া সেই বন্দী বলিয়া উঠিল "ভ্রাতঃ! তুমি কিঞ্চিৎ অন্নের অভাবে মাত্র নিদ্রা ভোগ করিতে পারিতেছ না, যাও ঈশ্বরের নিকটে এই বলিয়া কৃতজ্ঞ হও যে নগর রক্ষক দ্বারা তোমার হস্ত পাদ দৃঢ় রূপে বদ্ধ হয় নাই।

যখন দেখিতেছ তোমা অপেক্ষা অধিক অভাবশালী লোক আছে, তখন অভাবে পড়িয়া খেদ করিও না। অন্যের দুরবস্থার সহিত আপন অবস্থার তুলনা করিয়া কৃতজ্ঞ থাক। ২।

এক জন বস্ত্রহীন দরিদ্র একটী পয়সা ঋণ দ্বারা এক খণ্ড পশু চর্ম্ম ক্রয় করিয়া আপন শরীর আচ্ছাদন করিয়াছিল এবং তখন এই বলিয়া

খেদ করে "হায় দুরদৃষ্ট! উষ্ণ চর্ম্মাবরণের ভিতরে থাকিয়া আমি যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইলাম।" তাঁহার এই রূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কূপে বদ্ধ এক অপরাধী বলিয়া উঠিল, "ভ্রাতঃ! খেদ করিও না, ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হও যে তুমি আমার ন্যায় অন্ধকারময় কূপে আবদ্ধ হও নাই।" ৩।

এক যুবা কোন সন্ন্যাসীর নিকটে গমন করিয়াছিল। সে আকার মাত্র দর্শনে সেই সন্ন্যাসী পুরুষকে অসাধু মনে করিয়া অপমান করিল। কিন্তু সন্ন্যাসী তাহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেন। যুবক লজ্জিত হইয়া বলিল "আমা হইতে অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা করুন। আমার প্রতি এরূপ সমাদর সদ্ভাব প্রদর্শনের কিছুই কারণ নাই।" ঋষি বলিলেন "আমি ঈশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞ আছি যে তোমার ন্যায় অশিষ্টাচরণ করি নাই ও আমাকে যে রূপ অসাধু চরিত্র ভাবিয়াছ, আমি তদ্রূপ নই।"

অন্তরে অসাধু কিন্তু বাহ্যে সাধু বলিয়া খ্যাত এরূপলোক অপেক্ষা সাধুতার বাহ্য আড়ম্বর বিহীন সচ্চরিত্র জন শ্রেষ্ঠ। নিশাচর দস্যু কেও যোগীর বেশধারী দুর্বৃত্ত লোক অপেক্ষা আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করি। ৪।

এক বৃদ্ধ পণ্ডিত কোন এক সুরামত্ত যুবাকে দেখিয়া আপন সাধুতার জন্য গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। অহঙ্কার বশতঃ তাহার প্রতি স্নেহ দৃষ্টি করিলেন না। এতদ্দর্শনে সেই যুবা মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিল "বৃদ্ধ! উত্তম অবস্থায় আছ, তজ্জন্য কৃতজ্ঞ থাক, অভিমানে লোককে সৌভাগ্য চ্যুত করে। কাহাকে পাপে নিপতিত দেখিলে উপহাস করিও না। তোমারও অকস্মাৎ পাপে পতিত হওয়া বিচিত্র নহে।"

ভ্রাতঃ! ঈশ্বর তোমাকে ধর্ম্ম মন্দিরে নির্ম্মল আনন্দ লাভের অধিকারী করিয়াছেন, কিন্তু যাহারা তাহা হইতে বঞ্চিত, তাঁহাদিগকে তুমি অশ্রদ্ধা করিও না। হে সাধক! তুমি যে নাস্তিক উপধর্ম্মী হও নাই, এ জন্য কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হৃদয়ে প্রভুর নিকটে অঞ্জলি বদ্ধ হও। ৫।

অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইয়া এক রাজা ভগ্ন কণ্ঠ হন। প্রবল আঘাতে তাহার গলদেশ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গজকণ্ঠের ন্যায় খর্ব্ব হইয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গ না ফিরাইলে তিনি মস্তক ফিরাইতে পারিতেন না। সমুদয় চিকিৎসকই তাঁহার গ্রীবা প্রকৃতিস্থ করিতে অক্ষম হইলেন। কিন্তু ইয়ুনান দেশীয় এক সুনিপুণ বৈদ্যের চিকিৎসায় প্রতীকার হইল। যদি সেই বিচক্ষণ ভিষক্ উপস্থিত হইয়া চিকিৎসা না করিতেন, তবে নর পালের কণ্ঠ চিরকাল অচলই থাকিত। বৈদ্যরাজ আরোগ্য লাভের কিয়দ্দিনান্তরে পুনর্ব্বার রাজসন্নিধানে উপস্থিত হন, তখন নীচ অকৃতজ্ঞ ভূপতি তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত ও করেন না। লজ্জা ও অপমানে বৈদ্যবর অধোমুখ হইলেন। তিনি ধীরে ধীরে এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, "যদি আমি ইহার গলদেশ ফিরাইয়া না দিতাম, অদ্য এ আমার নিকটে এরূপ মুখ ফিরাইয়া থাকিতে পারিত না।"

অতঃপর চিকিৎসক ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া ভৃত্যের যোগে রাজাকে এ প্রকার এক ঔষধ সেবন করাইয়া দেন যে তাহাতে তাঁহার গ্রীবা পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বিকল হয়।

উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তাহাকে দেখিয়া অভিমানে মুখ ফিরাইও না। ৬।

সেই বন্ধুকে আমি কৃতজ্ঞতা দান করিতে পারিতেছি না; তাঁহার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা কি, জানি না! শরীরের প্রত্যেক রোম পর্য্যন্ত তাঁহার দয়ার চিহ্ন, আমি কি রূপে কৃতজ্ঞতা দিব? কাহার সাধ্য আছে যে তাঁহার প্রেমের প্রশংসা করিয়া উঠে? তিনি যেমন অনন্ত, তাঁহার প্রশংসাও অনন্ত। ধন্য দয়াময় ঈশ্বর, তিনিই এ দাসকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই অদ্বিতীয় স্রষ্টা, মানব শরীরকে পার্থিব উপকরণে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে আবার প্রাণ মন বুদ্ধি জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। দেখ জরায়ু কোষ-শায়ী ভ্রূণ পিণ্ড হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত তিনি কেমন স্বর্গীয় পরিচ্ছদে মানবমণ্ডলীকে সজ্জিত করিয়া থাকেন। যখন তিনি পবিত্র ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তুমি জ্ঞানেতে পবিত্র থাক। পাপী হইয়া শ্মশানশায়ী

হওয়া বড় দুঃখের বিষয়। এই ক্ষণই হৃদয় মুকুর হইতে মলিনতা প্রক্ষালন কর, মলিনতা দৃঢ় বদ্ধ হইলে তাহা পরিষ্কার হওয়া সহজ নয়। ভাবিয়া দেখ প্রথমে তুমি বিন্দু প্রমাণ ছিলে, অতএব মন হইতে অহঙ্কার দূর কর। যদি যত্ন চেষ্টায় কিছু উপার্জ্জন কর, আপন বাহু বলের গৌরব করিও না। যদি কোন মঙ্গল তোমা হইতে হয়, তাহা আপনার শক্তিতে নয়, ঈশ্বরের সাহায্যে হইল এরূপ জানিও। কোন মনুষ্য আত্মবলে কোন সৎকর্ম্মে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রশংসা কর, তুমি এক পলও আপন বলে স্থির নও, প্রতি মুহূর্ত্তে স্বর্গ হইতে বল আসিতেছে। যখন শিশু চাহিতে অক্ষম, তাহার মুখ বন্ধ, তখন নাভিযোগে তাহার শরীরে অন্ন রস উপস্থিত হয়। যখন নাভিচ্ছেদ হইল, অন্ন রস সাঞ্চরের পথ বন্ধ হইয়া গেল, তখন মাতৃ স্তনে দুগ্ধের উৎপত্তি হইল। যেমন প্রবাসী জন অসুস্থ হইলে স্বদেশবারি ঔষধ স্থানীয় হয়, জন্মভূমির পানীয় সেবন করিয়া সে অচিরে সুস্থ হইয়া উঠে; তদ্রূপ শিশু মাতৃগর্ভ-হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রবাসী হইল, সে জননীর স্তন্যরূপ স্বদেশবারি পান করিয়া স্বাস্থ্য বল রক্ষা করিতে লাগিল। এই ক্ষণ প্রসূতির পয়োধর যুগল তাহার আদরের সামগ্রী; তাহার পাকস্থলী পূর্ণ করিয়া রাখিবার উহারা দুইটী দুগ্ধের উৎস স্বরূপ। বলিতে কি সুখ স্পর্শ মাতৃক্রোড়ও স্কন্ধদেশ যেন স্বর্গধাম, তাহাতে স্তন দ্বয় সুধার প্রস্রবণ। পয়োধরের শিরা সকল হৃৎ পিণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত, গূঢ় অনুসন্ধান করিলে দেখিবে দুগ্ধ শোণিতবৈ কিছুই নয়। সেই শোণিতই সুস্বাদু দুগ্ধ রস রূপে শিশুর কোমল মুখে পতিত হয়। প্রসূতির শরীর মনোহর বৃক্ষর স্বরূপ, শিশু তাহার কক্ষে ফলরূপে শোভমান। যখন বালকের দন্তোদ্ভেদ ও শরীর দৃঢ় হয়, ধাত্রী তখন তাহার মুখে স্তন্য দানে বিলম্ব করেন। ক্রমে শিশু স্তন্য পান ছাড়িয়া দেয়, মধুর পয়োধর বিস্মৃত হয়। জীবনের প্রত্যেক অবস্থাতে স্রষ্টার অচিন্তনীয় জ্ঞান ও করুনা দেখ। ৭।

দেখ, এক একটী অঙ্গুলিতে কত গ্রন্থি, স্বর্গীয় শিল্পী এখানে কেমন বিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। যদি সেই মহাশিল্পীর রচনার ত্রুটী দেখা-

ইতে চাও, তোমার মূর্খতা ও বাতুলতা প্রকাশ পাইবে। চিন্তা করিয়া দেখ, মনুষ্যের গতি শক্তি সুগমতার জন্য পদে কি ভাবে কয়েকটী অস্থির সংযোজনা হইয়াছে, জানুগ্রন্থির আবর্ত্তন ব্যতীত পদ সঞ্চালন হইতে পারে না। ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতে মনুষ্যের কিছু মাত্র কষ্ট নাই, যেহেতু পৃষ্ঠ দেশে মেরুদণ্ড এক খানি অস্থিতে রচিত নয়, তাহাতে দুই শত অস্থিখণ্ড পরস্পর সংযুক্ত। এইক্ষণ শিরাপুঞ্জের বিষয় আলোচনা কর, শরীর ক্ষেত্রে শোণিত সঞ্চারের জন্য শিরারূপ ষষ্ট্যধিক ত্রিসহস্র প্রণালী প্রসারিত রহিয়াছে। দর্শনেন্দ্রিয় ও চিন্তাশক্তি এবং বুদ্ধি, প্রজ্ঞার আবাস শিরোদেশ। ইন্দ্রিয় সকল মনের জন্য, মন জ্ঞানের জন্য প্রিয়তর হইয়াছে। পশুগণ অধোমুখে বিচরণ করে, তুমি পদদ্বয়ের উপরি সরল ভাবে আরূঢ় আছ। পশুরা আহার গ্রহণের জন্য ভূমিতলে মস্তক নত করে, তুমি সুখে সম্মানের সহিত বদন গর্ভে অন্ন প্রদান কর। যদি কৃতজ্ঞতা ভরে ঈশ্বরের নিকটে মস্তক অবনত না কর, তোমার তাদৃশ শ্রেষ্ঠতা সত্ত্বেও শোভা নাই। সুন্দর শরীর লাভ করিয়াছ বলিয়া তাহাতে ভুলিয়া থাকিও না, সুন্দর প্রকৃতি গ্রহণ কর। সরল শরীর হইলে হয় না, সত্যের সরল পথ গ্রহণ করা চাই। নাস্তিক ও মনোহর কান্তি বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ঈশ্বর তোমাকে চক্ষুঃ কর্ণ জিহ্বা প্রদান করিয়াছেন, যদি বুদ্ধি থাকে তাহাদিগকে বিপরিত পথে নিয়োগ করিও না। প্রিয়তম বন্ধু ঈশ্বরের সঙ্গে বিবাদ করিও না। অগর্ব্বিত জ্ঞানবন্ লোকেরা উপকার পাইলেই সেই উপকারকে কৃতজ্ঞতা সূত্রে ধরিয়া রাখে। তুমি চক্ষুষ্মান্, এই জন্য যদি ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তবে হে বন্ধো! তোমার মহত্ত্ব। অন্যথা চক্ষুঃ রাখিয়াও তুমি অন্ধ। তোমার শিক্ষক তোমাকে বুদ্ধি বৃত্তি ও চিন্তা শক্তি প্রদান করেন নাই, তোমার শরীরে ঈশ্বরই এই সকল গুণের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি যদি তোমাকে সত্য গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান না করিতেন, তুমি সত্যকে অসত্য বলিয়া বোধ করিতে। এই সকল মহাদানের জন্য তুমি সেই দাতার নিকটে কৃতজ্ঞ হও। ৮।

রজনীতে উজ্জ্বল চন্দ্রমা, দিবা ভাগে ভুবন দীপ্তিকর দিবাকর তোমার

সুখী সাধনের জন্য নিযুক্ত। বসন্ত ঋতু তোমার কিঙ্কর, সে তোমার জন্য স্নিগ্ধ মনোহর সুকোমল শস্পশয্যা প্রসারিত করে। কি বায়ু কি মেঘ, বৃষ্টি (বারিদ যদিচ ভয়ঙ্কর নিনাদ করে, নেত্রের অসুখকর তীক্ষ্ণঃ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করে) সকলই তোমার সেবক। তাহারা ক্ষেত্রে তোমার জন্য শস্য প্রস্তুত করিয়া রাখে। যদি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া থাক, ভয় করিও না, মেঘ রূপ বারি বাহক তোমার জন্য জল স্কন্ধে করিয়া আনয়ন করিবে। করুণা-ময় পরমেশ্বর তোমার চক্ষুর প্রীতিকর বর্ণ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর সৌরভ, রসনা প্রিয় আস্বাদন জড় বস্তু হইতে উৎপাদন করেন। তিনি বৃক্ষ হইতে ফল ও মকরন্দ প্রদান করেন। জগতের সকল শিল্পী পরাস্ত হইল, কেহই এবম্বিধ ফল পুষ্প মকরন্দযুক্ত তরু রচনা করিতে পারিল না, তিনি সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রগণকে তোমার গৃহ ছাদের দীপ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি কণ্টকের মধ্য হইতে মনোহর পুষ্প, মৃগের নাভি দেশ হইতে সুগন্ধি কস্তূরী, ভূগর্ভ হইতে স্বর্ণ রজত, শুষ্ক প্রায় তরু হইতে স্নিগ্ধবাসন্তি পল্লব উৎপাদন করেন। তিনি স্বহস্তে তোমার ভ্রূযুগল ও নেত্র দ্বয় রচনা করিয়াছেন। সেই অসীম শক্তিশালী পুরুষই সুখ সম্পদে, এরূপ নানাবিধ ঐশ্বর্য্যে জগৎকে প্রতিপালন করেন। শুদ্ধ কথায় নয়, প্রতি নিশ্বাসে প্রাণের সহিত তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দান করা কর্ত্তব্য। বল, হে ঈশ্বর! তোমার অনির্ব্বচনীয় করুণা দেখিয়া আমার নয়ন অবসন্ন, হৃদয় পরিশ্রান্ত হইল। পশু পক্ষী মক্ষী পিপীলিকা বরং স্বর্গস্থ দেবগণ কোটী২ জীব এক বাক্য হইয়া হে ঈশ্বর! অদ্য পর্য্যন্ত তোমার প্রশংসার কণিকা ও বলিতে পারে নাই। ৯।

দুঃখের দিনেতেই সুখের দিনের মর্য্যাদা বুঝা যায়। শীতকালীয় দুর্ভিক্ষে অনাথ দরিদ্রদিগের অবস্থা অবলোকন কর, বুঝিতে পারিবে সেই অবস্থার তুলনায় ধনবান্ কত সুখী। সর্পাহত ব্যক্তি আর্ত্তনাদ করিতে২ শয়ান হইল, পরে আরোগ্য লাভ করিল, তখন তাহার মনে ঈশ্বরের প্রতি কত কৃতজ্ঞতা। যে হংসের ন্যায় সর্ব্বদা জলাশয়ে বাস করে, সে জলের মর্য্যাদা কি বুঝিবে? মরু ভূমির আতপ ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত্ত লোককে জল কি বস্তু জিজ্ঞাসা কর। কে স্বাস্থ্যের মূল্য বুঝে? জ্বরের উত্তাপে যে চতুর্দ্দিক্ শূন্য

দেখিয়াছে। তুমি সুখ শয্যায় নিদ্রা যাইতেছ, সুদীর্ঘ অন্ধকার রাত্রির কথা কি জানিবে? রোগের জ্বালায় যে হাহাকার করিতেছে; সেই রোগীই জানে রজনী কত দীর্ঘ। সুখ ও নিরাপদের অবস্থায় দুঃখী বিপন্নদিগের অবস্থা স্মরণ কর, হৃদয় কৃতজ্ঞতা ভাবে নত হইবে। ১০।

ঈশ্বর শর্করা খণ্ডকে রোগ নিবারক ঔষধ করিয়াছেন। পুষ্প মধু রোগীর শরীর সুস্থ করে। এক ব্যক্তির মস্তক লৌহ দণ্ডের আঘাতে আহত হইয়াছিল, কেহ বলিল "বেদনা স্থলে চন্দন বিলেপন কর, আরোগ্য লাভ করিবে।" যত দূর পার ভয়ের কারণ হইতে দূরে থাক, কিন্তু বিধাতার বিধির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে চাহিও না। মৃত্যু রোগের ঔষধ নাই, পাকাশয় যে পর্য্যন্ত অন্ন পান গ্রহণের উপযুক্ত থাকে, সে পর্য্যন্তই শরীরে কান্তি পুষ্টি। সেই সময় নিশ্চয় তোমার শরীর গৃহ ভগ্ন হইবে, যখন অন্ন পানের সঙ্গে যোগ থাকিবে না। অগ্নি জল বায়ু মৃত্তিকা এই চতুর্ভূতের পরস্পর সংযোগে দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। এই চারির একটীর শক্তি অন্যকে অতিক্রম করিলে দৈহিক প্রকৃতির সমতা বিধানের নিত্তি ভগ্ন হইয়া যায়। যদি নাসিকা যোগে শীতল বায়ু গৃহীত না হয়, তবে বায়ু কোষ উত্তপ্ত হইয়া প্রাণকে প্রপীড়ন করে। যদি ভুক্ত অন্ন পাকাশয়ে জীর্ণ না হয়, এই সুন্দর শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। তুমি মনে করিও না যে আহারেতেই শরীরের জীবনীশক্তি, না, ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাহাকে জীবিত রাখে। আমি ঈশ্বরের নামে বলিতেছি, সহস্র কৃচ্ছ সাধনেও তাঁহার কৃতজ্ঞতা ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। ভূমিতলে প্রণত হইয়া প্রভুর প্রশংসা কর, সকল আমি করি, এই ভাব মনে স্থান দিও না। ১১।

প্রথমতঃ দাসের অন্তরে ইচ্ছার সৃষ্টি, তৎপর দাস হইতে ঈশ্বরের মন্দিরে প্রণাম। ঈশ্বর যদি পুণ্যানুষ্ঠানে সাহায্য না করেন, মনুষ্য কি কখন তাহা করিতে পারে? জিহ্বা ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করিল, সেই জিহ্বাকে আর কি দেখিতেছ, যিনি এই জিহ্বাতে বাক্যের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে দেখ। এই যে চক্ষুঃ বিশ্ব দর্শন করিতেছে, ইহা ঈশ্বর

পরিচয়ের দ্বার। যদি ঈশ্বর তোমার শরীর গৃহে এই নেত্ররূপ দুই দ্বার উন্মুক্ত করিয়া না রাখিতেন, তাহা হইলে কি তাঁহার সৃষ্ট ভূলোকও নভোমণ্ডলের জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার পরিচয় পাইবার সক্ষম হইতে। হস্ত ও মস্তকের এ জন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে হস্তে দান, মস্তকে প্রণাম করিবে। নিগূঢ় জ্ঞান কৌশলে তিনি জিহ্বা ও কর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা মনের দ্বার উদ্ঘাটনের চাবি স্বরূপ হইয়াছে। পরমেশ্বর যদি বাক্‌শক্তি সম্পন্ন জিহ্বা প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে কি কেহ অন্যের হৃদয়ের ভাব অবগত হইতে পারিত? যদি শ্রবণেন্দ্রিয় রূপ সুদক্ষ দূত নিযুক্ত না করিতেন, তাহা হইলে কি মনোরূপ রাজা রাজ্যের তত্ত্ব জানিতে পারিতেন। তিনি আমাকে মধুর ভাষী করিয়াছেন, তোমাকে শ্রোতা করিয়াছেন; অনুক্ষণ জিহ্বা ও কর্ণ এই দুই রাজানুচর দ্বারে নিযুক্ত থাকিয়া এক রাজা হইতে অন্য রাজার নিকটে সংবাদ বহন করিতেছে। আবার বলি তুমি কি ভাবিতেছ, তুমি তোমার ইন্দ্রিয়াদি হইতে ঈশ্বরের কার্য্য করিয়া থাক, তাহা নয়, উহা ঈশ্বর হইতে—তাঁহারই সাহায্যে হয়। উদ্যানপাল রাজোদ্যান হইতে ফল পুষ্প ভার উপঢৌকন রূপে রাজ প্রাসাদে আনয়ন করিয়া থাকে, উহা উদ্যান পালের নিজের নয়, রাজার।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিনয়।

কোন যুবা দেশ ভ্রমণ করিতেং দরবন্ধ নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি তথাকার এক মস্‌জিদে যাইয়া অবস্থান করেন। এক দিন সেই ভজনালয়ের অধ্যক্ষ, মন্দির পরিষ্কার করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করিলেন। যুবা এই অনুমতি শ্রবণ মাত্র বাহির হইয়া চলিয়া যান। ইহাতে অধ্যক্ষ এবং মন্দিরের কর্ম্মচারীগণ মনে করিলেন যে পরিব্রাজক যুবা ভজনালয়ে সেবক হইতে সঙ্কুচিত। অন্য দিন এক ভৃত্য রাজপথে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল "তুমি দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ অন্যায় করিয়াছ, হে অভিমানী বালক! জাননা কি যে দাসত্বে লোক উন্নত হয়।" তখন সরল মতি যুবক অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন "বন্ধো! সেই স্থানে আমি ধূলি আবর্জ্জন কিছুই দেখিতে পাই নাই। সেই পবিত্র ভূমিতে আমিই অপবিত্র ছিলাম, সুতরাং তথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি। ভজনালয়ের পুণ্য ভূমি মাদৃশ আবর্জ্জন হইতে বিমুক্ত থাকাই বিধেয়।"

নম্র হওয়া অপেক্ষা ঋষির অন্যতর শ্রেষ্ঠ পথ নাই। যদি তুমি উন্নতি চাও, তবে অবনতি স্বীকার কর। যে হেতু তাহা ব্যতীত সেই অট্টালিকায় আরোহণের অন্য সোপান নাই। ১।

একদা ইদোৎসব দিনের উষাকালে মহর্ষি আবা এজিদ স্নানাগার হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন, ইতি মধ্যে কেহ অজ্ঞাতসারে গৃহ পটল হইতে তাঁহার মস্তকে কতক গুলি আবর্জ্জন ঢালিয়া দেয়, তাহাতে মহর্ষির কেশ গুচ্ছ ও উষ্ণীষ মলিন হইয়া যায়। এই অবস্থায় তিনি বিনম্র ভাবে শিরে হস্তার্পণ করিয়া এই বলিলেন "আমার আত্মা নরকাগ্নির উপযুক্ত এই জঞ্জাল রাশি মস্তকে পতিত হওয়াতে কি আমি বিরক্ত হইব?"

ধর্ম্মপরায়ণ লোকেরা নিজের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না। যেখানে আত্ম দৃষ্টি, সেখানে ধর্ম্ম নাই। ধার্ম্মিকতা পদ মর্য্যাদা ও বাক্‌পটুতার মধ্যে নয়,

উন্নতি অহঙ্কার ও আত্ম গরিমাতে নয়। কে স্বর্গ দর্শন করেন? যিনি নিরভিমান ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসু। বিনয় তোমার মস্তককে উন্নত পদে স্থাপন করিবে, অহঙ্কার মৃত্তিকাতে পাতিত করিবে। উদ্ধত অহঙ্কারী নিম্নে পতিত হয়। যদি তুমি উন্নতি চাও, আপনাকে উন্নত করিও না। ২।

মহর্ষি ইষার সময়ে এক ব্যক্তি অধর্ম্মাচারে আপন জীবন বিনষ্ট করে। বিমার্গ গতি ও মূর্খতার মধ্যে চিরকাল সংলিপ্ত থাকে। সে দুঃসাহসী কঠোর হৃদয় পাপাসক্ত ছিল। পাপানুষ্ঠানে আব্লিস্ নামক দৈত্য তাঁহার নিকটে লজ্জিত থাকিত। সে জীবন কাল বৃথা ক্ষয় করে। তাহা হইতে কাহারও হৃদয় কখন সুখী হইতে পারে নাই। তাহার মস্তক বুদ্ধি বৃত্তি-শূন্য ও অহঙ্কারে পরিপূর্ণ ছিল। অন্যায়াহৃত দ্রব্য ভোগ করিয়া উদর ভাণ্ড ভারগ্রস্ত ছিল। অসত্যের কলঙ্কে মন কলুষিত, পরস্বাপহরণ ও অত্যাচারে তাহার বংশ পর্য্যন্ত ঘৃণিত হইয়াছিল। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির ন্যায় সরল ভাবে চলিতে পারে তাহার এরূপ পদ ছিল না। উপদেশ শ্রোতা মনুষ্যের ন্যায় তাহার কর্ণ ছিল না। দুর্ভিক্ষ বর্ষের প্রতি সাধারণের যেরূপ বিরক্তি, তাহার প্রতি তদ্রূপ ছিল। লোকে ইদোৎসবের চন্দ্রকে যেমন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অন্য জনকে প্রদর্শন করে, তদ্রূপ তাহাকেও দূর হইতে এক জন অপর জনকে দেখাইত। কাম ক্রোধাদি রিপু তাহার সমুদায় মনুষ্যত্ব সম্পত্তি দগ্ধ করিয়াছিল। সে যব কণিকা পরিমাণও সুখ্যাতি সঞ্চয় করিয়া ছিল না। সে ঘোর স্বেচ্ছাচারী পাষণ্ড রিপুপরবশ ছিল, পাপ নিশায় সর্ব্বদা মত্ত থাকিত।

শ্রুত আছি একদা মহর্ষি ইসা প্রান্তর হইতে এক ঋষির তপস্যা কুটিরে আসিয়া উপনীত হন। সেই পুণ্যাত্মাকে সমাগত দেখিয়া কুটিরবাসী ঋষি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার চরণে নিপতিত হয়। ইষা আলোকের ন্যায় উটজে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। সেই হতভাগ্য পাপী কিয়দ্দূরে পতঙ্গের ন্যায় অস্থির রহিল। ভিক্ষুক যে প্রকার ধনবানের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকে, সে তদ্রূপ দীন নয়নে মহর্ষিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দিবা রজনী যে সকল কুকর্ম্ম করিয়াছিল, তখন তাহার স্মৃতি পথে উপস্থিত হইল।

লজ্জা ও অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া বার বার ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা চাহিতে লাগিল। মেঘের জল ধারার ন্যায় উভয় চক্ষুঃ হইতে শোকাশ্রু ধারা বর্ষণ করত বলিতে লাগিল "হায়! আমার জীবন বিফলে গিয়াছে; আমি প্রিয়তম জীবন রত্নের অপব্যয় করিয়াছি; তদ্দ্বারা পুণ্য পণ্য কিছুই হস্তগত করি নাই। কখনও যেন আমার ন্যায় কেহ জীবিত না থাকে। মাদৃশ ব্যক্তির জীবন ধারণ অপেক্ষা মরণ শ্রেয়ঃ। শৈশবে যাহার মৃত্যু হইয়াছে, বৃদ্ধ কালে যৌবনের পাপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই, বাস্তবিক সে বাঁচিয়াছে। হে ঈশ্বর! এ পাপীর পাপ ক্ষমা কর"। একান্তে থাকিয়া সেই বৃদ্ধ পাপী বার২ আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিল "হে পতিত পাবন! আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর"। সে অনুতাপ ও লজ্জাভারে অধোমুখে রহিল। সমুদায় রাত্রি শোকাশ্রুতে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল।

এ দিকে কুটিরবাসী অহঙ্কারী ঋষি বৃদ্ধের প্রতি কুটিল কটু দৃষ্টি করিয়া বলিল "এই পাষণ্ড আমাদের নিকটে কেন? এরূপ হতভাগ্য দুরাত্মা কি আমাদের অনুগামী হইবার উপযুক্ত? এ অগ্নিকুণ্ডে আকণ্ঠ নিমগ্ন রহিয়াছে, রিপুবশ হইয়া সমগ্র জীবন ক্ষয় করিয়াছে, তাহার পাপ কলুষিত জীবনে এমত কি পুণ্য আছে যে আমার এবং ভগবান্ ঈসার সহবাস লাভের উপযুক্ত হয়? তাহার ঘৃণিত আকৃতি দর্শনে আমার কষ্ট হয়। তাহার পাপাগ্নি আসিয়া বা আমাকে স্পর্শ করে?"

এই সময়ে মহর্ষি ঈসার প্রতি এই প্রত্যাদেশ হইল। "এই পাপাচারী জ্ঞানবান্ হউক বা অজ্ঞান, আমি তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। এই হতভাগ্য জীবন কে নষ্ট করিয়াছে বটে, কিন্তু এক্ষণ শোক যন্ত্রণায় আকুল হইয়া আমার নিকটে ক্রন্দন করিতেছে, দীন নিরাশ্রয় হইয়া যে আমার সন্নিধানে আগমন করে, আমি আমার মন্দির হইতে তাহাকে বিদায় করিতে পারি না। অদ্য এ পাপীর পাপ পুঞ্জ ক্ষমা হইল। আমি আপন দয়া গুণে তাহাকে স্বর্গে গ্রহণ করিব। সে স্বর্গ নিকেতনে ঋষিদের সহবাসে থাকিবে। এই অহঙ্কারী ঋষি এই বৃদ্ধকে আর অধার্ম্মিক বলিয়া কেন ঘৃণা করে। যখন শোক তাপে ইহার হৃদয় দগ্ধ হইয়াছে, ইহাকে আমি স্বর্গে

স্থান দানে প্রস্তুত। আর এই ঋষি আপন তপস্যার উপর নির্ভর করিয়া গর্ব্বিত, তাহার জন্য অগ্নি রহিল। সে জানেনা কি যে ঈশ্বরের মন্দিরে দীনতারই জয়, অহঙ্কারের নয়।"

যে বাহ্যিক পবিত্র, অন্তরে অপবিত্র তাহার জন্য নরকের দ্বার উন্মুক্ত। ঈশ্বরের পুণ্য মন্দিরে আত্মাভিমান যুক্ত তপস্যা অপেক্ষা দীনতা ও কাতরতার মূল্য অধিক। যখন আপনাকে সজ্জনের মধ্যে গণ্য না করিয়া অসাধু মনে করিবে, সে অবস্থায় অহংভাব ও প্রভুত্ব তোমার অন্তরে স্থান পাইবে না। যদি মনুষ্যত্ব রাখ, মনুষ্যত্বের গৌরব করিও না। যে মনে করে পেস্তা ফলের ন্যায় তাহার অন্তর ময় সার, সে বাস্তবিক নিগু্ণ; সে পলাণ্ডুর ন্যায় সারশূন্য ত্বক্‌রাশি মাত্র। যে ধর্ম্ম সাধনা অহঙ্কারের কারণ, তাহাতে ফল লাভ হয় না। যাও তাহা ছাড়িয়া অনুতাপ রূপ তপশ্চরণ কর। যাহার ঈশ্বরের প্রতি সদ্ভাব মনুষ্যের প্রতি ঘৃণা, সে নির্ব্বোধ ধর্ম্মসাধনার ফলভোগ করিতে পারে না। পণ্ডিত লোকের অনেক কথা স্মরণীয় হইয়া আছে, সাদির এই কথাটী মনে রাখিও যে কপট ঋষি অপেক্ষা ঈশ্বর-ভীরু-বিনীত পাপী শ্রেষ্ঠ। ৩।

জীর্ণবস্ত্র ধারী এক দরিদ্র পরিব্রাজক পণ্ডিত কোন কাজির সভায় যাইয়া তাঁহার সঙ্গে একাসনে বসিয়াছিলেন। হীন মলিন বেশ দেখিয়া কাজি তাঁহার প্রতি কোপ-কুটিল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কাজির দাস 'উঠ' বলিয়া পণ্ডিতের হস্ত ধরিল, এবং বলিল "জাননা যে উচ্চ আসন তোমার জন্য নয়, নীচে বস, বা চলিয়া যাও, অথবা দণ্ডায়মান থাক। অবিনীত হইয়া সম্ভ্রান্ত লোকের আসনে উপবেশন করিতে যাইও না। পরাক্রম রাখ না, সিংহত্ব প্রদর্শন কেন? সকল ব্যক্তি সমুচ্চ আসনের উপযুক্ত নয়। সম্মান পদানুসারে, আসন মর্য্যাদানুক্রমে"।

কাহা হইতে এ বিষয়ে অন্যরূপ উপদেশ পাইবার আর আবশ্যক করে না, এবম্বিধ লজ্জা ও শাস্তিই যথেষ্ট। স্বয়ং বিবেচনা করিয়া যিনি নিম্নে উপবেশন করেন, অপমানিত হইয়া আর তাঁহাকে উচ্চ হইতে নিম্নে আসিতে হয় না।

দরিদ্র মহাদুঃখে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যে আসনে ছিলেন তাহা ছাড়িয়া নীচে বসিলেন। এ দিকে কাজির পারিষদ পণ্ডিতগণ শাস্ত্র বিচার আরম্ভ করিলেন। কেহ বলেন, ইহাই সত্য, অন্যে বলেন নয়; এরূপে পরস্পরের মধ্যে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা ও বিবাদ আরম্ভ হইল। কুক্কুট কুলের যুদ্ধের ন্যায় ইহাঁদের মধ্যে বিষম যুদ্ধ উপস্থিত। এক জন ক্রোধে উন্মত্তবৎ অজ্ঞান হইয়া উঠিলেন, অন্য জন দুই হস্তে মৃত্তিকার উপর আঘাত করিতে লাগিলেন। বিচার্য্য বিষয়টী জটিল ছিল, অনেক চেষ্টা করিয়া কেহই সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। সেই দৃঢ়গ্রন্থি কাহার দ্বারা উন্মোচিত হইল না। তখন প্রান্তস্থিত সেই ছিন্ন বসন পরিধায়ী দরিদ্র সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। "উজ্জ্বল প্রমাণ, পরিষ্কার মীমাংসার বল চাই; কণ্ঠের বলে বিচার হয় না।" দরিদ্র বলিলেন "বিচার্য্য বিষয়ে আমার বক্তব্য আছে, অনুমতি হইলে বলিতে পারি।" পণ্ডিতগণ বলিলেন "যদি উত্তম বলিতে জান, বল।" তখন সেই দরিদ্র পণ্ডিত স্বীয় বাগ্মিতা রূপ তুলিকা দ্বারা শ্রোতাদিগের হৃদয় পটে উজ্জ্বল ছবি অঙ্কিত করিয়া দিলেন। তিনি বাহ্য সঙ্কীর্ণ পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রশস্ত-তত্ত্ব রাজ্যের ভূমিতে উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিতদিগের সমুদায় আপত্তি পরিষ্কার রূপে খণ্ডন করিলেন। সভার চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সহস্র প্রশংসা ধ্বনি উত্থিত হইল। পণ্ডিত বাগ্মিতারূপ অশ্বকে এ প্রকার সতেজে চালাইয়াছিলেন যে কাজি তাহা দেখিয়া কর্দ্দম মগ্ন গর্দ্দভের ন্যায় কতক্ষণ স্থির নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে সহসা ঐ সভা মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। এবং আপন উষ্ণিষ সেই পণ্ডিতের সম্বর্দ্ধনার জন্য উপস্থিত করিলেন ও বলিলেন "হায়!! ভবাদৃশ লোকের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়াছিলাম না। আপনার শুভাগমনের জন্য যথোচিত অভ্যর্থনা হয় নাই। হায়২! এরূপ গুণবান্ আপনি, আপনাকে আমি পূর্ব্বে কি ভাবিয়াছিলাম!"

যখন কাজির ইঙ্গিতক্রমে ভৃত্য বিনীতভাবে নিকটে আসিয়া পণ্ডিতের মস্তকে উষ্ণিষ বাঁধিতে চাহিল, তখন তিনি হস্ত সঞ্চালনে নিবারণ করিয়া বলিলেন "আমার মস্তকে অহঙ্কার শৃঙ্খল অর্পণ করিও না। যেহেতু

কুল্যই এই শত হস্ত পরিমিত উষ্ণিষের কারণে আমার শিরোদেশ অহঙ্কারে গুরুভারাক্রান্ত হইবে। যখন স্থূল উষ্ণিষ দেখিয়া লোকে আমাকে ' মহাশয়, 'প্রভু, বলিবে, তখন আমি সকলকে ঘৃণার চক্ষে দেখিব। অমৃত বারি মৃদ্ভাণ্ডেই থাকুক বা হিরণ্ময়পাত্রে, তাহাতে তাহার কিছুই আসে যায় না। মনুষ্যের মস্তকাধারে প্রজ্ঞা আবশ্যক করে, তোমার উষ্ণিষের ন্যায় শিরোবেষ্টনের প্রয়োজন রাখে না। বিদ্যা বুদ্ধি গুণেই লোকের যথার্থ উন্নতি, বস্ত্রালঙ্কার বিশেষ মস্তকে ধারণে নয়। অন্তঃসার বিহীন কুষ্মাণ্ড ফলও মস্তকে উষ্ণিষের ন্যায় সুদীর্ঘ লতিকা ধারণ করে। দীর্ঘ শ্মশ্রু ও উষ্ণিষ আছে বলিয়া সগর্ব্বে মস্তক উন্নত রাখিও না, তোমার শ্মশ্রু শুষ্ক তৃণ স্বরূপ ও উষ্ণিষ কার্পাস পুঞ্জমাত্র। যে সকল ব্যক্তি মনুষ্যত্ব গুণ রাখে না কেবল মনুষ্যের আকৃতি মাত্র রাখে, চিত্রার্পিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় তাহাদের এক পার্শ্বে মৌন থাকা শ্রেয়ঃ। ইক্ষুর গুণ ইক্ষুতেই আছে, নল তৃণে নয়। অসার নলের মস্তক উন্নত ভাল দেখায় না। শত অনুচরের প্রভু হইলে বুদ্ধি ও সৎ সাহস না থাকিলে তোমাকে মনুষ্য বলিব না। ধনবান্ ধন আছে বলিয়াই অন্য লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়, গর্দ্দভ আৎলস্ নামক মূল্যবান্ বস্ত্রের আচ্ছাদন পৃষ্ঠে ধারণ করিলেও সে গর্দ্দভই বটে। যখন এক লোভী মূর্খ কর্দ্দমলিপ্ত কপর্দ্দককে যত্নপূর্ব্বক উঠাইয়া লইল, তখন কপর্দ্দক কি সুন্দর কথা বলিয়াছিল "আমাকে কেহ কোন বস্তু দ্বারা ক্রয় করিবে না, আমি অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ; উন্মত্তের ন্যায় আমাকে পট্টপস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখিও না।"

এইরূপ বাক্যবারিতে সুচতুর বক্তা আপনার মনের দুঃখ প্রক্ষালন করিলেন। ব্যথিত হৃদয়ের কথা স্বভাবতঃ কটু কঠোর হয়, বিপক্ষ হস্তায়ত্ত হইলে তাহাকে শিক্ষা দান করাও কর্ত্তব্য। কাজি দরিদ্র পণ্ডিতের বাক্যজালে জড়িত হইয়া ভয়ানক ব্যতিব্যস্ত হইলেন, আক্ষেপ করিয়া হাত কামড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার উভয় চক্ষুঃ নক্ষত্রের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল। এ দিকে সাহসী পণ্ডিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, কেহ আর তাঁহার অনুসন্ধান পাইল না। সভায় এই বলিয়া মহা গোল উপস্থিত হইল যে এই অসম সাহসী নির্লজ্জ লোকটী কে? এক জন

বলিল "এঁ নগরে এরূপ তিক্ত মধুরভাষী সাদি নামক এক ব্যক্তি আসিয়াছেন।" ৪।

এক মধুরভাষী মধু বিক্রেতা ছিল। তাহার সহাস্য মুখের সুমধুর বিনত্র বাণীতে সকলের হৃদয় বিগলিত হইত। এজন্য তাহার নিকটে সর্ব্বদা ক্রেতাগণের ভিড় থাকিত। তাহার মধুর গ্রাহক মক্ষিকাকুল অপেক্ষাও অধিক ছিল। সে বিষ দান করিলেও মধু বলিয়া লোকে উহা তাহার হস্ত হইতে গ্রহণ করিত। তাহার ব্যবসায়ের অসাধারণ উন্নতি দেখিয়া এক জন কটুভাষী গর্ব্বিতের ঈর্ষ্যা হইল। সে এক দিন মধুপূর্ণ ভাণ্ড মস্তকে করিয়া বিক্রয়ের জন্য নগরের পথে পথে দ্বারে দ্বারে ঘূরিয়া বেড়াইল। সমগ্র দিন ঘূরিয়া কটু কর্কশ নাদে মধু মধু বলিয়া চীৎকার করিয়া একটী মক্ষিকাকেও গ্রাহক পাইল না। যখন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া এক কপর্দ্দকও হস্তগত করিতে পারিল না, তখন মহা দুঃখে গৃহকোণে যাইয়া বসিয়া রহিল। অপরাধী দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণে, কারাবাসী ইদোৎসবের দিনে যে প্রকার বিষন্নভাব ধারণ করে, সে তদ্রূপ বিরসমুখে উপবিষ্ট রহিল। ইহা দেখিয়া তদীয় সহধর্ম্মিণী কৌতুকভাবে তাহাকে বলিল "জান তিক্তভাষীর হস্তে মধুও তিক্ত হয়।"

যে ব্যক্তি বিরস মুখে অন্ন পরিবেশন করে, তাহার অন্ন তোমার নিকটে অখাদ্য হইবে। বলি হে ভদ্র! কটূক্তি অবিনয়ে নিজের অনিষ্টসাধন করিও না, উদ্ধত অপ্রিয়ভাষীর ভাগ্য কখন অনুকুল হয় না। ৫।

এক সুরামত্ত দুরাচার একজন ঈশ্বর পরায়ণ জ্ঞানীলোককে গলদেশ আক্রমণ করিয়া অপমান করিয়াছিল, সেই মহাত্মা উক্ত পাষণ্ড দ্বারা লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইয়া কিছুই বলেন না, নিঃশব্দে চলিয়া যান। ইহা দেখিয়া কেহ তাঁহাকে বলিল "সেই দুর্ব্বৃত্তের দুর্ব্ব্যবহারে সহিষ্ণু হওয়াতে তোমার পুরস্কার হয় নাই।" তিনি বলিলেন "ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের সঙ্গে কে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে?"

যে সুরামত্ত ঘোর পাষণ্ডের গ্রীবায় হস্তার্পণ করে সে জ্ঞানশালী

বুদ্ধিমান্ নয়। জ্ঞানবান্ লোকে অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াও বিনয়শূন্য হন না। ৬।

একদা গোরখগ্রাম নিবাসী মহাত্মা মারুফের আলয়ে এক রোগী অথিতি হইয়াছিল। তাহার সঙ্কট রোগ ছিল। পীড়ার প্রাবল্যে তাহার কলেবর শীর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছিল! প্রাণ যেন শরীরে কেশসূত্রকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছিল। সে মারুফের গৃহেই রজনী যাপনের জন্য শয্যা প্রসারিত করে। এবং তথায় আসিয়াই রোগ যন্ত্রণায় আর্ত্ত-নাদ ও বিলাপ করিতে থাকে। রাত্রিতে তাহার এক মুহূর্ত্তও নিদ্রা হইত না, তদীয় চীৎকারে অন্য কেহও নিদ্রা যাইতে পারিত না। সেই রোগীর স্বভাব খিট্‌খিটে ও কঠোর ছিল। নিজে মরিত না, লোককে কটূক্তি করিয়া মারিত। তাহার উঠা বসা আর্ত্তনাদ চীৎকারে কোন লোক নিকটে থাকিতে পারিত না। সেই গৃহে সেই পীড়িত এবং মারুফ ব্যতীত অন্য কেহই ছিল না।

শুনিয়াছি মারুফ ক্রমাগত অনেক রাত্রি উক্ত রোগীর পরিচর্য্যার অনু-রোধে ক্ষণকালও চক্ষে নিদ্রা আসিতে দেন নাই। ভৃত্যের ন্যায় সর্ব্বদা নিকটে উপস্থিত থাকিতেন, সে যখন যাহা বলিত, তাহা করিতেন। অনি-দ্রিত ব্যক্তি আর কত কাল ধৈর্য্য ধারণ করিবে? এক দিন তিনি নিদ্রায় আক্রান্ত হইলেন। এক মুহূর্ত্ত যে তাঁহার চক্ষুঃ মুদ্রিত ছিল, তাহাতেই অথিতি, এ প্রকার নানা প্রলাপ ও কটূক্তি করিতে লাগিল "এরূপ লো-কের জঘন্য বংশকে ধিক্, তাহার মান সম্ভ্রম বুদ্ধি কৌশলকে ধিক্! মহৎ লোকেরা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করে, প্রবঞ্চকেরা ঋষির বেশ ধারণ করিয়া থাকে। লোভী ঔদরিক নিদ্রায় বিহ্বল থাকিয়া উপায় হীন রোগী যে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিতে পারে না কি বুঝিবে।" এই এক মুহূর্ত্ত কাল তাহার শুশ্রূষার শৈথিল্য দেখিয়া কেন নিদ্রিত হইলেন এজন্য সে মারুফকে অনেক গালি দেয়। মারুফ স্নেহপরায়ণ হৃদয়ে এ সকল ক-থাকে কিছুই মনে করেন না। কিন্তু তাঁহার পরিবারস্থ অনেকে এই সমস্ত কটূক্তি শুনিতে পাইয়াছিল, গোপনে স্ত্রী আসিয়া বিরস মুখে বলিল

"নাথ! শুন নাই কি, রোগী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কি বলিয়াছে ঃ যাও, অতঃপর তাহাকে যাইয়া বল, তুমি আপনার উপায় আপনি দেখ, এখানে তোমার থাকায় কষ্ট, অন্য স্থানে যাইয়া মর। দয়া ও উপকারিতার মর্ম্ম সৎ লোকেরাই বুঝিতে পারে, কিন্তু অসতের সঙ্গে সদ্ব্যবহারে মন্দ ফল হয়। নীচ লোকের মস্তকের পার্শ্বে উপধান রাখিও না, দুষ্ট জনের মস্তক প্রস্তরের উপরি স্থাপিত থাকাই বিধেয়। প্রিয়! আর অসতের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিও না, মূর্খেরাই ঊষর ভূমিতে বৃক্ষ রোপণ করে। আমি এই কথা বলিতেছি না যে তুমি সকল লোকের প্রতি সদ্দৃষ্টি রাখিবে না, দুষ্ট লোককে অনুগ্রহ করিও না, ইহাই বলিতেছি। বিনম্রাচারে দুষ্ট লোকের মন আরও কঠিন হয়। বিবেচনা করিয়া দেখ, কৃতজ্ঞ কুকুরও স্বভাব গুণে অকৃতজ্ঞ মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দয়া করিয়া বরফ মিশ্রিত জল নীচ প্রকৃতি তৃষ্ণার্ত্তকে দিও না, সে তাহা পাইলে উপকার বলিয়া স্বীকার করিবে না। কখনতো আমি এই হতভাগার ন্যায় নিকৃষ্ট কুটিল লোক দেখি নাই, ইহার প্রতি তুমি কোনরূপ অনুগ্রহ করিও না।"

পত্নীর কথা শ্রবণে মারুফ হাস্য করিয়া বলিলেন "প্রিয়তমে! সে এলো মেলো যাহা বলিয়াছে তাহাতে তুমি এলো মেলো হইও না। যদিচ সে অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে অনুযোগ করিয়াছে, কিন্তু তাহার সেই অসন্তুষ্টি আমার অসন্তুষ্টির কারণ হয় নাই। যন্ত্রণায় তাহার নিদ্রা হয় না, তাহার মুখে কটূক্তি শ্রবণ অন্যায় নহে।"

যখন আপনাকে সবল ও সন্তুষ্ট দেখ, তখন বিনম্রভাবে কাতর ব্যক্তির ভার বহন কর। দয়াতরুকে পালন কর, নিশ্চয়ই কীর্ত্তি ফল লাভ করিবে। দেখিতেছ না বহু বৎসর যাবৎ মারুফ নাই, গোরখ গ্রামে তাঁহার সমাধি মাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার নাম দেদীপ্যমান। কে সম্পদ্ লাভে মস্তক উন্নত করিয়াছে, যে অহঙ্কারের মুকুট পরিত্যাগ করিয়াছে। লোকে কেন অহঙ্কার করে? তাহারা কি বুঝে না যে বিনয়েতেই সম্পদ্ হয়? ৭।

এক নির্লজ্জ ভিক্ষুক কোন ঋষির নিকটে ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিল।

তখন ভিক্ষা দিতে পারেন ঋষির এরূপ কিছুই সঙ্গতি ছিল না। তাঁহার কটীবন্ধন ও হস্ততল সম্পূর্ণরূপে মুদ্রা শূন্য ছিল। ভিক্ষা না পাইয়া সেই দুর্ব্বৃত্ত ক্রোধ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল এবং রাস্তায় যাইয়া এই বলিয়া গালি দিতে লাগিল "এই সকল বিশ্চিক প্রকৃতি লোকের নিকটে সাবধান থাকা উচিত। ইহারা ধার্ম্মিকের বেশ ধারণ করে বটে, কিন্তু বাস্তবিক ব্যাঘ্র। ব্যাঘ্রও শিকার পাইলে অন্যকে ভক্ষণ করিতে দেয়, ইহারা সেরূপ নয়। এই সকল ব্যক্তি মার্জ্জারের ন্যায় বক্ষে হস্ত পদ গুটাইয়া বসিয়া থাকে, শিকার দেখিলেই কুকুরের ন্যায় দৌড়িয়া যায়। ভজনা লয়েই ইহারা প্রবঞ্চনার জাল সাজাইয়া বসে, গৃহে বড় শিকার লাভ করিতে পারে না। দস্যুগণ প্রকাশ্যে বণিক্‌দিগকে আক্রমণ করে, ইহারা কৌশলে সরল লোকের গাঁট কাটিয়া অর্থ হরণ করিয়া থাকে। ইহারা শ্বেত কৃষ্ণাদি বর্ণের বস্ত্রখণ্ড শিলাই করিয়া পরিধান করে, অন্য কিছুই উদ্দেশ্য নয়, বঞ্চনা করিয়া তাহার মধ্যে মুদ্রা লুকাইয়া রাখে। ইহারা গোধূম প্রদর্শন করে কিন্তু যব শস্য বিক্রয় করিয়া থাকে। রাত্রিতে চীৎকার করিয়া সকল লোকের জন্য প্রার্থনা করে, দিবা ভাগে ধন হরণ করে। উপাসনার ভাব দেখিয়া মনে করিও না যে ইহারা প্রাচীন ও দুর্ব্বল, নৃত্যের বেলায় (স্বার্থসাধনের সময়) ইহারা সুচতুর যুবক। ইহারা জীর্ণ শীর্ণ বটে' কিন্তু বহুখাদক। স্বার্থসাধনের পর আপনাদিগকে অবসন্ন দুর্ব্বল বলিয়া জ্ঞাপন করে। ইহারা জ্ঞানী ও সংসারবিরাগী নয়, মূলকথা এই, ধর্ম্মের ভানে সাংসারিক সুখ ভোগ করে। বাহ্য বেশ ভূষায় ইহারা সাধু ও বিরাগী, কিন্তু অন্তরে ঘোর ইন্দ্রিয় সুখাসক্ত। ইহাদের জীবনে ধর্ম্মপ্রতিপাদ্য নিয়ম কিছুই প্রতিপালিত হইতে দেখিবে না, কেবল উপাসব্রতের দিনে (রোজায়) প্রাতঃকালে পূর্ণ ভোজন ও অর্দ্ধ দিবা নিদ্রায় যাপনই ইহাদের সার। যেমন বিদেশ যাত্রিকের মোট নানা দ্রব্যজাতে পরিপূর্ণ থাকে, তদ্রূপ ইহাদের উদর ভাণ্ড কণ্ঠ পর্য্যন্ত বিবিধ ভোজ্যপিণ্ডে পূর্ণ।"

ভিক্ষুক এরূপ অনেক কথা বলিয়াছিল সে যে সম্প্রদায়কে গালি দিল, আমিও (সাদি) সেই সম্প্রদায়ের লোক। আপন চরিত্রের অপবাদ আর কত বলিব, নিজে বলা ভাল দেখায় না, আর বলিতে পারিলাম না।

সেই নির্লজ্জ না দেখিয়া না জানিয়া কেবল নিন্দা করিয়াছে, দোষদর্শী চক্ষুঃ গুণদর্শন করিতে পারে না। যে আপনার মান নষ্ট করে, সে অ-ন্যের মানের হানি জন্মাইতে কোন কষ্ট বোধ করে না।

এক শিষ্য যাইয়া ঋষির নিকটে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল, যদি সত্য কথা জিজ্ঞাসা কর, সে বুদ্ধিমানের কার্য্য করে নাই। দুর্জ্জন অগোচরে আমার কুৎসা করিয়া পলায়িত আছে, সাক্ষাতে সেই নিন্দার আলোচনার কি প্রয়োজন। এক জনে পথে শর নিক্ষেপ করিল, তাহা আমার শরীরে বিদ্ধ হইল না, আমি কোন ব্যথা পাইলাম না। শত্রু অসাক্ষাতে নিন্দা করিল, তাহাতে আমার কিছুই হইল না; তুমি সাক্ষাতে সেই কথা বলিয়া মনে ব্যথা দিলে। তুমিই পাষাণ হৃদয় হইলে, তুমি শত্রু অপেক্ষা অধম।

তখন শিষ্যের মুখে ভিক্ষুকের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া পরম শ্রদ্ধেয় ঋষি হাস্য করিয়া বলিলেন "দুঃখ নাই, ইহা অপেক্ষা অধিক কঠোর কথা বলিতে বল। এ পর্য্যন্ত সে যাহা বলিয়াছে, তাহাতে আমার অত্যল্প দোষ বলিতে পারিয়াছে। আমি যাহা জানি, উহা তাহার এক শতের মধ্যে একটি হইতে পারে। সে আমার সম্বন্ধে যে সকল পাপ মনে করিয়াছে, আমিই নিশ্চিত জানি তাহা আমাতে কত দূর আছে। এবৎসরই কেবল তাহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, সে আমার সত্তর বৎসরের পাপ কি প্রকারে জানিবে? সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ব্যতীত আমার দোষ আমা অপেক্ষা জগতে অন্য কেহ অধিক জানিতে পারে না। আমি কাহাকেও এরূপ সূক্ষ্ম জ্ঞানী দেখিতে পাই নাই যে আমার পাপের সীমা অতদূর, এরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারে। যদি অহিত কারী বিরোধী লোক আমার দোষ ঘোষণা করিতে চাহে, বল সে আসিয়া আমা হইতে পুস্তক গ্রহণ করুক।"

যিনি ঈশ্বরের পথে দণ্ডায়মান, তিনি নীচ লোকের বানের লক্ষ্য ভূমি হইয়াছেন। বিনীত প্রেমিক! যে পর্য্যন্ত তোমার গাত্র চর্ম্ম উৎপাটন করে, মৌন ভাবে থাক; ধর্ম্মপরায়ণ লোক পাষণ্ড জনের অত্যাচার ভার বহন করিতে বাধ্য। ৮

শামদেশের নরপালদিগের মধ্যে সালেহে নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রত্যূষে নগর ভ্রমণ করিতেন। আরবের পদ্ধতি অনুসারে অবগুণ্ঠনে (বোর্কায়) আবৃত হইয়া বিপণীতে ও পল্লীতে বেড়াইতেন। তিনি লোক চরিত্রদর্শী ও ধার্ম্মিক জন বন্ধু ছিলেন। এই দুই গুণ যাহাতে বিদ্যমান, বাস্তবিক তিনি ভাগ্যবান্ রাজা।

একদা সালেহে তদ্রূপ ভ্রমণ করিতে যাইয়া এক ভজনালয়ে দুই জন উদ্বিগ্ন চিত্ত সন্ন্যাসীকে শায়িত দেখিতে পাইলেন। শীত যন্ত্রণায় তাহাদের নিদ্রা হইয়া ছিল না, জুর্মা পশু যেমন সূর্য্যাভিমুখ হইয়া থাকে, তাহারাও সেই প্রকারে ছিল। তাহারা সেই সময়ে পরস্পর আলাপ করিতেছিল, তখন এক জন অন্যকে বলিল “যদি এই সকল ধনবান্ রাজা যাহারা আমোদ প্রমোদে ক্রীড়া কৌতুকে নিয়ত নিরত, দীন হীন ঋষিদিগের সঙ্গে পরকালে স্বর্গে গমন করে, তাহা হইলে আমি ত সমাধি গর্ভ হইতে মস্তকোত্তলন করিব না, আমরা এইক্ষণ দুঃখের শৃঙ্খল পদে ধারণ করিয়া আছি; সুখ-ধাম স্বর্গ আমাদেরই অবস্থিতির জন্য হইবে। সমগ্র জীবনে এই সকল নরপাল হইতে কি সুখ প্রাপ্ত হইয়াছি যে পরকালে ও তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া ক্লেশ ভোগ করিব? যদি সালেহে স্বর্গোদ্যানে আগমন করে, পাদুকা প্রহারে আমি তাহার মস্তিষ্ক পিণ্ড বাহির করিব।”

সালেহে সন্ন্যাসীর এই কথা শ্রবণ করিলেন, অতঃপর আর সেখানে থাকা উচিত বোধ করিলেন না। কিয়ৎক্ষণান্তর যখন আলোকপ্রস্রবণ সূর্য্য লোক-লোচন হইতে নিদ্রা প্রক্ষালন করিল, তখন সালেহে উভয় সন্ন্যা-সীকে সভায় ডাকাইয়া আনিলেন। সসম্মানে তাহাদিগকে নিকটে বসিতে আসন দিলেন। তাহারা ভয়াকুল অন্তরে উপবেশন করিল। রাজা অনুগ্রহ বারি বর্ষণ করিয়া তাহাদিগের মনের ক্লেশ মলিনতা ধৌত করি-লেন। তাহারা শীত বৃষ্টি জনিত ক্লান্তি অপনয়ন করিয়া সম্ভ্রান্ত পারিষদ্ বর্গের সঙ্গে উপবিষ্ট হইল। বসনাভাবে অনাচ্ছাদিত শরীরে রাত্রি যাপন করিয়াছিল, এইক্ষণ সুগন্ধীকৃত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করিল। তখন এই রূপ অযাচিত রাজ প্রসাদ লাভে বিস্মিত হইয়া তাহাদের এক জন নরপালকে বলিল “অবনীনাথ! মনোনীত সম্ভ্রান্ত ভৃত্যগণই রাজসভায়

এই প্রকার উচ্চ সম্মান লাভের উপযুক্ত, অস্মাদৃশ অকিঞ্চন জন হইতে তোমার উপযুক্ত সেবা কি হইতে পারিয়াছে, যে আমাদের অতদূর গৌরব বর্দ্ধন করিলে ?

ভূপাল বিকসিত কুসুমের ন্যায় হর্ষোৎফুল্লমুখে বলিলেন "আমি তাদৃশ মনুষ্য নই, যে স্বীয় পদ গৌরবের অহঙ্কারে দীন দুঃখীদিগকে উপেক্ষা করিব। স্বর্গলোকে আমার প্রতি অসদ্ভাব করিবে যে স্থির করিয়াছ, তুমিও সেই অভিসন্ধি পরিত্যাগ কর। আমি অদ্য তোমার অভিমুখে সদ্ভাবের দ্বার উন্মুক্ত করিলাম, কল্য তুমি আমার প্রতি সেই দ্বার রুদ্ধ রাখিও না।"

যদি তুমি ভাগ্যবান্ হইতে চাও, উপরি উক্ত পথ অবলম্বন করিয়া চল। যদি মহত্ত্ব চাও, এ প্রকারে দীনহীন লোকের হস্ত ধারণ কর। আজ যিনি বীজ বপন করেন নাই, তিনি কল্প বৃক্ষের ফল ভোগ করিতে পারিবেন না। বিনয় রূপ ক্রীড়া দণ্ড যোগেই ভাগ্যরূপ বর্ত্তুল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। অহঙ্কার সলিল দ্বারা হৃদয়াধারকে পূর্ণ রাখিলে, তুমি কি প্রকারে দীপের ন্যায় উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইবে। তিনিই জনসমাজে দীপ্তিমান হন, যিনি বক্ষে মধ্যস্থ বর্ত্তিকার ন্যায় বিনয় রূপ স্নেহ দ্রব্য ধারণ করেন। ৯

জ্যোতিষ শাস্ত্রাধ্যায়ী এক ছাত্র সর্ব্বদা অহঙ্কারে আপন মস্তককে ভারাক্রান্ত রাখিত। একদা সে অধ্যয়নাভিলাসে সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা কোশিয়ার নিকটে উপনীত হয়। তাহাকে দেখিয়া কোশিয়া চক্ষুঃ ফিরাইয়া রহিলেন, শাস্ত্রের একটী অক্ষরও শিক্ষাদান করিলেন না। যখন অসিদ্ধ মনোরথ হইয়া সে প্রতি গমনে উদ্যত হইল, তখন জ্ঞানবান্ কোশিয়া বলিলেন, "তুমি আপনাকে অতি বুদ্ধি মনে করিতেছ, অহঙ্কারে যখন তোমার হৃদয় ভাণ্ড পরিপূর্ণ, তখন তাহাতে আর জ্ঞানের সমাবেশ হইবে না। এক পদার্থে যে পাত্র পূর্ণ থাকে, অন্য পদার্থ তাহাতে স্থান প্রাপ্ত হয় না।"

হৃদয়কে শূন্যকর, তাহা হইলে গুণে পূর্ণ হইবে। যদি তুমি অহঙ্কারে পূর্ণ থাক, তবে জ্ঞান ধনে শূন্য থাকিবে।” ১০

কোন রাজ ভবন হইতে এক দাস পলায়ন করিয়া গিয়াছিল। সে কিয়দ্দিন পরে ফিরিয়া আসে। নর পাল কুপিত হইয়া তাহার শির-শ্ছেদনের আদেশ করেন। যখন হত্যা পিপাসু নিষ্ঠুরঘাতক পিপাসুর জিহ্বার ন্যায় ছুড়িকা বহির্গত করিল, দাস আর্ত্তনাদ করিয়া করপুটে বলিল “হে ঈশ্বর! প্রভুর সম্বন্ধে আমার হত্যাজনিত যে অপরাধ তাহা তুমি ক্ষমা কর। চিরকাল আমি এই মহারাজের অন্নে পরম সুখে প্রতিপালিত হইয়াছি, আমার বধের পাপে তিনি দণ্ডিত হইবেন, শত্রুগণ সন্তুষ্ট হইবে, এরূপ যেন না হয়।”

দাসের এই কাতরোক্তি শ্রবণে রাজার উচ্ছসিত ক্রোধাবেগ শান্ত হইল। তিনি প্রসন্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহার মস্তক চুম্বন করিলেন এবং প্রাণ দান করিয়া তাহাকে উন্নত পদে অভিষিক্ত করিলেন।

দেখ বিনম্রাচার কেমন ভয়ঙ্কর মৃত্যুর অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়া এক ব্যক্তিকে কীদৃশ উন্নত সুখের অবস্থাতে আনয়ন করিল। ক্রোধ-হুতাশন সম্বন্ধে বিনয় বাণী শীতল জল, দেখ নাই তীক্ষ্ণ শর ও তরবারির আঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যুদ্ধকালে সেনাগণ শত শত স্তর সুকোমল পট্টবস্ত্রে শরীর আবৃত করিয়া রাখে? কোমল কৌশেয় বস্ত্রে অস্ত্রের আঘাত সহজে বসিতে পারে না। সখে! ক্রুদ্ধ শত্রুর সঙ্গে বিনম্র ব্যবহার কর, বিনয় অসি প্রহারোদ্যত শত্রুকে পরাস্ত করে। ১১

একদা এক ব্যক্তি কোন অরণ্য মধ্যে কুকুরের শব্দের ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। সে মনে মনে এই ভাবিতে লাগিল যে এই স্থানে কুকুর কেন? ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল, এক জন তপোধন ব্যতীত কোথাও কুকুর দেখিতে পাইল না। অনন্তর লজ্জিত ভাবে প্রতিগমনোন্মুখ হইল। তপস্বী কুটীরাভ্যন্তর হইতে দ্বারদেশে মনুষ্যের পদচারণ ধ্বনি অনুভব করিয়া ডাকিয়া বলিলেন “কে দ্বারে উপস্থিত? গৃহমধ্যে প্রবেশ কর। ভ্রাতঃ! এই ক্ষণ যে শব্দ শুনিয়াছ, তাহা কুকুরের ধ্বনি মনে করিও না, উহা

আমা হইতে হইয়াছে। যখন দেখিলাম, ঈশ্বরের মন্দিরে দীনতারই সমাদর, তখন বুদ্ধি বিবেচনার অহঙ্কার পরিত্যাগ করিলাম, কুকুর অপেক্ষা অধম আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অতএব কুকুরের ন্যায় তাঁহার দ্বারে রব করিলাম।”

যদি উন্নত পদে আরোহণ করিতে চাও, তবে তোমাকে বিনয়ের নিম্ন ভূমি দিয়াই উঠিতে হইবে। ঈশ্বরের মন্দিরে তাহারাই উচ্চ আসন গ্রহণ করিতে পারিবে, যাহারা আপনাদিগকে নিম্নে স্থাপন করিয়াছে। দেখ শিশির বিন্দু দীন ভাবে নিম্নে নিপতিত হইলেই, সূর্য্য তাহাকে নক্ষত্র মণ্ডলের অভিমুখে উঠাইয়া লয়। ১২

অনেকে বলেন যে হাতম বধির ছিলেন, বাস্তবিক তাহা সত্য নয়। একদা প্রাতঃকালে উর্ণনাভের জালে আবদ্ধ হইয়া একটী মক্ষিকা ভিন্ ভিন্ শব্দ করিতেছিল। সেই মক্ষি শর্করা আছে ভাবিয়া জালে আসিয়া বাঁধা পড়ে। হাতম ইহাতে স্বয়ং উপদেশ পাইলেন এবং বলিলেন “রে লোভী জীব! ভিন্ ভিন্ শব্দে আর অস্থির হইলে কি হইবে? বন্দী হইয়াছে, সকল স্থানে শর্করা ও মধু থাকে না, একান্তে জালে পাতিত থাকে।”

তখন এক বন্ধু হাতমকে বলিল “ধার্ম্মিকবর! বিস্মিত হইলাম, আমরা যাহা শুনিতে পাই না, সেই মাছির শব্দ তুমি কি প্রকারে অনুভব করিলে? যখন তুমি মক্ষিকার ধ্বনি শ্রবণ করিতে পার, তখন আর তোমাকে বধির বলা উচিত নয়।”

হাতম হাসিয়া বলিলেন “প্রিয় বয়স্য! তোষামোদ বাক্য শ্রবণ অপেক্ষা বধির হইয়া থাকা ভাল। যাঁহারা আমার সহবাসে আছেন, তাঁহারা আমার দোষ গোপন করেন, এবং গুণ ব্যক্ত করিয়া থাকেন। আমার চরিত্রের দোষ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাঁহারা আমার জীবনকে অহঙ্কারে কলঙ্কিত করিতে চাহেন। এই জন্য আমি শ্রবণ করিতে পাই না এই ভাব প্রকাশ করিয়া থাকি, যে হয় তো তাহাতে লোকের অনুচিত তোষামোদ বাক্য আমার নিকট হইতে পারিবে না! যখন আমার সহবাসী আত্মীয় গণ আমাকে বিকল স্বভাব জানেন, তখন আমার চরিত্রে দোষ যাহা

আছে, সে সকল বলা কর্ত্তব্য। দোষ জানিতে পাইলে মনে কষ্ট হইবে, তাহা পরিত্যাগে বাধ্য হইব।”

প্রশংসা শ্রবণ রূপ রজ্জু অবলম্বন করিয়া কূপে অবতরণ করিও না। হাতমের ন্যায় প্রশংসা শ্রবণে বধির থাক, অন্যের মুখে আপন দোষ শ্রবণ কর। ১৩

সুবিখ্যাত পণ্ডিত লোক্‌মান্ কৃষ্ণবর্ণ কদাকার ছিলেন। তিনি উত্তম পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন না। একদা এক ব্যক্তি তাঁহাকে নিজের দাস ভ্রমে বোগ্‌দাদ নগরে গৃহ সংস্কারার্থ মৃত্তিকার কার্য্যে নিযুক্ত রাখে। সম্বৎসর কাল তিনি সেই কর্ম্মে বাধ্য হইয়া ব্যাপৃত থাকেন। সেই অবস্থায় কেহই গৃহস্বামীর ভৃত্য ব্যতীত তাঁহাকে অন্য লোক মনে করে নাই। পরে যখন পলায়িত দাস ফিরিয়া আসিল, লোক্‌মান্ হইতে তখন গৃহ-কর্ত্তার মনে মহা ভয় উপস্থিত হইল। সে লোক্‌মানের চরণে নিপতিত হইয়া ক্ষমা প্রর্থনা করিল। তখন লোক্‌মান ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন “এরূপ বিনয়ের ফল কি? এক বৎসর তোমার অত্যাচারে শরীর শেষ করিলাম, এক মুহূর্ত্তে তাহা মন হইতে কি প্রকারে দূর করিব। তথাপি এই জন্য ক্ষমা করিলাম যে তোমার উপকার সাধনে নিয়োজিত হইয়া আমার ক্ষতি হয় নাই, তোমার গৃহ সুনির্ম্মিত হইয়াছে, আমারও জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে। হে ভাগ্যবান্ পুরুষ! দেশে আমার এক দাস আছে, আমি সময়ে সময়ে গুরুতর কঠিন কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত রাখি, যখন এই মৃত্তিকা খনন কার্য্যের কষ্টের কথা মনে করিব, তখন তাহাকে ক্লেশ দান করিতে আর ইচ্ছা হইবে না।”

যে ব্যক্তি প্রবলের অত্যাচার ভার বহন করে নাই, অকিঞ্চন দুর্ব্বল লোকের ক্লেশের জন্য তাহার মনে দুঃখোদয় হয় না। নরপাল বহরাম, আপন মন্ত্রীকে এই কথা বলিয়াছিলেন “হীন বনের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করিও না, যদিচ অন্য রাজ পুরুষগণ তাহা করে, কিন্তু তুমি তাহাতে বিরত থাকিবে।” ১৪।

আবুয়েল কাশেম শনা নগরের প্রান্তরে দন্ত হীন এক বৃদ্ধ কুকুর দেখিতে পাইয়াছিলেন। দেখিলেন ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিতে পারে তাহার আর সেই বল নাই, বৃদ্ধ শশকের ন্যায় সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। বন্যমেষ এবং হরিণের পশ্চাতেও দৌড়িতে অক্ষম। তখন তিনি কুকুরকে এরূপ উপায় হীন দুর্ব্বল দেখিয়া আপন খাদ্যের অর্দ্ধাংশ দান করিলেন। শ্রুত আছি তখন এই কথাও বলিয়াছিলেন " কে বলিতে পারে আমি এবং কুকুর এই দুইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? বাহ্য দৃষ্টিতে আজ ইহা অপেক্ষা আমি শ্রেষ্ঠ বটি, পরন্তু বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে আমার প্রতি ঈশ্বরের কিরূপ আজ্ঞা। যদি আমার ধর্ম্ম বিশ্বাসের চরণ স্থান ভ্রষ্ট না হয়, আমি ঈশ্বর হইতে পুণ্যের মুকুক মস্তকে ধারণ করিব, যদি ধর্ম্মের পরিচ্ছদ অঙ্গে বিধৃত না থাকে, এই কুকুর অপেক্ষা আমি নিকৃষ্ট। কুকুর 'অপবিত্র' এই রূপ দুর্ণাদ সত্ত্বেও সে নরকে যাইবে না।" সাদি! ধর্ম্ম রাজ্যের যাত্রিক দিগের এই পথ, যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আপনাকে মনে না করা, তাঁহারা এই গুণেতেই দেব গৌরব লাভ করেন যে আপনাদিগকে কুকুর অপেক্ষা শ্রেষ্ট মনে করেন না। ১৫।

একদা নিশাকালে এক জন প্রমত্ত এক তানপুর যন্ত্র কোন ঋষির মস্তকে আঘাত করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে। বিনীত ঋষি পর দিন এক মুষ্টি মুদ্রা সেই দুরাত্মার নিকটে উপস্থিত করিয়া বলিলেন "কল্য রজনীতে তুমি গর্ব্বিত ও প্রমত্ত ছিলে, তানপুর যন্ত্র ও আমার মস্তক ভগ্ন করিয়াছ, ঔষধ বিলেপনে মস্তকের ক্ষত শুষ্ক হইয়াছে, তাহাতে আর কোন ভয় নাই। কিন্তু মুদ্রা ব্যতীত তোমার যন্ত্র সারিবে না। লও এই মুদ্রা, ইহা নিয়া যন্ত্র সংস্কার কর।"

ঈশ্বর প্রেমিকেরা বিনম্র ভাবে লোকের অত্যাচার সহ্য করেন, এই কারণেই তাঁহাদের সর্ব্বোপরি মহত্ত্ব। ১৬।

ওখস্ নগরে এক সম্ভ্রান্ত লোক নির্জ্জনে ঈশ্বর সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি অন্তরে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, বাহ্য বৈরাগ্যের বেশে লোকের নিকটে হস্ত প্রসারণ করিতেন না। আধ্যাত্মিক সৌভাগ্য তাঁহার প্রতি দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল, তিনি অন্যের দ্বারে গমন করিতেন না। তখন

এক নির্ব্বোধ বাচাল নির্লজ্জভাবে সেই মহাপুরুষের নিন্দা ঘোষণায় প্রবৃত্ত হয় "ইহার ভণ্ডতা ও প্রবঞ্চনায় সতর্ক থাকিবে, ইনি সলিমানের আসনে বসিতেছেন, প্রকৃত পক্ষে ইনি দৈত্য। ইনি মার্জ্জারের ন্যায় পুনঃ২ মুখ পরিষ্কার (ওজু—আচমন) করেন, মূষিকের দিকেই ইহার বিলক্ষণ তাক। ইহার সাধন ভজন কেবল যশঃখ্যাতির জন্য। শূন্যগর্ভ নহবতের ধ্বনি অনেক দূরে যাইয়া থাকে।" এই প্রকারে সে বলিত, আর তাহার নিকটে লোকের ভিড় হইত, স্ত্রী পুরুষ সকলে তাহার কথা শুনিয়া আমোদ করিত। শ্রুত আছি, ঋষি ইহা শ্রবণ করিয়া সাশ্রু নয়নে ঈশ্বরের নিকটে এই ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন "প্রভো! এই ব্যক্তিকে অনুতাপ দান কর, হে পবিত্র পরমেশ্বর! যদি তাহার কথা যথার্থ হয়, আমাকে অনুতাপিত কর; আমি মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইব। দোষ প্রখ্যাপনকে অনাদর করিব না, তাহাতে আমার চরিত্রের কলঙ্ক বুঝিতে পারিব।"

শত্রু যদি তোমাকে নিন্দা করে, বিরক্ত হইও না। তুমি নির্দ্দোষী থাকিলে নিন্দাকারীকে বল চলিয়া যাও। যদি কোন মূর্খ কস্তুরিকাকে দুর্গন্ধ বলে, তুমি সুস্থির থাক, সে প্রলাপ বলিয়াছ। যদি পলাণ্ডু সম্বন্ধে এই কথা হয়, তাহা হইলে ঠিক, তুমি অসন্তুষ্ট হইও না। ইহা বুদ্ধি ও বিবেচনা সঙ্গত নহে যে জ্ঞানবান্ খল লোক দ্বারা প্রতারিত হইবেন। জ্ঞানবান্ পরিণামদর্শী হইয়া কার্য্য করিতে থাকুন, বিদ্বেষ জিহ্বা অবরুদ্ধ থাকিবে। তুমি প্রকৃতিস্থ থাক, দোষৈকদর্শী বিদ্বেষী তোমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ১৭।

মহাত্মা আলির * নিকটে এক ব্যক্তি কোন জটিল প্রশ্ন মীমাংসার জন্য উপস্থিত করিয়াছিল। তিনি আপনার বিবেচনানুরূপ উত্তর প্রদান করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া কোন ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল "আর্য্য! এরূপ নয়।" আলি তাহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন "তুমি এতদপেক্ষা যদি ভাল জান, বল।" সে যাহা জানিত নিবেদন করিল, উৎকৃষ্টই বলিল, যাহা সত্য প্রকাশ পাইল। মহর্ষি আলি তাহার উত্তর মনোনীত

* আলি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদের জামাতা ও তাঁহার প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

করিলেন, এবং বলিলেন যে আমার উক্তিতে দোষ আছে, ইহার বাক্যই যথার্থ। এ আমা অপেক্ষা উত্তম বলিয়াছে, ইহার এই কথাই সার "ঈশ্বরই জ্ঞানবান্, তাঁহার জ্ঞানের উপর কাহারও জ্ঞান নয়।"

যদি আলির ন্যায় গৌরবান্বিত পদে অন্য কেহ থাকিতেন এবং কেহ এরূপ বলিত, নিশ্চয়ই তিনি অভিমানভরে বক্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না। দৌবারিক তাহাকে অপমান করিয়া সভা হইতে বাহির করিয়া দিত এবং বলিত "আর দুর্ব্বিনীত হইও না, মহাত্মা লোকের নিকটে এই ভাবে কথা বলা বিনয়াচার বিরুদ্ধ।"

যাঁহার শিরোভাণ্ড কেবল অহঙ্কারে পরিপূর্ণ, মনে করিও না যে সে কখন সত্যের প্রতি মনোযোগ করে। জ্ঞানের কথা শ্রবণে তাঁহার মনে ক্লেশ হয়, উপদেশে সে কষ্ট অনুভব করে। বারি বর্ষণে লাল্য পুষ্প পাষাণের উপর প্রস্ফুটিত হয় না। মৃত্তিকাতেই কুসুমের বিকাশ হয়, এবং তৃণপত্র হরিৎ শোভা ধারণ করে। যাহার হৃদয় অহংজ্ঞান ও অভিমানে প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, উপদেষ্টা! তুমি সে স্থানে উপদেশবারি বর্ষণ করিও না। যে আপনার গুণ গরিমা স্বয়ং প্রকাশ করে, সে লোকের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে না। আত্ম গুণ বলিও না, তবে লোকে তোমার গুণ বলিবে। যদি নিজেই বলিলে, তাহা হইলে আর কাহারও নিকটে প্রত্যাশা রাখিও না। ১৮।

এক অনাথ ভিক্ষুক কোন সঙ্কীর্ণ স্থানে বসিয়াছিল। মহাত্মা ওমর * হঠাৎ তাহার পাদ পৃষ্ঠ মারাইয়া গিয়াছিলেন। দরিদ্র জানিত না যে ইনিকে। ব্যথিত ব্যক্তি সহজে শত্রু মিত্র বুঝিতেও পারে না। সে উত্তেজিত হইয়া বলিল "ওহে তুমি কি অন্ধ?" শ্রদ্ধেয় ওমর বলিলেন "অন্ধ নই, না জানিতে পারিয়া অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা কর।"

হা! ধর্ম্মপরায়ণ মহাপুরুষ দিগের কীদৃশী উচ্চ নীতি, তাঁহারা সামান্য লোকের প্রতিও কত বিনীত। প্রকৃত জ্ঞানী স্বভাবতঃ বিনয়-নম হন, ফল পূর্ণ শাখা মৃত্তিকার অভিমুখে মস্তক নত করিয়া থাকে। অহঙ্কারী

* ওমর মহম্মদের এক প্রধান শিষ্য ছিলেন।

হইয়া দীন দুর্ব্বলকে অক্রমণ করিও না। মনে রাখিও তোমা অপেক্ষা এক জনের বল অধিক আছে। ১৯।

এক বৎসর নীল নদের পরীবাহ মিশর ভূমিতে সঞ্চারিত হইয়াছিল না। দুর্ভিক্ষাশঙ্কায় বহু সঙ্খ্যক লোক গিরি শিখরে সমবেত হইয়া করুণ স্বরে ঈশ্বরের নিকটে বৃষ্টি ভিক্ষা করিয়াছিল। আকাশের ক্রন্দন হয়, এজন্য সকলে ক্রন্দন করিল, অশ্রু স্রোতঃ প্রবাহিত হইল। তখন মহর্ষি জিল্‌নুনের নিকটে কেহ যাইয়া নিবেদন করিল "ভগবন্! বৃষ্টির অভাবে মিশর বাসীদের উপর কষ্ট বিপদ্ উপস্থিত, সেই উপায় হীন দিগের জন্য প্রার্থনা করুন্, জানি ঈশ্বরানুগৃহীত লোকের প্রার্থনা বিফল্ হয় না।"

শ্রুত আছি যে তখন জিল্‌নুন্ দূরতর মদিন নগরে চলিয়া যান। তাঁহার প্রস্থানের কিছু দিন পরেই বারি বর্ষণ হয়। মদিনে থাকিয়া তিনি সংবাদ পাইলেন যে বিশ দিন হইল নীল নীরধর মিশর বাসী দিগের উপর ক্রন্দন করিয়াছে। ঋষি যখন জানিতে পাইলেন জলাশয় ও ক্ষেত্র সকল জলপূর্ণ হইয়াছে, তখন অবিলম্বে মিশরে প্রত্যাগমন করিলেন। এক বন্ধু গোপনে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাল, বল দেখি তোমার স্থানান্তর প্রস্থানের মধ্যে কি কৌশল ছিল?" তিনি বলিলেন "শুনিয়াছি পাপাত্মালোকের অধিষ্ঠানে জীব জন্তুর জীবিকার হানি হয়, অনেক চিন্তা করিলাম, এদেশে আমার ন্যায় পাপী এক জনকেও বুঝিতে পাইলাম না। হয়তো আমার অপুণ্যে সাধারণের প্রতি কল্যাণের দ্বার অবরুদ্ধ হইয়াছে এই ভাবিয়া চলিয়া গেলাম।"

যে মহাত্মা আপনাকে ধূলি কণিকার ন্যায় গণ্য করেন, তিনি ঐহিক পরাত্রিক মহত্ত্ব লাভ করেন। আদমের বংশধরদিগের মধ্যে তাঁহারাই পবিত্র হইয়াছেন, যাঁহারা হীন কল্পলোকদিগের চরণ ধূলি হইতে পারিয়াছেন। হে ভ্রাতৃগণ! যখন আমার সমাধি ভূমিতে পদার্পণ করিবে, ধর্ম্মাত্মাদিগের দোহাই, আমাকে একবার স্মরণ করিও। তখন সাদি যদিচ মৃত্তিকায় পরিণত হইল, খেদ নাই, জীবদ্দশায় সে মৃত্তিকাই ছিল। ২০

পুণ্যময় ঈশ্বর তোমাকে মৃত্তিকা যোগে সৃজন করিয়াছেন, অতএব হে ঈশ্বরের ভৃত্য ! মৃত্তিকার ন্যায় বিনীত হও। লোভী, অত্যাচারী ও অহঙ্কারী হইও না; মৃত্তিকাতে গঠিত হইয়াছ, অগ্নি হইও না। প্রবল বহ্নি আকাশে মস্তক উত্তোলন করে, ভূমি দীন ভাবে শরীরকে পাতিত রাখিয়াছে। হুতাশন উন্নত মস্তক হইয়া দৈত্য-স্বভাব ধারণ করে। পৃথিবী অবনত হইয়া ঋষির প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ২১।

সম্পাদভিমানীর নিকটে ধর্ম্ম পথ অনুসন্ধান করিও না। যদি তোমার পদোন্নতি চাই, নীচ প্রকৃতি লোকের ন্যায় অবজ্ঞার চক্ষে কাহাকেও দেখিও না। লোকের নিকটে সুশীল বিনয়ী রূপে গণ্য হওয়া অপেক্ষা উচ্চতর পদের আকাঙ্ক্ষা করিও না। মনে কর তোমার নিকটে যদি অন্য কেহ অভিমান প্রকাশ করে, তুমি কি বিবেচনার চক্ষে তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করিবে ? তুমিও যদি সেরূপ অহঙ্কার কর, তোমার নিকটে অন্য অহঙ্কারী যে প্রকার, তুমি অন্যের চক্ষে সে প্রকার লক্ষিত হইবে। যখন উচ্চ পদে আরোহণ কর, যদি বুদ্ধিমান্ হও, তখন দীনহীন ক্ষুদ্র জন দিগকে উপহাস করিও না। দেখা গিয়াছে অনেক দণ্ডায়মান ব্যক্তির পদ স্খলিত হইয়াছে, পরে পতিত লোকে তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। স্বীকার করিলাম যে তুমি দোষ-মুক্ত, তাহা বলিয়া মাদৃশ দোষীকে ঘৃণা করিও না। এক জন মক্কা-মন্দিরের উপাসক, এক ব্যক্তি সুরা পানে বিহ্বল হইয়া শুণ্ডিকালয়ে পতিত। যদি সেই সুরা পায়ীকে ঈশ্বর আহ্বান করেন, কে বারণ রাখিতে পারে ? এবং সেই উপাসককে যদি তিনি দূর করিয়া দেন, কে আনয়ন করিতে পারে ? উপাসক আপনার সৎকর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত হন নাই, সেই পাপীর প্রতিও অনুতাপের দ্বার বন্ধ হয় নাই। ২২।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রেম।

কোন পথিক পিপাসায় মুমূর্ষু হইয়া বলিয়াছিলেন, "ধন্য সেই ভাগ্যবান্, যিনি জলেতে নিপতিত হইয়া—আকণ্ঠ জল পান করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন" ইহা শুনিয়া এক বালক বলিল "পান্থ! তোমার মুখে আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিলাম, যদি মরিতেই হয় জলাভাবে শুষ্ক কণ্ঠে মরিলেই বা কি? পর্য্যাপ্ত জল পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেই বা কি? মুমূর্ষু বলিল "তথাপি অন্তিম কালে জলপানে সন্তৃপ্ত হওয়া যায়।"

গভীর জলাশয়ে পতিত তৃষ্ণার্ত্ত যখন মনে করে যে সে জলপানে পরিতৃপ্ত হইয়া ডুবিয়া মরিতেছে, তখন তাহাও তাহার এক সান্ত্বনা। যদি তুমি প্রেমিক বট, প্রিয়তমের অঞ্চল ধারণ কর। তখন তিনি যদি তোমাকে বলেন, প্রাণ দাও, মুক্তকণ্ঠে বল যে এই প্রাণ সমর্পণ করিতেছি, গ্রহণ কর। ১

অবগত আছ যে নেশাপুরের এক ব্যক্তি আপন পুত্রকে এক দিন নৈশিক উপাসনায় বিমুখ দেখিয়া কি বলিয়াছিলেন? এই বলিয়াছিলেন "হে পুত্র! এরূপ আশা করিও না যে সাধনা ব্যতীত লক্ষ্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে। যে যবাঙ্কুর কৃষিকর্ম্ম ব্যতীত স্বতঃ ভূমিতে উদ্গত হয়, তাহার যথোচিত বৃদ্ধি হয় না; তাহা হইতে কেহ শস্য লাভ করিতে পারে না। তদ্রূপ সাধনা ব্যতিরেকে স্বতঃ ধর্ম্ম লাভ হয় না; যে সকল সাধুভাব জীবনে স্বভাবতঃ প্রকাশ পায়, তাহা সারবান্ স্বর্গীয় শস্য প্রসব করে না। লাভের প্রত্যাশী হও, ক্ষতিকে ভয় কর। যে প্রীতির সহিত ঈশ্বরকে স্মরণ করে না, তাহার জীবন অসার। তাঁহাকে প্রেম কর, প্রীতিতে তাঁহার সাধনা কর।" ২।

এক যুবতী স্বামীর নিষ্ঠুরাচারে দুঃখিত হইয়া শ্বশুরের নিকটে এই রূপ গ্লানি করিয়াছিল "আর্য্য! এই যুবার সঙ্গে এ প্রকার অসুখে দিন যাপন

করা আর অধিক কাল উচিত মনে করিও না, প্রতিবেশীদিগের মধ্যে কাহাকেও আমার ন্যায় ভগ্ন হৃদয় দেখিতেছি না। সকল দম্পতীই এরূপ প্রণয় সূত্রে বদ্ধ, যেন একই ত্বকের মধ্যে দুইটী বীজ আবৃত রহিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এত কালের মধ্যে স্বামী একবারও আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাস্য করিলেন না।”

বাক্‌চতুর বৃদ্ধ হইা শ্রবণ করিয়া বলিলেন “যদি আমার পুত্র কান্তি-শালী বটে, তবে তাহার আচরণে ধৈর্য্য ধারণ কর।”

যাঁহার তুল্য রূপবান্ জগতে দুর্লভ, তাঁহার প্রতি বিমুখ হওয়া দুঃখের বিষয়। তাঁহা হইতে কেন দূরে থাক? বিনীত ভৃত্যের ন্যায় ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মস্তকে বহন কর, তিনি পরম সুন্দর, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। ৩।

একদা এক দাসকে তাহার প্রভু বিক্রয় করিতেছিল, সেই দাসের তখনকার প্রণয় মধুর বাক্য শুনিয়া আমার প্রাণ আকুল হইয়াছিল। দাস বলিল “স্বামিন্। আমা অপেক্ষা তুমি উত্তম ভৃত্য পাইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি তোমার ন্যায় প্রভু আর কাহাকেও পাইব না।” ৪।

কোন যুবক এক যুবতীর পাণিগ্রহণ করে। স্বামী স্ত্রী উভয়েই পরম সৌন্দর্য্যশালী ছিল। যুবতী পতির প্রতি একান্ত অনুরাগিণী। কিন্তু যুবতীর প্রতি যুবকের অত্যন্ত বিরাগ ছিল। যুবতী স্নেহ প্রেম প্রদর্শন করিত, যুবক প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিত। যুবতী বেশ ভূষাদ্বারা শরীরসজ্জা করিত, যুবক অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইত। একদা গ্রামস্থ প্রাচীন লোকেরা যুবককে ডাকিয়া বলিলেন “আপন ভার্য্যাকে তুমি প্রেম কর না, ইহা উচিত নয়। তাহাকে প্রীতি দান করিতে হইবে।” যুবক হাস্য করিয়া বলিল “শত ছাগের কাবিন (পরিণয় পত্র) আছে, তাহা দান করিয়া যদি আমি এই স্ত্রীর বিবাহবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, কিছুই ক্ষতি মনে করি না।” ইহা শুনিয়া সুন্দরী বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিল “হায়! এই পরিণয়পত্রের অনুরোধে কি আমি প্রাণনাথের

প্রতি অনুরাগিণী? তিনি আমার প্রতি প্রেম হিতৈষণা প্রদর্শন করুন্ বা আমার সহবাস পরিত্যাগ করুন্—আমাকে দূর করিয়া দিন্ বা গ্রহণ করুন্, আমি কিছুতেই তাঁহার প্রতি বিমুখ থাকিব না। তিনি যে ভাবে রাখেন, সেই ভাবেই জীবন ধারণ করিব। উৎপীড়িত পরিত্যক্ত হইয়াও তাঁহাকে প্রেমদান করিব। এক শত ছাগ কি বরং এক লক্ষ ছাগ তাঁহার দর্শনের মূল্যের যোগ্য হইতে পারে না। যদি তাহা হয় তবে আমি তাঁহা অপেক্ষা ছাগ পশুদিগকে ভাল বাসি।”

যে কোন বস্তু তোমাকে প্রেমাস্পদ বন্ধু হইতে দূরে রাখে, যদি সূক্ষ্ম বিবেচনা কর, দেখিবে সেই পদার্থ উক্ত বন্ধু অপেক্ষা তোমার নিকটে প্রিয়তর। কেহ কোন এক ঈশ্বর প্রেমোন্মত্ত ঋষিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “তুমি নরক চাও, না স্বর্গ?” প্রেমিক উত্তরে বলিলেন “আমাকে এ বিষয়ের প্রশ্ন করিও না, তিনি আমার সম্বন্ধে স্বর্গই হউক বা নরক, যাহা বিধান করেন, তাহাই আমার মনোনীত।” ৫।

প্রেমোন্মত্ত মজ্নুন্‌কে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “লয়লীর গৃহাভিমুখে যে আর গমন কর না, কারণ কি? বোধ হয় লয়লীর প্রতি তোমার সেরূপ অনুরাগ নাই, প্রেমের স্রোতঃ লয়লীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দিকে ধাবিত হইয়াছে, অন্য রূপই হইয়াছে।

এই কথা শ্রবণে উপায়হীন মজ্নুন্ অশ্রুপাত করিয়া বলিল “মহাশয়! ক্ষমা করুন্ আমার হৃদয়ে যে মহা ক্ষত আছে, তাহাই যথেষ্ট; আপনি তাহার উপরে আবার লবণ বর্ষণ করিবেন না। লয়লী ইহাতে দূরে আছি বলিয়া যে প্রাণে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আছি, ইহা মনে করা কর্ত্তব্য নয়, বাধ্য হইয়াই দূরে আছি।”

সে পুনর্ব্বার বলিল “প্রিয় মজ্নুন্! যদি লয়লীর নিকটে তোমার কোন সংবাদ থাকে, বল, আমি জানাইব।” মজ্নুন্ বলিল সেই গৌরবান্বিত বন্ধুর নিকটে আমার ন্যায় হীন অকিঞ্চনের নাম উত্থাপন করিবে না। তাঁহার সমীপে আমার ন্যায় অভাজনের প্রসঙ্গ হওয়া আক্ষেপের বিষয়।” ৬।

এক ব্যক্তি গজনীশ্বর সুলতান মহম্মদের এই প্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়াছিল যে তাঁহার প্রিয়পাত্র আইয়াজের সৌন্দর্য্য সম্পদ্ কিছুই নাই। অথচ তিনি তাহার প্রতি অনুরক্ত। যে কুসুমের বর্ণ সৌরভ নাই, তাহার প্রতি বোল্‌বোল্ পক্ষীর অনুরাগ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়।

এই কথা কেহ সুল্‌তান মহম্মদকে জানাইলে তিনি বলিলেন "আইয়াজের গুণেতেই আমার অনুরাগ, তাহার শরীরে নয়।"

একদা কোন সঙ্কীর্ণ পথে উষ্ট্রোপরি হইতে মুক্তা মঞ্জূষা পতিত হইয়া ভগ্ন হয়; মুক্তা সকল ছড়িয়া যায়। মহম্মদ সেই মুক্তারাশি লুণ্ঠন করিয়া নিবার জন্য অনুচর বর্গকে আদেশ করেন ও তথা হইতে সত্বর চলিয়া যান। অনুজীবীগণ সম্রাটের অনুগমনে নিবৃত্ত হইয়া মৌক্তিক সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। তখন আইয়াজ ব্যতীত রাজকিঙ্করদিগের মধ্যে অন্য কেহই মহম্মদের পার্শ্ব ভাগে ছিল না। কিয়দ্দূর গমনান্তর নরপাল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রিয় দর্শন! তুমি কি পরিমাণ লুণ্ঠন সামগ্রী হস্তগত করিয়াছ?" আইয়াজ বলিল "কিছুই না, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছি, তোমার সেবা উপেক্ষা করিয়া মৌক্তিক সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই নাই।"

যদি তুমি রাজার সন্নিহিত ভৃত্যের পদ প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে নরপালক উপেক্ষা করিয়া তাঁহার দান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইও না। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের দানের প্রার্থী হওয়া ঈশ্বরপ্রেমিকদিগের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। যদি বন্ধুকে ছাড়িয়া বন্ধুর নিকটে উপকারের প্রত্যাশী হও, তবে তুমি স্বার্থ-শৃঙ্খলে বদ্ধ, বন্ধুর প্রেম বন্ধনে সম্বদ্ধ নও। যে পর্য্যন্ত তুমি লোভ পরবশ হইয়া মুখব্যাদান করিয়া থাকিবে, সে পর্য্যন্ত হৃদয় কর্ণে সেই নিভৃত প্রেম জগতের গূঢ় তত্ত্ব শুনিতে পাইবে না। সেই প্রেম নিকেতন এক সুসজ্জিত সুন্দর গৃহ, তাহাতে লোভ মোহাদি ধূলির লেশ নাই। যেস্থানে ধূলি উত্থিত হয়, চক্ষুষ্মাণ ব্যক্তিও তথায় কিছুই দর্শন করিতে পারি না। ৭।

একদা নরপাল সাদ জাঙ্গীর নিকটে কেহ উপস্থিত হইয়া তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিতেছিল। তাহাতেরাজা সন্তুষ্ট হইয়া রাজ প্রসাদস্বরূপ তা-

ন্থ্যকে মুদ্রা ও পরিচ্ছদ দান করেন এবং তাহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন। উক্ত রাজগুণঘোষক যখন সেই পরিচ্ছদের উপর দেখিল ' ঈশ্বর অদ্বিতীয়, এই কথা অঙ্কিত আছে, তখন সে প্রমত্ত হইয়া উঠিল। গাত্র হইতে তৎক্ষণাৎ উক্ত বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দূরে রাখিল, এরূপ এক অগ্নি তাহার অন্তরে জ্বলিয়া উঠিল যে সে আর তথায় থাকিতে পারিল না। তপোবনের পথ আশ্রয় করিল। এই আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "ভ্রাতঃ! তুমি অকস্মাৎ এরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে, কারণ কি? প্রথমতঃ রাজসভায় যাইয়া বার২ ভূমি চুম্বন করিলে, রাজার প্রীতির জন্য কত প্রকার প্রেম দেখাইলে, পরে এই ভাবে তথা হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে, এ কেমন ব্যাপার?"

সে এই কথা শুনিয়া সহাস্য মুখে বলিল "প্রথমতঃ রাজসন্নিধানে ভয় ও আশঙ্কাতে আমার শরীরে ঝাউতরুর ন্যায় কম্প উপস্থিত হইয়াছিল। যখন ' ঈশ্বর অদ্বিতীয়, এই কথা পাঠ করিলাম, তখন কোন বস্তু ও কোন ব্যক্তিতে আর আমার নয়নের আকর্ষণ রহিল না।" ৮

একদা শ্যাম দেশের কোন নগরে হাহাকার রব উত্থিত হয়। যেহেতু রাজকিঙ্করগণ দেশমান্য এক ধার্ম্মিক লোককে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়। যখন হস্ত পদে শৃঙ্খল যুক্ত করিয়া তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করিল, তখন তিনি যে মধুর কথাটী বলিলেন, তাহা এইক্ষণ ও আমার কর্ণে স্থিতি করিতেছে। বলিয়াছিলেন "ইহা বিশ্বপতি ঈশ্বরের বিধান, অন্যথা কাহার সাধ্য আছে যে এই ক্লেশ আমার প্রতি আনয়ন করে।"

যখন জ্ঞান বন্ধু হইতে কষ্ট আসিতেছে, তখন সেই ক্লেশ যন্ত্রণাকে প্রেম করা কর্ত্তব্য। কি ধন মান, কি দুঃখ দরিদ্রতা সমুদায় ঈশ্বর হইতে উপস্থিত হয়, কোন মনুষ্য হইতে নয়। চিকিৎসক যদি তোমাকে তিক্ত ঔষধ প্রদান করেন, ভ্রাতঃ! ভয় করিওনা। বন্ধুর হস্ত হইতে যাহা প্রাপ্ত হও, ভক্ষণ কর, চিকিৎসক অপেক্ষা রোগী অধিক জ্ঞানী নহে। ৯

এক ব্যক্তি পতঙ্গকে বলিয়াছিল, "হে ক্ষুদ্র জীব! যাও, আত্মতুল্য বস্তুর সঙ্গে যাইয়া প্রেম কর। সেই পথে চল, যাহাতে মনোরথ সফল হইবে। কোথায় তুমি, আর কোথায় দীপ! আশ্চর্য্য, তাহার সঙ্গে তোমার বন্ধুতার ইচ্ছা!! অগ্নির পার্শ্বে যাইও না। এখানে পুরুষত্ব চাই। সূর্য্যোদয় হইলে মূষিক গর্ত্তে পলায়ন করিয়া থাকে। বলবানের নিকটে দুর্ব্বলের সাহস প্রদর্শন, মূর্খতা। যাহাকে শত্রু বলিয়া জান, তাহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে যাওয়া বুদ্ধির কার্য্য নয়। পরিণামে যে প্রাণ উৎসর্গ কর, তাহাকে সৎকার্য্য কেহ বলিবে না। যে ভিক্ষুক রাজকন্যার পরিণয়ার্থী হয়, সে অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করে। উহা তাহার দুরভিসন্ধি ও বাতুলতা মাত্র। যাহার প্রতি রাজ্যেশ্বরদিগের সনুরাগ দৃষ্টি, সেই উজ্জ্বল দীপ তোমাকে কেন বন্ধুর স্থলে গণ্য করিবে। ইহা মনে করিও না। যে তদ্রূপ সভাতে তোমার ন্যায় অকিঞ্চনের সঙ্গে দীপ প্রণয় সম্ভাষণ করিবে। যদিচ সকল লোকের সঙ্গে সে প্রীতি মধুর ব্যবহার করে, কিন্তু তুমি নীচ প্রাণী, তোমার প্রতি ক্রোধই প্রকাশ করিবে।"

শ্রবণ কর, সন্তপ্ত পতঙ্গ কেমন সুন্দর কথা সকল বলিল। "ওহে আশ্চার্য্য! আমি দগ্ধ হই, তাহাতে ভয় কি? মহাত্মা এব্রাহিমের ন্যায় প্রেমাগ্নি আমার অন্তরে জ্বলিতেছে, তুমি মনে করিতেছ তাহা অগ্নি, কিন্তু আমার সম্বন্ধে উহা পুষ্প। আমার হৃদয় প্রেমাস্পদের অঞ্চল আকর্ষণ করে না, তাঁহার প্রেমই আমার আত্মার কণ্ঠকে ধরিয়া টানিতেছে। আমি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া অগ্নি শিখায় ঝাঁপ দিতেছিনা, প্রেমের শৃঙ্খল আমার কণ্ঠে সংলগ্ন রহিয়াছে, তাহাই আমাকে টানিয়া আনে। দেখ, এরূপ দূরে আছি, এইক্ষণ আমার উপর অগ্নি প্রজ্বলিত নয়, অথচ অগ্নি দগ্ধ করিতেছে। বন্ধুর প্রেমের অনুরোধে কে কি উৎসর্গ করে? আমি বন্ধুর চরণে প্রাণ উৎসর্গ করিতে সম্মত আছি। আমার মৃত্যু কি জন্য, জান? যখন তিনি আছেন, তখন আমার নাথাকাই ভাল। বন্ধু কোমল স্বভাব বটেন, এজন্যও আমি দগ্ধ হই যে আমার দাহ যন্ত্রণা তাঁহার হৃদয়ে সংক্রামিত হইবে। আমাকে তুমি 'আপনার উপযুক্ত বন্ধু লাভ করিবার জন্য অনেক কথা বলিলে, তোমার সেই উপদেশ আমার সন্তপ্ত হৃদয়ে

এরূপ কার্য্যকর হইল, যেমন কাহাকে বিশ্চিকে দংশন করিয়াছ। 'আর্ত্তনাদ করিও না' এই উপদেশ তাহার সম্বন্ধে যেরূপ ফলোৎপাদক হয়। ভ্রাতঃ! যাহার নিকটে উপদেশ গৃহীত হইবে না, তাহাকে উপদেশ করিও না। যে হতভাগার হস্তে রাশ নাই, তাহাকে 'অশ্ব সংযত কর' এই কথা বলা উচিত নয়। প্রেম অগ্নি স্বরূপ, উপদেশ বায়ু, ছন্দবাদ গ্রন্থের এই কথাটী অতি মধুর। বায়ু সংযোগে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, শার্দ্দূলকে লগুড়াঘাত করিলে তাহার ক্রোধ বাড়ে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, তুমি ভাল বলিতেছ না। তুমি বলিতেছ আত্ম সদৃশ বস্তুর সঙ্গে প্রেম কর, আমি বলি, আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তুর সঙ্গে প্রীতি স্থাপন কর, আত্ম তুল্য বস্তুর সঙ্গে প্রণয় করিয়া সময় নষ্ট করিও না। আত্মসুখপ্রিয় লোকেরাই আপনার অনুরূপ ব্যক্তির অনুগমন করে, কিন্তু প্রেমোন্মত্তগণ ভয়সঙ্কুল স্থানে বিচরণ করিয়া থাকে। যখন আমি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, মস্তক থাকুক বা যাক, আমার এই সঙ্কল্প। যদি প্রকৃত প্রেমিক হও, মস্তক দান কর। যাহারা আপনার প্রতি আসক্ত, তাহারাই ভীরু হয়। শমন আসিয়া অকস্মাৎ এক দিন আমাকে বধ করিবেই। তাহা অপেক্ষা ইহা ভাল যে প্রিয়তমের হস্তে হত হই। মৃত্যু যখন বিধির নিশ্চিত লিপি, তখন প্রাণাধার বন্ধুর হস্তেই মৃত্যু হওয়া সুখের বিষয়। এক দিন কি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিব না? তাহা হইলে প্রিয়তমের চরণেই প্রাণ বিসর্জ্জন করা শ্রেয়ঃ।" ১০

স্মরণ আছে, এক রাত্রি আমার চক্ষে নিদ্রা হইয়াছিল না। পতঙ্গ ও দীপে যে কথোপকথন হইয়াছিল, শুনিতে পাইয়াছিলাম। পতঙ্গ বলিল "আমার দগ্ধ হওয়া অন্যায় নহে। দীপ! তোমার শোকাশ্রুপাত কেন? এবং দগ্ধ হওয়াই বা কেন?" দীপ বলিল যে হে আমার উপায়হীন প্রেমিক! আমার বন্ধু মধু আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, সেই বন্ধু পরিত্যাগ করাতেই আমার মস্তকে অগ্নি লাগিয়াছে। প্রজ্বলিত মধূথবর্ত্তিকা এই কথা বলিতে বলিতে শোকপাণ্ডু মুখ মণ্ডলের উপর ধূম রূপ অশ্রু স্রোতঃ প্রবাহিত করিল এবং এই রূপে বিলাপ করিতে লাগিল "রে শত্রু! প্রেম করা তোর

কার্য্য নয়, না আছে তোর ধৈর্য্য, না আছে তোর সুস্থির হইয়া থাকিবার ক্ষমতা। রে অপরিপক্ক! অগ্নির প্রথমোত্তাপেই তুই পলায়ন করিলি, দেখ্ আমি দণ্ডায়মান আছি, এবং সম্পূর্ণ দগ্ধ হইতেছি।” ইতি মধ্যে এক যুবতী আসিয়া অকস্মাৎ বর্ত্তিকা কাটিয়া দিল। তখন দীপ অশ্রু-মুক্ত হইয়া বলিল “প্রেমের পরিণাম এই হয়। যদি প্রেম শিক্ষা করিতে চাও, দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা কর্ত্তনে স্ফূর্ত্তি পাইবে। প্রেমের পথে নিহত বন্ধুর সমাধির উপর ক্রন্দন করিও না। যাও সে প্রেমাস্পদ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ কর। ১১

ঈশ্বর প্রেমোন্মত্ত সাধক বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ করুন্ বা বিচ্ছেদের ঔষধ সেবন করুন্ তাঁহার জীবন ধন্য। সেই প্রেমিক দরিদ্র হইলেও রাজত্বকে তুচ্ছ করেন। প্রিয়তমের আশায় দরিদ্রতাতে তিনি সুখী। তিনি মুহুর্মুহুঃ দুঃখ সুরা পান করেন—ক্লেশ প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু আর্ত্তনাদ করেন না। বন্ধুর স্মরণ মননে তিনি যে ধৈর্য্যধারণ করেন সেই ধৈর্য্য তিক্ত নয়, বন্ধুর হস্তস্পর্শে সেই তিক্ততা মিষ্টতায় পরিণত হয়। ঈশ্বরের হস্তে যিনি বাঁধা পড়িয়াছেন, তিনি সেই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে চান না। তাঁহার জালে যিনি বদ্ধ হইয়াছেন, তিনি চিরকালই সেই বন্ধনে বন্ধী থাকিতে ভাল বাসেন। প্রান্তেক নিবাসী ঈশ্বর ভিক্ষুক, দেশের রাজা। যিনি ঈশ্বরের মন্দির চিনিয়াছেন, তাঁহাকে অন্য লোকে চিনিতে পারে না। সেই প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তি আপনার প্রতি লোকগঞ্জনার দ্বার মুক্ত করেন। তিনি মত্ত উষ্ট্রের ন্যায় অবলীলাক্রমে ভার বহন করেন, তাঁহার জীবনের গূঢ় তত্ত্ব অন্যে কি জানিবে? অন্ধকারস্থিত অমৃত বারির ন্যায় তিনি সাধারণ চক্ষের অগোচর। তিনি বাহ্য দৃষ্টিতে কুৎসিত হইলেও বয়তল্ মকদ্দশ নামক ধর্ম্মমন্দিরের ন্যায় অন্তরে আলোকময়। তিনি গুটিকাকোষ জড়িত রেসম কীটের ন্যায় নহেন, তিনি প্রেমাগ্নির পতঙ্গ। তিনি প্রাণের শান্তিধাম ঈশ্বরকে সর্ব্বদা অন্বেষণ করিয়া বেড়ান। ১২

সেই ধর্ম্ম রাজ্যের যাত্রিক, যিনি পরমার্থ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছেন, তিনি

প্রেমাস্পদের দর্শনের মত্ততাতে প্রাণকে তুচ্ছ করিবেন, তাঁহার গুণকীর্ত্তনে সংসারকে দূরে রাখিবেন আশ্চর্য্য কি ? ঈশ্বর মননে তিনি অন্য পদার্থকে বিস্মৃত হন। তিনি এরূপ প্রমত্ত যেন সুরা পান করিয়াছেন। কোন রূপ ঔষধ প্রয়োগে তাঁহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য নয়। তাঁহার রোগের নিদান অন্য কেহ বুঝিতে পারে না। " আমি চিরকাল তোমার রক্ষক আছি " এই মহাধ্বনি তাঁহার কর্ণেতে। সেই প্রান্তেক নিবাসী প্রেমিক বিনীত বটেন— তাঁহার পাদনিক্ষেপ বিনম্র, কিন্তু ধ্বনি অগ্নির ন্যায়। তিনি এক প্রেমোষ্ণ ধ্বনিতে পর্ব্বতকে কম্পিত করেন, এক নিনাদে দেশকে কাঁপাইয়া জ্বেলেন। তিনি বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য, কিন্তু চতুরগামী। মৃগনাভির ন্যায় নিঃশব্দ, কিন্তু গুণ কীর্ত্তনশীল। প্রাতঃকালে তিনি অশ্রুপাত করিয়া চক্ষুকে নির্ম্মল করেন। দিবা রাত্রির কষ্ট ব্যস্ততা কি, তিনি জানে না। স্রষ্টার সৌন্দর্য্যে এত উন্মত্ত যে সৃষ্ট বস্তুর সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি করিতে চাহেন না। প্রকৃত প্রেমিক বস্তুর খোসাকে হৃদয় দান করেন না। মুর্খেরাই শস্যবিহীন অসার খোসা ভাল বাসে। যথার্থ ঈশ্বরতত্ত্ব সুরা কে পান করিয়াছেন ? যিনি আপনাকে হারাইয়াছেন। ১৩

এক প্রেমোন্মত্ত সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। পিতা তাঁহার বিচ্ছেদে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহাকে অনেক অনুযোগ করিলেন। পুত্র বলিলেন " যখন বন্ধু আমাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আমার অন্য বস্তুর সঙ্গে আর আসক্তি রহিল না। সত্যই বলিতেছি, যখন বন্ধু তাঁহার প্রকৃত লাবণ্য আমাকে প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন অন্য যাহা দেখিতেছি সমুদায়ই স্বপ্ন। "

যিনি সংসারের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, তিনি বন্ধুকে হারাইয়াছিলেন, পাইয়াছেন, নিরুদ্দিষ্ট হন নাই। এরূপ সংসার বিরাগী উন্মত্ত লোককে দেবতা বলা যায় এবং অরণ্য জন্তুও বলা যায়। দেবতা দিগের ন্যায় সেই পরম দেবের স্মরণ মননে তাঁহার বিশ্রাম নাই এবং বন্য জন্তুর ন্যায় দিবা রজনী তিনি মনুষ্য সংসর্গ হইতে দূরে থাকেন। তিনি বাহিরে দুর্ব্বল, কিন্তু অন্তরে মহাবলী। তিনি বুদ্ধিমান্ এবং উন্মত্ত, চেতনাবান্

এবং অচেতন। তিনি কখন নির্জ্জনে বিশ্রাম লাভ করেন এবং কখন প্রমত্ত ভাবে জনসমাজে বিচরণ করেন, তিনি আপনার জন্য চিন্তিত নন, কাহা হইতে ভীত নন। তাঁহার নিভৃত দেবমন্দিরে অন্যের প্রবেশাধিকার নাই। তাঁহার সাংসারিক বুদ্ধি জ্ঞান বিলোপ, তিনি অনুযোগ ভর্ৎসনা শ্রবণে বধির। হংস যেমন নদীর উপরে ভাসিয়া বেড়ায়, ডুবিয়া পড়ে না; তিনি তদ্রূপ সংসার নদীর উপর ভাসমান থাকেন। সমুদ্র যেমন শুষ্কতার যন্ত্রণা ভোগ করেনা, তিনি তদ্রূপ। তিনি নির্দ্ধন রিক্ত হস্ত, অথচ পূর্ণ সাহসী। তিনি নিঃসহায় একাকী প্রান্তর ভ্রমণকারী। তিনি মনুষ্যের নিকটে কোন বিষয়ের প্রত্যাশী নন। তিনি ঈশ্বরের চিহ্নিত। ঈশ্বরানুগৃহীত লোকেরা লোক চক্ষুর অগোচর। তাঁহারা ভেকধারী সন্ন্যাসী নন, তাঁহারা ছায়াপ্রদ ফলবান্ অঙ্গুর বৃক্ষের ন্যায়। যোগীর বেশ ধারণ করেন, অথচ পাপে লিপ্ত, এরূপ নন। তিনি শুক্তির ন্যায় সদ্গুণ মুক্তা নিঃশব্দে অন্তরে ধারণ করেন। নদীর ন্যায় আপন গুণ গরিমা বলিয়া বেড়ান না। অস্থি চর্ম্ম বিশিষ্ট হইলেই মনুষ্য সংজ্ঞার যোগ্য হওয়া যায় না। সকল লোক ঈশ্বর পরিচয় রূপ প্রাণ ধারণ করেনা। রাজা সকলকে দাস রূপে ক্রয় করেন না। যোগীর বেশ ধারী সকল লোক যোগী নয়। ১৪

যদি প্রেমিক বট, আপনার ভাবনা ছাড়িয়া দাও, যদি তাহা না হও, বিশ্রাম সুখ ভোগ কর। প্রেম তোমাকে মৃত্তিকায় পরিণত করিবে। ভয় করিও না, প্রেমের হস্তে যদি হত হও, অনন্ত জীবন লাভ করিবে। যে পর্য্যন্ত মৃত্তিকার ভিতরে শস্যের বীজ ফাটিয়া না যায়, তাহা হইতে অশেষ শস্য প্রসূ অঙ্কুর উদ্গত হয় না। প্রেম ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার সম্মিলন স্থাপন করিয়া দিবে। প্রেম ব্যতিরেকে বল, কে তোমাকে অহংভাব হইতে উদ্ধার করিবে? যে পর্য্যন্ত তুমি স্বার্থ ও অহংভাব নিয়া ব্যস্ত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আপনাকে চিনিতে পারিবে না। যে অহংভাব শূন্য না হইয়াছে, সে ভিন্ন অন্যে এ কথার গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না। যদি তুমি প্রেম ও মত্ততা রাখ, শুদ্ধ 'পায়সতুর' নামক বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীত তোমার জন্য নয়। তত্ত্বদর্শী প্রেমমত্ত একটী বিহঙ্গমের স্বরে

নৃত্য করিয়া উঠেন। স্বর্গীয় গায়ক কখন নিস্তব্ধ নন, কিন্তু সেই সঙ্গীত শ্রবণ করার জন্য কর্ণ কোথায় উন্মুক্ত থাকে? প্রকৃত প্রেমিক লোকেরা জল স্রোতের শব্দ শুনিয়াও মাতিয়া উঠেন। ভ্রাতঃ! সঙ্গীত কাহাকে বলে, আমি তাহা বলিব এবং শ্রোতাও বা কে তাহার পরিচয় দিব। স্বর্গোদ্যানের পক্ষী স্বরূপ যাঁহার আত্মা, সে সেই সঙ্গীত শ্রবণে অতদূর ঊর্দ্ধে উড্ডীন হয় যে দেবতারা তাহার সঙ্গে চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া যান। যাহারা নিকৃষ্ট শারীরিক প্রেমের প্রেমিক, তাহাদের হৃদয় তাহাতে আরও অবসন্ন হয়। নিকৃষ্ট প্রেমিক কি শ্রোতা? সে বরং মধুরধ্বনি শ্রবণে নিদ্রিত হয়, মত্ত হইয়া উঠে না। পুষ্পই প্রভাত সমীরণের সংস্পর্শে নৃত্য করিয়া থাকে, যাহাকে দাত্রের আঘাতে কর্ত্তন করিতে হয়, সেই কাষ্ঠ নয়। জগৎ মধুর সঙ্গীতে পরিপূর্ণ, চতুর্দ্দিকে প্রেমের মত্ততা ও কোলাহল। কিন্তু অন্ধ জন দর্পণে কি দর্শন করিবে? অস্থির প্রমত্ত বলিয়া ঈশ্বর প্রেমিককে উপহাস করিও না। তিনি সাগরে ডুবিয়াছেন, এজন্য হস্ত পদ আস্ফালন করেন। দেখ নাই সঙ্গীত বিশেষ উষ্ট্রকে কেমন আনন্দে নাচাইয়া তোলে, উষ্ট্রেরও আনন্দ মত্ততা আছে, যে মনুষ্যের তাহা নাই, সে গর্দ্দভ। ১৫

জান না কি প্রেমোন্মত্ত লোকেরা কেন হস্ত পদ সঞ্চালন করিয়া নৃত্য করিয়া থাকে? তাহাদের অন্তঃকরণে ঈশ্বরের কৃপাভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত হয়, এজন্য পৃথিবীকে তুচ্ছ করিয়া হাত ঝাড়িয়া থাকে। যাহার বসনাঞ্চল বন্ধুর হস্তে রহিয়াছে, বন্ধুর স্মরণে তাহার নৃত্য করা বিধি সঙ্গত বটে। স্বীকার করি যে তুমি সন্তরণ পটু, কিন্তু হস্ত পদ বস্ত্র-মুক্ত না করিয়া সন্তরণে সক্ষম হইবে না। মান লজ্জা ভয়ের বস্ত্র পরিত্যাগ কর, বসনাবৃত লোকে সন্তরণে অপারগ হয়। সংসারের সঙ্গে যদি সম্বন্ধ রাখ, নিরাশ হইলে। আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলেই উদ্ধার পাইলে। ১৬

তত্ত্বদর্শী প্রেমিকদিগের নিকটে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য সকলই ক্ষুদ্র, প্রেমিকদিগকে এই কথা বলা যাইতে পারে। আকাশ ভূমি জীব জন্তু কি?

হে জ্ঞানিন্! তুমি ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিলে, যদি তোমার সন্তোষ হয়, উত্তরদান করিতেছি। পর্ব্বত প্রান্তর আকাশ নদী মনুষ্যাদি জীব জন্তু যত কিছু, সমুদায় তাঁহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র। তাঁহার অস্তিত্বেই এই সকল বস্তু অস্তিত্ব পরিগ্রহ করিয়াছে। হে অল্প বুদ্ধে! তোমার নিকটে তরঙ্গাকুল নদী, সমুচ্চ আকাশ এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। যে রাজ্যে তত্ত্বদর্শী প্রেমিকের চক্ষুঃ, বহির্দর্শী কোথায় তাহার অনুসন্ধান পাইবে? বলি, এই সূর্য্য, কণিকা ভিন্ন কিছুই নয়। সপ্তসাগর এক বিন্দু বৈ নহে। যখন সাধকের চক্ষে সেই বিশ্বরাজ প্রকাশিত হন, তখন ভূমণ্ডল তাঁহার নিকটে আর প্রকাশ পায় না। ১৭

পঞ্চম অধ্যায়।

ধৈর্য্য।

এক ব্যক্তি আমাকে একখান হস্তীদন্তের চিরুণী দান করিয়াছিল। তৎপর একদা সে কোন কারণে ক্ষুণ্ণমনা হইয়া কুকুর বলিয়া গালি দেয়। আমি তাহা শুনিয়া চিরুণী দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম, "এই অস্থিখণ্ডে আমার আর প্রয়োজন নাই, তুমি আমাকে কুকুর বলিও না। আমি বরং নিজের সির্কা (অম্লরস) ভক্ষণ করিব, তথাপি মিষ্টান্ন খাইয়া মিষ্টান্নস্বামীর অত্যাচার সহ্য করিব না।"

হৃদয়! তুমি আপনার সামান্য বস্তুতে ধৈর্য্য ধারণ কর, তাহা হইলে ধনী দরিদ্র তোমার দৃষ্টিতে তুল্য বোধ হইবে। যদি রাজসুখে নিরাকাঙ্ক্ষ হও, রাজার নিকটে ভিক্ষুকের বেশে কেন যাইবে? যদি স্বার্থপর লোভী হও, উদরকে ভিক্ষাভাণ্ড করিয়া ইহার উহার দ্বারে যাইয়া পূজা দেও। ১।

একদা নরপতি খারজমের সন্নিধানে এক জন ধনার্থী লোভী পুরুষ উপনীত হইয়াছিল। সে রাজাকে দেখিয়াই তাঁহার প্রীতি সন্তোষ জন্মাইবার জন্য প্রণত ভাবে পৃষ্ঠ দেশ কুব্জ করিল, অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া সরল ভাবে দণ্ডায়মান হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে ধরা ন্যস্ত জানু হইয়া মস্তক ভূমিতলে নত করিল, পুনর্ব্বার দণ্ডায়মান রহিল। ইহা দেখিয়া তাহার শিশু পুত্র বলিল "পিতঃ! তোমাকে একটী কঠিন প্রশ্ন করিতেছি, উত্তর দান কর। তুমি না সে দিন বলিয়াছিলে যে মক্কা ভূমিই পবিত্র, মক্কাভিমুখেই নমাজ করিতে হয়, অদ্য এই দিকে ফিরিয়া কেন নমাজ করিলে?"

লোভ পরবশ অন্তরের অনুগত হইও না, যেহেতু প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার ভিন্ন২ উপাস্য দেব। ভ্রাতঃ! লোভান্ধ মনের আজ্ঞাধীন যে না হইয়াছে, সে মুক্তি পাইয়াছে। সখে! ধৈর্য্য তোমার মস্তককে উন্নত করিবে, লোভ ভারাক্রান্ত মস্তকই নত হইয়া থাকে। লোভ মান মর্য্যাদা বিনাশ করে, লোভী পুরুষ দুইটী যব কণিকার জন্য সম্মানরূপ মুক্তা রাশি বিসর্জ্জন করে। যদি স্রোতো জলে অবগাহন করিতে চাও, তবে তুষার শিলার জন্য আপন

মর্য্যাদা কেন বিলোপ কর। হয়, ধন মান সম্বন্ধে ধৈর্য্য ধারণ করিবে, নয় নিশ্চিত দ্বারে২ ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিবে। ভদ্র! যাও লোভের হস্তকে খর্ব্ব কর। বল, ভ্রাতঃ! সেই হস্ত প্রসারণে তোমার কি লাভ হইবে? যে ব্যক্তি লোভের প্রভুত্ব স্বীকার করে না, তাহাকে কাহার নিকটে 'আমি দাস, ভৃত্য' এই সকল কথা লিখিতে হয় না। লোভ তোমাকে প্রত্যেক সভা হইতে অপমান করিয়া তাড়িত করিবে। আপনার অন্তর হইতে লোভকে তাড়িত কর, তুমি কাহা কর্ত্তৃক তাড়িত হইবে না। ২

এক জন ধর্ম্ম পরায়ণ লোককে কেহ বলিয়াছিল যে তুমি অমুকের নিকটে যাইয়া শর্করা যাচ্ঞাকর। তিনি বলিলেন, "প্রিয় দর্শন! কটু ভাবার অত্যাচার বহন করা অপেক্ষা তিক্ত রস পানে মৃত্যু শ্রেয়ঃ। যাহার মুখ অহঙ্কারে কটু, বুদ্ধিমান্ লোক তাহার হস্তে শর্করা ভক্ষণ করে না।"

তোমার মন যাহা চায়, তাহার অনুসারী হইও না, শারীরিক সুখানুরাগ তোমার প্রাণের জ্যোতিকে বিনাশ করিবে। লোভ পরবশ মন মনুষ্যকে অপদার্থ করিয়া তোলে; যদি বুদ্ধিমান্ হও, তাহার বশীভূত হইও না। যদৃচ্ছাচারী মন যে সুখ চায়, তাহাই যদি ভোগ করিতে থাক, তবে জগতে অনেক অসুখ ভোগ করিবে। যদি বারম্বার উদর ভাণ্ডকে পূর্ণ কর, অভাবের দিনে তোমার বিপদ্ হইবে। স্বচ্ছলতার সময়ে খাদ্য-পুঞ্জে উদরের স্থান সংকীর্ণ করিতে থাকিলে, অসচ্ছল অবস্থায় তোমার মুখ ক্লেশ যাতনায় বিবর্ণ হইবে। স্বচ্ছলতার কালে বহুখাদক লোক উদরের গুরুভারে হত হয়, আবার অভাবের সময়ে শোক ভারে প্রাণত্যাগ করে। ঔদরিক লোক অনেক অপমান ও লজ্জা ভোগ করে। অপমানে ক্ষুব্ধ। হৃদয় হওয়া অপেক্ষা, উদরকে ক্ষুব্ধ রাখাই শ্রেয়ঃ। ৩।

আমি বসোরা হইতে কি আশ্চর্য্য বস্তু আনিয়াছি, জান? পক্ক খোর্ম্মা ফল অপেক্ষা একটী সুমধুর বিবরণ আনিয়াছি। কয়েক জন বন্ধুর সঙ্গে খোর্ম্মা উদ্যানে গিয়াছিলাম, তন্মধ্যে এক জন অতি লোভী ঔদরিক বন্ধু ছিলেন, বহু ভোজনের জন্য তিনি অপদার্থ হইয়া গিয়াছিলেন। সেই

হতভাগ্য লোভী মিত্র কোমর বাঁধিয়া উচ্চ খোর্ম্মা বৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং শাখা লইতে অধোমুখে পতিত হইয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন।

সকল সময়ে খোর্ম্মা গ্রহণ ও ভক্ষণ করিতে পারা যায় না। দুর্ভাগ্য লোভী ভক্ষণ করিতে যাইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

তখন গ্রাম পতি অসিয়া আমাদিগকে ধম্‌কাইয়া বলিলেন "ইহাকে কে এরূপ আঘাত করিল?" বলিলাম "তর্জ্জন গর্জ্জন করিও না, উদর ইহাকে বৃক্ষ শাখা হইতে টানিয়া ফেলিয়াছে। যাহার উদরের আয়তন বৃহৎ, তাহাকে এরূপ পীড়া ভোগ করিতেই হয়।"

উদর হস্তের বন্ধন, পদের শৃঙ্খল; উদরের উপাসক লোক অতি অল্পই ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারে। উদরসর্ব্বস্ব লোক অপদার্থ দুর্ব্বল। পতঙ্গের দেহ ময় উদর, এজন্য ক্ষুদ্র পিপীলিকা তাহাকে পদ দ্বারা টানিয়া নিয়া যায়। উদর পরায়ণ! যে পর্য্যন্ত তুমি সমাধি গর্ভে শয়ান নাহও, তোমার উদরকে কিছুতেই পূর্ণ করিতে পারিবে না। উদরের ভাবনা ছাড়িয়া অন্তরে পবিত্রতা লাভ কর। ৪।

এক ইক্ষু বিক্রেতার কতকগুলি ইক্ষু ছিল। সে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া তাহার গ্রাহক পাইল না। গ্রাম প্রান্ত নিবাসী এক ধার্ম্মিক পুরুষকে যাইয়া বলিল "তুমি এই ইক্ষু গ্রহণ কর, যখন মুদ্রা হস্তে হইবে, দিবে।" সেই বিচক্ষণ পুরুষ তাহার উত্তরে যে উৎকৃষ্ট কথাটী বলিয়া ছিলেন, তাহা মনের মধ্যে লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া ছিলেন "মূল্যের জন্য তুমি ধৈর্য্য রাখিতে পারিবে না, কিয়দ্দিন অন্তর আসিয়া 'মূল্য দাও দাও' বলিবে, কিন্তু ইক্ষু রস পান সম্বন্ধে আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি।"

যদি তাগাদার তিক্ততা থাকে, জিহ্বাতে শর্করার ও মিষ্টতা থাকে না। ৫।

খোতনের রাজা এক উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ কোন উন্নত হৃদয় ধর্ম্মাচার্য্যের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। আচার্য্য পরিচ্ছদ বাহকের হস্ত চুম্বন করি-

লেন ও নরপতিকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "খোতন রাজ্যাধিপতির প্রদত্ত পরিচ্ছদ অতি সুন্দর, কিন্তু আমার জীর্ণ বস্ত্র আমার নিকটে অধিক সুন্দর।"

যদি ভোগ সুখে অনাসক্ত বট, ভূমিতলে শয়ন কর, ক্ষতি নাই। এক খান উষ্ণ শয্যার জন্য কাহার নিকটে যাইয়া ভূমি চুম্বন করিও না। ৬।

এক ব্যক্তির পলাণ্ডু ব্যতীত রুটিকার অন্য উপকরণ কিছুই ছিল না। কোন্ অর্ব্বাচীন আসিয়া বলিল "দরিদ্র! যাও, মহারাজের সেনা নিবেশ-হইতে ঘৃত পক্ক মাংস নিয়া আস। তথায় যাইয়া প্রার্থনা কর, কাহাকে-লজ্জা বা ভয় করিও না। লজ্জাশীল লোকেরাই জীবিকা লাভ করিতে পারে না।" ইহা শুনিয়া সে সত্বর সেনা নিবেশে গেল। সে খানে মাংসোপকরণ পাইবে দূরে থাকুক, চাহিতে গিয়া বিলক্ষণ অপমানিত হইল। সে তখন অশ্রু পূর্ণ নয়নে বলিল "হায়! এই স্বার্থ রোগাক্রান্ত উদরের ঔষধ কি? লোভধৃত ব্যক্তি স্বয়ং বিপদকে অন্বেষণ করিয়া লয়।"

যাচ্ঞা করিয়া সোপকরণ উত্তম রুটিকা পুঞ্জ ভক্ষণ করা অপেক্ষা, আপনার শ্রমার্জ্জিত একটী সামান্য রুটী ভোজন করা সুখ কর। অন্য ব্যক্তির অন্ন পূর্ণ পাত্রের প্রতি যাহার লোভ দৃষ্টি, সেই নীচাশয় কি উৎকণ্ঠিত মনেই না কাল যাপন করে। ৭।

কোন বৃদ্ধা নারীর গৃহে এক দুষ্ট লোভী মার্জ্জার ছিল। সে অধিক খাইবার লোভে ধনীর অথিতি শালায় চলিয়া যায়। অথিতি শালাস্থ ভৃত্যগণ তাহার শরীর শরে বিদ্ধ করে, মার্জ্জার শোণিতাক্ত কলেবরে দৌড়িতে দৌড়িতে এই বলিতে লাগিল। "হায়!" যদি আমি আমার কর্ত্রীর গৃহে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতাম, বাণের আঘাত হইতে মুক্ত থাকিতে পারিতাম।"

হৃদয়! আপন গৃহে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকাই শ্রেয়; মধু মক্ষিকার হুলাঘাত পাইলে মধু কিছুই মূল্যবান্ বোধ হয় না। প্রভু সেই ভৃত্যের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন না, যে তাঁহার দানেতে সন্তুষ্ট চিত্ত নহে। ৮।

এক শিশুর দন্তোদ্ভেদ হইলে পিতা চিন্তা ভারে অধোবদন হইয়া এই বলিতে লাগিল "আমি কোথা হইতে রুটী আনিয়া যোগাইব, পুত্রকে পরিত্যাগ করাও মনুষ্যত্ব নয়।" যখন সেই হতভাগ্য তাহার স্ত্রীর নিকটে এই কথা বলিল, দেখ স্ত্রী তাহাকে কেমন পুরুষোচিত বাক্যে প্রবোধ দিল। "পাপ দৈত্যের মায়ায় ভীত ও প্রতারিত হইও না। ধৈর্য্য ধারণ কর, যিনি প্রাণ দান করেন, তিনিই দন্ত দেন ও রুটিকা দান করেন। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর জীবিকা প্রেরণের ক্ষমতা রাখেন, তুমি আকুল হইও না। জড়ায়ু কোষে শিশুর রচনাকারী ঈশ্বরই জীবন ও জীবিকার লিপি কর।"

যে ব্যক্তি দাস ক্রয় করে, সে দাসকে প্রতিপালনও করিয়া থাকে। পরম প্রভু ঈশ্বর দাসের সৃষ্টি কর্ত্তা, তিনি কি প্রতিপালন কর্ত্তা নন? পার্থিব প্রভুর প্রতি দাসের যত দূর নির্ভর, স্বর্গীয় প্রভুর প্রতি হে মন! তোমার তত দূর নির্ভর নাই। যখন শিশুর অন্তর লোভ-মুক্ত থাকে, তখন তাহার নিকটে মুদ্রা মুষ্টি ও মৃত্তিকা মুষ্টি তুল্য। রাজ্যেশ্বরের উপাসক লোভী দরিদ্রকে এই সংবাদ দাও যে ধন স্বামী রাজা দরিদ্র প্রজা অপেক্ষা দীন। একটী তাম্র মুদ্রায় সাধু হৃদয় দরিদ্র এক রৌপ্য মুদ্রার কৃতার্থতা লাভ করে, কিন্তু সম্রাট্, ফরেদুঁ সুবিশাল আজম্ দেশ পাইয়াও কিয়ৎ পরিমাণে কৃতার্থ হইয়া ছিলেন কি না সন্দেহ। রাজ্যৈশ্বর্য্য রক্ষাতে বিপদ্, দরিদ্রই বাস্তবিক রাজা, যদিচ প্রকাশ্যে তাহার নাম দরিদ্র। যে দরিদ্রের অন্তরে স্বার্থ পরতার বন্ধন নাই, সে সেই রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যাহার মনে সন্তোষ নাই। এক জন পণ্য জীবি দরিদ্র জীর্ণ কুটিরে সপরিবারে এরূপ সন্তোষ ও তৃপ্তির সহিত নিশা যাপন করে, যে রাজা রাজ প্রাসাদোপরি তদ্রূপ সুখে নিদ্রা ভোগ করিতে পারেন না। রাজাই হউন, বা তন্তু ব্যবসায়ী দরিদ্রই হউন, নিদ্রায় সকলেরই রাত্রি প্রভাত হয়। যখন দেখ, ধনীর মস্তক অহঙ্কারে ঘূর্ণায়মান। তখন হে দরিদ্র! যাও, তুমি ঈশ্বরকেএই বলিয়া ধন্যবাদ কর যে তাঁহার অনুগ্রহে তোমার বল নাই যে তোমার হস্ত হইতে কাহার প্রতি অত্যাচার আসিতে পারে। ৯।

কোন তপস্বী পুরুষ দেহ পরিমাণ উচ্চ একটী তপস্যা কুটির নির্ম্মাণ

করিয়া বাস করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া কেহ তাঁহাকে বলিল "তুমি এতদপেক্ষা উত্তম গৃহ কেন প্রস্তুত করিলে না?" যোগী বলিলেন "উচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া কি করিব, আমার দিন যাপনের জন্য এরূপ গৃহই যথেষ্ট।"

প্রিয় দর্শন! স্রোতো মুখে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে যাইও না, তথায় কাহার গৃহ পূর্ণও দৃঢ় হইতে পারে না। বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও বিবেচনা সঙ্গত নহে যে পথি মধ্যে বণিক্ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে। ১০।

এক নরপালের যখন জীবন সূর্য্য অস্তগামী হইতেছিল, তখন স্বীয় বংশে কোন উত্তরাধিকারী ছিল না বলিয়া এক জ্ঞান-প্রবীণ গ্রাম্য প্রজাকে রাজ্য সম্পদ্ প্রদান করেন। সেই গ্রাম প্রান্ত নিবাসী জ্ঞানী পুরুষ যখন ঐশ্বর্য্যের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন, তখন আর নিভৃত দেশে চুপ করিয়া থাকিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। সিংহাসনে আরোহন করিলেন এবং সমন্তাৎ সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বীর পুরুষদিগের মন উৎসাহ-পূর্ণ হইল। তিনি মহাবাহু সংযোগান হইয়া উঠিলেন। রাজ্যের বিদ্রোহী লোকদিগের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক গুলি বিদ্রোহীকে সমুচিত শিক্ষা দান করিলেন। কিন্তু একদা এক দল শত্রু ঐক্য বন্ধনে সমবেত হইয়া তাঁহার দুর্গকে দৃঢ় রূপে আক্রমণ করিল। তাহাদের শর বর্ষণ ও প্রস্তর নিক্ষেপে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন এক জন ঋষির নিকটে লোক পাঠাইয়া নিবেদন করিলেন "নিতান্ত বিপন্ন হইয়াছি, আশীর্ব্বাদ দ্বারা সাহায্য করুন্, সকলযুদ্ধে অস্ত্র কার্য্যকর হয় না।" ঋষি ইহা শ্রবণে হাস্য করিয়া বলিলেন "অর্দ্ধ খণ্ড রুটিকায় তৃপ্ত হইয়া গ্রামপ্রান্তে সুখ নিদ্রা ভোগে কেন প্রবৃত্তি রহিল না। হে ধন দেবতার উপাসক! জান না কি যে নিভৃত স্থানে শান্তি ধন থাকে?" ১১।

যে ব্যক্তি আপনার অবস্থা ও জীবিকাতে ধৈর্য্য ধারণ করে না, সে ঈশ্বরকে জানিতে ও ধর্ম্ম সাধন করিতে পারে না। ধৈর্য্য দরিদ্র লোককে ধনবান্ করে, দ্বারে দ্বারে ভ্রমণকারী লোভীকে এই সংবাদ দান কর।

যদি তুমি বুদ্ধিমান্ বিবেচক হও, শরীর প্রিয় হইও না। যদি শরীর পরিপোষণে ব্যস্ত থাক, আপনার আত্মাকে বধ করিলে। সুবুদ্ধি লোক গুণের পোষক হন, শরীর প্রিয় লোকেরা গুণে পুস্ট হইতে পারে না। কে মানবীয় উচ্চ প্রকৃতিকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করে? যে নিকৃস্ট প্রকৃতি রূপ কুকুরকে পরাভব করিয়াছে। আহার নিদ্রা শুদ্ধ পশুর কার্য্য, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা বুদ্ধিজীবি মনুষ্যের কর্ত্তব্য নয়। ধন্য সেই ভাগ্যবান, যিনি প্রান্তিক দেশে থাকিয়া ঈশ্বর তত্ত্ব রূপ প্রাণের উপজীবিকা লাভ করেন। তাঁহাদিগের হৃদয়েই ঈশ্বর তত্ত্বের আলোক প্রকাশ পায়, যাঁহারা শারীরিক বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ের অধীন নন। অন্ধ যখন আলোক দেখিতে পায় না, তখন তাহার চক্ষে কি দানব কি গন্ধর্ব্বের মুখ উভয়ই তুল্য। তুমি এ জন্য আপনাকে কূপগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছ যে বর্ত্ম হইতে কূপকে চিনিয়া লইতে পার নাই। যদি পক্ষে লোভ শিলা বদ্ধ থাকে, তবে শ্যেন পক্ষী উন্নত আকাশে কি প্রকারে উড্ডীন হইবে? তাহার পক্ষকে লোভের হস্তাবলম্বন হইতে মক্ত কর, সে গগণ মণ্ডলের অলক্ষ্য স্থানে গমন করিবে। আপনার ভোগানুরাগ খর্ব্ব কর, তবে দেব প্রকৃতি ধারণ করিতে পারিবে। কখন কি আকাশে পশুর গতি হয়? সে ভূমি হইতে উন্নত আকাশে উঠিতে পারে না। প্রথমতঃ পশুভাব পরিত্যাগ কর, অতঃপর দেব প্রকৃতি সাধন কর। তুমি চঞ্চল অশ্বের উপর আরূঢ়, সাবধান! সে যেন তোমার কথার অবাধ্য না হয়; যদি তোমার হস্তের রাশ ছিন্ন করে, তোমাকে অধঃপাতিত করিয়া বিপন্ন করিবে। যদি মনুষ্যত্ব রাখ, পরিমিত জীবিকা ভোগ কর। ভোজ্য জাতে প্রপূর্ণ উদর মনুষ্য, আর শস্য পূর্ণ জালা প্রায় তুল্য। যেখানে লোভ রাশি, সে স্থানে কোথায় ঈশ্বর গুণ কীর্ত্তনের সমাবেশ, তথায় আত্মার দুর্গতি। দেহ পরিপোষক লোকেরা উচ্চ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। পূর্ণোদর লোক বুদ্ধি বিহীন হয়। কিছুতেই দুই চক্ষুঃ এবং উদর পূর্ণ হয় না। কুঞ্চিত অন্ত্র পুঞ্জকে শূন্য রাখাই শ্রেয়ঃ। ১২।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

স্বীকার্য্য।

সেনা দলের মধ্যে এক জন মহা সাহসী সুদক্ষ যোদ্ধা আমার বন্ধু ছিলেন। সর্ব্বদা তাঁহার হস্ত ও করবাল শোণিত রঞ্জিত থাকিত। অগ্নিতে ঝল্‌সিত আমিষ পিণ্ডের ন্যায় শত্রুর মন তাঁহাহইতে ঝল্‌সিত ছিল। এক দিনও এরূপ দৃষ্ট হয় নাই যে তিনি বাণাধার পৃষ্ঠে ধারণ করেন নাই, এবং তাঁহার বাণ মুখ অগ্নি বর্ষণ করে নাই। সেই বীর পুরুষের ভয়ে সিংহও বিকম্পিত হইত। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া শর নিক্ষেপ করিতেন, তাঁহার কোন সায়ক লক্ষ্য ভেদে বিফল হইত না। তিনি প্রত্যেক শরেই শত্রুর শরীর নিঃশংসয় বিদ্ধ করিতেন। কণ্টকাবৃত কুসুমের ন্যায় তাঁহার শরজালে শত্রুর চর্ম্ম ফলক আচ্ছন্ন থাকিত। তিনি ক্ষুদ্র বর্যাস্ত্র সকলে অরাতির শিরস্ত্রাণকে শিরোদেশের সহিত এরূপ বিদ্ধ করিতেন, যে মস্তক হইতে সেই উষ্ণিষকে প্রভেদ করা যাইত না। বোধ হইত যেন উভয়েই সংশ্লিষ্ট ভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছে। পতঙ্গ পাল দেখিলে চটক পক্ষী তাহার বিনাশের জন্য যেমন মত্ত হইয়া উঠে, তিনিও সংগ্রাম স্থানে শত্রু সেনা সংহারে তদ্রূপ প্রমত্ত হইতেন। যদি তিনি মহাবীর ফরেদুঁকে আক্রমণ করিতেন, ফরেদুঁ এরূপ অবকাশ পাইয়া উঠিতেন না যে অস্ত্র চালন করেন। সেই সংযুগীন পুরুষ বদ্ধ পরিকর হইয়া বীর পরাক্রমে পর্ব্বতকে বিচালিত করিতেন। তিনি বতর্জিন নামক বাণ বিশেষ দ্বারা কবচধারী প্রতিযোদ্ধার শরীর ভেদ করিয়া তাহার অশ্ব পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিতেন। মনুষ্যত্ব ও বীরত্ব বিষয়ে জগতে তাঁহার দ্বিতীয় আছে, এরূপ কেহ কখন শ্রবণ করেন নাই। আমার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, তিনি কখন আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। একদা অকস্মাৎ আমি দেশান্তরে যাত্রা করিলাম। তখন এরাকে * আর এক মুহূর্ত্তের জন্য থাকিতেও আমার মন সুখী ছিল না। আমি এরাক হইতে শ্যাম দেশে গমন করি, শ্যামের সুরম্য ভূমি হৃদয়কে

* ইস্পাহান সিরাজ প্রভৃতিকে এরাক কহে।

আকর্ষণ করে, কিছু দিন অন্তর শ্যামেতেও জীবিকা শেষ হইল, পুনর্ব্বার স্বদেশ গমনের আকাঙ্ক্ষা হইয়া উঠিল। ঈশ্বরেচ্ছায় এরূপ ঘটনা হইল যে আবার এরাকে উপস্থিত হইলাম। তথায় আসিয়া একদিন রজনীতে নানা বিষয়ে চিন্তা করিতেছি, ইতি মধ্যে হঠাৎ সেই গুণবান্ সৈনিক বন্ধু আমার স্মৃতি পথে উদয় হইলেন। তাঁহার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া মন চঞ্চল হইল। যে হেতু আমি চিরকাল তাঁহা হইতে প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি, প্রণয়ানুরোধেই আমাকে তাঁহার দর্শনও সম্মিলনের প্রার্থী করিল। তখন সেই বন্ধুকে দেখিবার জন্য ইস্পাহান্ নগরাভিমুখে গমন করিলাম। তথায় যাইয়া দেখিলাম যে সেই বন্ধুর আর যৌবন বল নাই, কাল বশে তিনি বার্দ্ধক্য লাভ করিয়াছেন। শরের ন্যায় যে তাঁহার সরল শরীর ছিল, তাহা ধনুকের ন্যায় বক্র হইয়াছে ; মুখ মণ্ডলের আরক্তিম রাগ, পীতাভা ধারণ করিয়াছে ; শুভ্রকেশ জালে তাঁহার মস্তক হিম শিলা মণ্ডিত গিরি শিখরের শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে। কাল তাঁহার উপর পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার বীরত্বের বাহু ভগ্ন করিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সিংহ বিজয়ী মহাবীর! এ কি ব্যাপার দেখিতেছি, বৃদ্ধ শশুকের ন্যায় যে তুমি জরা জীর্ণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ? বল তাতারের সেই মহা যুদ্ধের সম্বাদ কি?"

বন্ধু বলিলেন "তাতারের যুদ্ধেই বল বিক্রম বিসর্জ্জন করিয়া বসিয়াছি। সেনাময় রণ ভূমি নিবিড় অরণ্যের ন্যায় দেখাইয়াছিল। অগণ্য লোহিত পতাকা যোগে তাহাতে যেন অগ্নি জ্বলিতেছে বোধ হইয়াছিল। বীর দর্পে সংগ্রাম করিয়া ধূম পটলের ন্যায় ধূলি পুঞ্জে আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু সম্পাদ্ অনুকূল নয়, তাহাতে কি হইবে? আমি সেই ব্যক্তি ছিলাম যে যুদ্ধ কালে নিপুণতার সহিত বর্যাস্ত্রে শত্রুর অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় কাড়িয়া লইতাম। কিন্তু ভাগ্য প্রতিকূল হইল, শত্রু দল দ্বারা অঙ্গুরীয় আকারে আমি পরিবেষ্টিত হইলাম। তখন পলায়নকে কৃতার্থ মনে করিলাম। এমত অবস্থায় সংগ্রাম করা, না, ঈশ্বরের বিধির সঙ্গে বল প্রয়োগ করা। যখন দৈব অনুকূল নয়, তখন দুর্ভেদ্য বর্ম্মও লৌহময় শিরস্ত্রাণে আমার কি আনুকূল্য হইবে। বিজয়ের

চাবি যদি হস্তে না থাকে, শুদ্ধ বলের দ্বারা বিজয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করা যায় না। এক দল মহা বিক্রমশালী অশ্বারূঢ় অরাতি-সৈন্য আমার নিকট প্রকাশ পাইল, তাহাদের মস্তক অবধি অশ্ব ক্ষুর পর্য্যন্ত লৌহময় কবচে আবৃত ছিল। যখন এই সকল তাতারীয় সৈন্য সম্মুখে দর্শন করিলাম, তৎক্ষণাৎ বর্ম্মকে পরিচ্ছদ, লৌহ মুকুটকে শিরস্ত্রাণ করিয়া লইলাম। আরবীয় রণ তুরঙ্গমকে মেঘের ন্যায় চালনা করিলাম, বারি-বৃষ্টিবৎ ইতস্ততঃ অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলাম। উভয় সৈন্য দলে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মেঘের শিল বর্ষণের ন্যায় বাণ বৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে মৃত্যুর ঝড় উত্থিত হইল। রণ ব্যাঘ্র-দিগকে শিকার করিবার নিমিত্ত যেন যুদ্ধ জাল রূপ অজগর সকল মুখ ব্যাদান করিয়া রহিল। ধূলি রাশিতে ভূমণ্ডল নভো মণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। তাহাতে অগণ্য কৃপাণ ও লৌহ মুকুটের জ্যোতিঃ নক্ষত্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। অসি চর্ম্ম হস্তে পদব্রজে দুর্জ্জয় সাহসের সহিত অরি চক্রে প্রবেশ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিলাম। মনুষ্যের বাহু কত দূর বল করিবে, যদি ঈশ্বরানুকূল্য রূপ বাহু অনুকূল না হয়। বীর পুরুষের অসির কিছুই ক্ষমতা থাকে না, যদি ভাগ্য অপ্রসন্ন ও বিবাদী হয়। আমাদের একটী সৈন্যও শোণিতাক্ত কলেবর না হইয়া রণভূমি হইতে বাহির হইল না। ত্বক্ আবৃত দাড়িম্বের বীজ পুঞ্জের ন্যায় আমরা দলবদ্ধ ও একত্র ছিলাম, এই ক্ষণ মহা আঘাত পাইয়া ইতস্ততঃ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িলাম। ক্ষীণ বল হইয়া পরাস্ত হইলাম। ঈশ্বরেচ্ছা রূপ বাণের সম্মুখে চর্ম্ম ফলক ধারণ করা কিছুই নয়।” ১

উদরের বেদনায় কোন বীরপুরুষের নিদ্রা হইয়াছিল না। সে দ্রাক্ষা শাক ভক্ষণ করিয়াছিল। তাহার নিকটে এক জন চিকিৎসক ছিলেন, তিনি বলিলেন “দ্রাক্ষা পল্লব ভক্ষণ করিয়া এক রাত্রি বাঁচিয়া থাকাই আমি আশ্চার্য্য মনে করি। অজীর্ণকর অপথ্য দ্রব্য ভক্ষণ করা অপেক্ষা তাতার দেশীয় সুতীক্ষ্ণ বাণ বক্ষে বিদ্ধ করাও ভাল। একটী গ্রাসপিণ্ড বিশেষ পাকাশয় দূষিত করিয়া তৎক্ষণাৎ জীবন বিনাশ করে” ঘটনা এরূপ হইল

য়ে সেই রাত্রিই চিকিৎসকের মৃত্যু হয়, এই ব্যাপরের পর বীর পুরুষ চল্লিশ বৎসর জীবিত থাকে। ২

একটী উদ্যান স্বামীর গর্দ্দভের মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি খোর্ম্মা ও দ্রাক্ষা-ফলে লোকের কুদৃষ্টি না হয় এই কল্পনায় সেই গর্দ্দভের মস্তককে উদ্যান পার্শ্বে দীর্ঘ কাষ্ঠ খণ্ডোপরি বাঁধিয়া নিশানের ন্যায় করিয়া রাখিলেন। একদা কোন বহুদর্শী বৃদ্ধ তথায় উপস্থিত হন, তিনি তাহা দেখিয়া হাস্য করিয়া উদ্যান কর্ত্তাকে বলিলেন, "প্রিয় দর্শন! তুমি মনে করিওনা যে গাধার মস্তক লোকের কুদৃষ্টি নিবারণ করিবে, এ যখন জীবিত ছিল, আপনার মস্তক ও দীর্ঘ কর্ণ দ্বারা লগুড়ের আঘাত বারণ করিতে পারে নাই, এইক্ষণ তো মৃত। ভিষক্ নিজে রোগে মরেন, তিনি অন্যকে কি রোগ-মুক্ত করিবেন।" ৩

এক ব্যক্তি আপন পুত্রকে প্রহার করিতেছিল। পুত্র বলিল "পিতঃ! আমি নিরপরাধী মারিও না, অন্য লোক হইতে আঘাত পাইয়া তোমার নিকটে রোদন করিতে হয়। যখন তুমি আঘাত কর, তখন আর উপায় কি?" জ্ঞানী লোকেরা অন্যত্র ব্যথা পাইয়া ঈশ্বরের নিকটে অভিযোগ করেন, ঈশ্বরের হস্ত হইতে যে প্রহার আসে, তাহা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতেই হয়। ৪

শ্রুত আছি, এক শ্যেন পক্ষী এক আতায়ী পক্ষীকে এরূপ বলিয়াছিল যে আমার ন্যায় কাহার সুতীক্ষ্ণ দূর দৃষ্টি নয়। আতায়ী বলিল "শুদ্ধ কথায় ক্ষান্ত থাকা যায় না, পরীক্ষা করা যাউক, আমার সঙ্গে উপরে আসিয়া মাঠে কি আছে, বল।" প্রায় এক দিনের পথ ঊর্দ্ধ হইতে শ্যেন অধোদৃষ্টি করিয়া বলিল, ঐ স্থানে প্রান্তরে গোধূম কণিকা দেখিতেছি, যদি তোমার বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় কর, আতায়ী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শ্যেনের সঙ্গে নিম্নে নামিয়া আসিল, যখন শ্যেন ভূমিতে অবতরণ করিয়া চঞ্চুপুটে সেই শস্য কণিকা গ্রহণ করিবার উপক্রম করিল, তৎক্ষণাৎ

জালে বদ্ধ হইয়া পড়িল। গ্রীবা জালে বাঁধা, যব কণা গিলিবার শক্তি হইল না।

আতায়ী শ্যেনকে বলিল "দূর হইতে তোমার গোধূম কণিকা দর্শনে কি ফল, যখন শত্রুর জাল দেখিবাব শক্তি রাখ না। জালে বদ্ধ শ্যেন উত্তর করিল, "দৈব ঘটনার প্রতি কাহার ক্ষমতা নাই।

যখন মৃত্যু সেই পক্ষীকে সংহারের জন্য হস্ত প্রসারণ করিল, দৈব তাহার সূক্ষ্মদর্শী চক্ষুঃ বদ্ধ করিয়া দিল। ৫

একদা এক উষ্ট্র শাবক স্বীয় মাতাকে বলিয়াছিল যে মাতঃ! দীর্ঘ পর্য্যটনের পর একবার বিশ্রাম করিও। উষ্ট্রজননী বলিল "বৎস! যদি নাসিকা রজ্জু আমার আয়ত্তাধীন থাকিত, তাহা হইলে কেহ আমাকে উষ্ট্রশ্রেণীতে ভার বহন করিতে দেখিতে পাইত না। প্রবল ঝটিকা পোত যথা ইচ্ছা লইয়া যাইবে, পোতস্বামী ক্রন্দন করিয়া কি করিবেন। ৬

এক ব্যক্তি যখন লোক রঞ্জনানুরোধে সমুদায় যামিনী উপাসনা করিল, তখন এক তপস্বীপুরুষ তাহাকে কি বলিয়াছিলেন, জান? বলিয়াছিলেন "ভ্রাতঃ! যাও, সত্যের দ্বার অন্বেষণ কর। এরূপ অনুষ্ঠানে তুমি লোকের নিকটে উপকাব পাইবে না, যাহারা তোমার আচরণকে প্রশংসা করে, তাহারা এ পর্য্যন্ত তোমার বাহ্য মূর্ত্তি দেখিয়া প্রতারিত আছে। তুমি যাহা, তাহাই প্রকাশ কর।"

পরিচ্ছদের ভিতরে প্রকৃত মূর্ত্তি গোপন রাখিয়া গন্ধর্ব্বের ন্যায় সুন্দর মুখ প্রদর্শনে কি লাভ? কুৎসিত মুখের উপর যে আচ্ছাদন আছে, তাহা উন্মোচন কর। প্রতারণা করিয়া কেহ অধিক দিন পার পাইতে পারে না। ৭

নিষ্কাম তপঃসাধনই শ্রেষ্ঠ, অন্যথা শস্য বিহীন খোসার ন্যায় তাহাতে কিছুই ফলোদয় হয় না। লোকানুরাগ আকর্ষণের জন্য বক্ষে সন্ন্যাসীর দেল্ক (পরিচ্ছদ বিশেষ) ধারণ কর, বা অগ্নি উপাসকের ন্যায় উপবীত স্কন্ধে

বহুন কর সমুদায়ই নিষ্ফল। বলিতেছি, তুমি আপনার মহত্ত্ব বাহ্যে প্রদর্শন করিও না। যদি পুরুষত্ব প্রকাশ কর, তবে অন্তরে ক্লীব থাকিও না। আপনি যে প্রকার, সে প্রকার বাহিরে দেখাও ক্ষতি নাই। যে স্বীয় প্রকৃতভাব প্রকাশ করে, সে কখন লজ্জিত হয় না। মনে রাখিও যখন কপটতার সুন্দর আচ্ছাদন উন্মোচিত হয়, তখন শরীরের জীর্ণ বস্ত্র প্রকাশ পাইয়া পড়ে। যদি তুমি বামন বট, কাঠের পা বাঁধিয়া উচ্চ হইতে চাহিও না। তদ্রূপ করিয়া কেবল অবোধ বালকদিগের চক্ষুঃভ্রম জন্মাইতে পারিবে। অজ্ঞ লোকেরাই নিকৃষ্ট ধাতু মিশ্রিত রৌপ্যকে অকৃত্রিম বলিয়া আদর করিতে পারে। তাম্রের উপর সোণার হল করিও না, বিজ্ঞ লোকে সামান্য মূল্যেও তাহা গ্রহণ করিবে না। যখন অগ্নিতে সেই কৃত্রিম বস্তুকে পরীক্ষা করিবে, তখন স্বর্ণ না তাম্র প্রকাশ পাইয়া পড়িবে। ৮

এক ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে ভাল কথা বলিয়াছিল "প্রিয়ে! যখন ঈশ্বরের হস্ত কুৎসিত করিয়া তোমার মুখ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তখন আর অঙ্গ রাগ লেপন করিয়া তাহাকে সুন্দর করিবার চেষ্টা করিও না।"

কে, বল দ্বারা কান্তি সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে? অঞ্জন দ্বারা কে অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করিতে পারিয়াছে? রোম এবং ইয়ুনান দেশীয় সমুদায় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সম্মিলিত হইয়াও জকুম নামক তিক্ত তরু-হইতে মধু নিঃসারণ করিতে পারে না। পশু কখন মনুষ্য হয় না। এ-বিষয়ে চেষ্টা যত্ন কর, বিফল হইবে। দর্পণের মলিনতা দূর করিতে পার, কিন্তু প্রস্তরকে দর্পণ করিতে পারিবে না, অশেষ প্রয়াস পাইলেও ঝাউ তরুকে পুষ্প বান্ দেখিবে না। এক জন হাব্সিকে প্রক্ষালন করিয়া শুভ্র করিতে পারিবে না, যখন ঈশ্বরের ইচ্ছারূপ বাণকে প্রতিরোধ করা যায় না, তখন দাসের স্বীকার ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ৯

সপ্তম অধ্যায়।

রাজনীতি।

এক রাজা সামান্য স্থূল বস্ত্রের পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন, তাহাতে কেহ তাঁহাকে বলিয়াছিল "তুমি অতুল ধনশালী ভূপতি, রত্নাদি খচিত কৌষেয় বস্ত্র পরিধান করা তোমার কর্ত্তব্য। স্বল্প মূল্যের সামান্য বসন তোমাকে শোভা পায় না।"

নৃপাল বলিলেন, "এবম্বিধ বসনেই আরাম, এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধানে বৃথা ঐশ্বর্য্যাড়ম্বর ও সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করা মাত্র। আমি কি এ জন্য প্রজা হইতে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া থাকি যে তদ্দ্বারা স্বীয় বসন ভূষণের শোভা বৃদ্ধি করিব? যদি বিলাসিনী যুবতীর ন্যায় বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে দেহের সজ্জা করিতে থাকি, তাহা হইলে বীর পরাক্রমে শত্রুর আক্রমণ হইতে কি প্রকারে রাজ্য রক্ষা করিব? আমি ঐশ্বর্য্যবলে অশেষ সুখ সম্ভোগ করিতে পারি, কিন্তু এ ঐশ্বর্য্য আমার নিজের নয়। আমার ধনাগার প্রকৃতিকুলের প্রাণ রক্ষা ও তাহাদের শান্তি সুখের জন্য, আমার বেশ ভূষার নিমিত্ত নয়।"

যে রাজা সুখভোগে মত্ত, তিনি স্বীয় রাজ্য সংরক্ষণে দৃষ্টি করেন না। যদি শত্রু আসিয়া প্রজার পশু হরণ করে, তবে রাজা কি জন্য কর গ্রহণ করিয়া থাকেন। দস্যু প্রজার গোধন অপহরণ করিল, রাজাও রাজস্ব লইলেন এরূপ রাজার সিংহাসন ও মুকুটের গৌরব কি? দুঃখী প্রজার শ্রমার্জ্জিত ধন গ্রহণে স্বয়ং সুখভোগ করা রাজার কর্ত্তব্য নয়। অধম পাখীই পিপালিকার মুখ হইতে শস্য কণিকা কাড়িয়া খায়। প্রজা বৃক্ষের ন্যায়, যদি যত্ন পূর্ব্বক পালন কর, তাহাতে অনেক সুফল দেখিবে। নিষ্ঠুর হইয়া তাহার মূল উৎপাটন করিও না। অত্যাচারী দুঃখ প্রাপ্ত হয়, পরে খেদ করে। কোন্ রাজা স্বীয় যৌবন ও ভাগ্যের ফল ভোগ করিয়া থাকেন? যিনি দুর্ব্বলকে উৎপীড়ন করেন না। যদি এক জন দুর্ব্বল প্রজা প্রপীড়িত হয়, স্থির জানিও সে ঈশ্বরের নিকটে অভিযোগ করিবে। ১

একদা সম্রাট্ দারা মৃগয়াভূমিতে অনুজীবিগণ হইতে দূরে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে একাকী দেখিয়া একজন অশ্বপালক নিকটে দৌড়িয়া আসিল। রাজা চিনিতে না পারিয়া শত্রু ভাবিয়া তাহার প্রতি শর সন্ধানে উদ্যত হইলেন।

অরণ্যে শত্রুর ভয় আছে, গৃহেই পুষ্প কণ্টক শূন্য।

রাজাকে শরসন্ধানে সমুদ্যত দেখিয়া অশ্বপালক আতঙ্কে চীৎকার করিয়া বলিল "মহারাজ! আমি শত্রু নই, বধ করিবেন না। আমি মহারাজের ঘোটকবৃন্দ প্রতিপালন করিয়া থাকি, এখানে অশ্ব চরাইতে আসিয়াছি।"

ইহা শুনিয়া রাজার অন্তঃকরণ সুস্থির হইল। তিনি সস্মিত বদনে বলিলেন "রে নির্ব্বোধ! রাজ সমীপে কি ভাবে আসিতে হয় জানিস্‌নে, যাহাহউক আজ তোর প্রতি দেবতা প্রসন্ন ছিলেন। আমি তোকে লক্ষ্য করিয়াই ধনুতে গুণ আকর্ষণ করিয়াছিলাম।"

অশ্বপালক সহাস্য মুখে নিবেদন করিল "মহারাজ! অনুকূল ব্যক্তির নিকটে শুভ ইচ্ছা গোপন রাখা উচিত নহে, তজ্জন্যই বলিতেছি। নরপতি শত্রু মিত্র প্রভেদ করিতে পারেন না, ইহা চরিত্রের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ নয় এবং এ কার্য্যটী প্রশংসনীয় নয়। উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির উচিত যে প্রত্যেক ক্ষুদ্র অনুজীবীর পরিচয় রাখেন। মহারাজ আমাকে অনেক দিন রাজ সভায় দেখিয়াছেন, অশ্বযূথের ও পশুচারণ ভূমির অবস্থা স্বয়ং আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অদ্য আমি মহারাজকে অরণ্যে একাকী দর্শন করিয়াই অনুরাগভরে দৌড়িয়া আসিয়াছি। আশ্চর্য্য! আমাকে মিত্র বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। হে গৌরবান্বিত নরপাল! আমি একটী অশ্বকে লক্ষ অশ্বের ভিতর হইতে চিনিয়া লইতে পারি। বুদ্ধি ও বিবেচনা কৌশলে আমার অশ্ব রক্ষকতার কার্য্য চলিতেছে, আপনি স্বীয় প্রকৃতিপুঞ্জ রক্ষাতে সুনিপুণ থাকুন।"

পশুপালক অপেক্ষা যে রাজ্যের রাজার দৃষ্টি ক্ষীণ, বিপদ্ উপস্থিত হইয়া সেই রাজাকে অচিরেই শোকগ্রস্ত করে। ২

নরপাল আব্‌দুল আজিজের অঙ্গুলিতে একটী মণি সংযুক্ত অঙ্গুরীয় ছিল।

সেই মাণিক্য অতি উজ্জ্বল, অনুপম সুন্দর ও অমূল্য ছিল। এক বৎসর তাঁহার রাজ্যে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, লোকের ভাগ্যরূপ. পূর্ণ চন্দ্র নব শশাঙ্কের ন্যায় ক্ষীণ হইয়া যায়। রাজা যখন দেখিলেন যে অন্নাভাবে প্রজা বৃন্দের সুখ সচ্ছন্দতা, শারীরিক সামর্থ্য বিলুপ্ত হইয়াছে, তখন স্বয়ং সুখ সম্ভোগে দিন যাপন করা মনুষ্যত্ব মনে করিলেন না। অন্যে বিষপান করিতেছে, তাহা দেখিয়া কি হৃদয়বান্ ব্যক্তি মুখে অমৃত বারি প্রদান করিতে পারে? অনাথ দুঃখীদের দুরবস্থা দেখিয়া রাজার দয়া হইল, তিনি সেই অঙ্গুরীয়স্থ রত্ন বিক্রয়ে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া দরিদ্র প্রজাদিগকে বিতরণ করিলেন। সপ্তাহ কাল সেই রত্ন লব্ধ ধনে দীন প্রজাগণ আহার পাইল।

এই ব্যাপার দেখিয়া কেহ রাজাকে এই বলিয়া অনুযোগ করিল যে এ কি করিলে? এ প্রকার মাণিক্য আর কি তোমার হস্তগত হইবে? ইহা শ্রবণে রাজা অশ্রু বর্ষণ করিলেন, দয়াশ্রু বর্ষণে তাঁহার মুখমণ্ডল অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ হইল। তিনি বলিলেন "নগরের লোক অন্নাভাবে মুমূর্ষু, ধিক্ এই অবস্থায় রাজা রত্নাভরণ ধারণ করিবেন। আমার অঙ্গুরীয় চিরকাল মাণিক্য শূন্য থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি প্রজার কষ্ট দেখিতে চাহি না।

সহৃদয় মহাজন লোকেরা নর নারীর সুখ সাস্থ্য, আপন সুখ সচ্ছন্দতা অপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয় মনে করেন। জ্ঞানী লোকেরা অন্যের দুঃখ দেখিয়া নিজে সুখী থাকিতে ইচ্ছা করেন না। রাজা যদি রাজ প্রাসাদে সুখ সুপ্তি ভোগ করেন, আমি বোধ করি না তাহা হইলে দরিদ্র সুখে নিদ্রা যায়। যদি তিনি দীর্ঘ যামিনী উন্নিদ্র থাকেন, তাহা হইলেই প্রজা বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতে পারে। ৩

যখন নরপাল তক্‌লা সিংহাসনারূঢ় ছিলেন, তখন তাঁহার রাজ্য মধ্যে কোনরূপ অত্যাচার ছিল না। যদিচ তিনি প্রেম ও ন্যায়েতে প্রজা পালন করিয়া সর্ব্বত্র শান্তি বিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের অন্তরে শান্তি পাইতেছিলেন না। একদা তিনি এক তপস্বী পুরুষকে বলিলেন "আমার জীবন কাল বিফলে গত হইল, রাজসিংহাসন, উচ্চপদ রাজৈশ্বর্য্য কিছুই

থাকিবে না ঋষি ব্যতিরেকে কেহ ইহলোক হইতে ধন সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইতে পারে না। ইচ্ছা করিয়াছি যে সর্ব্বত্যাগী হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বর সাধনা করিব, যে কয়েক দিন জীবিত থাকিব, তাহাতেই নিযুক্ত থাকিব।”

ইহা শুনিয়া ঋষিপুঙ্গব কিঞ্চিৎ অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া বলিলেন “রাজন্! প্রজার সেবা করাই তোমার ধর্ম্ম ও নিয়তি। তস্‌বি নামক জপ মালা হস্তে, দেল্‌ক্ নামক সন্ন্যাসীর বস্ত্র বিশেষ শরীরে, সজ্জাদা নামক পূজাসন কক্ষে ধারণ করা তোমার কর্ত্তব্য নয়। তুমি রাজ সিংহাসনে স্থিতি কর, নির্ম্মল প্রকৃতিতে সন্ন্যাসী থাক। ধার্ম্মিকতা ও শীলতার বস্ত্র পরিধান কর। জিহ্বাকে অন্যায় অঙ্গীকার ও অসত্য হইতে নিবৃত্ত রাখ। রাজ পরিচ্ছদ রাখিয়া অন্তরে দেলক পরিধান কর, ধর্ম্ম জীবন পালন কর।” ৪

রোমের বৃদ্ধ সম্রাট্ এক ধর্ম্ম পরায়ণ জ্ঞানবান্ লোকের নিকটে এই বলিয়া খেদ করিয়াছিলেন “শত্রুর আক্রমণে আমার বীর্য্য সামর্থ্য বিচূর্ণ হইয়াছে, এই দুর্গ এবং এই নগর ব্যতীত অন্য কিছুই অধিকারে নাই। অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, যাহাতে আমার লোকান্তর গমনের পর আমার পুত্র সম্রাট্ হয়। কিন্তু এই ক্ষণ দুরাচার শত্রু প্রবল হইয়াছে, আমার সাহস বিক্রমের বাহু ভগ্ন করিয়াছে। বল, এই অবস্থায় কি প্রকার যত্ন ও উপায়ের অনুসরণ করি? শোক ভারে আমার শরীর মন অবসন্ন হইয়া পড়িল।”

ইহা শুনিয়া জ্ঞানী মহাজন কিঞ্চিৎ বিরক্তির ভাবে বলিলেন “এ বিষয়ে এ প্রকার খেদের তাৎপর্য্য কি? তোমার এবম্বিধ বুদ্ধি বিবেচনার উপর খেদ করা কর্ত্তব্য। রাজ্যের জন্য কেন? নিজের জীবনের জন্য তুমি শোক কর। জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কি আছে? ধন সম্পত্তি যাহা আছে, তোমার জীবন বাঁচাইবার জন্য তাহাই যথেষ্ট। যখন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, তখন রাজ্যে অন্য জনের অধিকার। তোমার পুত্র জ্ঞানবান্ হউক বা নির্ব্বোধ, তাহার জন্য ভাবিও না, সে আপনার

বিষয় আপনি ভাবিবে। এই কয়েক দিনের জীবনকে অভিমানে মত্ত হইয়া নষ্ট করিও না। প্রস্থানের আয়োজনে প্রবৃত্ত থাক। বল, আজম দেশীয় অত্যাচার পরায়ণ অহঙ্কারী সম্রাট্দিগের মধ্যে কে সিংহাসনচ্যুত হয় নাই? ঈশ্বরের রাজ্য এক মাত্র অবিনশ্বর। এই পৃথিবীতে কাহার চিরকাল থাকিবার আশা নাই। পৃথিবী চির জীবনের স্থান নয়। কাহার সম্পদ্ ঐশ্বর্য্য স্থিরতর থাকে না, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহা উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হয়। যাহা হইতে হিতানুষ্ঠান হইয়াছে, তাঁহারই আত্মাতে চিরকাল ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বারি বর্ষণ হইয়া থাকে। যে মহাপুরুষ সৎকার্য্যে খ্যাতি রাখিয়াছেন, বলা যাইতে পারে, তিনিই ঋষিদিগের সঙ্গে জীবিত আছেন। পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, প্রজা হিত রূপ বৃক্ষ পালন কর, নিঃসন্দেহ শুভফল ভোগ করিতে পারিবে। প্রজার হিত সাধন কর, কল্য বিচার হইবে। প্রজা পরায়ণতার অনুরূপ উন্নত পদ লাভ করিতে পারিবে। এক ব্যক্তি পরোপকারের পথে দ্রুত পদে চলিতেছে, ঐ দেখ তাহার জন্য ঈশ্বরের মন্দিরে উচ্চ স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। অন্য জন তাহার পশ্চাতে বহু দূরে পড়িয়া আছে। লজ্জায় সে বদন আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। ছাড়িয়া দাও, তাহাকে অনুতাপের যাতনা সহ্য করিতেই হইবে। যে হেতু এরূপ উষ্ণ চুল্লী রাখিয়াও সে রুটী প্রস্তুত করে নাই। শস্য সংগ্রহের কালে জানিবে যে বীজ বপন না করা কত দূর মূর্খতা। ৫

শ্যাম দেশের এক নিভৃত পর্ব্বত গহ্বরে 'ঈশ্বর প্রেমিক' নামক এক সন্ন্যাসী অবস্থিত ছিলেন। তিনি কাহার দ্বারে কখন গমন করিতেন না, অনুক্ষণ সেই গিরি গুহাতে থাকিতেন, কি রাজা কি ধনবান্ লোক, সকলে আসিয়া তাঁহার দ্বারে মস্তক নত করিতেন।

পুণ্যবান্ মহর্ষি লোক ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা ধনোপার্জ্জনের লোভ পরিত্যাগ করেন। যদি মন প্রতি মুহূর্ত্ত 'ধন দেও' বলে, তাহা হইলে তপোব্রতে বিরত হইয়া গ্রামে গ্রামে হীন বেশে ভ্রমণ করিতে হয়।

যে প্রদেশে সেই মহর্ষি বাস করিতেছিলেন, তথায় এক অত্যাচারী স্বামী ছিল। কোন দুর্ব্বলই তাহার উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইত না।

সে নির্ভীক, মূর্খ, নির্দ্দয়, পাপাচারী ছিল। তাহার তীব্র অত্যাচারে জগতে হাহাকার রব উঠিয়াছিল। অনেকে উৎপীড়ন যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া দেশত্যাগী হয় ও সর্ব্বত্র তাহার অপযশ ঘোষণা করে।

যে স্থানে প্রপীড়ন বাহু প্রসারিত হয়, সে স্থানে কাহার মুখে হাস্যের প্রভা দেখিতে পাওয়া যায় না।

কখন কখন সেই অত্যাচারী রাজা উক্ত সন্ন্যাসীর নিকটে আসিত। ঈশ্বরপ্রেমিক তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতেন না। একদা সেই পাষণ্ড ভূপতি বলিল, "মহর্ষে! অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া আমা হইতে মুখ ফিরাইও না। জানিও তোমার প্রতি আমার প্রেমানুরাগ আছে। বল, আমার সঙ্গে তোমার শত্রুতা কি জন্য? আমি এক জন 'প্রধান রাজা' এরূপ বলি না। কিন্তু পদগৌরবে এক জন সন্ন্যাসী অপেক্ষা নিকৃষ্ট নই। আমি আপন গৌরবের কথা কিছু বলিতেছি, এ প্রকার মনে করিও না। তুমি অন্য লোকের সঙ্গে যেরূপ আচরণ কর, আমার সঙ্গেও তদ্রূপ কর ইহাই চাহি।"

সন্ন্যাসী এই কথা শুনিয়া বিষণ্ণ বদনে বলিলেন "তোমার এই শরীর-হইতে প্রজাপীড়ন হয়, ইহাকে আমি প্রেম করিতে পারি না। তুমি আমার প্রেমাস্পদ বন্ধুদিগের শত্রু, তোমাকে বন্ধুর স্থানে কি প্রকারে গণ্য করিব? যদি এই অবস্থায়ও তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুতা হয়, তাহাতে কিছুই ফল নাই, যেহেতু ঈশ্বর তোমাকে শত্রু জানিয়াছেন। আমার পৃষ্ঠচর্ম্ম উৎপাটিত হইলেও আমি সেই পরম বন্ধুর শত্রুকে বন্ধু বলিব না।" ৬

পাশ্চাত্য দেশের এক রাজার বল বিক্রমশালী দুই পুত্র ছিল। ভূপতি উভয় রাজকুমারকে বয়ঃপ্রাপ্ত দেখিয়া পরস্পর বিবাদ কলহ না হয়, এজন্য দুই পুত্রকেই তুল্যাংশে রাজ্যের উত্তরাধিকারী রূপে স্থির করেন। ইহার কিছু দিন পরে নরপালের জীবন রজ্জু ছিন্ন হয়, মৃত্যু তাঁহার কর্তৃত্বের হস্ত বন্ধন করে। পিতৃ নির্দ্দেশ অনুসারে তখন দুই রাজকুমারই রাজ্যাধিপতি হন। রাজ্যের অর্দ্ধাংশ এক এক জনের শাসনাধীন হয়। তখন দুই জন পরস্পর

বিরোধীমার্গ অবলম্বন করিয়া আধিপত্য আরম্ভ করেন। এক জনে সুবিচারের পথ আশ্রয় করিলেন যে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিবেন, অন্য জন অত্যাচারের পথে চলিল যে বিপুল ধন সংগ্রহ করিবে। এক জন দয়া প্রকৃতির অনুগামী হইয়া অনাথ দরিদ্রদিগকে দান করিতে লাগিলেন, স্থানে স্থানে পান্থশালা, অনাথ নিবাস নির্ম্মাণ করিলেন, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন বিতরণ করিতে লাগিলেন এবং দয়াদাক্ষিণ্যে সেনাবৃন্দকে বাধ্য ও সন্তুষ্ট রাখিলেন। লোকে আনন্দ উৎসবের সময় যেরূপ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি প্রজা রঞ্জনানুরোধে ধনাগারের দ্বার মুক্ত করিয়া রাখিলেন। তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্র হর্ষধ্বনি আকাশ ভেদ করিতে লাগিল। প্রকৃতিপুঞ্জ এই সাধুচরিত্র পুণ্যবান্ রাজার একান্ত বশীভূত হইল। আপামর সাধারণ সকল লোক সর্ব্বদা তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল। তদীয় সুশাসন প্রভাবে ধনবান্‌গণ স্ব স্ব ধনসম্পত্তি সংরক্ষণে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইল। তাঁহার রাজ্যাধিকারে কণ্টকের আঘাত দূরে থাকুক, কুসুমের আঘাতও কাহার হৃদয়ে সহ্য করিতে হয় নাই। তিনি আপন গুণগ্রামে ও শাসন প্রভাবে রাজন্যবর্গের প্রতি অপ্রতিহত প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন, সামন্তকুল সকলেই তাঁহার অধীনতা ও বাধ্যতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল।

দ্বিতীয় কুমারের সম্পত্তি বৃদ্ধির প্রতি অনুরাগ হইল, সে অসঙ্গত কর ভার প্রজার উপর স্থাপন করিল, বণিক্ সম্প্রদায়ের ধনে লোভী হইল, উপায় হীন দুর্ব্বল লোকদিগকে বিপদ্ গ্রস্ত করিতে লাগিল। সেই দুরাত্মাকে কেবল অর্থ গৃধ্নু বলিতেছি না, প্রকৃত পক্ষে সে নিজেই নিজের শত্রু ছিল। প্রচুর ধন সংগ্রহের আশায় দানোপ্‌ভোগ কিছুই করিল না। হায়!! সে কি অসৎ কর্ম্মই করিয়াছিল। এক দিকে সে যেমন অন্যায়াচার ও ব্যয়-কুণ্ঠতায় সম্পত্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল, অন্য দিকে নিপীড়িত সৈন্য সামন্তগণ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। অত্যাচার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ীগণ তাঁহার রাজ্যে গমনাগমন ও ক্রয় বিক্রয় রহিত করিল। প্রজাকুল বিনষ্ট হইল, কৃষি ক্ষেত্র সকল পতিত রহিল, সম্পদ্ যেমন তাহার প্রতি অপ্রসন্ন হইল, এদিকে প্রবল শত্রুও আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। কালের প্রতিকূলতায় সে দুরাত্মা যে কেবল

সমূলে বিনষ্ট হইল তাহা নয়, শত্রু সৌন্যের অশ্ব ক্ষুরের আঘাতে তাহার রাজ্যও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

যে চঞ্চল প্রকৃতি অমিতাচারী,সে কাহার নিকটে সাহায্য চাহিবে? যখন প্রজা পলায়ন করিল, তখন কাহা হইতে রাজস্ব আদায় করিবে? যাহার উপর লোকের অভিসম্পাত, সেই দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ড কি কল্যাণের প্রত্যাশা করিতে পারে? প্রথম হইতেই সেই দুরাচার হিতৈষী লোকের উপদেশ গ্রাহ্য করে নাই। সহৃদয় লোকে সেই সাধু রাজাকে কি বলিয়াছিলেন? বলিয়াছিলেন "তুমি ফল ভোগ করিতে থাক, তোমার অত্যাচারী ভ্রাতা বঞ্চিত রহিল, তাহার মনের ভাব কলঙ্কিত,শাসনোপায় অতি শিথিল, অত্যাচারই তাহার জীবনের কার্য্য।" ৭।

এরূপ শুনা গিয়াছে যে একদা নদীকুলে এক নর কপাল কোন সন্ন্যাসীর সঙ্গে এই প্রকার আলাপ করিয়াছিল। "আমার দুর্দ্দান্ত প্রতাপ ছিল, রাজ মুকুটে আমি শোভিত ছিলাম, ভাগ্য অত্যন্ত অনুকুল ছিল, আমি বাহু বলে এরাক রাজ্যের ঐশ্চর্য্য সম্পদ্ গ্রহণ করি, অবশেষে ক্রিমিয়া নগর অধিকারের উদ্যোগ করিতে স্বয়ং কৃমিকুল দ্বারা অধিকৃত হই।"

কর্ণ কুহর হইতে কার্পাস পিণ্ড বাহির কর, শবের নিকটেও অনেক উপদেশ শ্রবণ করিতে পারিবে। ৮।

একদা এক অত্যাচারী রাজ পুরুষ কূপে নিপতিত হইয়াছিল। তাহার তৎকালীন উচ্চ আর্ত্তনাদ ব্যাঘ্রের নিনাদকে পরাজয় করিয়াছিল। অহিতাচারী লোক অহিত ব্যতীত হিত দেখিতে পায় না। রাজ পুরুষ কূপে পতিত হইয়া আপন অপেক্ষা নিরাশ্রয় দুর্ব্বল আর কাহাকেও বোধ করিল না। সমুদয় রাত্রি চীৎকার করিয়া আকাশ ভেদ করিল, কেহ তাহাতে কর্ণপাত কলি না। প্রাতঃকালে এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার মস্তকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া বলিল "তুই তোর জীবনে কি কাহার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়াছিস্ যে এই ক্ষণ তোর আর্ত্তনাদে অন্যে মনোযোগ করিবে? চির-কাল মন্দবীজ বপন করিয়াছিস্, দেখ্ পরিণামে তাহার কেমন অশুভ ফল

ফলিল। কে তোর ক্ষত প্রাণে ঔষধ প্রয়োগ করিবে? সকলের হৃদয় যে তোর নিষ্ঠুর আঘাতে ক্রন্দন করিতেছে। তুই আমাদের গম্য পথে কূপ খনন করিয়া ছিলি, পরিণামে দেখ্, তুইই কূপে প্রপতিত হইলি।"

সধু ও অসাধু এই দুই জন জগতের লোকের জন্য কি কার্য্য করিয়া থাকে? এক জন শীতল বারিদানে তৃষ্ণার্ত্তের কণ্ঠস্নিগ্ধ করে, অন্য জন প্রাণে মারিবার জন্য কণ্ঠ চাপিয়া ধরে। যদি পাপ করিয়া থাক, কল্যাণের আশা করিও না, ঝাউ তরুতে কখন ফল জন্মে না। তুমি শীত ঋতুতে কুশস্যের বীজ বপন করিয়া বসন্ত কালে গোধূম শস্য সংগ্রহ করিবে, ইহা কখন হইবে না। তুমি অনিষ্টকর কণ্টক তরু রোপণ করিয়া মনে করিও না যে কখন তাহাতে ইষ্ট ফল ভোগ করিবে। খরজহরা (বিষকণ্টক) নামক নিষ্ফল বিষ তরু হইতে সুরস খোর্ম্মা ফল লাভ করিতে পারিবে না। যে প্রকার বীজ বপন করিয়াছ, সে রূপই ফলের আশা রাখিও। ৯।

একদা কোন ধর্ম্মাত্মা পুরুষ প্রসিদ্ধ প্রজা পীড়ক রাজা হোজ্জাজের প্রতি রাজোচিত সম্মান প্রদর্শনে ক্রটী করিয়া ছিলেন। তজ্জন্য হোজ্জাজ তাঁহার শিরশ্ছেদের আজ্ঞা প্রদান করে।

দুর্ব্বৃত্ত লোকে কোন প্রমাণ ও কারণ অনুসন্ধান না করিয়াই সহজে অত্যাচারের পথ অনুসরণ করিয়া থাকে। প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সেই ধার্ম্মিক পুরুষ মুখে বিষাদ ও প্রফুল্ল ভাব দুইই প্রকাশ করিলেন। এতদ্দর্শনে নিষ্ঠুর রাজা বিস্মিত হইল ও জিজ্ঞাসা করিল, "বল, তোমার মুখ মণ্ডলে যুগপৎ রোদনের চিহ্ন ও হর্ষের লক্ষণ দেখিতে পাইলাম, ইহার কারণ কি? বিষাদ অন্ধকারের মধ্যে হাস্যজ্যোতির কোন রূপ সম্বন্ধ দেখা যায় না।"

তিনি বলিলেন "রোদন করিলাম এজন্য, যে আমার চারিটী উপায়হীন শিশু সন্তান আছে, আমার মৃত্যুর পর তাহাদের কি গতি হইবে তাহা ভাবিয়া, আহ্লাদ এজন্য হইয়াছিল যে ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি অত্যাচারিত হইয়া শ্মশান মৃত্তিকার নিম্নে প্রবেশ করিতেছি, অত্যাচারী হইয়া নয়।"

তখন এক জন হোজ্জাজকে নিবেদন করিল "হে প্রতাপান্বিত নরপাল!

বধকার্য্যে সত্বর হইবেন না, ইঁহাকে ক্ষমা করুন্। এক বৃহৎ পরিবারের ভরণ পোষণ ইহার প্রতি নির্ভর করে। একই আঘাতে অতগুলি লোকের প্রাণ সংহার করা, উচিত হয় না। মহত্ত্ব, ক্ষমা ও দয়ার অনুসরণ করুন, ইঁহার শিশু সন্তান দিগের জন্য চিন্তিত হউন। অন্য জনের বংশের প্রতি অত্যাচারে স্বীয় বংশের অত্যাচার মনে করুন্। ইহা ভাবিবেন না যে আপনকার অত্যাচারে লোকের হৃদয় প্রপীড়িত, অথচ পরিণামে আপনার বংশের কল্যাণ হইবে। নিপীড়িত ব্যক্তি সমুদায় রজনী শোক নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে, ইহা দেখিয়া কি শঙ্কিত হইবেন না? অত্যাচার গ্রস্ত ব্যক্তি দীন নয়নে 'হে ঈশ্বর!' বলিয়া ডাকিবে, ইহা দর্শন করিয়া কি আপনার মনে ভয় হইবে না? তিনি সাহস ও বীরত্বের সহিত এই কথা বলিলে, হোজ্জাজ শঙ্কিত হইল। ১০।

এক রাজার কোন দুঃশঙ্কট রোগ হইয়াছিল, পীড়ায় তাঁহাকে অত্যন্ত কাতর করিয়াছিল। এক জন পারিষদ "মহারাজ চিরজীবী হউন" এই আশীর্ব্বাদান্তর নিবেদন করিল "এ নগরে এক জন ঈশ্বর প্রেমিক তপোধন বাস করেন, তাঁহার তুল্য সিদ্ধ পুরুষ কেহ কখন দেখে নাই। সচরাচর লোকে তাঁহার নিকটে স্বং মনোভিলাষ জ্ঞাপন করে ও তাঁহার আশার্ব্বাদে সুসিদ্ধ মনোরথ হয়। আপনি সেই মহর্ষিকে আহ্বান করুন্। তিনি শুভাশীর্ব্বাদ করিবেন, তাঁহার আশীর্ব্বাদের বলে ঈশ্বরের কৃপা অবতীর্ণ হইবে।" ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা ঋষিবরকে সসম্মানে আনয়নের জন্য আদেশ করিলেন। মহর্ষি উপনীত হইলে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন "ভগবন্! এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন্ যে যাহাতে রোগ হইতে অচিরে মুক্তি লাভ করিতে পারি।"

তপোধন এই কথা শুনিয়া তেজের সহিত বলিলেন "সুবিচারক রাজার প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন, প্রজার প্রতি অনুগ্রহ কর, ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাইবে। যখন প্রপীড়িত নির্দ্দোষী লোক এইক্ষণ ও কূপে এবং কারাগারে বন্ধী রহিয়াছে, তখন আমার আশীর্ব্বাদ কেন সফল হইবে? তুমি প্রজার প্রতি অনুকূল ব্যবহার কর নাই, এ অবস্থায় কি প্রকারে সুখী ও সচ্ছন্দে

থাকিতে পারিবে? প্রথমতঃ আপন পাপের জন্য সানুতাপ ক্ষমা প্রার্থনা কর, পরে তুমি সাধক দিগের আশীর্ব্বাদের প্রার্থী হইও। যখন অত্যাচার-প্রপীড়িত লোকের অভিসম্পাত তোমার উপর রহিয়াছে, তখন আশী-র্ব্বাদে কি ফল দর্শিতে পারে?” ১১।

মিশর দেশের আজিজ মিসর নামক রাজ প্রতিনিধিকে যখন মৃত্যুর সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করিল, তখন তদীয় মনোহর কান্তি পূর্ণ মুখ অস্ত-গামী সূর্য্যের ন্যায় তেজোহীন ও বিবর্ণ হইল, দেখিতে২ তাঁহার জীবন দিবার অবসান হইয়া গেল। যখন মৃত্যু রোগের ঔষধ নাই, সকল উপায় বিফল হইল, রাজ্যাধিপতির বন্ধু বর্গের বিলাপ পরিতাপই সার হইল। সেই অবিনশ্বর রাজার রাজত্ব ব্যতীত সমুদায় রাজ্য, সিংহাসনই ক্ষয়শীল।

আসন্ন মৃত্যুকালে আজিজ মিশর অধরোষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত করিয়া ধীরে ধীরে এই বলিয়াছিলেন “মিশর রাজ্যে আমার ন্যায় কেহই গৌরবান্বিত ও সম্পাদশালী নয়। যখন পরিণামে এই, তখন বাস্তবিক আমার কিছুই নাই। রাজ্যসংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার ফল ভোগ করি নাই, দীন হীনের ন্যায় এইক্ষণ সেই সম্পদ্ রাশি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি। যে সদাশয় দানোপভোগ ও হিতানুষ্ঠান করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতরূপে রাজ্য সম্পদ্ সংগ্রহ করিয়াছেন।”

দান বিতরণ হিতানুষ্ঠান কর, ধন সম্পত্তির ফল স্থায়ী হইবে। অন্যথা তোমার যাহা থাকিবে, তাহা কেবল ভয় আর আক্ষেপ। মৃত্যু শয্যায় পতিত লোক এক হস্ত সঙ্কুচিত অন্য হস্ত প্রসারিত করে, কেন? সে রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির ও বাক্‌শক্তি হীন হইয়া বাহু সঙ্কুচিত পূর্ব্বক এই ইঙ্গিতকরে যে লোভ ও অত্যাচার হইতে হস্তকে নিবৃত্ত রাখ, প্রসারিত করিয়া এই উপ-দেশ দান করে যে দান কর ও দীন হীনকে সাহায্য কর। এইক্ষণ তোমার হস্ত সবশ আছে, তদ্দ্বারা লোকের দুঃখকণ্টক উদ্ধার কর। অবশেষে শব বস্ত্রের ভিতর হইতে কি আর সেই হস্ত বাহির করিতে পারিবে? দেখ এই চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র চিরকাল উজ্জ্বল থাকিবে, কিন্তু শ্মশান শয্যা হইতে তুমি আর কখন গাত্রোত্থান করিবে না। ১২।

কজল এর্সলানের এলোন্দ গিরির তুল্য সমুচ্চ এবং সুদৃঢ় এক দুর্গ ছিল। সেই দুর্গে শত্রুর আক্রমণের ভয় ছিল না। তথায় কিছুই অভাব ছিল না। দুর্গবর্ত্ম বিলাসিনী যুবতীগণের কুন্তলের ন্যায় কুটিল ছিল। দুর্গটী শ্বেত পাষাণ-নির্ম্মিত এবং তাহার সমন্তাৎ মনোহর উদ্যান, সুতরাং হরিৎপাত্রে শুভ্র ডিম্বের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল।

একদা এক বহুদর্শী তত্ত্বজ্ঞ ভ্রমণকারী পুরুষ সেই দুর্গাধিপতি রাজা কজল এর্সলানের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং প্রফুল্ল বদনে বলিলেন, "এই দুর্গটী পরম সুন্দর, কিন্তু ইহাকে দৃঢ় মনে করিতে পারিতেছি না। নর-পাল! তোমার পূর্ব্বে কি অনেক প্রতাপান্বিত রাজা এস্থানে বাস করিয়া ছিলেন না? অতি অল্প সময় ছিলেন, পরে তাঁহাদিগকে এই দুর্গ পরি-ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। তোমার পরেও অন্য অন্য রাজা ইহার অধিপতি হইবেন। তোমার আশাতরুর ফল কি অন্যে ভোগ করিবে না? পিতার রাজত্ব বিভব স্মরণ কর, হৃদয়কে দুরাশার বন্ধন হইতে মুক্ত কর। দেখ কালচক্রে তোমার জনককে এক সঙ্কীর্ণ ভূভাগে শায়িত করিয়া রাখিয়াছে। কোন বস্তুতে আর তাঁহার স্বামিত্ব নাই। যখন সমুদায় ধন জন হইতে তিনি নিরাশ হইয়াছেন, তখন ঈশ্বরের করুণাই তাঁহার একমাত্র আশা ও নির্ভরের ভূমি হইয়াছে। জ্ঞানী লোকের নিকটে রাজ্য সম্পদ্ তৃণ তুল্য, যেহেতু তাহা অতি চঞ্চল, প্রতি ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন লোকের আশ্রয় গ্রহণ করে।" ১৩

আল্ পর্সলান পরলোক গমন করিলে, রাজ মুকুট কজল এর্সলানের শিরে অর্পিত হইল। মুকুট, সিংহাসন ও উপবেশন ভূমি, সভা মণ্ডপ কিছুই আর পিতার রহিল না। রাজ্য লাভের অব্যবহিত পরে এক প্রমত্ত ঋষি কজল এর্সলানকে অশ্বারোহণে রাজ পথে চলিতে দেখিয়া এরূপ বলিলেন "ধন সম্পদ্ রাজত্বের আশ্চর্য্য গতি, পিতা চলিয়া গিয়াছেন, পুত্র তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছেন। বিমার্গগামী চির অস্থির কাল চক্রের এই রূপই গতি, এক জন জীবন পথ অতিক্রম করিয়া যায়, অন্য ভাগ্যবান্ মস্তক উত্তোলন করে। সংসারকে হৃদয় দান করিও না, সংসার কাহার

আত্মীয় নয়। সঙ্গীত ব্যবসায়ীর ন্যায় সংসার গৃহে গৃহে যাইয়া এক এক জনের মনোরঞ্জন করে। যে যুবতীর নিত্য নূতন স্বামী, তাহাকে নিয়া আমোদ প্রমোদ করা কর্ত্তব্য নয়। এবৎসর যখন রাজ্য স্বামী আছ, সদনুষ্টান কর, পর বৎসর অন্যে রাজ্যাধিপতি হইবে।” ১৪

গোর দেশের এক দুর্ব্বৃত্ত রাজা কৃষকদিগের ভার বাহী গর্দ্দভ সকল বল পূর্ব্বক ধরিয়া আনিতেন ও তাহাদের উপরে বোঝা চাপাইয়া দিতেন, গুরু ভারের চাপে ও অনাহারে উপায় হীন রাসভ বৃন্দ দুই এক দিনের অধিক জীবত থাকিত না।

নীচ প্রকৃতি লোকে ক্ষমতাবান্ হইলেই দুর্ব্বলদিগকে উৎপীড়ন করে। ক্ষুদ্রাশয় অহঙ্কারী লোক উচ্চ অট্টালিকা নিবাসী হইলে নিরীহ দরিদ্র প্রতি-বেশার নিকটবর্ত্তী নিম্নতর গৃহছাদের উপর মল মুত্র ও আবর্জ্জন রাশি বিসর্জ্জন করিয়া থাকে।

একদা সেই অত্যাচারী ভূপাল মৃগয়ার অনুরোধে রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন। মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে একাকী অনেক দূরে চলিয়া গেলেন। রাত্রি উপস্থিত হইল, পথ হারা হইয়া অন্ধকারে আর চলিতে পারিলেন না। অগত্যা এক গ্রামে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। তথায় দেখিলেন যে একটী উৎকৃষ্ট গর্দ্দভকে এক কৃষক যুবা লগুড় দ্বারা প্রহার করিতেছে। যষ্টির দৃঢ়তর আঘাতে গর্দ্দভের অস্থি ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। রাজা দেখিয়া বিরক্ত হইলেন, এবং বলিলেন “হে যুবক! এই নিরীহ বাক্শক্তি বিহীন পশুর প্রতি তোমার অত্যাচার যে সীমা অতিক্রম করিল। বলবান্ বলিয়া অহঙ্কার প্রদর্শন করিও না, দুর্ব্বলের প্রতি আপন বলের পরীক্ষা করিও না।”

রাজার বাক্য কৃষাণ যুবা গ্রাহ্য করিল না। সে উচ্চ ধ্বনিতে বলিল “আমার এ কার্য্য অর্থশূন্য নয়, যখন তুমি জান না, তখন নিবৃত্ত থাক ও আপন কর্ম্ম দেখ। এই গর্দ্দভ নিপীড়নের যুক্তি তখন বুঝিবে, যখন তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইবে।”

যুবার কথা রাজার কর্ণে কঠোর বোধ হইল। তিনি বলিলেন “এস

দেখি, তাদৃশ আচরণের মধ্যে কি প্রকার শুভ উদ্দেশ্য রহিয়াছে, আমাকে প্রকাশ করিয়া বল; আমার এই প্রতীতি যে তোমার বুদ্ধির লেশ নাই, তুমি এক জন সুরা মত্ত অথবা ক্ষিপ্ত।

যুবা সহাস্য মুখে বলিল "হে, নির্ব্বোধ! তোমার অধিক কথায় প্রয়োজন নাই। মহাত্মা খজরের বৃত্তান্ত কি তুমি অবগত নও? তিনি কেন নৌকা ভগ্ন করিয়াছিলেন? তাঁহাকেত কেহ ক্ষিপ্ত বা মত্ত বলে নাই।"

নর পতি বলিলেন "রে পাষণ্ড যুবা! তুইকি জানিস্ যে কি উদ্দেশ্যে খজর তদ্রূপ করিয়াছেন? সাগর দ্বিপে এক দুরন্ত দস্যুপতি বাস করিত, তাহার অত্যাচারে পোতবাহীগণ চিন্তার সাগরে নিমগ্ন ছিল। সমগ্র দ্বিপ উপায় হীনদিগের আর্ত্তনাদে পূর্ণ থাকিত। তাহার নিষ্ঠুর আক্রমণে নদী বেগের ন্যায় মনুষ্য হৃদয়ে শোক বেগ উত্থিত হইত। সেই দস্যুদল পতি আক্রমণ করিতে না পারে, এই মহদুদ্দেশ্যে খজর নৌকা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। কোন দ্রব্য উত্তম অবস্থায় শত্রুর হস্তগত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া অপেক্ষা ভগ্ন অবস্থায় তোমার নিজের হস্তে থাকা ভাল।"

যুবা হাস্য করিয়া বলিল "মহাশয়! এই যুক্তি অনুসারেই গর্দ্দভকে প্রহার করার আমার অধিকার আছে। আমি মূর্খতা বশতঃ গর্দ্দভের পা ভাঙ্গিতেছি না। অবিচারক রাজার অত্যাচারে তাহা করিতেছি, দুষ্ট রাজার হস্তে পতিত হইয়া ক্লেশ ভোগে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা এস্থানে গর্দ্দভ খঞ্জ হইয়া কষ্টে জীবন ধারণ করে সেই ভাল। যে দস্যু নৌকা আক্রমণ করিত, তাহার যে মহা আধোগতি হইয়াছে, ইহা কি তুমি অস্বীকার করিতে পার? প্রকৃত পক্ষে অত্যাচারী নিজের উপর অত্যাচার করে, দুঃখী দুর্ব্বলের প্রতি নয়। পরলোকে ঈশ্বরের বিচার সভাতে অত্যাচরিত দুঃখী জন অত্যাচারীর গ্রীবা ও শ্মশ্রু আক্রমণ করিয়া থাকে, দুঃখের ভার তাহার স্কন্ধে অর্পণ করে। তখন অত্যাচারীর নিজের মস্তক আপন স্কন্ধে ভার বহ হইয়া উঠে। সত্য বটে, এই ক্ষণ গর্দ্দভ অত্যাচারীর ভার বহন করে, কিন্তু হায়! পরে সেই দুর্ব্বৃত্ত, গর্দ্দভের ভার বহন করিবে। হতভাগ্য কে? যদি ইহার বিচার কর, জানিবে যে অন্যকে দুঃখ দান করিয়া সুখী হয়, সেই ব্যক্তি। সম্পদের কয়েক দিন মাত্র তাহার লোকের দুঃখেতে সুখ

বোধ। যাহার নিদ্রাকালে মাত্র লোকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করে, সেই হৃদয় বিহীন দুরাত্মার নিদ্রা ভঙ্গ না হওয়াই শ্রেয়ঃ।”

রাজা এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কিছুই বলিলেন না। বৃক্ষ শাখায় অশ্ব বন্ধন পূর্ব্বক অশ্বের পৃষ্ঠ শয্যাকে মস্তকের অবলম্বন করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন, নিদ্রা হইল না, বারম্বার কৃষাণ যুবার কথা ভাবিলেন ও সমুদয় রাত্রি জগরিত থাকিয়া কেবল নক্ষত্র গণনা করিলেন। চিন্তা ও উৎকণ্ঠা তাঁহার চক্ষুর বিশ্রামের বিঘ্ন হইল। যখন বিহঙ্গমের প্রাভাতিক ধ্বনি কর্ণ বিবরে প্রবেশ করিল, তখন তাঁহার রজনীর কষ্ট কিঞ্চিৎ চলিয়া গেল। এ দিকে অনুগামী অশ্বারোহীগণ সমুদায় যামনী ইতস্ততঃ রাজাকে অন্বেষণ করিয়া প্রত্যূষে তদীয় তুরঙ্গমের পদাঙ্কানুসরণ ক্রমে সেই গ্রাম প্রান্তে উপস্থিত হইল। তথায় দূর হইতে সকলে মহারাজকে অশ্বোপরি দেখিতে পাইল, দর্শনমাত্র সমুদায় সৈন্য সামন্ত পদব্রজে তাঁহার নিকটে দৌড়িয়া আসিয়া প্রণিপাত করিল। সেনা শ্রেণীতে সেই ভূভাগ তরঙ্গাকুল সমুদ্রবৎ দেখাইতে লাগিল। রাজাকে আবেস্টন করিয়া পারিষদগণ উপবেশন করিলেন। ভোজনের আয়োজন হইল। মহা সভা করিয়া সকলে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। আমোদ প্রমোদে রাজা মত্ত হইয়া উঠিলেন, তখন গত রাজনীর ব[illegible] ও কৃষক যুবা তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। এক অনুজীবীকে তিনি আদেশ করিলেন যে সত্বর কৃষককে বাঁধিয়া আনয়ন কর। আজ্ঞা প্রতিপালত হইল। কৃষীবল যুবা দৃঢ়রূপে বন্ধী হইয়া রাজ সন্নিধানে আগমন করিল। দুরাত্মা ঘাতক নিষ্কোষিত তীক্ষ্ণ করবাল হস্তে ধারণ করিয়া উপস্থিত, উপায় হীন যুবার আর পলায়নের পথ নাই, সে সেই মুহূর্ত্তকে জীবনের শেষকাল জানিয়া যাহা তাহার মনে উদয় হইল, বলিতে লাগিল।

যখন নির্দ্দোষ মস্তকোপরি অসি উত্তোলিত হয়, তখন জিহ্বা দুর্জ্জয় বেগ ধারণ করে। যখন কেহ জানে যে শত্রুর আক্রমণ হইতে আর পলায়নের পথ নাই, তখন হস্তে যাহা প্রাপ্ত হয়, সে নির্ভয়ে শত্রুর মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

জীবনে নিরাশ হইয়া যুবা মহা, সাহসে বলিতে লাগিল “ অনির্ব্বার্য্য মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। আমি সাহসের সহিত বলিতেছি, তোমার

নিষ্ঠুর অত্যাচারে জগতে তুমুল আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে। তোমার প্রপীড়নে শুদ্ধ আমি খেদ করিতেছি, তাহা নয়, পৃথিবীর লোকের অভিযোগ ও বিলাপ। কোটী লোকের মধ্যে এক আমাকে বধ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে? যদি আমার কঠোর বাক্যে তোমার অন্তঃকরণ সন্তপ্ত হইয়া থাকে, শিরশ্ছেদন কর; কিন্তু মনে রাখিও বিশ্বের লোক তোমাকে কটূক্তি করে। সকলকে কি বধ করিতে পারিবে? কখনই নয়। মৎকৃত তিরস্কার তিক্ত বোধ হইয়া থাকিলে, তোমার কর্ত্তব্য যে সুবিচার পরায়ণ হইয়া সেই ভর্ৎসনার মূল উৎপাটন কর। অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত থাকাই তোমার অপযশঃ নিবৃত্তির উপায়, উপায় হীন নিরপরাধ লোককে বধ করা নয়। যখন অত্যাচার করিয়াছ, আশা করিও না যে লোকে তোমার প্রশংসা করিবে। যখন তোমার উৎপীড়নে প্রজার চক্ষে নিদ্রা নাই, তখন তুমি কিরূপে সুখে নিদ্রা ভোগ কর বুঝিতে পারি না। লোকে শুদ্ধ সম্মুখে প্রশংসা করিলে কি কখন রাজার প্রশংসা হয়? অগোচরে নর নারীর অভিসম্পাতে থাকিলে সভাতে সুখ্যাতি ঘোষণায় কিছুই ফল নাই?"

এই সকল কথা শুনিয়া সেই প্রজা পীড়ক রাজার মোহমত্ততা চলিয়া গেল, চৈতন্যোদয় হইল—আপনার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। কৃষাণ যুবার সাহায্যে সেই গ্রামে তাঁহার জ্ঞানোদয় ও ভাগ্য প্রসন্ন হইল দেখিয়া তিনি উক্ত যুবাকে গ্রামের অধিপতিরূপে নিযুক্ত করিলেন।

ভদ্র! জ্ঞানী লোকের নিকটে তুমি তত নীতি ও জ্ঞানের উপদেশ পাইবে না, যত দোষানুসন্ধায়ী অজ্ঞানীর নিকটে প্রাপ্ত হইবে। তোমার সমুদায় আচরণ বন্ধুর চক্ষে উত্তম দেখায়, অতএব শত্রুর নিকটে আপন চরিত্র শ্রবণ কর। প্রশংসা বাদী ব্যক্তি তোমার বন্ধু নয়, ভর্ৎসনাকারী ই বন্ধু। কটু ভাষীর তিরস্কার, তোষামোদকারী মিষ্টভাষী বন্ধুর প্রশংসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা অবশ্য প্রার্থনীয় যে কেহ তোমাকে ভর্ৎসনা না করে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সম্বন্ধে একটী ইঙ্গিত যথেষ্ট। ১৫

—•—

এক অত্যাচারী যুবার প্রসঙ্গ করা যাইতেছে, সে এক দেশের অধিস্বামী

ছিল। তাহার আধিপত্য সময়ে সাধারণের সম্বন্ধে দিবাভাগ রজনী ছিল। তাহার ভয়ে রজনীতে কাহার নিদ্রা ছিল না। নির্দ্দোষী প্রজাগণ দিনে তদ্দ্বারা বিপদ্ গ্রস্ত, নিশায় সকলে করপুটে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থী ছিল।

একদা কয়েক জন প্রপীড়িত লোক এক মহা জ্ঞানী ঈশ্বর পরায়ণ ঋষির নিকট ক্রন্দন করিতে ২ নিবেদন করিল "আর্য্য! ঈশ্বরকে ভয় করিবার জন্য এই যুবা ভূপতিকে অনুরোধ করুন্।" মহর্ষি বলিলেন "প্রিয়তম পরমেশ্বরের পুণ্য নাম যে সে লোকের নিকটে বলিতে আমার কষ্ট হয়। সকল্ ব্যক্তি ঈশ্বরের তত্ত্ব শ্রবণের উপযুক্ত নয়। যে সকল লোক ঈশ্বর বিদ্রোহী, তাহাদের নিকটে ধর্ম্মের উচ্চ কথা বলিও না। ধার্ম্মিক জনের নিকটেই তাহা বলা যাইতে পারে। মূর্খের নিকটে উচ্চ জ্ঞানের তত্ত্ব বলিব না, ঊষর ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া উত্তম বীজের অপচয় করিব না। উচ্চ উপদেশ সেই দুরাচার রাজার হৃদয়কে আশ্রয় করিবে না, বরং প্রাণের সহিত অসন্তুষ্ট হইবে এবং আমার অসন্তোষ উৎপাদন করিবে। কোমল মধুথের মধ্যে মুদ্রা অঙ্কিত হয়, কঠিন প্রস্তরে নয়। আমার প্রতি হৃদয়ের সহিত দুর্ব্বৃত্তের বিরক্তি হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে, যেহেতু সে দস্যু স্বরূপ, আমি প্রহরী।" ১৬

এক জন ধার্ম্মিক তপোধন হইতে কোন প্রতাপান্বিত রাজা মনঃপীড়া পাইয়া ছিলেন। তপস্বীর মুখে একটী তিরস্কার বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল। অভিমানী ভূপাল তাহাতেই মহা বিরক্ত হন, এবং সেই সাধু পুরুষকে কারাগারে বদ্ধ করেন। তখন কোন বন্ধু যাইয়া গোপনে তপোধনকে এই বলিল "মহারাজকে এরূপ কথা বলা তোমার উচিত হয় নাই।" ঋষি বলিলেন "সত্যবাণী প্রচার করা তপস্যার অঙ্গ, এক মুহূর্ত্তও আমি কারাগারকে ভয় করি না।" গোপনে এই কথা হইয়াছিল, কিন্তু তখনই কোন সুযোগে রাজা তাহা শ্রবণ করিতে পাইলেন। তিনি হাস্য করিয়া বলিলেন "এ তাহার বৃথা কল্পনা। সে কি জানে না যে কারাগারে তাহার মৃত্যু হইবে?" এক জন রাজকিঙ্কর যাইয়া ঋষিবরকে, রাজার এই উক্তি জ্ঞাপন করিল। তাহাতে তিনি বলিলেন "নরপতিকে যাইয়া বল, এই পার্থিব জীবন

মুহূর্ত্তকাল বৈ নয়, সংসার বিরাগীর নিকটে শোক হর্ষ কিছুই নাই। রাজা যদি অনুকূল হন, আমার চিত্ত হর্ষ বিষ্ফারিত হইবে না, যদি শিরশ্ছেদন করেন শোকার্ত্ত হইবে না। তাঁহার প্রভুশক্তি, সৈন্য ও ঐশ্বর্য্য আছে, আমার পরিজন বর্গ ক্লেশ ও দুর্গতি আছে। অচিরেই মৃত্যুর দ্বারে সেই ভাগ্যবান্ রাজা এবং আমি অভাগা তুল্য দশাপন্ন হইব। তাঁহাকে বল ঐশ্বর্য্যমদে প্রমত্ত হইও না, আপনাকে পাপাগ্নিতে দগ্ধ করিও না। পূর্ব্বকালে অনেক রাজা অত্যাচারানলে পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া তোমা অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের চিহ্নও নাই। তুমি সেইরূপ জীবন ধারণ কর, যাহাতে লোকে তোমার চরিত্রের প্রশংসা করে, মৃত্যুর পর তোমার সমাধির উপর তিরস্কার না করে। অন্যায় বিধিকে প্রশ্রয় দিও না, তাহা হইলে লোকে "এই দুরাত্মাকে ধিক্" এইরূপ বলিবে। ভাবিয়া দেখ, বলবান্ অভিমানে মস্তকোত্তোলন করিলে কি পরিণামে সেই মস্তক শ্মসান-ভূমিতে নত করে না?"

রাজা এতৎ শ্রবণে রাগান্ধ হইয়া তপোধনের জিহ্বা উৎপাটনের আ-দেশ করিলেন। তাহাতে সেই সত্যব্রত সাহসী পুরুষ বলিলেন "তুমি যে আজ্ঞা করিলে তাহাকেও আমি ভয় করি না, রসনা বিহীন হইয়া থাকিতে আমার দুঃখ নাই। যেহেতু আমি বিশ্বাস করি যে জিহ্বাযোগে কথা না বলিলেও প্রভু পরমেশ্বর অন্তরের গুপ্ত বাণী সকল শ্রবণ করেন।"

হে বন্ধো! যদি সত্যেতে পুণ্যেতে তুমি জীবিত থাক, ইহলোক হইতে বিদায়ের দিন শোক বিলাপ স্থানে তোমার আনন্দ উৎসব হইবে। ১৭

মৃত্যু কালে নরপাল নওসেরওঁয়া আপন পুত্র হুরমুজকে এই ব-লিয়া উপদেশ দান করেন। "দীনহীন প্রজার হৃদয় প্রসন্ন রাখিবে, আত্মসুখে মত্ত থাকিও না। যদি তুমি শুদ্ধ আপন সুখে রত থাক, তাহা হইলে কেহ তোমার রাজ্যে সুখী হইবে না। কৃতী লোকের দৃষ্টিতে ইহা ভাল দেখায় না, যে রক্ষক নিদ্রিত এবং ছাগ পশু ব্যাঘ্র দ্বারা আক্রান্ত। যাও, দীন হীন প্রার্থীর মনোরথ পূর্ণ কর, প্রজা হইতেই রাজার রাজত্ব; প্রজা মূল স্বরূপ এবং রাজা বৃক্ষ স্বরূপ। বৎস! মূল যোগেই বৃক্ষের

দৃঢ়তা। কোন রূপে প্রজার মনে দুঃখ দিও না, যদি তাহা কর, আপন মূল উৎপাটন করিবে। যদি তুমি সরল পথে যাইতে ইচ্ছা কর, ধর্ম্ম পরায়ণ ঋষিদিগের আশা ও ভয়ের পথ (পুণ্যে আশা পাপাতেভয়) বিদ্যমান। কে অত্যাচার ভাল বাসে না? যে আপন রাজ্যের ক্ষতি দেখিতে চাহে না। যাহার স্বভাবতঃ পুণ্যেতে আশা, পাপের প্রতি ভয় নাই, তদ্দ্বারা দেশের শান্তি রক্ষা হয় না। যদি রাজ্য সম্পদের প্রভু হও, তবে তাহাকে যত্নের সহিত রক্ষা কর। যদি তাহা না থাকে, একাকী নিঃসম্বল বট, তাহা হইলে, নিজের মস্তক নির্ব্বিঘ্নে রাখ। সে দেশে শান্তির আশা করিও না, যে দেশে রাজা হইতে প্রজা অসন্তুষ্ট। অহঙ্কারী বীর পুরুষকে ভয় করিও, যে ব্রহ্মাণ্ডপতি ঈশ্বরকে ভয় করে না, তাহা হইতেও ভীত হইও। যে রাজা প্রজার মন বিরক্ত করিয়াছেন, তিনি আর কখন দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবেন না। অত্যাচার হইতে অপযশঃ ও অকল্যাণ হয়, জ্ঞানী লোকেরাই ইহা বুঝিতে পারেন। আবার বলি, অবিচারে প্রজাকে বধ করিও না, প্রজাই রাজত্বের আশ্রয় ও বল। কৃষি জীবী হইতে উপকার পাইয়া থাক, তাহারা কৃষি কার্য্যে শস্য উৎপাদন করিয়া রাজস্ব প্রদান করে, তুমিও উপকার করিয়া তাহাদের মন রক্ষা কর। যাহা হইতে উপকার হয়, তাহার অপকার করা মনুষ্যত্ব নহে।” ১৮

নরপতি খোস্রও মৃত্যু কালে স্বীয় পুত্র সিরওয়াকে এই উপদেশ দান করেন। “বৎস! দৃঢ় সঙ্কল্প থাকিও; প্রজার কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিও; তুমি বিবেক্ বুদ্ধির অবাধ্য হইও না। প্রজা অবিচারক রাজার নিকট হইতে পলায়ন করে, এবং জগতে তাহার অপযশঃ ঘোষণা করে। যে রাজার রাজ্য শাসনের মূলে দোষ, অবিলম্বে সে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অনাথ আনাথার এক দীর্ঘ নিশ্বাসে অমিত পরাক্রম বীর পুরুষ দিগের মহা অকল্যাণ হয়। এক জন অনাথা নারীর অভিসম্পাতের অগ্নিতে অনেক নগর দগ্ধ হইতে দেখা গিয়াছে। যাঁহার রাজ্যে সুবিচারে অনাথা সুখে আছে, জগতে তাঁহা অপেক্ষা ভাগ্যবান্ রাজা কে? সে রাজা যখন ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবেন, তখন অনাথার আশীর্ব্বাদ

তাঁহার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ আনিয়া দিবে। যখন সাধু অসাধু কেহই এই পৃথিবীর চির.অধিবাসী নহে, তখন যাহাতে সজ্জন বলিয়া প্রশংসিত হও, তাহাই তোমার করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম ভীরু ঈশ্বর পরায়ণ লোকদিগকে শাসন কার্য্যে নিযুক্ত রাখিও। ধার্ম্মিক লোক রাজ্য স্থিতির অবলম্বন। যে ব্যক্তি প্রজা পীড়ন করিয়া তোমার ধন বৃদ্ধির চেষ্টা করে, সে তোমার পরম শত্রু ও প্রজার প্রাণের শত্রু। যাহাদের হস্তে পড়িয়া প্রজাগণ কাতর প্রাণে ঈশ্বরের প্রতি হস্ত উত্তোলন করে, তাহাদের হস্তে শাসন ভার রাখা অপরাধ। যে রাজা সাধু লোকদিগকে প্রতিপালন করেন, তাঁহার অকল্যাণ নাই। যদি অসৎকে আশ্রয় দান কর, নিজেই নিজের প্রাণের শত্রু হইলে। বিশ্বাসঘাতক অনুচরকে শুদ্ধ চপেটাঘাত করিয়া নিশ্চিন্ত হইও না, বিশ্বাস ঘাতকতার মূল উৎপাটন করিবে। পাপার্জ্জিত ধন ভোগ করিও-না। প্রজাপীড়নোদ্যত শত্রুর পৃষ্ঠের চর্ম্ম উৎপাটন কর, মেষপালকে আক্রমণ করার পুর্ব্বেই ব্যাঘ্রের মস্তক চ্ছেদন কর।” ১৯

যদি ঈশ্বরের বিধি কাহাকে প্রাণে বধ করিতে উপদেশ দেয়, তবে তাহা করিবে। যদি জান হত ব্যক্তির স্ত্রী পুত্র পরিজন ক্লেশ পাইতেছে, তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ কর ও সাহায্য করিয়া তাহাদের দুঃখ মোচন কর। দুরাত্মা অত্যাচারীর অপরাধ ছিল, কিন্তু তাহার উপায় হীন স্ত্রী পুত্রের কি অপরাধ? স্বীকার করি তোমার শরীর সবল, তোমার সৈন্য বিপুল বিক্রমশালী, কিন্তু পর রাজ্য গ্রহণে তাহা নিয়োগ করিও না। যখন তুমি কোন রাজ্য অক্রমণ কর, তখন তথাকার অধিবাসীদিগের বিষম কষ্ট ভাবিয়া দেখিও। তাহাদের মধ্যে নির্দ্দোষ লোক থাকা আশ্চর্য্য নয়। যদি তোমার রাজ্যে কোন বিদেশীয় বণিকের মৃত্যু হয়, তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করিওনা, নীচতা হইবে। তাহা করিলে তাহার আত্মীয় পরিবার পরস্পর বলাবলি করিবে “উপায়হীন বিদেশে প্রাণত্যাগ করিল, পাষণ্ড রাজা তাহার ধন সম্পত্তি হরণ করিয়া নিল।” পিতৃহীন শিশু সন্তানদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিও, অনাথ দুঃখীর দীর্ঘ নিশ্বাসকে উপেক্ষা করিও না। পঞ্চাশ বৎসরের সঞ্চিত মহাযশঃ একটী অপযশে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যিনি চির

জীবনের জন্য কীর্ত্তিশালী হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি কাহার ধনের প্রতি লোভ করিবেন না। যদি তুমি সমগ্র রাজ্যের রাজা হও, এ দিকে অন্যের ধন অন্যায় রূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে তুমি ভিক্ষুক। ধার্ম্মিক লোকেরা অন্নাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিতে স্বীকার করেন, তথাপি দুঃখীদিগের অস্থি মাংসে উদর পুর্ণ করিতে চাহেন না। ২০

মহানুভব রাজা জম্‌সেদ এক নদীতীরে প্রস্তর ফলকে এরূপ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন "এই নদীকুলে কত লোক আমার ন্যায় বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, পরে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া মৃত্যু ভবনে চলিয়া গিয়াছেন। স্বীকার করি, আমি বীর পরাক্রমে অনেক রাজ্য জয় করিয়াছি, কিন্তু যখন শ্মশানে চলিয়া যাইব, তাহার কিছুই সঙ্গে লইতে পারিব না। যদি শত্রুর উপর তোমার বিজয় লাভ হয়, তাহাকে অন্য যন্ত্রণা দিওনা, তুমি বিজয়ী সে বিজিত এই খেদই তাহার সম্বন্ধে যথেষ্ট। শত্রুর কণ্ঠে অসির আঘাত হওয়া অপেক্ষা তোমার পার্শ্বে বিষণ্ণ বদনে তাহার জীবিত থাকাই উত্তম।" ২১

রাজা খোস্‌রুও পণ্ডিতবর সাপুরকে পদচ্যুত করিলে সাপুর একদা জীবিকা অভাবে কাতর হইয়া নরপালকে এই পত্র লিখেন। "রাজ্যেশ্বর! বিচারপতি! যদিচ আমি তোমার দয়াতে বঞ্চিত আছি, কিন্তু ঈশ্বর করুন্ তুমি দয়াবান্ হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাক। আমি আপন যৌবন তোমাকে সমর্পণ করিয়াছিলাম, এইক্ষণ বার্দ্ধক্য, এই অবস্থায় আমাকে দূর করিও-না। কয়েকটী হিতকথা বলিতেছি শ্রবণ কর, রাজনীতি সম্বন্ধে এই আমার শেষ কথা। ভিন্ন রাজ্যের অপরাধীকে যন্ত্রণা দান করিও না। তাহাকে মাত্র রাজ্য হইতে তাড়িত করিবে। যদি এই পারশ্য ভূমি অপরাধীর জন্মস্থান হয়, তাহাকে এমনে বা তোর্কস্থানে কিম্বা রোম রাজ্যে প্রেরণ করিও না। আপন রাজ্যের কণ্টককে অন্য রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিও না। যেহেতু ভিন্ন দেশ বাসী লোকেরা পরস্পর

বলিবে, যে পারশ্য দেশ হইতে এরূপ নীচ লোকই আসিয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া ধনী লোককে উচ্চ পদে নিযুক্ত করিবে, দরিদ্র উন্নত পদস্থ হইলে ধন লোভে রাজার ক্ষতি করিতে ভয় করে না। দরিদ্র ধনাপহরণ করিলে অধোবদনে থাকিবে ও আর্ত্তনাদ করিবে। অপহৃত ধন তাহার নিকটে পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। অধ্যক্ষ যদি বিশ্বাসঘাতক হয়, তৎপ্রতি এক জন পরিদর্শক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। যদি পরিদর্শক সেই বিশ্বাসঘাতক অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগ দান করে, তাহা হইলে উভয়কেই পদচ্যুত করিবে। অধ্যক্ষের পদে ঈশ্বর ভীরু লোকের বিনিয়োগ আবশ্যক। এ বিষয়ে গূঢ় চিন্তা ও বিবেচনা করিবে। এক শত লোকের মধ্যে এক জন অধ্যক্ষের উপযুক্ত লোক পাওয়া ভার। স্বজাতি ও বহুকালের সমকর্ম্মী এরূপ দুই ব্যক্তিকে এক স্থানে কার্য্য বিশেষে নিযুক্ত করা অকর্ত্তব্য। হইতে পারে দুই জনে পরস্পর ঐক্য ও প্রণয় স্থাপন করিয়া এক জনে চুরি করিবে ও অন্য জনে চুরি গোপন রাখিবে। যদি তস্করদিগের মধ্যে পরস্পর অপ্রণয় ও অবিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তাহারা বণিকের সম্পত্তি অপহরণে সাহসী হয় না। কাহাকে পদচ্যুত করিয়া থাকিলে কিয়ৎ কালান্তর তাহার অপরাধ ক্ষমা কর। এক জন প্রার্থীর মনোরথ পূর্ণ করা সহস্র বন্দীকে বন্ধন মুক্ত করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠকার্য্য। বিশ্বাসী সুদক্ষ সচ্চরিত্র লোককে রাজ কার্য্যের স্তম্ভ স্বরূপ করিয়া রাখিবে। তাহা হইলে তোমার মনোরথ রজ্জু ছিন্ন হইতে পারিবে না। পিতা যেমন পুত্রের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন, সুবিচারক নরপাল ভৃত্যের প্রতি তদ্রূপ করিয়া থাকেন। কখন তাহাকে শাস্তি দান করিয়া দুঃখিত করেন, আবার কখন তাহার চক্ষুর জল মোচন করেন। যদি কোমল ভাব ধারণ কর, ভৃত্য সাহসী শত্রু হইবে; যদি উগ্র হও, বিষণ্ণ হইবে। চিকিৎসক যেমন অস্ত্রও করেন এবং ঔষধ বিলেপন করিয়া ক্ষত স্থানের যন্ত্রণা দূর করেন, তদ্রূপ এ স্থলে ও কঠোরতা এবং কোমলতার প্রয়োগ আবশ্যক। প্রসন্নাত্মা বীর্য্যবান্ বদান্য হও, যখন ঈশ্বর সকলকে প্রেম করেন, তুমিও সকল লোককে প্রেম কর। ভূত পূর্ব্ব সম্রাট্‌দিগের কথা স্মরণ কর, মৃত্যু যোগে তোমার সম্বন্ধেও তাহা ভাবিও। অমর হইয়া কেহই এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে নাই,

কিন্তু জগতে যাঁহার সুখ্যাতি রহিয়াছে, তিনি অমর বটেন, যাঁহা হইতে জলাশয়, সেতু, অথিতি শালা প্রভৃতি স্থাপিত রহিয়াছে, তিনি ইহ লোক পরিত্যাগ করিয়া থাকিলেও মৃত নহেন। যাঁহার মৃত্যুর পর স্মরণীয় কিছুই নাই, তাঁহার জীবন বৃক্ষ ফল প্রসব করে নাই। যে ব্যক্তি সাধারণের কল্যাণকর কোন চিরস্থায়ী অনুষ্ঠান না করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করে, তাহার শ্রাদ্ধ কার্য্যে বিমুখ থাকা কর্ত্তব্য। যদি ইচ্ছা কর যে জগতে তোমার খ্যাতি হয়, তবে মহাজনদিগের খ্যাতি বিলোপের চেষ্টা করিও না। কত লোক তোমার ন্যায় সুখৈশ্বর্য্য সম্পদ্ রাখিতেন, পরে সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যু লোকে চলিয়া গিয়াছেন। কেহ ইহলোকে সুযশঃ রাখিয়া গিয়াছেন, কেহ চির স্থায়ী অপযশঃ। মনোযোগের সহিত অন্যের দুঃখ কাহিনী শ্রবণ কর, কথা শেষ হইলে তদ্বিষয়ে বিবেচনা কর। অপরাধীকে অপরাধ ভুলিতে দেও, সে যদি আশ্রয় প্রার্থনা করে আশ্রয় দান কর। প্রথম অপরাধে অপরাধী বিনয় ও অনুতাপের সহিত আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাহাকে সংহার করা কর্ত্তব্য নয়। প্রথমে অনুযোগ কর, যদি তাহাতে ফল না দর্শে, দণ্ড দেও এবং কারাগারে প্রেরণ কর। যদি কাহারও অপরাধ দেখিয়া তোমার মন উত্তেজিত হয়, তখন শাস্তি দানে সতর্ক হইবে। মণি খণ্ড ভগ্ন করা সহজ, কিন্তু সেই ভগ্ন মাণিক্যকে পুনঃ সংযোগ করা সহজ নয়। ২২

পরাক্রান্ত ভূপাল! তুমি দুর্ব্বলের প্রতি বল প্রয়োগ করিও না। সংসার সর্ব্বদা এক ভাবে থাকে না, মনে রাখিও কখন দুর্ব্বল ও সবল হইয়া থাকে। ক্ষীণাঙ্গের হস্তকে আক্রমণ করিয়া ব্যথা দিও না, এক সময় সুযোগ পাইলে সেই ক্ষীণ দেহী তোমার উপর হস্ত ক্ষেপ করিবে। অনুরোধ করি, কাহার চরণ বিচালিত করিয়া স্থান ভ্রষ্ট করিও না, তাহা করিলে পরে যখন তুমি পদ স্খলিত হইয়া পড়িবে, তখন উঠিতে আর কাহার অবলম্বন পাইবে না। ধন সংগ্রহ অপেক্ষা লোকের মন সংগ্রহ শ্রেষ্ঠতর কার্য্য। মনুষ্যের মনে যন্ত্রণাদান অপেক্ষা ধনাগার শূন্য থাকা ও উত্তম। কাহার কার্য্যের ক্ষতি করিও না, তাহা করিলে তোমার কার্য্যে অনেক বিঘ্ন আসিবে। হে দুর্ব্বল!

প্রবল হইতে অত্যাচার পাইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন কর, তাহা হইলে এক দিন তুমি অত্যাচারী প্রবল অপেক্ষা সবল হইবে। ২৩

তুমি প্রবল সাহসে অত্যাচারীকে প্রতি ফল দান কর, বলের বাহু অপেক্ষা সাহসের বাহু শ্রেষ্ঠ। উৎপীড়িতের বিষণ্ণ মুখের উপর হে উৎপীড়ক! হাস্য করিও না, মনে করিও যে এক সময় তোমার দশন পঙ্‌ক্তি উৎপাটিত হইবে। বণিক্ আপন পণ্য দ্রব্যের জন্যই ব্যস্ত, পণ্যভারাক্রান্ত গর্দ্দভের ক্লেশ চিন্তা করেন না। স্বীকার করিলাম ধরা-পতিত দুর্ব্বল দিগের মধ্যে তুমি কেহ নও, কিন্তু কাহাকে পদস্খলিত দেখিয়া কোন্ প্রাণে সুস্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাক ?। ২৪

প্রিয় দর্শন! সংসার নিত্য নয়, সংসারে আশা পূর্ণ হয় না। দিবা রজনী কি অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইতেছে না ? সলিমানের সিংহাসন কি এই-ক্ষণও স্থিতি করিতেছে ? দেখিতেছে না যে পরিণামে তাহা বিনাশ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে ? কেবল প্রকৃত জ্ঞানে ও সুবিচারেতেই সলিমানের নাম জীবিত রহিয়াছে। এজগতে কোন্ ভূপতি যথার্থ সম্পদ্ লাভ করিয়া গিয়াছেন ? যিনি প্রজাহিত কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। যাঁহারা রাজ্য সম্পদ্ লাভ করিয়া তদ্দারা হিতানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই সম্পদ্ই পথ-সম্বল হইয়াছে। যাহারা তদ্দারা পুণ্য সঞ্চয় করে নাই, তাহারা সম্পদ্ পৃথিবীতে ফেলিয়া খেদের সহিত চলিয়া গিয়াছে। ২৫

আজ্জম দেশীয় প্রজা পাড়ক ভূপতির বৃত্তান্ত কি অবগত আছ ? এই-ক্ষণ তাহার সেই রাজ্যৈশ্বর্য্য প্রতাপ কিছুই নাই। পণ্য জীবীদিগের প্রতি সেই অত্যাচার নাই। দেখ, সেই দুর্ব্বৃত্তের হস্ত দিয়া পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ লোকের প্রতি কত অত্যাচার আসিয়াছিল, কিন্তু পৃথিবী পূর্ব্ববৎ স্থিতি করিতেছে; অত্যাচারী আপন পাপ রাশি স্কন্ধে করিয়া চলিয়া গিয়াছে। লোকান্তরে কেবল সুবিচারক রাজাই স্বর্গ নিকেতনে শীতল ছায়ায় স্থিতি করেন। ধর্ম্ম পুস্তকে কি পাঠ কর নাই যে কৃতজ্ঞতাতে সম্পদের বৃদ্ধি হয় ?

রাজন্! যদি পৃথিবীর এই অস্থায়ী রাজ্য সম্পদের জন্য তুমি কৃতজ্ঞ হও, অবিনশ্বর রাজৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারিবে। যদি রাজত্ব পাইয়া অত্যাচার কর, সেই রাজত্ব পদ হারাইয়া ভিক্ষুক হইবে। যে রাজ্যে দুর্ব্বল প্রজা দুঃখ ভারাক্রান্ত, সে রাজ্যের রাজার আহার নিদ্রা সুখ ভোগে পাপ। প্রজাকে একটী সর্ষপ কণিকা তুল্যও উৎপীড়ন করিও না। রাজা রক্ষক, প্রজাগণ মেষ পাল স্বরূপ। যদি রাজা হইতে অবিচার ও শক্রতা হয়, তবে তিনি রক্ষক নন, শার্দ্দূল। ২৬

এ কথা বলিও না যে রাজ্যাধিপত্য অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ পদ নাই। আমি বলি, এক জন ঋষির বৈরাগ্য রাজ্যে যেরূপ সুখ আছে, তাহা সম্রাটের রাজ্যে নাই। "লঘুভার ব্যক্তি সহজে সংসার সমুত্তীর্ণ হয়" ধর্ম্মপুস্তকের এই সার কথা, জ্ঞানী লোকেরা ইহা বিশ্বাস করেন। দরিদ্র খণ্ডেক রুটিকার জন্য চিন্তিত থাকে, রাজা একটী রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য ব্যস্ত থাকেন। যদি দরিদ্র সায়ংকালে এক খণ্ড রুটিকা প্রাপ্ত হয়, তবে সে শ্যাম রাজাধীশ্বরের ন্যায় সুখে নিশা যাপন করে। যতদিন জীবিত থাকা, তত দিনই সংসারে সুখ দুঃখ ভোগ, মৃত্যু হইলে আর এই পার্থিব সুখ দুঃখের কোন অধিকার থাকে না। তখন এই মস্তকের উপর কি রাজমুকুট বা কর ভার অর্পণ কর, উভয়ই সমান। মৃত্যু আক্রমণ করিলে একজন দেশাধিপতি এবং এক কারাগারবাসী উভয়ই তুল্য। কিছুতেই প্রভেদ করা যায় না। ২৭

হিতকারী লোকের অহিত হয় না, যিনি কল্যাণ সাধন করেন, তিনি অকল্যাণ লাভ করেন না। অহিতকারীরই পরিণামে অহিত হয়। বিশ্চিক কাহাকেও দংশন করিতে আসিয়া অক্ষত শরীরে পুনর্ব্বার স্বীয় গর্ত্তে প্রবেশ করিতে পারে না। রাজন্! তোমার অন্তরে হিতৈষণা না থাকিলে তোমার হৃদয়ে আর কঠিন প্রস্তরে বিশেষ প্রভেদ নাই। ভুল বলিলাম, যেহেতু প্রস্তর ও লৌহেতেও হিত সংসাধিত হয়, তোমাতে তাহা হয় না। পাষাণ যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এরূপ পাপাশয় ব্যক্তির মৃত্যু প্রার্থনীয়।

সকল মনুষ্য বন্য পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। দুষ্ট মনুষ্য অপেক্ষা পশু শ্রেষ্ঠ, সহৃদয় ব্যক্তিই পশু জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বটেন। কিন্তু সে সকল লোক নয়, যাহারা মানব মণ্ডলীর প্রতি হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় আচরণ করে। যখন মনুষ্য আহার নিদ্রা ব্যতীত কিছুই জানে না, তখনও সে পশু অপেক্ষা কি অধিক প্রাধান্য রাখে? যে ব্যক্তি মহত্ত্বের বীজ বপন করে নাই, মহত্ত্বের শুভ ফল ভোগ করিতে সে সক্ষম হয় না। আমার জীবনে আমি কখন এ কথা শ্রবণ করি নাই যে দুষ্ট লোকের ইষ্ট সাধিত হইয়াছে। ২৮

সাবধান! আলস্য নিদ্রা ভোগ করিও না, রাজ্যাধিপতির সুখ নিদ্রায় পাপ। দুর্ব্বলদিগের দুঃখে সহানুভূতি কর। দৈব পরাক্রমকে ভয় করিয়া চল। দুর্ব্বলের সঙ্গে মল্ল ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইও না, যদি সেই হীনবল লোক দ্বারা তুমি মল্লে পরাস্ত হও, অতি লজ্জার কারণ হইবে। দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে পতিত লোকে আক্রমণ করিয়া পাতিত করিলে অত্যন্ত ঘৃণার বিষয় হয়। নির্ম্মল হৃদয় সদাশয় ভাগ্যবান্ লোক বিচক্ষণতার সহিত রাজ মুকুকট ও সিংহাসন রক্ষা করেন। উপদেশ স্বেচ্ছাচারী লোকের নিকট তীক্ষ্ণ বোধ হয়, কিন্তু তিক্ত ঔষধে রোগের উপকার হইয়া থাকে। ২৯

এরাক দেশের এক রাজার প্রাসাদ নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া কোন দীন হীন অনাথ এরূপ বলিয়াছিল "রাজন্! তুমিও এক দ্বারের ভিক্ষুক, অতএব তোমার দ্বারে সমাগত উপায় হীন অনাথ দিগকে নিরাশ করিও না। দুঃখীর হৃদয়ের দুঃখ বন্ধন মোচন কর, তাহা হইলে কখন তোমার মনে দুঃখ হইবে না। অত্যাচার প্রাপ্ত বিচারার্থীর মনের উদ্বেগ রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করে। যদি তুমি রাজ ভবনে অৰ্দ্ধ দিবা সুখ নিদ্রায় যাপন কর, তাহা হইলে বিচারার্থী বাহিরে আতপ তাপে দগ্ধ হইতে থাকিবে। যে ব্যক্তি রাজার নিকটে বিচার লাভ করিতে পারে না, বরং অবিচার লাভ করে, ঈশ্বর তাহার বিচার করিয়া থাকেন। ৩০

যদি উচ্চ আকাশ তোমার বিশ্রামাগার হয়, তুমি বিচারার্থীর আর্ত্তনাদ কিরূপে শ্রবণ করিবে? এই ভাবে শয়ন করিও, যদি কোন দুঃখী বিচারের জন্য ক্রন্দন করে, যেন তাহার বিলাপ ধ্বনি শুনিতে পাও। প্রবল হইতে অত্যাচার পাইয়া দুর্ব্বল তোমার নিকটে রোদন করে, উহা কেবল দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার নয়, বরং সেই অত্যাচার তোমার প্রতিও বটে। কুকুর কেবল পথিককে দংশন করিল, তাহা নহে, কুকুর স্বামী গৃহস্থও সেই দংশনের অংশী বটে। সাদি! তুমি বাক্যে দুর্জ্জয় হইয়া উঠিলে, যখন অসি হস্তে ধারণ করিয়াছ, জয় করিতে থাক। যাহা জান সরল ভাবে বল, যথার্থ কথা বলা বিধেয়। উৎকোচ গ্রাহী হইও না। সত্য গোপন করিও না। যদি হিতোপদেশ না কর, অন্য কথা বলিও না। জিহ্বাকে রোধ করিয়া রাখ। ৩১

যত্ন চেষ্টা করিলে বিবাদ বিসম্বাদ না করিয়া ও অনেক কার্য্য সাধন করা যায়। সংগ্রাম অপেক্ষা শত্রুর সঙ্গে প্রীতি সম্মিলন শ্রেয়স্কর। যদি অরাতি দলকে বলে পরাস্ত করিতে না পার, সদ্ভাব প্রদর্শন ও উপঢৌকন দানে বিবাদের দ্বার বন্ধ রাখিবে। যদি সপত্ন হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে, তবে উপকার রূপ মহৌষধ প্রয়োগে তাহাকে বাধ্য কর। শত্রুর উপর অগ্রে কণ্টক বর্ষণ না করিয়া ধন বর্ষণ কর। উপকার অস্ত্রে তাহার তীক্ষ্ণ দন্ত ভগ্ন কর। অনেক সময় বিনয় মধুর ব্যবহারে রাজ্য রক্ষা করিতে হয়। শত্রুর হস্তকে দংশন না করিয়া চুম্বন কর। যথাবিধি উপায় প্রয়োগে মহাবীর রোস্তমের ন্যায় পরাক্রান্ত লোককেও বন্দী করা যায়। সুযোগ মতে গাত্র চর্ম্ম উৎপাটন করিয়া শত্রুকে শিক্ষা দিবে। কিন্তু পরে তাহার সঙ্গে বন্ধুর ন্যায় প্রীতি বিনত্র ব্যবহার করিবে। দুর্ব্বল লোকের সংগ্রাম বলিয়া কোন সংগ্রামকে উপেক্ষা করিও না। জল বিন্দু সকল মিলিত হইয়া প্রবল স্রোতঃ হইতে দেখা গিয়াছে। যত দূর পার ললাটে ক্রোধের চিহ্ন প্রদর্শন করিও না। কেহ তোমার দুর্ব্বল শত্রু হওয়া অপেক্ষা ও বন্ধু হওয়াই শ্রেয়ঃ। যাহার শত্রু সংখ্যা বন্ধু অপেক্ষা অধিক, তাহার শত্রু মহা পরাক্রান্ত হয়, বন্ধু নিস্তেজ হইয়া

যায়। যে সৈন্য তোমা অপেক্ষা অধিক শৌর্য্যশালী তাহার সঙ্গে সংগ্রাম করিও না। তীক্ষ্ণ ছুরিকা মুখে অঙ্গুলির আঘাত করা বিপদের কারণ হয়। যদি বিপক্ষ দল অপেক্ষা তুমি প্রবল বট, তাহা হইলে সেই দুর্ব্বল দলের সঙ্গেও বল প্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য নয়। যদি শত্রু হস্তীর ন্যায় বলবান্ ও শার্দ্দূলবৎ সংগ্রাম কুশল হয়, তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করা অপেক্ষা আমি সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ বলি। যদি শত্রু সন্ধির প্রার্থনা করে, অসম্মত হইও না। যদি যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা করে বিমুখ থাকিও না। বীরত্ব প্রদর্শন সহস্র গুণে প্রতাপ ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়া ভাবী সংগ্রামের পথ রোধ করে, যদি শত্রু নিতান্তই যুদ্ধের জন্য তোমার প্রতি ধাবিত হয়, তাহাতে তুমি সংগ্রামে লিপ্ত হইলে ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হইবে না। সমর প্রার্থনা করিলে অগ্রসর হও, এ রূপ হিংসা স্থানে অনুগ্রহ প্রদর্শন পাপ। যদি নীচ প্রকৃতি প্রতিদ্বন্দীর সঙ্গে সহাস্য মুখে আদর ও বিনয় সহকারে কথোপকথন কর, তাহা হইলে তাহার অহঙ্কার ও অবাধ্যতা বৃদ্ধি পাইবে। শত্রু কাতরভাবে তোমার দ্বারে উপস্থিত হইলে মন হইতে ক্রোধ ও প্রতিহিংসা দূর কর। ক্ষমা প্রার্থনা করিলে দয়া প্রদর্শন কর, তাহার দুর্ব্ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া ক্ষমা কর। প্রাচীন পুরুষ-দিগের প্রদর্শিত উপায়কে উপেক্ষা করিও না, বয়োবৃদ্ধেরা অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ বটেন। যুবকেরা করবালের সাহায্যে এবং প্রাচীনগণ অভি-জ্ঞতাবলে ধাতুময় দুর্ভেদ্য দুর্গকে বিচূর্ণ করেন। সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কোন্ পক্ষের জয় পরাজয় হয় বলা যায় না। নিজের প্রাণ রক্ষার সন্ধান স্থির করিয়া রাখিও। যখন দেখ উভয় দলে পরস্পর তুল্যভাবে যুদ্ধ চলিতেছে, তুমিও সাহসের সহিত সংগ্রামে প্রাণ উৎসর্গ কর। যখন দেখিলে তোমার সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, তখন নিজে প্রস্থানের চেষ্টা কর। যুদ্ধ করিতে করিতে অরি চক্রের ভিতরে প্রবেশ করিলে তাহাদের পরিচ্ছদ ধারণ করিও। তোমার সঙ্গে সহস্র সেনা, শত্রুপক্ষে দুই জন মাত্র, তাহা হইলেও শত্রুরাজ্যে রজনীতে স্থিতি করিও না। তামসী নিশায় সুরক্ষিত গুপ্ত স্থান হইতে পঞ্চাশ জন অশ্বারূঢ় পঞ্চশত অশ্বারোহীর ন্যায় বিক্রম প্রদর্শন করিতে পারে। যদি যামিনীযোগে

গমনাগমন করিতে চাও, তাহা হইলে প্রথমতঃ শত্রুর সুরক্ষিত গুপ্তভূমি সকলে সাবধান হইবে। উভয় দলের সেনা নিবেশের ব্যবধান দশ ক্রোশের অধিক হইলে, দুই দিক হইতে দৌড়িয়া আসিয়া পরস্পর সম্মুখীন সংগ্রাম করিতে পথশ্রান্তি বশতঃ সেনাদিগের বল বিক্রম হ্রাস হয়। তুমি আপন শিবিরে বিশ্রাম করিতে থাক, বিপক্ষ সৈন্য আট দশ ক্রোশের পথ অতিক্রম পূর্ব্বক পরিশ্রান্ত হইয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তুমি নূতন বলের সহিত তাহাদিগকে আক্রমণ কর। সেই নির্ব্বোধ শত্রুসেনাই এই ভাবে অগ্রসর হইয়া স্বয়ং নিজের অনিষ্ট সাধন করিবে। যুদ্ধে বিজয়ী হইলে পলায়িত শত্রুর পশ্চাদ্গামী হও, যেহেতু তাহা করিলে তাহারা পুনর্ম্মিলিত হইয়া সহজে আর তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। বিপক্ষের অনুসরণক্রমে একাকী অনেক দূরে চলিয়া যাইও-না। নিজের সেনানিবহ হইতে দূরে পতিত হওয়া উচিত নয়। তুমি সৈনিকব্যূহ হইতে দূরে পড়িয়াছ, পলায়িত শত্রু নিকটে, এ দিকে বায়ুভরে ধূলি উড্ডীন হইয়া মেঘাবলীর ন্যায় চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়াছে, এমত সময়ে সুযোগ পাইয়া শত্রু তোমাকে আক্রমণ পূর্ব্বক অস্ত্রের আঘাতে বিনাশ করিতে পারে। শত্রুর শিবির বিলুণ্ঠনের জন্যে সমুদায় সেনা প্রেরণ করিও না। রাজার পশ্চাৎ ভাগ বাহিনী শূন্য থাকা উচিত নহে। আপন সৈন্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা, যুদ্ধ করা অপেক্ষা রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। ৩২

যে সকল পুরুষ এক বার বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাকে উপযুক্ত রূপে পদোন্নত করা উচিত। তাহা হইলে সংগ্রামে সঙ্কুচিত হইবে না, প্রাণ দানে প্রস্তুত হইবে। সেনা বৃন্দকে বিশ্রামের সময় সন্তুষ্ট রাখ, তবে যুদ্ধকালে উপকার করিবে। শত্রু দলে রণ বাদ্য বাজিবার পূর্ব্বে বীর পুরুষদিগের হস্তে প্রীতি চুম্বন প্রদান কর। সৈন্য দ্বারা শত্রুর আক্রমণ-হইতে রাজ্যকে রক্ষা কর, এবং অর্থ দ্বারা সৈন্য রক্ষা কর। সেনা সন্তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকিলেই শত্রুর উপর রাজা জয় লাভ করিতে পারেন। যে স্বীয় মস্তকের মূল্য স্বরূপ বেতন লাভ করে, এরূপ সেনার কষ্ট হয়, ইহা

বিচার সঙ্গত নহে। ভৃতি লাভে বঞ্চিত থাকিলে সেনা গণ হস্তে করবাল ধারণ করিতে ক্লেশানুভব করে। সে রণ স্থানে কি বীরত্ব প্রদর্শন করিবে? যখন তাহার হস্ত মুদ্রা শূন্য। ৩৩

সংগ্রামে বীর পুরুষ দিগকে প্রেরণ কর। সিংহের যুদ্ধে সিংহকে প্রেরণ কর। বহুদর্শী প্রাচীন যোদ্ধার অভিমতানুসারে কার্য্য কর, যেহেতু পুরাতন ব্যাঘ্রের অনেক রূপ শিকার পরীক্ষা থাকে। অসিধারী যুবাদিগকে তত ভয় করিও না, এক জন অভিজ্ঞ বৃদ্ধকে শঙ্কা করিও। সিংহ-বিক্রম যুবকগণ বৃদ্ধ শশকের বুদ্ধি কৌশল জানে না। বহুদর্শী লোক অভিজ্ঞতা-শালী হয়, যেহেতু অনেক প্রকার শীতোষ্ণতা তাহার পরীক্ষা থাকে। সুবুদ্ধি ভাগ্যবান্ যুবা বৃদ্ধের উপদেশ অগ্রাহ্য করে না। যদি তুমি স্বরাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাও, উচ্চ কার্য্যের ভার নবযুবকের হস্তে অর্পণ করিও না। যে সকল ব্যক্তি অনেক বার যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, সে সকল লোক ব্যতীত অন্য কাহাকে সেনাপতি করিও না। মৃগয়া-কুশল কুক্কুর ব্যাঘ্র দেখিয়া পলায়ন করে না। বরং অপ্রেক্ষিত-সংগ্রাম ব্যাঘ্র শশক হইতে পলায়িত হয়। ৩৪

সুবিখ্যাত বীর গার্গিণ সংগ্রামোদ্যত শস্ত্রধারী পুত্রকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন "বৎস! যদি তুমি স্ত্রীলোকের ন্যায় পলায়ন করিতে চাও, যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিও না—সংযুগীন বীর পুরুষদিগের মর্য্যাদা বিলোপ করিও না। যে সেনানায়ক যুদ্ধকালে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দেয়, সে শুদ্ধ আপনাকে অপমানে বধ করে তাহা নয়, খ্যাতিশালী বীর পুরুষদিগকেও বধ করে। দুই জনই এক লক্ষ্য এক বাক্য এক পাত্রভোজী প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত, এরূপ দুই বন্ধু হইতেই সংগ্রামে বীরত্ব প্রকাশ পায়। ভ্রাতাকে সপত্ন হস্তে আক্রান্ত দেখিয়া পলায়ন করিতে তাহার খেদ হয়। যখন দেখিবে বন্ধু তোমাকে সাহায্য করিতে বিমুখ, তখন পরাজয়কেই কৃতার্থ মানিবে। ৩৫

রাজন্! দুই ব্যক্তিকে তুমি প্রতিপালন করিও। এক পণ্ডিত, দ্বিতীয় বীর পুরুষ। যিনি পণ্ডিত ও বীর পুরুষকে পালন করেন, তিনি সমুদায় ভাগ্যবান্ রাজাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি লেখনী ও তরবারকে গ্রহণ করিল না, তাহার যদি মৃত্যু হয়,খেদ নাই। লেখনীধারী ও অসিধারী দুই ব্যক্তিকেই সমাদরে সংরক্ষণ কর। তুমি সঙ্গীত ব্যবসায়ী নও, স্ত্রীলোকও নও। প্রতিদ্বন্দী যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত, তুমি সুরাও গান বাদ্যে প্রমত্ত হইবে ইহা পুরুষকার নহে। অনেক ভাগ্যবান্ ধন সম্পন্ন লোক এরূপ উপেক্ষায় ও আমোদ প্রমোদে বিনষ্ট হইয়াছে, ধন সম্পত্তি তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে। ৩৬

আমি শত্রুর সংগ্রামকে ভয় করিতে বলি না, তুমি সন্ধির ঘোষণাতে সমধিক ভীত হইও। অনেক লোক দিবা ভাগে সন্ধির প্রস্তাব করেন, কিন্তু নিশাকালে নিদ্রিত ব্যক্তির উপর সৈন্য প্রেরণ করেন। কবচধারী বীর পুরুষদিগের সুখ নিদ্রাভোগ কর্ত্তব্য নয়, যুবতীগণের জন্য শয্যা বিস্তৃত থাকে, বিক্রমশালী যুবকগণের জন্য নয়। শয়নাগারস্থিত যুবতী জনের ন্যায় প্রকৃত বীর পুরুষ অস্ত্র শস্ত্র শূন্য হইয়া শিবিরে শয়ন করিয়া থাকেনা। গোপনেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য, যেহেতু, শত্রু গোপনে আক্রমণ করিতে পারে। ৩৭

দুই জন শত্রু নিকটে, তাহারা দুর্ব্বল, তাহা হইলেও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নয়। সেই দুই শত্রু যদি পরস্পর মিলিত হইয়া ষড় যন্ত্র করে, তাহাদের দুর্ব্বল বাহু সবল হইতে পারে। সেই দুইয়ের এক জনের মন নানা কৌশলে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা কর, অন্য জনের অস্তিত্ব বিলোপ কর। যদি কোন বলবান্ শত্রু আসিয়া তোমাকে আক্রমণ করে, সে সময় অসি কার্য্যকর হইবেনা, এস্থলে কৌশলের খড়্গ ধারণ করিতে হইবে। যাও, উক্ত বিপক্ষের সঙ্গে প্রণয় স্থাপন কর। তাহা হইলে তাহার বল খর্ব্ব হইবে। ৩৮

যদি শত্রুর সৈন্য মধ্যে পরস্পর বিবাদ, অসম্মিলন উপস্থিত দেখ, তুমি স্বীয় করবাল কোষের ভিতরে পুরিয়া রাখ। ব্যাঘ্রদল পরস্পর কলহ করিতে থাকিলে, ছাগ পশুর আর ভাবনা কি? যখন শত্রুতে শত্রুতে বিবাদ হয়, তখন তুমি বন্ধুমণ্ডলীর সঙ্গে নিশ্চিন্ত থাক। ৩৯

যখন যুদ্ধাস্ত্র ধারণ করিবে তখন সন্ধির গোপনীয় পথকে রোধ করিও না। যেহেতু অনেক সংগ্রামকুশল বীর প্রকাশ্যে যুদ্ধ করে এবং গোপনে সন্ধির প্রার্থী থাকে। রণক্ষেত্রে সমাগত শত্রু সেনানীর মন গোপনে অনুসন্ধান করিও, হইতে পারে যে সে তোমার বশীভূত হওয়ার ইচ্ছা রাখে। যদি শত্রু দলের প্রধান ব্যক্তি তোমার হস্তে ধরা পড়ে, তাহার প্রাণসংহারে বিলম্ব করিও। তখন তোমার পক্ষেরও কোন প্রধান লোক শত্রুর হস্তে পতিত থাকা বিচিত্র নহে। যদি এ সময়ে তুমি শত্রু দলপতিকে বধ কর, তবে শত্রু ধৃত স্বীয় দলের প্রধানকেও জীবিত দেখিতে পাইবে না। যে বন্দীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে, সময়ে যে তাহার বন্দী হওয়া বিচিত্র নয়, এ বিষয়ে সে শঙ্কা রাখে না। কে বন্দীদিগের প্রতি অনুকূল, যে কোন সময়ে স্বয়ং বন্ধনের যাতনা ভোগ করিয়াছে। যদি বিপক্ষ পক্ষের কোন প্রধান ব্যক্তি তোমার শরণাপন্ন হয়, এবং তুমি তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার কর, অন্য লোকেও তোমার শরণ লইবে। শত বার শত্রুর প্রতি আক্রমণ করা অপেক্ষা দশ জন শত্রুর মন প্রেমদ্বারা বশীভূত করা শ্রেয়ঃ। ৪০

অষ্টম অধ্যায়।

বিবিধ বিষয়।

নরপতি তাকস্ আপন অনুচরগণের নিকটে একটী গোপনীয় কথা বলিয়া তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে অন্য কাহার সন্নিধানে ইহা প্রকাশ না করে। এক বৎসর কাল এই রহস্য অন্তরকে অতিক্রম করিয়া জিহ্বা স্পর্শ করিয়াছিল না। কিন্তু পরে এক দিন পৃথিবীময় প্রচার হইয়া গেল। ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া সেই রহস্যভেদী অনুচর বৃন্দের মস্তক চ্ছেদন করিতে আদেশ করিলেন। তখন এক জন ভৃত্য সবিনয়ে নিবেদন করিল "মহারাজ! কিঙ্করদিগকে বধ করিবেন না, ভাবিয়া দেখুন এই অপরাধ আপনারই বটে। প্রণালীর মুখ আপনি পূর্ব্বে বন্ধ করিলে, এই জলপ্লাবন দেখিতে হইত না।"

তুমি কাহার নিকটে রহস্যভেদ করিও না, তাহা হইলে কেহ তাহা যাহার তাহার নিকটে বলিবে না। মণি মুক্তা কোষাধ্যক্ষদিগের হস্তে অর্পণ কর, কিন্তু রহস্য আপনার হৃদয়ে রক্ষা কর। যে পর্য্যন্ত তুমি কথায় ব্যক্ত না কর, সে পর্য্যন্ত রহস্যের উপর তোমার কর্তৃত্ব রহিল, বলা হইল কি তোমার উপর তাহার আধিপত্য হইল। হৃদয়-কূপে রহস্য, বন্ধী দৈত্য স্বরূপ; তাহাকে বাগিন্দ্রিয়ের উপর আগমন করিতে দিও না, সে বেগে প্রস্থান করিবে। এইরূপ কথা বলিও না, যাহা প্রকাশ পাইলে কোন ব্যক্তি তদ্দ্বারা বিপদ্গ্রস্ত হয়। এক নির্ব্বোধ গৃহস্থকে তাহার বুদ্ধিমতী স্ত্রী এই সুন্দর বাক্যটী বলিয়াছিল "শুভ কথা বল, অন্যথা মৌন হইয়া থাক।" ১

কতকগুলি লোক কুৎসিত গান বাদ্যের আমোদে মত্ত ছিল। এক জন ইহা দেখিয়া অন্যায় ভাবিয়া তাহাদের ঢোলক ও সারঙ্গ যন্ত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিল। মত্ত ব্যক্তিগণ তৎক্ষণাৎ সারঙ্গের তারের ন্যায় তাহার কেশ টানিয়া ধরিল। ঢোলকের ন্যায় সে তাহাদের দ্বারা মুখে চপেটাঘাত প্রাপ্ত হইল। রজনীতে প্রহারের যন্ত্রণায় তাহার নিদ্রা হইল না। পরদিন

নীতি শিক্ষক তাহাকে এই উপদেশ দিলেন "যদি চাও যে ঢোলকের ন্যায় মুখে আঘাত না হয়, হে ভ্রাতঃ! তাহা হইলে সারঙ্গ যন্ত্রের ন্যায় মস্তক নত করিয়া থাক।" ২

কোন ব্যক্তি অত্যন্ত আত্মশ্লাঘা করিয়াছিল। কেহ তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া—পরিচ্ছদ ছিন্ন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র দানে দূর করিয়া দিলেন। সে হতভাগ্য অপমানিত হইয়া এক পার্শ্বে বসিয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন কোন বহুদর্শী বিচক্ষণ লোক আসিয়া বলিলেন "হে আত্মাভিমানিন্! যদি কলিকার ন্যায় তোমার মুখ বন্ধ থাকিত, তবে প্রফুল্ল পুষ্পের ন্যায় তোমার গাত্রাবরণ অদ্য কেহ ছিন্ন দেখিত না।"

অসার লোকেরা শূন্যগর্ভ তানপূর যন্ত্রের ন্যায়, কেবল ভেউ ভেউ শব্দ করিয়া থাকে। একটী বিনম্র বাণীতে লোকের ঔদ্ধত্য চলিয়া যায়, দেখ নাই কি যে গণ্ডূষ পরিমিত বারিতে অগ্নিশিখা উপশান্ত হয়? গুণবান্ ব্যক্তি স্বীয় গুণ কখন বর্ণন করেন না। যদি বিশুদ্ধ কস্তুরিকা থাকে তুমি মৌন ভাবে থাক; সেই কস্তুরিকাই আপন সৌরভে লোকের নিকটে পরিচিত হইবে। ইহা প্রকৃষ্ট স্বর্ণ, পূর্ব্বে তোমার এই কথা বলিবার প্রয়োজন কি? পরীক্ষা-শিলাই বলিয়া দিবে ভাল কি মন্দ। ৩

একদা এক শিষ্য মহর্ষি দাউদের নিকটে আগমন করিয়া বলিয়াছেন যে অমুক সুফী (এক প্রকার বৈরাগ্যাশ্রিত) সুরা বিহ্বল হইয়া শুণ্ডিকালয়ে নিপতিত। তাহার উষ্ণীষ ও অঙ্গত্রাণ উদ্বমিত অন্ন পুঞ্জে পরিলিপ্ত। একদল কুকুর তাহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। মহাত্মা দাউদ এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া শিষ্যের প্রতি বিষণ্ণ ভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা ও দুঃখে অস্থির থাকিয়া বলিলেন "প্রিয়! অদ্যই বন্ধুতা কার্য্যে পরিণত হইবার দিন, যাও, শুণ্ডিকালয় হইতে তাহাকে নিয়া আস। মদিরা পান, সুরা বিপণিতে গমন ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ। ইহা বৈরাগ্যাবলম্বীদিগের সম্বন্ধে অতি গর্হিত ও লজ্জাকর ব্যাপার। সে সুরাপান করিয়া

ধর্ম্মের শাসন অতিক্রম করিয়াছে, তুমি বীরের ন্যায় তাহাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া নিয়া আস।”

শিষ্য এই কথা শ্রবণ করিয়া সঙ্কুচিত হইল, কতক্ষণ চিন্তাতে নিমগ্ন হইয়া রহিল। আদেশ অমান্য করিবারও ক্ষমতা নাই, সুরা মত্ত ব্যক্তিকেও স্কন্ধে বহন করিতে ইচ্ছা হয় না। কিছু কাল ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু কোন ঔষধ দেখিল না—আজ্ঞা অবহেলা করিবার উপায় পাইল না। অগত্যা শুণ্ডিকালয়ে যাইয়া তাহাকে স্কন্ধে উঠাইয়া চলিল। ইহা দেখিয়া নগরের লোক তাহার দিকে দৌড়িয়া আসিল, এবং এক জন ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিল “ওহে এক বৈরাগীকে দেখ, ইহার বিচিত্র বৈরাগ্য !! অন্য জন বলিতে লাগিল “ওহে দেখ বৈরাগীরা মদ খায়, তাহাদের বৈরাগের পুণ্য বসন সুরারসে অভিষিক্ত। নগরবাসীদিগের আর এক জন অন্য জনকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতে লাগিল “দেখ এক ব্যক্তি পূর্ণ মাতাল, আর যে তাহাকে কান্ধে করিয়া নিয়া যাইতেছে, এ বেটাও অর্দ্ধমাতাল।” লোকের এইরূপ নিন্দা ও শ্লেষোক্তি শ্রবণ ও এই ভাবের জনতা দর্শন অপেক্ষা, কণ্ঠে অসির আঘাত প্রাপ্ত হওয়াও সুখকর। শিষ্য সে দিন অগত্যা এই নিদারুণ দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিয়া সুরামত্তকে বহন করিয়া গৃহে নিয়া আসিল। রাত্রিতে লজ্জা ও ভাবনায় তাহার নিদ্রা হইল না। পর দিন দাউদ সস্মিতবদনে তাঁহাকে বলিলেন “বৎস! তুমি আপন পল্লীতে কাহাকেও সম্মান চ্যুত করিওনা, নগরেতে অপমানিত হইবে না। ৪

দুই ব্যক্তি দেখিল যে ধূলি উত্থিত হইয়াছে, মহা কোলাহল উপস্থিত, কলহ আরম্ভ হইয়াছে। বিবাদে প্রবৃত্ত লোকেরা পরস্পরের উপর পাদুকা নিক্ষেপ করিতেছে। এক জন এই বিরোধ ব্যাপার দেখিয়াই এক পার্শ্বে সরিয়া গেল, অন্য জন অসতর্ক ভাবে কলহকারীদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মস্তক ভগ্ন করিল। ৩

সতর্ক লোক সুখী, কাহারও ইষ্টানিষ্টের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক নাই।

ঈশ্বর তোমার মস্তকে চক্ষুঃ কর্ণ প্রদান করিয়াছেন, কথা বলিবার জন্য জিহ্বা, সতর্কতার জন্য মন দিয়াছেন। তুমি উচ্চ, নীচ, দীর্ঘও হ্রস্ব বোধ করিবার শক্তি রাখ, অতএব সেই অনুসারে চল। ৫

এক ব্যক্তি পরনিন্দায় জিহ্বা প্রসারণ করিয়াছিল। তাহাতে এক উন্নত জ্ঞানবান্ পুরুষ তাহাকে বলিলেন "তুমি অন্যের প্রতি আমার মনের ভাবকে কলুষিত করিওনা এবং তোমার নিজের পক্ষে আমার যে সংস্কার আছে, তাহা ও বিকৃত করিওনা। আমি বোধ করি অন্য স্থানে যাইয়া তুমি আমার নিন্দায়ও প্রবৃত্ত হইবে। আমি স্থির করিয়াছি, তোমার নিন্দা দ্বারা জন সমাজে নিন্দিত ব্যক্তির বিশ্বাস ও সম্মানের অনেক হানি হইবে, কিন্তু তোমার কিছুই গৌরব বৃদ্ধি পাইবে না"। ৬

কেহ আমাকে বলিয়াছিলেন যে পরোক্ষে পর নিন্দা অপেক্ষা দস্যুতা শ্রেষ্ঠ বটে। আমি এই কথাকে কৌতুক মনে করিয়া বলিলাম "হে ভ্রান্ত-চিত্ত বন্ধো! আমার কর্ণে তোমার বাক্য আশ্চর্য্য বোধ হইল, দস্যু-বৃত্তিকে তুমি কি প্রকারে পরনিন্দা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিলে?" তিনি বলিলেন "হাঁ শ্রেষ্ঠ! দস্যুগণ পরাক্রম প্রদর্শন করে, বাহুবলে উদর পূর্ণ করে। তাহারা পরনিন্দাকারী কাপুরুষ লোকদিগের ন্যায় কুকর্ম্ম করে, অথচ আপনি কিছুই ভোগ করে না, এরূপ নয়।" ৭

বোগ্দাদ নগরস্থিত নেজাম্মিয়া নামক প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে একদা আমি অবিশ্রান্ত বিচারও শাস্ত্রালোচনা করিয়াছিলাম, সে সময়ে গোপনে গুরু মহাশয়কে বলিয়াছিলাম "আর্য্য। অমুক বন্ধু আমার প্রতি শত্রুতা করিতেছে, যখন আমি শাস্ত্রীয় বচনের অর্থ ব্যাখ্যা করি, বন্ধু কুটিল অভিসন্ধিতে বিরক্তি ও অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করে, সে বড় দুষ্ট।" শিক্ষক এই কথা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "সে তোমার বন্ধু, তাহার শত্রুতাকে তুমি ভাল বাস না। কিন্তু নিজে যে পরোক্ষে পরনিন্দা করিতেছ, তাহা বুঝি অবগত নও। জানি না কে তোমাকে এরূপ নিন্দা অন্যায়

নহে, শিক্ষা দিয়াছে। বস্তুতঃই যদি সে শত্রু আচরণ করিয়া থাকে, নরকের পথ আশ্রয় করিয়াছে কিন্তু এই নিন্দায় দ্বিতীয় পথ দ্বারা তুমিও যে নরকে উপস্থিত হইবে।" ৮

কয়েক জন সাধু পুরুষ এক নিভৃত স্থানে বসিয়া কথোপকথন করিতে-ছিলেন। ইতি মধ্যে এক জন আসিয়া পরনিন্দা আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া তাঁহাদের এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি কখন কাফে-রের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছ?" উত্তর করিল "আমি এই জীবনে গৃহের বাহিরে পদ নিক্ষেপ করি নাই।" পরে তিনি বলিলেন "এরূপ হতভাগা মানুষ তো আমি কখন দেখি নাই, কাফের তাহার সংগ্রাম হইতে মুক্ত রহিল, কিন্তু সম ধর্ম্মাশ্রিত মুসলমানগণ তাহার জিহ্বার অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইল না।" ৯

মরগজ গ্রাম নিবাসী ক্ষিপ্ত কি সুন্দর কথা বলিয়াছিল "যদি আমি কাহার নিন্দা করি, মাতৃ নিন্দা করিব। তদ্ভিন্ন অন্য কাহার নিন্দা করিব না। জ্ঞানী লোকেরা জানেন সেই তপস্যাই শ্রেষ্ঠ যে জননী যাহার অধিকারিণী হন।" *

সখে! যে বন্ধু অনুপস্থিত, তাঁহার দুইটী বিষয় বন্ধুগণের সম্বন্ধে পাপ। এক তাঁহার ধন হস্তগত করা, দ্বিতীয় তাঁহার দুর্নাম করা। যে ব্যক্তি নিন্দা দ্বারা পরের যশঃ খ্যাতি লোপ করে, তুমি আশা করিও না, সে তোমাকে ভাল বলিবে। অগোচরে তোমাকেও তদ্রূপ বলিবে, যেরূপ তোমার নিকট অন্য লোকের বিরুদ্ধে বলিয়াছে। জগতে তাঁহাকেই জ্ঞানী বলি, যিনি স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে রত, লোকের দোষানুসন্ধান করিয়া বেড়ান না। ১০

---

* মুসলমান শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে নিন্দাকারীর যে কিছু সুকৃতি থাকে, যাহাকে নিন্দা করা হয়, সে ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হয়। এ জন্যই ক্ষিপ্ত বলিয়াছিল যে আমি অন্য কাহারও নিন্দা না করিয়া মাতৃ নিন্দা করিব. তাহার উদ্দেশ্য এই, তাহা হইলেই তাহার জীবনের সঞ্চিত পুণ্য জননী লাভ করিবেন।

দস্তবয়াজ্জ নগরের এক চোর সিস্তান নগরে আসিয়া কোন পণ্য-শালায় কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিল। পণ্য জীবী বঞ্চনা করিয়া তাহা হইতে অর্দ্ধ পয়সা মূল্য অধিক লয়। চোর ইহা জানিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "হে ঈশ্বর! তুমি এই ক্ষণ নিশাচর তস্কর-দিগকে অগ্নিতে পুড়িয়া মার, তাহাদের ব্যবসায় আর চলিবে না, যে হেতু সিস্তান নিবাসী লোক দিনে চোরি আরম্ভ করিয়াছে।" ১১

এক ব্যক্তি এক জন ধর্ম্ম পরায়ণ লোককে বলিয়াছিলেন, "জান নাই, তোমার অসাক্ষাতে অমুকে তোমাকে লক্ষ্য করিয়া কি কথা বলিয়াছিল?" তিনি বলিলেন "মিত্র! নীরব হও, স্থির থাক। শত্রু কি বলিয়াছে, তাহা আমার না জানাই ভাল।"

যাহারা শত্রুর কথা কর্ণে আনিয়া যোগাইয়া থাকে, তাহারাও শত্রু — শত্রু অপেক্ষা অধম। শত্রুতাতে যাহার অনুরাগ, সে ভিন্ন অন্য লোক কখন শত্রুর কথা বন্ধুর নিকটে আনয়ন করে না। তুমি পরম শত্রু, যে হেতু গোপনে শত্রু এরূপ বলিয়াছে ইহা আসিয়া প্রকাশ কর। বাক্যচ্ছিদ্রান্বেষী লোক পুরাতন বিবাদকে নূতন করিয়া তোলে, সুশীল শান্ত মনুষ্যকে রাগান্বিত করে। যে ব্যক্তি নিদ্রিত বিবাদকে বলে জাগরিত হও, এ প্রকার লোকের সহবাস করিও না। দুই জনের মধ্যে বিবাদ, অগ্নি স্বরূপ, বাক্যচ্ছিদ্রান্বেষী সেই অগ্নিতে কাষ্ঠের আহরক। ১২

সম্রাট্ ফরেদুঁর এক বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ উজ্জ্বল ও চক্ষুঃ দূরদর্শী ছিল। তিনি প্রথমতঃ ঈশ্বরের শুভাভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি করিতেন, পরে রাজার আদেশ পালন করিতেন।

ক্ষুদ্রাশয় কর্ম্মচারীগণই প্রজা পীড়ন করিয়া থাকে, তাহারা মনে করে প্রজা পীড়ন করিলেই ধন বৃদ্ধি ও রাজ্য সুশাসিত হয়। ভ্রাতঃ! যদি তুমি ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি না রাখ, যে রাজার সন্তোষের জন্য প্রজা পীড়ন করিবে, তাহা হইতেই তুমি প্রপীড়িত ও বিপন্ন হইবে।

একদা এক ব্যক্তি ফরেদুঁর নিকটে যাইয়া বলিল "রাজন্! নিরন্তর

তোমার সুখ শান্তি হউক। আমি যাহা বলিতেছি তাহা নিবেদন মাত্র বলিয়া মনে করিও না, উপদেশ বলিয়া স্বীকার করিও। এই অমাত্য তোমার প্রতি অন্তরে শত্রুতা পোষণ করিতেছে। এ আপামর সমুদায় সৈনিককে এই অঙ্গীকারে অর্থ ঋণ দিয়াছে যে যখন মহামান্য ভূপতির মৃত্যু হইবে, তখন ধন তাহাকে ফিরাইয়া দিবে। বস্তুতঃ এই স্বার্থপরায়ণ মন্ত্রী তোমাকে জীবিত দেখিতে ইচ্ছা করে না।"

ইহা শুনিয়া রাজা কোপ-কষায়িত নয়নে মন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "তুমি প্রকাশ্যে দেখি আমার নিকটে বন্ধুর বেশ ধারণ করিয়া আছ, অন্তরে কেন শত্রু ?"

সচিববর সিংহাসন প্রান্তে ভূমি চুম্বন করিয়া নিবেদন করিলেন "পৃথ্বীনাথ! যখন জিজ্ঞাসা করিলে, তখন আর গোপন করা উচিত নয়। হে যশোধন মহীপাল! এরূপ আমি ইচ্ছা করি যে তোমার প্রজা মণ্ডলী সর্ব্বদা তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী থাকে, যখন তোমার মৃত্যু পর্য্যন্ত আমার প্রদত্ত ঋণের সময় নির্দ্দিষ্ট, তখন আমার ধন পরিশোধের ভয়ে সকলেই তোমার দীর্ঘায়ুঃ আকাঙ্ক্ষা করিবে। প্রকৃতি পুঞ্জ আগ্রহের সহিত তোমার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন অভিলাষ করে, ইহা কি তব প্রার্থনীয় নয় ?"

মন্ত্রীর বাক্য রাজার মনে প্রীতিকর হইল। তাঁহার মুখ পুষ্প আহ্লাদে নূতন শ্রী ও প্রফুল্লতা ধারণ করিল। সেই দিন হইতে তিনি উক্ত মন্ত্রীর পদ ও সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

পরচ্ছিদ্র বাদীর ন্যায় হতভাগ্য দুরাত্মা আর কাহাকেও দেখি না। সে নীচাশয়তা ও অজ্ঞতা দ্বারা দুই বন্ধুর মধ্যে বিবাদ উপস্থিত করিয়া দেয়। যখন সত্য প্রকাশ পাইয়া পরে, উভয়ে প্রীতির সহিত সম্মিলিত হন, তখন সেই পরচ্ছিদ্রবাদীই ভাগ্যচ্যুত ও লজ্জিত হয়। দুই ব্যক্তির মধ্যে অগ্নি উদ্দীপন করিয়া পরিণামে তাহাতে পুড়িয়া নিজে দগ্ধ হওয়া মূর্খতার কার্য্য। যদি কিছু হিতবাক্য বলিতে জান, তাহা যদি অন্যের মনে ভালও না লাগে বল। কল্য অহিতকারী অলীক বাদী অনুতপ্ত হইয়া এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিবে যে হায়! কেন সত্যকে আদর করি নাই।১৩

কোন রমণীর রমণীয় বদন মণ্ডল দর্শন করিয়া এক ব্যক্তির শরীর রোমাঞ্চিত ও কপোল যুগল অশ্রুজলে অভিষিক্ত হয়। এই সময়ে মহা-পণ্ডিত বক্‌রাত তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, তিনি দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ লোকটীর কি হইয়াছে? কেহ বলিল "ইনি এক জন ধর্ম্মসাধক ঋষি, কখন কেহ তাঁহাকে পাপাচারী দেখে নাই, দিবা রজনী ইনি সংসারে নির্লিপ্ত ও অনাসক্ত এবং ঈশ্বর-ধ্যান মননে নিমগ্ন ছিলেন। অদ্য এক মনোমোহিনী ইহাঁর মন হরণ করিল। এই মহাত্মার দৃষ্টিরূপ চরণ আজ গভীর কর্দ্দমে বদ্ধ হইল।"

ঋষি ইহা শুনিয়া বলিলেন "আমাকে এরূপ অনুযোগ করিও না, ইহা বলিও না যে আমার এই ভাবান্তরের কোন নিগূঢ় উচ্চ কারণ নাই। রমণী মুখের সৌন্দর্য্য আমার মন বিকৃত করে নাই। যিনি এই সৌন্দর্য্যের রচনা করিয়াছেন, সেই মহাশিল্পী প্রকাশিত হইয়া আমার মন প্রাণ কা-ড়িয়া লইয়াছেন।" তাঁহার ভাবেই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ ও হৃদয় পুলকিত হইয়াছে। ১৪

মিশর দেশে আমার এক লজ্জাশীল নিরীহ ভৃত্য ছিল। কেহ বলিল "এ দাসের বুদ্ধি চতুরতা কিছুই নাই, ইহার কাণ মলিয়া দেও, তবে শিক্ষা হইবে।" সে দিন রাত্রিতে কোন কারণে আমি ভৃত্যকে ধমক দিয়াছিলাম, তাহাতে সেই উপদেষ্টাই আবার বলিলেন "হায়! সাদি নিষ্ঠুরাচারে উপায় হীন নিরীহ দাসটীকে বধ করিল।"

যদি তুমি ক্রোধে উত্তেজিত হও, লোকে তোমাকে দুষ্টমতি ক্ষিপ্ত বলিবে। যদি গম্ভীর প্রকৃতি সহিষ্ণু হও, অবিমৃষ্যকারী বলিবে। দান-শীল হইলে উপদেশ দিবে তুমি ভাল করিতেছ না, কল্যই রিক্তহস্ত দরিদ্র হইয়া পড়িবে। যদি ব্যয়কুণ্ঠ হও, লোকের কটূক্তিভাজন হইবে; বলিবে পিতার ন্যায় এই নীচাশয়ও ধনসম্পত্তি রাখিয়া মৃত্যু শয্যায় বিলাপ করিবে। কোন রূপে নিরাপদ নাই। প্রেরিত মহাপুরুষগণও শত্রুর কটূক্তি হইতে রক্ষা পান নাই। যখন মনুষ্য জিহ্বার আক্রমণ হইতে কাহার নিস্তার নাই, তখন একল উপেক্ষা করাই একমাত্র ঔষধ। ১৫

কোন যুবা সুবুদ্ধি বিদ্বান্ উপদেশ পটু ও সৎসাহসী ছিলেন এবং তত্ত্ব-বিদ্যা ও ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল ও অন্য২ নানা গুণে তিনি বিভূষিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বর্ণোচ্চারণ শুদ্ধি ছিলনা। ইহা দেখিয়া কোন এক জন ঋষিকে আমি বলিয়াছিলাম যে অমুক যুবক সম্মুখের দন্ত রাখেন না। তিনি এই কথায় অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইলেন এবং বলিলেন এরূপ নিরর্থক বাক্য আর কখন কহিও না। তুমি তাঁহার মধ্যে কেবল এই দোষটী দেখিলে, তাঁহার যে কত সদ্‌গুণ আছে তাহার প্রতি আর তোমার দৃষ্টি পড়িল না।"

এই সত্যটী শ্রবণ কর যে বিচারের দিন কল্যাণদর্শী লোকের শাস্তি হয় না। যদি কোন ব্যক্তির বিদ্যা বুদ্ধি সদ্বিবেচনা থাকে, তাহা হইতে যদি অন্যায় হয়, একটী দোষ দেখিয়া তাহাকে আক্রমণ করিও না। জ্ঞানী লোকেরা কি বলিয়াছেন? 'অশুভ পরিত্যাগ করিয়া শুভ গ্রহণ কর' এই কথাটী বলিয়াছেন। ভদ্র! পুষ্প ও কণ্টক এক স্থানে স্থিতি করে, তুমি কণ্টকের প্রতি দষ্টি না করিয়া পুষ্প গ্রহণ কর। মলিন হৃদয় লোকেই কেবল ময়ূরের কুৎসিৎ পদদ্বয়কেই দেখিতে পায়, সেই পক্ষীর সর্ব্বাঙ্গের অনুপম কান্তি তাহার মনে লাগে না। নির্ম্মল ভাব ধারণ কর, যেহেতু মলিন দর্পণেতে বস্তুর সৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বিত হয়না। হে ক্ষুদ্রাশয়! তুমি অন্যের দোষ দর্শন করিয়া বেড়াইও না, তাহা হইলে নিজের দোষ তোমার চক্ষে পড়িবে না। আপনার জীবন কলঙ্ক-মুক্ত না হইলে, আমি অন্য দোষীকে কি প্রকারে শিক্ষা দান করিতে পারি। যদি তোমার জীবনে বিপরীত ভাব প্রকাশ পায়, তাহা হইলে কাহার প্রতি শাসন দণ্ড প্রয়োগে তোমার অধিকার নাই। যদি অন্যায় তোমার ভাল না লাগে নিজে করিও না, পরে প্রতিবেশীকে বলিও, করিও না। আমি ভাল বা মন্দ, তুমি নিঃশব্দে থাক, আমার শুভাশুভের জন্য আমি দায়ী বটি, তুমি নও, আমি সচ্চরিত্র কি কুচরিত্র তোমা অপেক্ষা ঈশ্বর আমার তত্ত্ব অধিক জানেন। তোমার নিকটে আমি সাধুতার পুরস্কারের প্রত্যাশা রাখি না, অসাধুতার জন্য তুমি কেন আমাকে বাক্য যন্ত্রণায় জ্বালাতন করিবে? ঈশ্বর সদাশয় সদনুষ্ঠানকারীর একটী সদ্‌গুণের দশ গুণ পুরস্কার প্রদান করেন। তুমিও যদি

কাহার একটী সদ্‌গুণ দেখিতে পাও, দশ গুণ আহ্লাদিত হইও সুখের বিষয় হইবে। তাহার একটী দোষকে তুমি গণনার মধ্যে আনিও না, সামান্য গুণকে বহু মন্যমান কর। ১৬

এক শিশু উপবাস ব্রত (রোজা) পালন করিতেছিল। অনেক কষ্টে যাম পরিমাণ দিবা যাপন করিল। শিশুর এরূপ ব্রত সাধন শিক্ষকের নিকটে অতি উচ্চ বোধ হইল। তিনি তাহাকে পাঠশালা হইতে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। জনক জননী উপবাস ব্রতের কথা শ্রবণে আহ্লাদে মুখ চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ দ্রব্য দ্রাক্ষা ও বাদাম তাহার মস্তকে বর্ষণ করিলেন। যখন দিবার্দ্ধভাগ গত হইল, ক্ষুধানলে শিশুর জঠর জ্বলিতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিল যে যদি গোপনে এক খণ্ড রুটী ভক্ষণ করি, পিতা মাতা আমার দোষ জানিতে পারিবেন না। যখন জনক জননীর দিকেই শিশুর দৃষ্টি, তাহাদের উদ্দেশেই তাহার অনশন ব্রত ছিল, তখন সে সঙ্গোপনে ভোজন করিল, প্রকাশ্যে উপবাসী রহিল।

যদি তুমি ঈশ্বরের প্রেমে বদ্ধ না হও, কে জানে তুমি কি ভাবে উপাসনায় দণ্ডায়মান থাক? যে বৃদ্ধ লোকানুরাগের জন্য ঈশ্বর সাধনা করে, সে উক্ত শিশু অপেক্ষা মূর্খ। যে উপাসনা কেবল প্রদর্শনের জন্য হয়, সে উপাসনা নরকের দ্বার উদ্ঘাটনের চাবি। ধর্ম্ম সাধনা যদি ঈশ্বরকে অতিক্রম করিয়া চলে, তোমার পূজার আসন অগ্নিতে বিসর্জ্জিত হইবার উপযুক্ত। ধার্ম্মিকতার বাহ্যবেশ শূন্য সচ্চরিত্রতা, অন্তরে ধর্ম্মভাব শূন্য বাহ্য ঋষিত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নিশাচর দস্যুকেও আমি কপটাচার ঋষি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করি। যে ব্যক্তি মানুষের দ্বারে বেগার খাটে, ঈশ্বর তাহাকে কি পারিশ্রমিক দান করিবেন? আমি বলি সেই প্রিয় বন্ধুর জন্য ভিক্ষুক না হইলে কেহই তাঁহার নিকটে উপনীত হইতে পারে না। সরল পথে গমন কর, তাহা হইলে গম্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে। তুমি সেই পথে গমন না করিলে কেবল ঘূর্ণায়মান হইবে। তৈলকারের বদ্ধনেত্র বৃষভ যেমন অবিশ্রান্ত দৌড়িয়াও একই স্থানে থাকে, তুমিও তদ্রূপ থাকিবে। যে ব্যক্তি উপাসনা মন্দিরের প্রতি বিমুখ, পল্লীনিবাসীগণ তাহার নাস্তি-

কতার সাক্ষ্য দান করে। ঈশ্বরের প্রতি যদি তোমার হৃদয় উন্মুখীন না থাকে, তুমিও উপাসনায় উপাস্য দেবের প্রতি পৃষ্ঠ দিয়া আছ। যে বৃক্ষের মূল দৃঢ় তাহাকে পালন কর, এক সময়ে প্রচুর ফল দান করিবে। যদি তোমার বিশ্বাসের মূল প্রকৃত ভূমিতে সম্বদ্ধ নয়, ফললাভে তোমার ন্যায় বঞ্চিত কেহই নয়। যাহারা পাষাণের উপর বীজ নিক্ষেপ করে, তাহারা সংগ্রহ কালে একটী যব কণিকাও প্রাপ্ত হয় না। কপটতা-দ্বারা আপনাকে গৌরবান্বিত করিও না, এই কপটতারূপ সলিলের নিম্নে কর্দ্দম রাশি। যদি অন্তরে, কুৎসিত কদাকার হই, বাহ্যে লোকার্ষণীয় চাকৃচক্যে কি লাভ? প্রদর্শনের জন্য খর্কা (সন্ন্যাসীর এক প্রকার গাত্রাবরণ) সিলাই করা সহজ। আবরণের মধ্যে কি আছে মনুষ্য না জানিতে পারে, লিপিতে কি লিখা আছে লিখক জানেন। বিচারের তুলা দণ্ড শস্য বিহীন বায়ুপূর্ণ খোসাকে কি পরিমাণ করিবে? কপটা-চারী যত কেন বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া মনুষ্যকে প্রতারিত করুক না, তাহার শস্য ভাণ্ড শূন্য। সৎলোক সৎকার্য্য লোকের অগোচরে করেন; ইনি আবরণের মধ্যে অন্য জন আবরণের বাহিরে থাকেন। মহা জনেরা বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখেন না, তজ্জন্যই তাঁহাদের অন্তর সুন্দর ও বাহির চাকৃচক্য শূন্য। এক মাত্র ঈশ্বরের মন্দিরের ভিক্ষুকই সম্পদ্‌শালী, সংসারী লোকেরাই দরিদ্র। সংসারীদের প্রতি আধ্যাত্মিক পুরুষগণ কিছুই আশা করেন না, যাহারা পতিত, তাহারা কাহার সাহায্য করিতে পারে? যদি তোমার অন্তরে সদ্গুণ মুক্তা থাকে, শুক্তির ন্যায় তোমার মুখ বন্ধ করিয়া থাকাই উত্তম। ঈশ্বরের পূজার জন্য তুমি উন্মুখীন থাকিলে স্বর্গীয় দূতও যদি দেখিতে না পায়, ভাল। প্রিয় দর্শন! যদি অদ্য সাদির বাক্য গ্রাহ্য না কর, কল্য বিড়ম্বিত হইবে। ১৭

স্মরণ আছে একদা বাল্যকালে আমি পিতৃদেবের সঙ্গে ইদোৎসবের মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। অত্যন্ত সমারোহ ছিল, আমি ইতস্ততঃ ক্রীড়া কৌতুক দেখিয়া আমোদ করিয়া বেড়াইতেছিলাম, অকস্মাৎ জনতার ভিড়ে পড়িয়া পিতৃ দেবকে হারাইলাম। ভয়ে রোদন ও আর্ত্ত-

নাদ করিতে লাগিলাম। ইতি মধ্যে জনক আসিয়া আমার কাণ্ মলিয়া দিলেন এবং বলিলেন "রে পাষণ্ড! আমি কত বার তোকে বলিয়াছি যে আমার হাত ছাড়িয়া যাস্ নে।"

ক্ষুদ্র শিশু একাকী বিনা সাহায্যে অজ্ঞাত পথে চলিতে পারে না, হে ভ্রাতঃ! তুমিও স্বর্গ রাজ্যের পথে শিশু, যাও, আচার্য্যের হস্ত ধারণ কর। নীচ লোকের সহবাস করিও না, তাহা করিলে ভয় পাইবে ও খেদ করিবে। ধর্ম্ম পথে যাহারা প্রথম যাত্রিক, তাহারা শিশু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র; ধর্ম্মাচার্য্যগণ দৃঢ় প্রাচীর স্বরূপ। কেমন করিয়া প্রাচীর ধরিয়া ধরিয়া চলিতে হয়, ঐ ক্ষুদ্র শিশুটীর নিকটে তাহা শিক্ষা কর। যদি পুণ্যার্থী হও, সাধক ঋষিমণ্ডলীকে আশ্রয় কর, পৃথিবীর সম্রাট্ ও সাধকদিগের দ্বারে সাহায্য প্রার্থী হন। সকল সাধকের নিকটে যাইয়া কিছু ২ ধর্ম্ম জ্ঞান সংগ্রহ কর, জ্ঞানরাশি সঞ্চয় করিতে পারিবে। ১৮

একদা আমি প্রফুল্ল অন্তরে হব্‌স দেশের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিলাম। পথিমধ্যে এক উচ্চ ভূমিতে কয়েক জন দুঃস্থ লোক বন্দীভাবে স্থিতি করিতেছে দেখিতে পাইলাম। তথা হইতে আমি পিঞ্জরমুক্ত পক্ষীর ন্যায় প্রান্তরের পথ অবলম্বন করিয়া সত্বর গতি চলিয়া যাইতেছি, এমন সময়ে কেহ বলিল "এই যে কয়েক জন লোক বন্দী হইয়া আছে, দেখিতে পাইলেন, ইহারা দস্যু, ন্যায় কথা শ্রবণ করে নাই, উপদেশ গ্রাহ্য করে নাই।"

যদি তুমি লোক পীড়ন কর, এবং তোমাকে দেশের শান্তি রক্ষক বন্দী করে, তাহাতে কাহার দুঃখ হইবে না। সাধু লোককে কেহ বন্ধন করে না, ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চল, দেশের শাসনকর্ত্তার প্রতি তোমার ভয় থাকিবে না। যে ভৃত্য প্রভুর কোনরূপ অপচয় না করে, হিসাবের সময় সে কিছুই ভয় করেনা। যদি গূঢ়ভাবে প্রবঞ্চনা থাকে, তাহা হইলে সেই সময়ে তাহার বলিবার কিছুই সাহস থাকে না। যদি আমি সাধুতার সহিত প্রভুর দাসত্বে নিযুক্ত থাকি, খল শত্রুকে ভয় করিব না। দাস, প্রকৃত দাসের ন্যায় পরিচর্য্যায় রত থাকিলে, প্রভু তাহার প্রতি প্রেম

স্থাপন করেন। যদি প্রভুর দাসত্বে তোমার শিথিল যত্ন হয়, গর্দ্দভের দাসত্ব ভাগ্যে ঘটিবে। সেবাতে অনুরাগী হও, দেবপদ লাভ করিবে। যদি তাহা হইতে নিবৃত্ত থাক, পশু হইবে। ১৯

এক কৃষ্ণকায় পুরুষকে কেহ কদাকার বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিল। কৃষ্ণাঙ্গ প্রত্যুত্তরে যে কথাটী বলে, তাহাতে সে একেবারে নির্ব্বাক্ হইয়া যায়। কৃষ্ণাকার বলিল "আমি স্বয়ং আমার রূপের নির্ম্মাতা নহি যে তুমি আমার ত্রুটী দেখিবে ও বলিবে তুমি অন্যায় করিয়াছ। আমার সঙ্গে তোমার কুরূপ বিষয়ের কথা লইয়া কি প্রয়োজন? সুরূপ-কুরূপের সৃষ্টি কর্ত্তা আমি নই।"

"প্রভো! প্রথম হইতে তুমি আমার জন্য যে বিধান করিয়াছ, আমি সেই আছি, ন্যূনাতিরেক হই নাই। তুমি জান, আমি দুর্ব্বল; পূর্ণ শক্তিমান্ তুমি; আমি কে? যদি তুমি পথ প্রদর্শন কর, কল্যাণ লাভ করিতে পারি, তুমি সাহায্য না করিলে এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না।" ২০

সদ্ভাব, শিষ্টাচার ও কার্য্য সৌকার্য্যের নিমিত্ত বাক্যের সৃষ্টি, বিবাদ কলহ অসদ্ভাব বিস্তারের জন্য নয়। যিনি আন্তরিক ও বাহ্য রিপুর বশীভূত নন, মহা বীর রোস্তম এবং ওসাম অপেক্ষাও তাঁহার বীরত্ব অধিক। যদি তোমার নিজের প্রতি কর্ত্তৃত্ব না থাকে, ভীত হও, কেননা তোমার উপর প্রবল শত্রু আছে। লোকে দুষ্ট শিশুকে যেমন বেত্রাঘাত করিয়া শিক্ষা দেয়, সেরূপ আপনাকে তুমি শিক্ষা দান কর, অন্যের মস্তকে আঘাত করিও না। তোমার শরীর শুভাশুভ ভাবের নগর বিশেষ, তুমি তাহাতে রাজা, বিবেক মন্ত্রী। নিশ্চয় এ নগরে লোভ অহঙ্কারাদি দুষ্ট নিকৃষ্ট প্রজা আছে। কাম মোহাদি ছদ্মচারী দস্যু বাস করে। ঈশ্বরানুগত্য, বৈরাগ্য, প্রেম এ নগরের সাধু প্রজা। রাজা যদি দুষ্ট প্রজাকে প্রশ্রয় দেন, শিষ্ট প্রজাদিগের মধ্যে কখন শান্তি কুশল থাকে না। কাম লোভাদি শিরাস্থিত শোণিতের ন্যায় তোমার মনের

ভিতরে মিশিয়া থাকে, যদি এই সকল শত্রু পারিপোষিত হয়, তোমার উপর তাহারা বল করিবে ও তোমার আদেশ ও অভিপ্রায় মান্য করিবে না। বিবেকের বল প্রতাপ দেখিলে লোভ মোহাদির পরাক্রম বিচূর্ণ হয়। দেখ নাই কি নিশাচর দস্যুগণ যেখানে শান্তি রক্ষক ভ্রমণ করে, তাহার নিকট দিয়া গমন করেনা? কর্ত্তৃত্ব পাইয়া যিনি শত্রুকে শাসন করেন না, তাঁহার কর্ত্তৃত্বে বিড়ম্বনা মাত্র। এ বিষয়ে আর অধিক বলিতে চাহি না, যিনি উপদেশ কার্য্যে পরিণত করেন, তাঁহার পক্ষে একটী বাক্যই যথেষ্ট। ২১

যদি পর্ব্বতের ন্যায় তুমি অবিচলিত থাক, গৌরবে মস্তক আকাশের উপর উঠিবে। হে বহুজ্ঞ পণ্ডিত! জিহ্বাকে তুমি সংযত রাখ, বিচারের দিনে মিতভাষীর কোন ভয় নাই। লোকে বহু কথা শ্রবণে ভাল বাসে না, বহু ভাষীর কথা কার্য্যকর হয় না। যে ব্যক্তি মুহুর্মুহুঃ বচন বিন্যাস করিতে থাকে, অতি সুবক্তা হইলেও তাহার বাক্যে আকর্ষণ থাকে না। গাম্ভীর্য্যহীন হইয়া কথা বলিও না, কেহ কথা বলিতেছে, ইতিমধ্যে বাক্য আরম্ভ করিয়া তুমি তাহার কথা ভঙ্গ করিও না। অযথা দ্রুত বলা অপেক্ষা হিতাহিত বিবেচনা করিয়া বিলম্বে বলা শ্রেয়ঃ। ভাষা মনুষ্যের উচ্চ সম্পত্তি, তুমি ব্যবহার দোষে তাহাকে নীচ করিও না। সার কথা স্বল্পও ভাল, এক বিন্দু কস্তুরিকা অতি আদরের সামগ্রী। অসার বহু বচন, পুঞ্জ পরিমিত কর্দ্দমবৎ হেয়। অবোধ বাচালের বহু বচন অশ্রাব্য, প্রিয়ভাষী জ্ঞানীর একটী কথা শ্রবণেও উপকার। অনিপুণ ব্যক্তি শত শর নিক্ষেপ করিয়া তাহার একটী দ্বারাও লক্ষ্য ভেদ করিতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞ ধনুর্দ্ধরের প্রক্ষিপ্ত একটী বাণই কার্য্যকর হয়। যাহা প্রকাশ পাইলে বিবাদে মুখ মলিন হয়, লোকে সেই রহস্য কেন গোপনে অন্যের নিকটে বলে? প্রাচীরের সম্মুখেও তুমি পরের কুৎসা করিও না, যেহেতু তাহার পশ্চাদ্ভাগে কেহ কর্ণার্পণ করিয়া থাকিতে পারে। তোমার হৃদয় কারাগারে রহস্য বন্দীস্বরূপ, সাবধান! দ্বার উন্মুক্ত রাখিও না। জ্ঞানী লোকেরা হয়তো এজন্যই জিহ্বাকে সংযত করিয়া

রাখেন, তাঁহারা দেখেন যে জিহ্বা বাহির করিয়াই দীপ পুড়িয়া মরে। ২২

হে বুদ্ধিমান্ যুবক! তুমি সৎ কি অসৎ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কুকথা বলিও না, যদি তাহা কর, সৎ লোককে বিরক্ত করিবে, অসৎকে আপনার শত্রু করিয়া তুলিবে। যদি তোমার নিকটে কেহ আসিয়া বলে যে অমুক লোক মন্দ, এরূপ জানিও সে অন্যের দোষ নয়, নিজে যে মন্দ তাহাই প্রকাশ করিতেছে। যদি তুমি পর নিন্দা করিতে যাইয়া সত্য কথাও বল, তথাপি তোমার কথা মন্দ। ২৩

তিন ব্যক্তির সম্বন্ধে অপযশঃ ঘোষণা অনুচিত নয়। তদ্ভিন্ন অন্য কাহার কুৎসা করা অবিধেয়। প্রথম রাজা, যদি তিনি অত্যাচারী হন, লোকের নিকটে তাঁহার অত্যাচারের কথা বলা কর্ত্তব্য। কেননা তাহাতে সকলে সাবধান হইতে পারিবে। দ্বিতীয় নির্লজ্জ পামর, তাহার অসদাচরণ বলা অন্যায় নয়, নির্লজ্জ স্বতঃই তাহা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার দোষ আন্দোলনে অপরাধ মনে করিবেনা। যেহেতু সে দেখিয়া শুনিয়া প্রকাশ্যেই কূপে নিমগ্ন হয়। তৃতীয় অসদ্বল প্রবঞ্চক, তাহার অন্যায়াচার যাহা জান প্রকাশ করিতে পার, তাহাতে অনেকে উপকৃত হইবে ও ক্ষতিগ্রস্ত এবং প্রবঞ্চিত হইবে না। ২৪

ঈশ্বর পরায়ণা পুণ্যবতী নারী ভিক্ষুক স্বামীকে রাজার ন্যায় সুখী করেন। যদি তুমি বাঞ্ছিত পত্নী লাভ করিয়া থাক, যাও পরম সন্তোষে কাল হরণ কর। যদি দুঃখ হারিণী গৃহলক্ষ্মী থাকেন, দারিদ্র্য ক্লেশে তোমার দুঃখ নাই। সাধ্বী সহধর্ম্মিণী দ্বারা যাঁহার গৃহ উজ্জ্বল, তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের প্রসন্ন দৃষ্টি। যদি রূপবতী নারী ধর্ম্ম পরায়ণা হন, তাঁহাকে দেখিয়া স্বামী স্বর্গ সুখ ভোগ করেন। কে সংসারে প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হন? যিনি হৃদয়ের সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়াছেন। পত্নী যদি সতী প্রিয়বাদিনী হন, তিনি সুরূপা বা কুরূপা হউন, তাহার বাহ্য ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিও না।

চারু শীলা, সাধ্বী নারী, স্বামীর হৃদয়ের শান্তি, তিনি পতির জীবন-সখী ও অনুগামিনী; তাঁহার অন্তরের সদ্‌গুণ বাহ্য কুরূপকে ঢাকিয়া রাখে। সেই নারীই প্রশংসনীয়া, যিনি স্বামীর হস্তের অম্লরস অমৃত বলিয়া পান করেন। সেই যুবতীই হতভাগিনী যে স্বামী প্রদত্ত শর্করা ভক্ষণে অম্ল ভক্ষণের ন্যায় মুখ কটু করে। দেবীর ন্যায় পরম সুন্দরী কুচরিত্রা নারী অপেক্ষা দানবীবৎ কদাকৃতি নারী শ্রেষ্ঠা। ২৫

পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে তরলেন্দ্রিয়া যুবতী সংসর্গ হইতে দূরে থাকিতে বলিবে। তুলা রাশির নিকটে অগ্নি দীপ্তি পাইতে দেওয়া উচিত নয়, চক্ষুর নিমিষে তাহা জ্বলিয়া গৃহ দগ্ধ করিতে পারে। তুমি যদি খ্যাতি রক্ষা করিতে চাও, তবে পুত্রকে গুণ জ্ঞান শিক্ষা দেও, যদি তাহার বিদ্যা বুদ্ধি প্রচুর না হয়, তুমি লোকান্তরে গমন করিলে ইহলোকে তোমার আর কেহই রহিল না। পিতা সর্ব্বদা পুত্রের আব্দার রক্ষা করিয়া চলিলে, পুত্র চির জীবন কষ্ট দুর্গতি ভোগ করে। সন্তানকে জ্ঞানী সচ্চরিত্র করিতে যত্ন কর, যদি তাহার প্রতি তোমার প্রেম থাকে, তবে তাহার আব্দার বাড়াইও না। জ্ঞান লাভের জন্য তাহাকে উপদেশ দান ও শাসন কর; হিতাহিত বিষয় সম্বন্ধে তাহার মনে আগ্রহ ও ভয় জন্মাইয়া দেও। নব শিক্ষোদ্যত শিশুর পক্ষে শিক্ষকের শাস্তি তিরস্কার অপেক্ষা মিষ্ট কথা ও প্রশংসা বাক্য ফলোপযোগী হয়। যদি মহা ধনী কারুর ন্যায় তোমার অগণ্য ধন সম্পত্তি থাকে, তথাপি সন্তানকে অর্থকর ব্যবসায় শিক্ষা দিবে। যে সম্পদৈশ্বর্য্য আছে, তাহার প্রতি নির্ভর করিও না, এমন হইতে পারে যে তাহা সময়ে তোমার হস্তে থাকিবে না। রজত কাঞ্চনের থলে শূন্য হইয়া থাকে, কিন্তু ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের থলে শূন্য হয় না। কি জান, কালক্রমে এরূপ ঘটনা হইতে পারে যে তোমার পুত্রকে স্বদেশ হইতে দূরে চলিয়া যাইতে হইবে, তখন যদি তাহার ব্যবসায় শিক্ষা থাকে, অন্যের নিকটে কেন সে ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইবে। তুমি স্বয়ং পুত্রের শান্তি ও কল্যাণ সাধন কর। অপর লোকের হস্তে তাহার কুশলোন্নতির আশা স্থাপন করিতে দিও না। যদি সন্তানের শিক্ষাদি বিষয়ে তুমি তত্ত্বাবধান না কর, দুষ্ট জন বন্ধু হইয়া

তাহাকে কুচরিত্র করিবে। অসৎ সংসর্গ হইতে তনয়কে রক্ষা করিও, অসৎ লোকেরা আপনাদিগের ন্যায় তাহাকে হতভাগ্য ও কুপথগামী করিয়া তুলিবে। মুখে শ্মশ্রু রেখা সমুদ্গাত হওয়ার পূর্ব্বে যদি তাহার মনে পাপের রেখা বসিয়া যায়, তবে সে এক জন ভয়ানক পাপাচারী হইল স্বীকার করিও। যে সন্তান মনুষ্যত্ব বিহীন হইয়া পিতৃকুলের খ্যাতি, মহত্ত্ব নষ্ট করে, সেই দুরাচার হইতে দূরে থাকা কর্ত্তব্য। পুত্র উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গচারী হইয়া উঠিলে পিতা তাহার কল্যাণের আশা পরিত্যাগ করেন। এরূপ পুত্রের বিনাশ মৃত্যুতে খেদ করিও না, জনকের মৃত্যুর পুর্ব্বে কুপুত্রের মৃত্যু হওয়া শ্রেয়ঃ। ২৬

পৃথিবীতে পার্থিব সম্বন্ধ ছাড়িয়া আপনার প্রতি মনুষ্য সমাজের দ্বার বন্ধ করিয়াও কেহ (তিনি ঈশ্বরোপাসক হউন বা কপটাচারী হউন) নীচ লোকের জিহ্বার অত্যাচার হইতে মুক্তি পান না। যদি তুমি দিব্য লোক-বাসী দেবতার ন্যায় ঊর্দ্ধে অন্তরীক্ষকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাও, সেখানেও লোকের অসদ্ভাব তোমার পশ্চাতে যাইবে। সেতু যোগে জল-প্রণালীকে বদ্ধ করা যায়, কিন্তু কোন রূপে নিন্দকের জিহ্বা রোধ করা যায় না। পর নিন্দক পাষণ্ডেরা একত্র হইয়া পরস্পর এই রূপ আলাপ করে “এ ব্যক্তি শুষ্ক হৃদয় কপট ঋষি, ঐ ব্যক্তি স্বার্থপর—স্বার্থ লাভের জন্য অঞ্চল প্রসারণ করিয়া বসিয়া আছে।” তুমি ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনায় রত থাক, নীচ লোকের আলোচনাকে উপেক্ষা কর। কেহ তোমার কিছুই করিতে পারিবে না। পুণ্যময় ঈশ্বর যদি দাসের প্রতি প্রসন্ন থাকেন, পরদ্বেষী খলেরা অসন্তুষ্ট রহিল, তাহাতে তাহার ভয় কি? ক্ষুদ্রাশয় ঈশ্বর-বিস্মৃত লোক, পৃথিবীর মোহ কোলাহলে আচ্ছন্ন হইয়া ঈশ্বর পরিচয়ের পথ হইতে দূরে আছে। সে, লোকের সঙ্গে প্রণয় সদ্ভাব স্থাপন না করিয়া তদ্বিপ-রীত ভাব অন্তরে পোষণ করে; তাহার প্রথম পাদ বিপক্ষেপই বিপথে, তজ্জন্যই সে গম্যস্থানে উপনীত হইতে পারে না। দুই জন ধর্ম্ম পুস্তকের উপদেশ শ্রবণ করিল, কিন্তু তাহাদের এক জনের সঙ্গে অন্য জনের পার্থক্য এতাদৃশ যে এক জন দেবতা, অন্য জন দৈত্য ইহার কারণ এই যে এক জন

উপদেশ গ্রহণ করিল, অন্য এক জন অগ্রাহ্য করিল। অবিশ্বাসী উপদেশ গ্রহণে বাধ্য হইল না। সে অন্ধকারাচ্ছন্ন কুটীর প্রান্তে বদ্ধ রহিল, সম্পদের মুখ দেখিতে পাইল না। যদি তুমি দুর্জ্জয় শার্দ্দূল হও, বা সুচতুর ক্ষুদ্র শশক, ইহা মনে করিও না যে বল বিক্রম কি চতুরতায় নীচ লোকের অসদ্ভাব হইতে রক্ষা পাইবে। যদি কেহ মনুষ্য সহবাস ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন প্রান্তর আশ্রয় করে, বিদ্বেষী লোকে তাহাকে এই বলিয়া নিন্দা করিবে যে দানবের ন্যায় মানব সংসর্গ হইতে দূরে থাকা কেবল প্রবঞ্চনা ও কুহক। যদি কেহ সহাস্য বদনে লোকের সঙ্গে সহবাস করিতে থাকে, বলিবে পবিত্রতার প্রতি দৃষ্টি নাই, বৈরাগ্য নাই। নিন্দক পরোক্ষে ধনবান্‌কে এই বলিয়া নিন্দা করে যে জগতে যদি সয়তান থাকে, তবে এই ব্যক্তি। দারিদ্র্য প্রপীড়িত ব্যক্তিকে বলিবে যে এই দৈন্য ক্লেশ ইহার ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতার পরিচায়ক। যদি কোন পদস্থ ব্যক্তি পদচ্যুত হয়, বিদ্বেষ বশতঃ নিন্দুক আনন্দিত হইবে ও বলিবে যে কত কাল আর এরূপ উচ্চ পদে গ্রীবা উন্নত করিয়া থাকিবে, সুখের পশ্চাতে দুঃখ আছেই। যদি এক জন দীন হীন লোক ভাগ্যবান্ হয়, প্রবল ঈর্য্যায় দন্তে দন্তে আঘাত করিয়া বলিবে হায়! নীচ বিধে! তুমি অধম লোকের পরিপোষক। কার্য্য কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে তোমাকে সংসারাসক্ত বলিবে, কার্য্যে যোগদান না করিলে কাপুরুষ বলিবে। যদি বাক্ পটু হও, সকলের সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়া সদ্ভাব বন্ধুতা স্থাপন কর, বলিবে তুমি অযথাভাষী বাচাল। যদি মৌন ভাবে থাক, বলিবে এ ব্যক্তি মূক, ইহাকে প্রতি মূর্ত্তিবিশেষ বলা যায়। গম্ভীর প্রকৃতি হইলে সৎপুরুষ বলিয়া গণ্য করিবে না, বলিবে যে এই হতভাগা ভয়ে মস্তক উত্তোলন করিতেছে না। কাহার বীর পুরুষোচিত প্রতাপ দেখিলে তাহাতে ব্যঙ্গ করিয়া বলিবে এ এক প্রকার ক্ষিপ্তের ভাব। কাহাকে স্বল্প ভোজী দেখিলে সগর্ব্বে বলিবে যে ইহার ধন সম্পত্তি কিন্তু অন্যের ভাগ্যে আছে। যদি কেহ উপাদেয় অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্নাদি ভোজন করে, বলিবে যে এ ব্যক্তি শারীরিক সুখ প্রিয় ঔদরিক। ভোগানুরাগ শূন্য ব্যয়কুণ্ঠ ধনবান্‌ এরূপ তিরস্কার ভাজন হন, যে এই হতভাগ্য ধনী আপনাকে বঞ্চিত রাখিয়াছে, তাহার নিকটে অন্যের আর

প্রত্যাশা কি? ধনী যদি আপন গৃহ অট্টালিকাকে সুসজ্জিত করেন, অঙ্গে সুশোভন পরিচ্ছদ ধারণ করেন, নিন্দক এই বলিয়া নিন্দা করিয়া বেড়াইবে যে বিলাসিনী স্ত্রীলোকের ন্যায় এ ব্যক্তি বেশ বিন্যাস করিয়াছে। যে দেশ ভ্রমণ না করে, তাহাকে বলিবে এ স্ত্রীর ক্রোড়ে বসিয়া আছে; ইহার বিদ্যা বুদ্ধি অভিজ্ঞতা কি হইবে? ভ্রমণ কারীরও নিস্তার নাই, বহু দর্শী পরিব্রাজককে আক্রমণ করিয়া বলিবে এ অভাগা কেবল ঘূরিয়া বেড়ায়, ইহার যদি অদৃষ্ট অনুকূল থাকিত, বিধাতা ইহাকে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ঘূরাইত না। ক্ষুদ্রাশয় নিন্দুক অবিবাহিত পুরুষকে "ইহার শয়নোপবেশনে পৃথিবী কষ্ট বোধ করে" এই প্রচলিত কথাটী বলিয়া নিন্দা করিবে। যদি ভার্য্যা পরিগ্রহ করিল, বলিবে এ এক্ষণ নির্ব্বোধ গর্দ্দভের ন্যায় কর্দ্দমে বদ্ধ হইল। অতএব অসৎলোকের জিহ্বার অত্যাচার হইতে কাহার কোন প্রকারে নিস্তার নাই। ২৭।

নবম অধ্যায়।

অনুশোচনা।

যৌবন কালে একদা রজনীতে কতিপয় বয়স্যের সঙ্গে যৌবন সুলভ আহ্লাদ আমোদে রত ছিলাম। কল-কণ্ঠ বিহঙ্গের ন্যায় গাথকগণের সঙ্গীত হইতে ছিল। পুষ্পের ন্যায় আমাদের আনন হাস্য করিতে ছিল। আমাদিগের আনন্দ মত্ততার কোলাহল পল্লীকে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময়ে এক বৃদ্ধ পুরুষ নিকটে উপস্থিত থাকিয়াও এই হর্ষ ব্যাপারে লিপ্ত হইলেন না। সেই বর্ষীয়ানের মস্তকের কেশে তামসী নিশার ভাব কিছুই ছিল না, উহা দিবা হইয়া গিয়াছিল। তিনি মৌন ভাবে ছিলেন, আমাদের ন্যায় তাঁহার অধরোষ্ঠে হাস্য প্রভা ছিল না।

প্রাচীনের এই ভাব দেখিয়া কোন যুবা তাঁহার সম্মুখে যাইয়া বলিল "বৃদ্ধ! কেন বিষণ্ণ ভাবে অধোমুখে এক প্রান্তে বসিয়া আছ? এক বার মুখ তোল, মনের উল্লাসে এই যুবকদের সঙ্গে মিলিত হইয়া আনন্দ কর।"

দেখ ইহা শ্রবণে প্রাচীন পুরুষ মস্তক উত্তোলন করিয়া কেমন বৃদ্ধজনোচিত উত্তর দান করিলেন। তিনি বলিলেন "যখন প্রাভাতিক সমীরণ উদ্যানে সঞ্চরণ করে, তখন যুবক বৃক্ষেরই হর্ষ-স্পন্দন হয়, যে পর্য্যন্ত যুবা হরিৎ কান্তি বিশিষ্ট, সে কাল পর্য্যন্তই বিটপী সেই সুখ সমীরণ হিল্লোলে স্পন্দন করে, হেলে দোলে; বয়ঃ পরিণতির অবস্থায়—জীর্ণ পুরাতন হইলে করে না। যুবকদের সঙ্গে আমার আমোদ প্রমোদ শোভা পায় না। আমার মুখ মণ্ডলে বয়ঃ পরিণামের ঊষা উদিত হইয়াছে। সেই বলবান্ প্রাণপক্ষী এ পর্য্যন্ত দেহ পিঞ্জরে রুদ্ধ ছিল, কিন্তু এই ক্ষণ প্রতি মুহূর্ত্তে বন্ধন-মুক্ত হইতে চাহে। এই সংসার-সদাব্রতে আমার স্থিতিকাল শেষ হইয়া আসিয়াছে, আমি আমোদ উল্লাসে সময় যাপন করার আশা পরিত্যাগ করিয়াছি। যখন মস্তকের কেশ শুভ্র হয়, তখন আর যৌবন আমোদের আকাঙ্ক্ষা করিও না। আমার কেশরূপ কাক-পক্ষে তুষার বর্ষণ হইয়াছে, আমি বোল্‌বোল পক্ষীর ন্যায় উদ্যানের শোভা দেখিয়া বেড়াইতে পারি না। পরম রূপবান্ শিখণ্ডীর পুচ্ছ বিস্তার ও উল্লাস শোভা পায়,

উৎপাটিত পক্ষ শ্যেন পক্ষীর নিকটে তাহা কি প্রকারে প্রত্যাশা করিতে পার? আমার জীবনরূপ শস্যের কর্ত্তনকাল উপস্থিত, তোমাদের এইক্ষণ নবোদ্গত শস্য তৃণ। আমার পুষ্পোদ্যানে সরসতা নাই, বল কে মলিন কুসুমে তোড়া বাঁধিয়া থাকে? বৎস! যষ্টির উপর আমার নির্ভর, জীবনের উপর আর নির্ভর রাখা উচিত নয়। ক্রীড়া কূর্দ্দন সম্পূর্ণরূপে যুবকদিগেরই, বৃদ্ধগণ চলিবার কালে অন্যের হস্তাবলম্বন আকাঙ্ক্ষা করে। আমার মুখ মণ্ডল দেখ, পীতাভা ধারণ করিয়াছে; সূর্য্য মণ্ডল পীতরাগে রঞ্জিত হইয়া অস্তগত হয়, আমারও পরিণাম উপস্থিত। যুবকের আমোদ প্রমোদ অবোধ শিশুর পক্ষে তাদৃশ নিন্দনীয় নয়, কিন্তু বৃদ্ধের সম্বন্ধে বড় গর্হিত। বালকের ন্যায় আমি জীবন যাপন করিয়াছি, এই অপরাধের অনুশোচনায় বালকবৎ আমার রোদন করা কর্ত্তব্য। পণ্ডিতবর লোক্মান সার কথা বলিয়াছেন যে বহু বৎসর অপরাধে জীবন যাপন করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। কুসীদ প্রদান ও মুলধণ হস্তচ্যুত হওয়া অপেক্ষা পণ্য শালার দ্বার একেবারে বন্ধ হইয়া যাওয়াই ভাল। ১।

একদা এক বৃদ্ধ পুরুষ কোন বৈদ্যের নিকটে আসিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বলিতে লাগিল "আমার শিরা দেখ, আমার শরীর কুব্জ হইয়াছে, চলৎ শক্তি নাই, আমি এক চরণ অন্য চরণ হইতে পৃথক্ করিতে পারি না, দেখ চরণে চরণে জড়িয়া গিয়াছে, আমি যেন কর্দ্দমে মগ্ন হইয়া আছি।" বৈদ্য বলিলেন "আর ইহলোকে নয়, পরলোকে তোমার চরণ পঙ্ক-মুক্ত হইবে।"

আমোদ প্রমোদে যদি যৌবন কাল যাপন করিয়া থাক, বৃদ্ধ কালে সাবধান হও, সদ্বিবেচনা অবলম্বন কর। তোমার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করিয়া থাকিলে মনে কর যে তুমি ডুবিয়াছ, আর বাহুর আস্ফোটন করিও না। যখন আমার কৃষ্ণ কেশ শুভ্র হইতে আরম্ভ করিল, তখন চিত্তের উল্লাস চলিয়া যাইতে লাগিল। ভাবিলাম, দিন গত হইয়াছে, এইক্ষণ মন হইতে আনন্দ মত্ততা দূর করা কর্ত্তব্য। যখন আমার শ্মশান গমনের দিন নিকটে, আর কি আমোদ আহ্লাদে হৃদয়কে প্রফুল্ল রাখা যায়? আমি

ক্রীড়া কৌতুকের ভাবে আনকের সমাধি ক্ষেত্রে গমন করিয়াছি, কত লোক পরে আমার সমাধি ভূমিতে সেই ভাবে গমন করিবে। হায়! যৌবন কাল চলিয়া গিয়াছে, ক্রীড়া আমোদে জীবন গত হইয়াছে। হায়! এরূপ প্রাণ তোষণ যৌবন বিদ্যুতের ন্যায় অদৃশ্য হইল। ইহা পরিধান করিব, উহা ভোগ করিব এই মত্ততায় ধর্ম্ম চিন্তা করিলাম না। অসার বিষয়ে রত হইয়া ধর্ম্ম হইতে দূরে রহিলাম, সত্যকে অবহেলা করিলাম। ২

একদা যামিনীতে আরবের প্রান্তরে নিদ্রা আসিয়া আমার গতি রোধ করিয়াছিল। আমি শয়নে ছিলাম, তখন এক উষ্ট্র চালক উষ্ট্র বন্ধন-রজ্জু দ্বারা আমার মস্তকে আঘাত করিয়া ব্যস্ততার সহিত উচ্চৈঃস্বরে বলিল "উঠ, সহযাত্রীগণ চলিয়া যাইতেছে, তুমি কি মৃত্যুর জন্য পশ্চাতে পড়িয়া রহিলে? যাত্রার ঘণ্টা ধ্বনি শুনিয়াও যে তোমার চৈতন্যোদয় হয় না? তোমার ন্যায় আমারও চক্ষে তন্দ্রার আকর্ষণ আছে, কিন্তু সম্মুখে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর, যদি নিদ্রাগত হই, তবে তাহা সমুত্তীর্ণ হইতে পারিব না। এ জন্য নিদ্রার বশীভূত হই নাই।

যাত্রার ধ্বনী শুনিয়া যদি তুমি মোহ নিদ্রা হইতে উত্থান না কর, তবে বল হে ভ্রাতঃ! কেমন করিয়া সহযাত্রীদের সঙ্গে পথ চলিয়া যাইবে? দেখ, যাত্রা কালীন নহবতের ধ্বনি শ্রবণ করিয়াই অগ্রগামী বণিক্ দল গম্য স্থানে যাইয়া পহুছিল, সেই ভাগ্যবান্ সতর্ক লোকেরা ধন্য, যাঁহারা নহবত বাজিবার পূর্ব্বেই প্রস্থানের আয়োজন করেন। পথে পড়িয়া যাহারা নিদ্রা যায়, সেই হতভাগ্য লোকেরা তখন মস্তক উত্তোলন করে, যখন পথিকগণের কোন চিহ্ন দেখিতে পায় না। যে সত্বর উত্থান করে, সে সত্বর চলিয়া যায়। সহযাত্রীগণ প্রস্থান করিলে পর আর জাগরিত হইয়া ফল কি? যদি তোমার যৌবনাপগম ও বার্দ্ধক্যের আরম্ভ হইয়া থাকে, তোমার রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, নেত্রকে নিদ্রা-মুক্ত কর। যে দিন দেখিলাম যে অসিত কেশ সিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, আমি সেই দিনই মৃত্যু নিকটে গণনা করিলাম। হায়! আমার প্রিয়তম জিবীতকাল অতীত হইয়াছে, অবশিষ্ট কয়েক মুহূর্ত্তও চলিয়া যাইবে। যাহা গত হইয়াছে, অপরাধেই গত হইয়াছে।

যে কয়েক মুহূর্ত্ত আছে, তাহাতেও যদি কিছু লাভ না করি, তাহাও বিফলে যাইবে। সাদি! যদি শস্য সংগ্রহের আশা রাখ, এইক্ষণও বীজ বপনের সময় আছে, বপন কর। পরলোকে রিক্ত হস্তে গমন করিও না, উচিত হয় না যে তথায় যাইয়া কিছুই নাই বলিয়া বিলাপ করিবে। যদি তোমার জ্ঞান চক্ষুঃ থাকে মৃত্যুকালোচিত আয়োজন কর। অদ্যাপি কীটে তোমার চক্ষুঃ ভক্ষণ করে নাই। ভ্রাতঃ! ধন থাকিলে বাণিজ্য দ্বারা লাভ কর, যাহার মূল ধন নাই, তাহার কি লাভ হইবে? অদ্যাপি জল তাদৃশ বৃদ্ধি পায় নাই, প্রণালীর মুখ বাঁধিবার চেষ্টা কর, বন্যার সময়ে কিছুই করিতে পারিবে না। এই ক্ষণও তোমার চক্ষুঃ আছে, অনুতাপাশ্রু বর্ষণ কর; বদন গর্ভে জিহ্বা আছে, কাতরে ক্ষমা প্রার্থনা কর। চিরকাল দেহে প্রাণ থাকে না, সর্ব্বদা বাক্‌শক্তি থাকে না। অদ্যই ঈশ্বর-জ্ঞানীদের উপদেশ শ্রবণ কর, কল্য মৃত্যুর ভয়ে কিছুই করিতে পারিবে না। জীবনের বর্ত্তমান মুহূর্ত্তকে অবহেলা করিও না। পক্ষী উড়িয়া গেলে পিঞ্জরের আর মূল্য থাকে না। অযথা আক্ষেপ করিয়া আর জীবন ক্ষয় করিও না। সময় থাকিতে কিছু কর। ৩

এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে অন্য এক জন শোকাকুল হইয়া বিলাপ পরিতাপ করিতেছিল, তাহা দেখিয়া এক সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী তাহাকে বলিলেন যে ভ্রাতঃ! মৃত ব্যক্তির যদি ক্ষমতা থাকিত তোমার এই ব্যবহারে সে বিরক্ত হইয়া এই বলিত "আমার জন্য আর শোক ও সহানুভূতি প্রকাশ করিওনা। আমি তোমার প্রস্থানের দুই দিবস পূর্ব্বে মাত্র যাত্রা করিলাম। তুমি স্বীয় মৃত্যু বিস্মৃত হইয়া আছ, তাহাতেই আমার মৃত্যু তোমাকে দুর্ব্বল ও দুঃখাকুল করিয়া তুলিয়াছে।" জ্ঞানী লোকে যখন শ্মশানে শব নিয়া যান, তখন তিনি 'আমাকে এরূপ অন্যে সৎকার করিতে নিয়া যাইবে'-এই চিন্তা করেন। মৃত শিশুর জন্য কেন বিলাপ কর, সে নিষ্পাপ আসিয়াছিল, নিষ্পাপ চলিয়া গিয়াছে। তুমি নিষ্পাপ জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, ভীত হও ও সাবধানে থাক। পাপী হইয়া শ্মশানগামী হওয়া অত্যন্ত খেদের বিষয়। অদ্য মানস পক্ষীকে বন্ধন করিয়া

রাখ, পরে অনায়ত্ত হইলে চেষ্টা বিফল হইবে। যদি তুমি অস্ত্রধারী বীর পুরুষ হও, তাহা হইলেও স্থির জানিও যে সেই মৃত্যুর দিন কোফন (শববস্ত্র) ব্যতীত আর কিছুই বাহির করিয়া নিয়া যাইতে পারিবে না। গোরখর নামক পশু যদিচ মহাবলে বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিয়া ফেলে, কিন্তু বালুকাময় ভূমিতে সে চলৎশক্তি হীন হয়; সেখানে তাহার চরণ বাঁধা পড়ে। তদ্রূপ তোমার যদ্যপি প্রচুর বল বিক্রম থাকে, কিন্তু শ্মশান-মৃত্তিকায় পা বদ্ধ হইয়া যাইবে। এই সংসাররূপ পুরাতন গৃহে আর হৃদয় অর্পণ করিও না। যে দিন চলিয়া যায় পরে আর সে দিন পাওয়া যায় না। যে মুহূর্ত্ত উপস্থিত, তাহার সম্বন্ধেও এই গণনা করিও। ৪

একদা কোন ঋষিপ্রকৃতি ঈশ্বর পরায়ণ লোক এক বৃহৎ সুবর্ণ পিণ্ড শ্মশান ভূমিতে লাভ করিয়াছিলেন। সেই স্বর্ণপিণ্ডের আসক্তি তাঁহার হিতাহিত জ্ঞানকে বিকৃত করিয়া তোলে, তাহাতে তাঁহার হৃদয় কলুষিত ও মলিন হইয়া যায়। তিনি সমুদায় রাত্রি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে যত দিন বাঁচিয়া থাকিব এ সম্পত্তি আমার হস্তেই থাকিবে, আমি আর কাহারও নিকটে মস্তক অবনত করিয়া ধন প্রার্থনা করিব না। একটী রমণীয় গৃহ নির্ম্মাণ করিব, তাহার ভিত্তি শ্বেতপ্রস্তরে হইবে, চন্দনকাষ্ঠে কড়িকাঠ প্রস্তুত করা যাইবে। বন্ধুবর্গের অবস্থিতির জন্য একটী মনোহর কুট্টিম নির্ম্মিত হইবে, সেই কুট্টিমের দ্বার উদ্যানাভিমুখে থাকিবে। দুঃখী দরিদ্রদিগকে আহার দিব, নানা প্রকার সুখ সম্ভোগ করিয়া জীবনকে সার্থক করিব, স্থূল বস্ত্রের নিকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া আমার অনেক কষ্ট হইয়াছে, অতঃপর মূল্যবান্ সুকোমল শয্যাতে শয়ন করিব। এরূপ তাঁহার মনের ভাব ও চিন্তা অত্যন্ত বিকৃত হইয়া যায়, আত্ম দৃষ্টি ও ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করেন এ প্রকার অবকাশ থাকে না। তিনি সুখ নিদ্রায় ও ভোজন পানেতে মত্ত হন। নাম জপ উপাসনাদি পরিত্যাগ করেন। সর্ব্বদা তাঁহার মনে কেবল অসার কল্পনা ও অভিমান বিরাজ করিতে থাকে। পুনর্ব্বার একদিন তিনি লোভের প্ররোচনায় শ্মশানভূমিতে চলিয়া গেলেন, কোন শবের সমাধি গর্ত্তের মধ্যে আরও সুবর্ণ খণ্ড প্রাপ্ত হন কি না দেখিতে লাগিলেন।

আচার্য্য ইহা দেখিয়া ভাবিত হইলেন ও তাঁহাকে এই বলিলেন "হে অবোধ! উপদেশ শ্রবণ কর, হায়! একি তুমি যে স্বর্ণ পিণ্ডের মধ্যে হৃদয়কে বদ্ধ করিয়া রাখিলে!! লোভের মুখ এ প্রকার সামান্য বিস্তৃত নয় যে দুই একটী ধাতু পিণ্ডেতে তাহা পূর্ণ হইয়া যাইবে। অতএব হে লোভপ্রবণ অর্ব্বাচীন! স্বর্ণ পিণ্ডের মোহ পরিত্যাগ কর। দুই এক খণ্ড কি ততো-ধিক স্বর্ণে লোভ পরিতৃপ্ত হইবে না, আরও চাহিবে। তুমি ধন বৃদ্ধি ও সুখভোগের চিন্তায় চিত্তকে বিকৃত করিয়া রাখিলে। জীবন সম্পত্তি যে উৎসন্ন হইল, তজ্জন্য অনুশোচনা হইতেছে না। লোভ-ধূলি তোমার জ্ঞান-চক্ষুঃকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আসক্তিরূপ উষ্ণ বায়ু জীবন-ক্ষেত্রকে দগ্ধ করিয়াছে। চক্ষুঃকে ধূলি-মুক্ত কর, কল্য যে মৃত্তিকার নিম্নে ধূলিতে পরিণত হইবে, তাহার জন্য অনুশোচনা কর। ৫

কোন দুই জনের মধ্যে ঘোর শত্রুতা ও বিবাদ ছিল, ব্যাঘ্রের ন্যায় একে অন্যকে আক্রমণ করিত। পরস্পরের প্রতি তাহারা এরূপ অসন্তুষ্ট ছিল যে দুই জনে এক আকাশের নিম্নে বাস করিতে কষ্ট বোধ করিত। ইতি মধ্যে এক জনের উপর শমন সৈন্য চালন করিল, তাহার জীবনের পর্য্যবসান হইল। এই মৃত্যু ঘটনায় শত্রুর মনে আহ্লাদ জন্মিল। শত্রু কিয়দ্দিন অন্তর বৈর নির্য্যাতনের ভাবে তাহার সমাধি ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। সেই শবকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিবার জন্য সমাধি গহ্বরের মুখ হইতে প্রস্তর ফলক তুলিয়া ফেলিল, তখন দেখিল যে মুকুট ধারীর মস্তক গর্ত্তের মধ্যে, তাহার দুই চক্ষুঃ মৃত্তিকাতে পরিপূর্ণ, শরীর সমাধি কারাগারে বদ্ধ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কীট ও পিপীলিকা কুল। পূর্ণ শশধর তুল্য তাহার যে মুখ মণ্ডল ছিল, কালের অত্যাচারে ক্ষীণ ও বিকৃত হইয়াছে। সের্ভ * তুল্য যে সুন্দর সরল শরীর ছিল, ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সেই দৃঢ় মণি বন্ধে, জানুতেও কফোণিতে সংযোগ নাই। এই অবস্থা দেখিয়া তাহার মনে এরূপ শোকের উদ্রেক হইল যে সে ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারিল না।

---

* সের্ভ এক প্রকার সুন্দর সরল বৃক্ষ।

স্বীয় অসদাচরণের জন্য অনুতপ্ত হইল। তখনই সেই সমাধির প্রস্তর ফলকে এই বাক্যটী অঙ্কিত করিয়া রাখিল। "কাহার মৃত্যুতে আনন্দিত হইওনা, তোমারও মৃত্যু হইবে।"

কোন জ্ঞানবান্ ঋষি এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন। "প্রভো পরমেশ্বর! শত্রু দয়ার্দ্র হইয়া যাহার প্রতি ক্রন্দন করে, তাহার প্রতি যদি তোমার দয়া না হয়, তবে জগতে ইহা অপেক্ষা আশ্চার্য্য কিছুই নয়।" ৬

এরূপ আমার স্মরণ হয় যে একদা শৈশব কালে আমি পিতৃ দেবের সঙ্গে বিপণীতে গিয়াছিলাম। তিনি আমার জন্য পুস্তক ও কাষ্ঠ ফলক* ক্রয় করেন এবং একটী মূল্যবান্ অঙ্গুরীয়ও আমাকে কিনিয়া দেন। তখন এক ব্যক্তি একটী খোর্মা ফল দান করিয়া আমা হইতে অনায়াসে সেই অঙ্গুরীয়টী লইয়া যায়। আমি সেই যৎসামান্য মিস্ট ফলটীর লোভে আহ্লাদের সহিত তাহার সঙ্গে অঙ্গুরীয়ের বিনিময় করি।

বালক যখন অঙ্গুরীয় কিরূপ মূল্যবান্ বস্তু বুঝেনা, তখন সে তাহার প্রিয় মিস্ট দ্রব্যের সঙ্গে উহার বিনিময় করিবে, বিচিত্র কি? তুমিও জীবনের মূল্য বুঝিলেনা, সাংসারিক সুখভোগের, জন্য তাহা ক্ষয় করিলে। সাধু লোকেরা স্বর্গ নিকেতনে গমন করিবেন,—নিম্নতর জলাভূমি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা সমুচ্চ ধ্রুবলোকে চলিয়া যাইবেন। দুঃখ ও লজ্জায় তোমার মস্তক নত হইয়া থাকিবে। তোমার পাপ সকল তোমাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিবে। ভ্রাতঃ! পাপ হইতে যদি নিবৃত্ত না হও, নিশ্চয় পুণ্যবান্ লোকের সম্মুখে লজ্জিত হইবে। পাপ পুণ্যের বিচারের দিন প্রেরিত মহাপুরুষগণও ভয়ে বিকম্পিত হন। যে স্থলে প্রেরিত পুরুষেরা ভীত হন, তুমি কোন্ প্রাণে নিঃশঙ্ক থাক। পাপের জন্য কিরূপ অনুতাপ রাখ, তাহা লইয়া উপস্থিত হও। যে সকল নারী অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরের সাধনা করেন, তাঁহারা পরমেশ্বরের নিকট উচ্চ আসন

---

* পারস্য ভাষাধ্যায়ী ছাত্রগণ প্রথমে ইহাতে বর্ণ লিপি শিক্ষা করে।

প্রাপ্ত হন। পুরুষ হইয়া কি তোমার লজ্জা হইবেনা যে স্ত্রী লোকেরা ঈশ্বরের দ্বারা পরিগৃহীত হইবে, তুমি বঞ্চিত থাকিবে? যদি তুমি সাধনা শূন্য হইয়া এক পার্শ্বে বসিয়া থাক, তোমার পুরুষত্বের গৌরব কি? তুমি নারী অপেক্ষা নিকৃষ্ট। আমার আর অধিক বলিবার কি আছে? মহাকবি ওন্সরি * এ প্রকার বলিয়াছেন যে আমার ন্যায় এক জন দুর্ব্বিনীত অধার্ম্মিক লোকের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে আমি বলি না। দেখ প্রাচীন কালের পরম শ্রদ্ধেয় এক ধর্ম্মসাধক কি বলিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, "সরলতাকে যদি অতিক্রম কর, বক্র হইলে। যে পুরুষ নারী অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার পুরুষত্ব কোথায়?" মনে করিও বিষয় প্রবৃত্তিকে যদি যত্নপূর্ব্বক পরিপোষণ কর, কিছুকালের মধ্যে তাহা প্রবল শত্রু হইবে। এক ব্যক্তি শার্দ্দূলশিশুকে প্রতিপালন করে, কিয়দ্দিনান্তর সেই হিংস্র পশু বলিষ্ঠ হইয়া প্রতিপালককে বধ করে। যখন সে পোষিত ব্যাঘ্রের আক্রমণে প্রাণত্যাগী করিতেছিল, তখন এক অভিজ্ঞ লোক নিকটে আসিয়া বলিয়াছিলেন তুমি যখন শত্রু শিশুকে অপত্যবৎ পালন করিতেছিলে, জানিতে না কি যে সে, সময়ে তোমাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিবে?" ৭

এক ব্যক্তি এক মহীপালের সঙ্গে বিরোধ করিয়াছিল। তাহাতে নরপতি হত্যা করিবার জন্য তাহাকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করেন। সেই উপায়হীন, শত্রুর (ঘাতকের) কর-কবলিত হইয়া এই বলিয়া শোক ও বিলাপ করিতে লাগিল, "হায়! যদি বন্ধুকে (রাজাকে) আমি ব্যথিত না করিতাম, তবে কি কখন শত্রুর (ঘাতকের) হস্তে প্রাণ হারাইতাম।"

যদি বুদ্ধিমান্ হও, সেই বন্ধুর (ঈশ্বরের) বিরোধী হইও না, পাপদৈত্যরূপ শত্রুর ক্ষমতা তোমার প্রতি থাকিবে না। যে আপন বন্ধুকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছে, ছাড়িয়া দেও সেই ব্যক্তিকে, শত্রু তাহার পৃষ্ঠ চর্ম্ম উৎপাটন করিবেই। তুমি বন্ধুর সঙ্গে এক হৃদয় এক বাক্য হও, শত্রু আপনা হইতে সমূলে বিনাশ পাইবে। ৮

* ইনি এক জন সুপ্রসিদ্ধ কবি, মহম্মদ গজ্নির সময়ে বিদ্যমান ছিলেন।

এক ব্যক্তি প্রবঞ্চনা করিয়া লোকের ধন হরণ করিত, এ দিকে পাপ-দৈত্যের কার্য্যকে ধিক্, এই বলিয়া বেড়াইত। একদা পথে পাপদৈত্য তাহাকে বলিল "তোমার ন্যায় ত নির্ব্বোধ লোক কখন কাহাকে দেখি নাই, অন্তরে আমার সঙ্গে তোমার প্রণয় রহিয়াছে, বাহ্যে কেন তুমি আমার প্রতি অস্ত্র উত্তোলন কর ?"

খেদের বিষয়, দৈত্য যাহা বলিয়াছে, দেবতাও তোমার সম্বন্ধে তাহাই লিখিয়া রাখিবেন। নিঃশঙ্কতা ও মূর্খতায় এই করিয়াছ যে পবিত্রপুরুষ তোমার অপবিত্রতা লিপি বদ্ধ করিবেন। পুণ্যাচারী হও, ঈশ্বরের প্রসন্নতা প্রার্থনা কর, অনুতপ্ত হও। যখন জীবনপাত্র পূর্ণ হইবে—মৃত্যু নিকটে আসিবে, তখন এরূপ অবকাশ পাইবে না যে অনুতাপের সহিত ক্ষমাপ্রার্থী হইবে। যদ্যপি তুমি সম্বলহীন বট, ক্ষতি নাই, উপায়হীন অকিঞ্চনের ন্যায় আর্ত্তনাদ কর। যদিচ তোমার পাপ, সীমা অতিক্রম করিয়া থাকে, সরলভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, অপরাধ থাকিবে না। যখন ঈশ্বরের প্রসন্নতা অনুসন্ধানের পথ এইক্ষণে মুক্ত দেখিতেছ, তখন অগ্রসর হও, পরে অকস্মাৎ অনুতাপের দ্বার বদ্ধ হইয়া যাইবে। ধর্ম্ম রাজ্যের যাত্রিক! পাপের গুরুভারের নিম্নে আপনাকে স্থাপন করিও না, ভারাক্রান্ত ব্যক্তি গমনে ক্লান্ত হয়। ধার্ম্মিক পুরুষদিগের অনুগমন করা তোমার কর্ত্তব্য। যে এই সৌভাগ্যের অনুসরণ করিয়াছে, সেই লাভ করিয়াছে। কিন্তু হায়! তুমি দৈত্যের পশ্চাদ্গামী হইয়াছ, জানিনা যে কখন তুমি ধর্ম্মাত্মা সাধকদিগের অনুগামী হইবে। সরল পথে চল, তাহা হইলে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে পারিবে। তুমি স্বর্গ রাজ্যের যাত্রিকদিগের পথে নও, তৈলকারের বদ্ধনেত্র বলীবর্দ্দ যেমন দিবা রাত্রি ঘূর্ণায়মান, তুমিও সেই প্রকার। ৯

এক জন কর্দ্দম লিপ্ত কলেবরে কোন ভজনালয়ে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তখন কেহ তাহাকে তর্জ্জন করিয়া বলিল "অভাজন! এরূপ মলিন বেশে পবিত্র ভূমিতে গমন করিও না।"

এই ব্যাপারে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, যে হেতু আমি মলিন, স্বর্গ

নিকেতন অতি পবিত্র। সেই পুণ্য ভূমিতে পবিত্র পুরুষগণ আগ্রহের সহিত যাইতেছেন। আমার ন্যায় পাপ পঙ্ক লিপ্ত লোকে তথায় কি প্রকার যাইবে? যাঁহাদের তপস্যা ধন আছে, তাঁহারাই স্বর্গ লাভ করেন। অনুতাপ বারিতে আত্মার পাপ পঙ্ক প্রক্ষালন কর, সাবধান! এরূপ করিও না, যাহা দ্বারা জীবনের মলিনতা প্রক্ষালনকারী সেই স্বর্গীয় জল স্রোত বন্ধ হইয়া যায়। এ কথা বলিও না যে আমার সৌভাগ্য পক্ষী হস্ত হইতে পলায়ন করিয়াছে, অনুতাপ করিবার ক্ষমতা নাই। আমি বলি এই ক্ষণও যখন জীবিত আছ, অনুতাপের বল তোমার রহিয়াছে। যদিচ ধর্ম্ম সাধনায় তোমার বহুকাল উপেক্ষা হইয়াছে, তথাপি এই ক্ষণ উৎসাহী ও সত্বর হও। অদ্যাপি মৃত্যু তোমার হস্ত বন্ধন করে নাই, অতএব ধর্ম্মরাজের মন্দিরে যাইয়া অঞ্জলিবদ্ধ হও। হে পাপিন্! উত্থান কর, আর শয়ন করিয়া থাকিও না। কৃত পাপের জন্য কিঞ্চিৎ অনুতাপ জল চক্ষু হইতে বর্ষণ কর। ঈশ্বরের দ্বারে আপনার মান গৌরব বিসর্জ্জন করিয়া দীন হও। ১০

এক ব্যক্তি এক স্থানে শস্যপুঞ্জ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। একদা রাত্রিতে সে সুরামত্ত হইয়া অগ্নি উদ্দীপন করে ও আপন শস্য রাশি জ্বালাইয়া দেয়। পর দিন সেই হতভাগ্য দুঃখিত মনে অনেক যত্ন করিয়া ভস্মরাশি হইতে এক মুষ্টি যবকণিকাও বাহির করিতে পারে না। তখন কেহ সেই অভাজনের দুঃখ ও গ্লানি দেখিয়া স্বীয় পুত্রকে এই উপদেশ দান করিলেন "বৎস! যদি ভাগ্যচ্যুত হইতে না চাও, তবে মত্ত হইয়া আপন সম্পত্তি দগ্ধ করিও না। সম্পত্তি একবার দগ্ধ হইলে পুনঃসংগ্রহ করিতে অত্যন্ত ক্লেশ ও লাঞ্ছনা। প্রিয় পুত্র! সুবিচার ও দান ধর্ম্মাদি বীজের সদ্ব্যবহার কর, এই সকল সদ্গুণ সম্পত্তির অপচয় করিও না। হতভাগ্য লোকের বিপদে ভাগ্যবান্ লোকেরা উপদেশ লাভ করেন। তুমি শান্তি পাইবার পূর্ব্বে ক্ষমার-দ্বারে যাইয়া আঘাত কর। যখন দণ্ডাঘাত হইতে থাকে, তখন আর্ত্তনাদ করিলে কোন ফল নাই। কল্য যেন দুঃখিত ও লজ্জিত না হও, তাহা কর। মস্তক উত্তোলন কর, আর উপেক্ষা করিও না। ১১

এক জন কোন বিশেষ পাপে লিপ্ত ছিল। তখন তাহার নিকটে এক তপস্বী পুরুষ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পাপাচারী লজ্জায় অধোবক্ত্র হইয়া বসিয়া রহিল এবং বলিল "হায়! মহাশয়ের নিকটে আজ অত্যন্ত লজ্জা পাইলাম।" ইহা শ্রবণে সেই মহাত্মা বলিলেন "যুবক! ঈশ্বর সাক্ষাতে আছেন, তাহা ভাবিয়া তোমার লজ্জা হয় না, কেবল আমাকে দেখিয়া লজ্জা হইল।"

কোন মনুষ্য হইতে তোমার পাপ ক্ষমা ও শান্তির আশা নাই। তুমি ঈশ্বরের দিক্ রক্ষা করিয়া চল। শত্রু মিত্র হইতে যেমন লজ্জিত হও, পরমেশ্বর হইতে সেরূপ সঙ্কুচিত হইও। ১২

ওয়ামাগান দেশের রাজা এক ব্যক্তিকে যষ্টি দ্বারা প্রহার করিয়াছিলেন। প্রহারের আঘাতে ঢোল যন্ত্রের ন্যায় তাহা হইতে উচ্চ নাদ নির্গত হইয়াছিল। যন্ত্রণায় সেদিন রজনীতে তাহার নিদ্রা হয় না। তখন এক সন্ন্যাসী উপস্থিত হইয়া বলিলেন "যদি রাত্রিতে তুমি শাসন কর্ত্তার চরণে নিপতিত হইয়া কৃত দুষ্ক্রিয়ার জন্য খেদ করিতে, দিনে মুক্তি পাইতে পারিতে।"

যে সকল পাপী রজনীতে ঈশ্বরের মন্দিরে অনুতাপ করে, বিচারের দিনে তাহারা লজ্জিত হয় না। যদি তুমি জ্ঞানী হও, অনুষ্ঠিত দুষ্কৃতির জন্য অনুশোচনা কর, এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকটে বল প্রার্থনা কর। এই ক্ষণও যদি তুমি মুক্তির ইচ্ছা রাখ, ভয় কি? করুণাময় ঈশ্বর অনুতাপকারীর প্রতি কৃপার দ্বার বন্ধ করেন না। তুমি পূর্ব্বে কিছুই ছিলে না, যে প্রেমময় পুরুষ তোমার অস্তিত্ব দান করিয়াছেন, পতিত অবস্থায় তিনি তোমার হস্ত ধারণ করিবেন না, অতি আশ্চর্য্যের কথা। যদি দাস বট, প্রার্থনাতে হস্ত উত্তোলন কর; যদি অপরাধের জন্য লজ্জা হইয়া থাকে, অশ্রুবারি বর্ষণ কর। ঈশ্বরের দ্বারে এমত কোন অনুতাপকারী কখন আগমন করে নাই যে তাহার অনুতাপের স্রোতে অপরাধ ভাসিয়া না গিয়াছে। যে পাপী অজস্র শোকবারি বর্ষণ করে ঈশ্বর অপমানিত করিয়া তাহাকে দূর করেন না।

এমন রাজ্যের রাজধানী সন্না নগরে আমার এক বালকের মৃত্যু হয়।

তাহাতে আমি কি পর্য্যন্ত শোকাকুল হইয়াছিলাম, বলিয়া উঠিতে পারি না। এই সংসার উদ্যানে এ প্রকার একটী তরু বৃদ্ধি লাভ করে না যে মৃত্যু রূপ ঝঞ্ঝাবাত তাহাকে সমূলে উৎপাটন না করে। ভূমির উপর পুষ্প বিকসিত হওয়া বিচিত্র নয়, যে হেতু অনেক শিশুর দেহ-পুষ্প ভূমির নিম্নে শায়িত আছে।

এক দিন প্রিয়তম শিশুর শব দর্শনের উন্মত্ততা ও ব্যাকুলতাতে তাহার সমাধি গর্ত্তের প্রস্তর উঠাইয়া ফেলিয়াছিলাম। সেই অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ স্থান দর্শনে প্রথমতঃ ভয়ে আকুল ও বিচেতন হই, পরে যখন সুস্থির ও সচেতন হইলাম সেই প্রেমাস্পদ সন্তান হইতে হৃদয়ে এই কথা শুনিতে পাইলাম। অন্ধকার দেখিয়া যদি তোমার ভয় হয়, ধর্ম্মালোক হস্তে করিয়া সচৈতন্যে সমাধি গর্ত্তে প্রবেশ করিও। যদি সমাধির রজনীকে দিবার ন্যায় দীপ্তিময় দেখিতে চাও, তাহা হইলে পুণ্য দীপ প্রজ্বলিত কর। উদ্যানপাল খোর্ম্মাতরু বা পাছে ফলবান্ না হয় এই ভাবিয়া শঙ্কিত থাকে। কিন্তু অনেক লোভী দুরাশাগ্রস্ত লোক বীজ বপন না করিয়াই শস্য সংগ্রহ করিতে চায়। সাদি! সেই ফল ভোগ করে, যে বৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকে, সেই শস্য সংগ্রহ করে, যে বীজ বপন করিয়া থাকে। ১৩

মার্জ্জার পরিষ্কৃত ভূমিতে মল ত্যাগ করে; কিন্তু পরে যখন অপরিষ্কার দেখে, তাহা মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখে। তুমি পাপ কার্য্যে নিঃশঙ্ক আছ, তাহাতে যে লোকের চক্ষুঃ পতিত হয়, এ বিষয়ে তোমার ভয় হয় না। যে দাস অনেক কাল প্রভু হইতে পলায়িত, তাহার জন্য চিন্তিত হও; কিন্তু যে সরল অন্তঃকরণে কাতর ভাবে পুনরায় আসিয়া আশ্রয় লয়, সেই পুনরাগত অনুতপ্ত দাস দিগকে প্রভু আর শৃঙ্খল দ্বারা বন্ধন করেন না। বিরোধী হইয়া প্রভু পরমেশ্বর হইতে কে চিরকাল পলায়ন করিয়া থাকিতে পারে? সেরূপ পলায়নের পথ নাই। এই ক্ষণই জীবনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া চলা কর্ত্তব্য, সেই সময় নয়, যখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জীবন পুস্তকের বিচার হইবে। যে পূর্ব্বেই আপন পাপের জন্য অনুতাপিত হইয়াছে, সে পাপ করিয়াও করে নাই। নিশ্বাস যোগে

যদিচ দর্পণ মলিন হয়, কিন্তু হৃদয় রূপ দর্পণ শোকে নিশ্বাসে পরিষ্কার হইয়া থাকে। তুমি স্বীয় পাপের জন্য শঙ্কিত ও ব্যথিত হও, পরে আর কাহা হইতে তোমার শঙ্কা থাকিবে না। ১৪

অস্থিময় শরীর পিঞ্জরে তোমার প্রাণ, পক্ষী স্বরূপ। পক্ষী বন্ধন মুক্ত হইলে—পিঞ্জর হইতে চলিয়া গেলে পুনর্ব্বার বহু যত্ন করিয়াও তাহাকে কেহ হস্তগত করিতে পারে না। মায়া মদে মত্ত হইয়া আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না, এ সংসারে জীবন কয়েক মুহূর্ত্ত বৈ নয়। জ্ঞানী লোকের নিকটে এক মুহূর্ত্ত জীবন, পৃথিবীর আধিপত্য অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্। সেকেন্দর সমগ্র পৃথিবীর রাজা ছিলেন, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তিনি পরলোকে চলিয়া গেলেন, তখন রাজত্ব আর রহিল না। বিধাতা তাঁহা হইতে সমগ্র রাজ্য গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য জীবন দান করিলেন, এরূপ হইল না। ধনী দরিদ্র সকলেই এই সংসার হইতে চলিয়া যান, কর্ম্মানুসারে দণ্ড পুরস্কার লাভ করেন। এখানে সুখ্যাতি অখ্যাতি ব্যতীত অন্য কিছুই থাকে না। আত্মীয় স্বজন এই সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছেন, আমিও চলিয়া যাইব। নীচ সংসারকে কেন হৃদয় দান করিব? আমি চলিয়া গেলেও এই উদ্যানে পুষ্প বিকসিত হইবে, চন্দ্র সূর্য্য আকাশে প্রকাশ পাইবে, শীত বসন্তাদি ঋতু চলিতে থাকিবে, বন্ধুগণ পরস্পর সুখ সহবাস করিবেন। সংসারের সঙ্গে হৃদয়কে বাঁধিও না, সংসার কাহার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেনা। আর উপেক্ষা করিও না জাগরিত হও, মস্তক উত্তোলন কর, তাহা হইলে কল্য আর দুঃখ ভারে মস্তক নত হইবে না। সাদি! যখন বিদেশ হইতে জন্মভূমি সিরাজ নগরে গমন কর, তখন শরীরে সংলগ্ন বিদেশের ধূলি স্নান প্রক্ষালন দ্বারা অপনীত করিয়া থাক। হে পাপ কলঙ্কিত! অবিলম্বে যে তুমি তোমার চিরাবস্থিতির নগরে প্রবেশ করিবে। অতএব উভয় নেত্ররূপ প্রস্রবণ হইতে জলস্রোতঃ বাহির কর। তদ্দ্বারা আপনার যত কিছু মলিনতা আছে, সমুদায় ধৌত করিয়া ফেল। ১৫

তোমার বয়ঃক্রম সপ্ততি বৎসর অতিক্রম করিল, এত কাল নিদ্রায়

থাকিয়া জীবন নষ্ট করিয়াছ, এইক্ষণ এস, তজ্জন্য অনুতাপ কর। দেখ, সমগ্র জীবন তুমি ইহলোকে সুখস্থিতির আয়োজন করিলে, নিত্যধামে যাত্রার সম্বল কিছুই সংগ্রহ করিলেনা। যাঁহারা পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন, সেই পুণ্য লোকে তাঁহাদেরই উচ্চপদ। তুমি যদ্রূপ সঞ্চয় করিয়াছ, তদনুরূপ পণ্য দ্রব্য লাভ করিতে পারিবে। যদি দরিদ্র বট, লজ্জা পাইবে। বিপণি নানা সুখদ দ্রব্যে পরিপূর্ণ, কিন্তু যাহারা শূন্য হস্তে যায়, তাহাদের কেবল আক্ষেপ করিতে হয়। তোমার প্রয়োজনীয় পঞ্চাশ মুদ্রার মধ্যে পাঁচটী মুদ্রা ন্যূন হইলেই শোকাকুল হইবে। যদি তুমি পঞ্চাশ বৎসর বৃথা যাপন করিয়া থাক, অবশিষ্ট পাঁচ দিনকেও সার্থক করিয়া লও। যদি মৃত ব্যক্তির বাক্‌শক্তি থাকিত, সে আর্ত্তনাদ করিয়া এই কথা বলিত, "হে জীবিত! যখন তোমার বলিবার শক্তি আছে, পরমেশ্বরের নাম কর। মৃতের ন্যায় মৌন থাকিও না। অবহেলা করিয়া আমি জীবন ক্ষয় করিয়া আসিয়াছি, তোমার যে কয়েক মুহূর্ত্ত জীবন আছে, তাহা সার্থক করিয়া লও।" ১৬

যুবক! এই যৌবন কালেই ধর্ম্ম সাধনের পথ আশ্রয় কর। কল্য যখন বৃদ্ধ হইবে, তখন তোমা দ্বারা যৌবন বলের কার্য্য চলিবে না, তোমার শরীরে শক্তি আছে, মন প্রশস্ত আছে, এই বেলা উপেক্ষা করিওনা। আমি যৌবনের মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করি নাই, সম্প্রতি বুঝিতে পারিয়াছি যে যৌবন কাল বৃথা যাপন করিয়াছি। যাহার প্রত্যেক দিন উৎসবের দিন ছিল, বিধাতা আমা হইতে এইক্ষণ সেই কাল কাড়িয়া লইয়াছেন। জীর্ণ গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া কেহ দৌড়িয়া যাইতে পারেনা। যুবক! তুমি অশ্বারূঢ় বট, বেগে ধাবিত হও। ভগ্ন পাত্রকে যোড়া দিলেও তদ্দারা পর্য্যাপ্ত মূল্য লাভ করা যায়না। কিন্তু পাত্র ভগ্ন হইলে পুনঃ সংযোজন ব্যতীত উপায়ও নাই। কে বলিবে তুমি জয়হুন নদে * ঝাঁপ দিয়া পড়। কিন্তু যদি পতিত হইয়া থাক, কোনরূপে সন্তরণ করিয়া উদ্ধার হও। ১৭

---

* খোরাশান দেশ দিয়া এই নদ প্রবাহিত হইয়াছে।

দশম অধ্যায়।

প্রার্থনা।

এক দুর্ব্বলচিত্ত ঋষি রজনীতে অনুতাপ করিয়া প্রাতঃকালে তাহা ভঙ্গ করেন। তখন তিনি কি সুন্দর কথাটী বলিয়াছিলেন "তিনি (ঈশ্বর) যে অনুতাপ প্রেরণ করেন, তাহাই প্রকৃত। আমার স্বকৃত অনুতাপ ও প্রতিজ্ঞা অস্থায়ী ও দুর্ব্বল।"

প্রভো! তোমার সত্যের দোহাই, আমার চক্ষুঃকে অসত্য দেখিতে দিও না। তোমার জ্যোতির দোহাই, নরকাগ্নিতে যেন আমি দগ্ধ না হই। হীনতা ও দুর্ব্বলতাতে মৃত্তিকা হইয়া আছি। আমার পাপধূলি আকাশে উঠিয়াছে। কৃপাময়! তুমি একবার কৃপা-বারি বর্ষণ কর, যেহেতু বৃষ্টি-দ্বারা ধূলি প্রতিহত হয়। অপরাধের জন্য আমি তোমার মন্দিরে আসন পাইবার উপযুক্ত নই, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি অন্যত্রও আমার স্থান নাই। যাহার বাক্‌শক্তি নাই, তাহার হৃদয় তুমি জান, তুমিই ভগ্ন-হৃদয়ে ঔষধ বিলেপন কর। ১

এক সুরামত্ত আতপ তাপিত হইয়া কোন ভজনালয় সংক্রান্ত কুটিরে প্রবেশ করে, এবং সেখানে যাইয়াই সে পরমেশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করে "হে প্রভো! আমাকে স্বর্গে গ্রহণ কর" তখন ধর্ম্মমন্দিরের এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল "জ্ঞান ধর্ম্মহীন পাষণ্ড! সতর্ক হও, তুমিও স্বর্গে যাইতে চাও, ঈশ্বরের মন্দিরে কি কুকুরের প্রবেশ হইবে? কি পুণ্য করিয়াছ যে স্বর্গ প্রার্থনা কর? যে ব্যক্তি কদাকার, তাহার আর রূপ দেখাইয়া বেড়ান শোভা পায় না।"

ধার্ম্মিক এই উক্তি করিলে মত্ত অশ্রুপাত করিতে২ বলিল "মহাশয়! ক্ষমা কর,আমি মাতাল বটি, যথার্থ। কিন্তু ঈশ্বর যে কৃপা করিয়া তাঁহার দ্বারে পাপীকে ভিক্ষা করিতে দেন, ইহা কি তুমি বিশ্বাস কর না। আমি

তোমাকে বলিতেছি না যে তুমি আমার বিনয় ও প্রার্থনা শ্রবণ কর। অনুতাপের দ্বার মুক্ত আছে, ঈশ্বর পাপীর উদ্ধার কর্ত্তা রহিয়াছেন।”

করুণাময়ের করুণা সম্বন্ধে এই কথা বলিতে আমার লজ্জা হয় যে তাঁহার করুণা অপেক্ষা আমার পাপ অধিক। যে ব্যক্তি হীন বল হইয়া পড়িয়া আছে, অন্যে হস্ত ধারণ না করিলে সে উত্থান করিতে পারে না। আমি সেই অচল বৃদ্ধ। হে ঈশ্বর! আপন কৃপাগুণে তুমি আমার হস্ত ধারণ কর। ইহা বলিতেছি না যে তুমি আমাকে পদ গৌরব দান কর, এই বলিতেছি, ধর্ম্মবল দেও, ও পাপ ক্ষমা কর। কোন বন্ধু যদি আমার ক্ষুদ্র একটী অপরাধ দেখেন, আমি নীচ অজ্ঞান বলিয়া ঘোষণা করিবেন, কিন্তু তুমি অন্তর্য্যামী, সকলই জান। তুমি যখন কৃপাগুণে অপরাধ মার্জ্জনা কর, কেহ পাপ বন্ধনে থাকে না। তুমি অপ্রসন্ন হইয়া কাহাকে নরকে প্রেরণ করিলে তাহার সম্বন্ধেও কোন কথা নাই। যদি হাত ধরিয়া লইয়া যাও, তবে গম্য স্থানে যাইতে পারি। যদি ফেলিয়া রাখ, কেহ আর সাহায্য করিবে না। ২

এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক কোন ভজনালয়ের দ্বারে যাইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিল। তাহাতে কেহ বলিল ‘এই গৃহ কোন গৃহস্থের নয়, এখানে তোমার কিছুই পাইবার প্রত্যাশা নাই, এস্থান হইতে চলিয়া যাও।’ ভিক্ষুক জিজ্ঞাসা করিল “এই কি প্রকার গৃহ, যাহাতে দান ধর্ম্ম নাই? সেই ব্যক্তি বলিল “চুপ থাক, এরূপ কথা বলাতে পাপ, জগতের স্বামী এই গৃহের স্বামী।” তখন বৃদ্ধ আলোকাধার ও তোরণের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া মনের দুঃখে করুণ স্বরে বলিল “হায়! এই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়া বড় আক্ষেপের বিষয়, এই দ্বারে নিরাশ হওয়া পরম দুঃখের কারণ। কোন পল্লী হইতেই আমি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাই নাই, ঈশ্বরের মন্দির হইতে কেন বিষণ্ণ বদনে চলিয়া যাইব? অতঃপর সেই স্থানেই ভিক্ষার জন্য হস্ত প্রসারণ করিব যেখানে জানিব রিক্ত হস্তে ফিরিতে হইবে না।

এই ঘটনার পর সেই ভিক্ষুক কোন ভজনালয়ে নির্জ্জন সাধনাতে

প্রবৃত্ত ছিল। সেই অবস্থায় কাতর প্রাণে বাহু উত্তোলন করিয়া বার২ প্রার্থনা করিয়াছিল। এক দিন রাত্রিতে তাহার অন্তিম কাল উপস্থিত হয়, তৎকালীন মৃত্যু যন্ত্রণায় সে অস্থির থাকে। প্রাতঃকালে যখন প্রাণ বিয়োগ হইতেছিল, এক ব্যক্তি যে তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল, সে তখন সেই মুমূর্ষুকে প্রফুল্ল বদনে গদ্গদ স্বরে এই কথা বলিতে শুনিল "যে কেহ প্রেমময়ের দ্বারে আঘাত করিয়াছে, তাহার জন্য দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে।"

প্রার্থী স্থির প্রকৃতি ও সহিষ্ণু হইবেন। প্রকৃত প্রার্থনা কখন বিফল হয় না। যদি কোন প্রিয় বস্তু না পাইয়া তুমি ক্ষুব্ধ হইয়া থাক, অন্যতর প্রিয় বস্তু তোমার হস্তগত হইবে। কটূক্তি শুনিয়া বিষণ্ণ হইও না, অন্যবিধ শীতল বারিতে তোমার মনের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে। যাহার সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই, সামান্য কারণে তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিও না। যাহাকে ছাড়িয়া জীবন ধারণ করিতে পারিবে, শুদ্ধ তাহাকেই হৃদয় হইতে দূরে রাখিতে পার। ৩

একদা এক তপোধন সমুদায় রাত্রি ঈশ্বর সাধনা করিয়া প্রাতঃকালে করপুটে আশীর্ব্বাদ প্রার্থী হইয়াছিলেন। তখন স্বর্গীয় দূত তাঁহার কর্ণে এই কথা বলিল "মনোরথ সফল হইল না, নিবৃত্ত হও, আপন ভাবনা যাইয়া ভাব, তোমার এই প্রার্থনা গৃহীত হইবার নয়। এই ক্ষণ বিষণ্ণ বদনে প্রস্থান কর, অথবা এখানে থাকিয়া বৃথা আর্ত্তনাদ কর।" তপস্বী তাহাতে ভগ্নোদ্যম হইলেন না। অন্য রজনীতেও পরমেশ্বরের ধ্যান মনন ও গুণকীর্ত্তনে নেত্রকে বিশ্রাম দিলেন না। এক শিষ্য এই ব্যাপারের তত্ত্ব রাখিত, সে বলিল "যখন দেখিলে তোমার প্রতি দ্বার উন্মুক্ত হইল না, তখন আর অনর্থক ক্লেশ কেন স্বীকার কর।" এতৎ শ্রবণে ঋষি নেত্রনীরে মুখমণ্ডল অভিষিক্ত করিয়া বলিলেন "বৎস! ইহা মনে করিও না যে তিনি আমার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহার অঞ্চলাবলম্বনে বিমুখ থাকিব। যদি এই পথ ব্যতীত অন্য পথ দেখিতে পাইতাম, তবে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবার বিষয় ছিল। যখন কোন প্রার্থী কোন দ্বারে বিমুখ হয়, তখন তাহার কি দুঃখ, যদি অন্য দ্বার দেখিতে পায়।

এদিকে আমার পথ নাই শ্রবণ করিয়াছি বটে, কিন্তু অন্য দিকেও আমার জন্য কোন পথ নাই।” ঋষি এই মাত্র বলিলেন এবং প্রিয়তম পরমেশ্বরের উদ্দেশে হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। তখন অকস্মাৎ তিনি আত্মার কর্ণে এই বাণী শ্রবণ করিলেন “গৃহীত হইবার জন্য তোমার নিজের কিন্তু কোন গুণ নাই, স্বীকার করিও। কেবল এই দীনতা ও ব্যাকুলতার জন্য গৃহীত হইলে, যখন আমা ভিন্ন অন্য আশ্রয় রাখ না, তখন আমার আশ্রয় পাইলে।” ৪

এস, জীবন থাকিতে থাকিতে হস্ত প্রসারণ করিয়া হৃদয় যোগে প্রার্থনা করি। দেখনা শীতকালে হিমাক্রান্ত তরুগণ পুষ্প পল্লববিহীন হয়, তখন তাহারা শূন্য হস্তে নিস্তব্ধ ভাবে মিনতি করিতে থাকে, ঋতুরাজ বসন্তের অনুগ্রহে বঞ্চিত হয় না, পরে আর তাহারা রিক্ত হস্তে থাকে না। যে দ্বার চিরকাল প্রমুক্ত, মনে করিও না যে সেই দ্বারে কেহ কৃতাঞ্জলি হইয়া পরে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। দীনবন্ধুর মন্দিরে এস, শূন্য শাখার ন্যায় শূন্য হস্ত প্রসারণ করিব, তৎপর সম্বল লাভ করিব, রিক্ত হস্তে থাকিব না।

প্রভো! দাস মণ্ডলী হইতে অপরাধ হইয়াছে, অনুগ্রহ দৃষ্টি কর। তোমার ভৃত্যগণ অপরাধী হইয়াই তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়। কৃপাময়! তোমার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছি, তোমার অনুগ্রহ ও দানের উপর সকল নির্ভর। ভিক্ষুক যখন বদান্যতা ও দয়া ও বাৎসল্য দর্শন করে, তখন আর দাতার অনুগমনে ক্ষান্ত হয় না। তুমি যখন ইহলোকে আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছ, তখন পরলোকেও তোমার অনুগ্রহের আশা রাখি। উন্নতি তুমি দান কর, দুর্গতিতে তুমিই আনয়ন কর। তুমি যাহাকে উন্নত কর, কেহ তাহাকে দুর্গতি ভোগ করিতে দেখে না। হে ঈশ্বর! আমাকে দুর্গতির মধ্যে রাখিও না। অপরাধ মার্জ্জনা কর, লজ্জিত করিও না। ৫

মক্কা মন্দিরে এক জন প্রেমোন্মত্ত যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতেও আমার শরীর বিকম্পিত হয়। তিনি ব্যাকুল অন্তরে করুণ স্বরে

দীন ভাবে এই বলিয়াছিলেন “ হে ঈশ্বর! আমাকে পরিত্যাগ করিও না, তাহা হইলে যে কেহই আর আশ্রয় দান করিবে না। কৃপা করিয়া আমাকে আহ্বান কর, অথবা দ্বার হইতে দূর করিয়া দেও, কিন্তু তোমার দ্বার ব্যতীত অন্য কোথাও আমার মস্তক রাখিবার স্থান নাই। তুমি জান, আমি উপায়হীন অকিঞ্চন, রিপুর আক্রমণে হীন বল হইয়াছি। কুপ্রবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল দুষ্ট পশু স্বরূপ, আমার জ্ঞান তাহাকে শাসন করিয়া উঠিতে পারে না। কে নিজ বলে পাপ প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়দিগের উপর জয় লাভ করিতে পারিয়াছে? পিপীলিকা কি ব্যাঘ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া উঠিতে পারে? যাহারা তোমার পথের যাত্রিক, সেই পুণ্যাত্মাদিগের দোহাই দিয়া বলি, হে ঈশ্বর! উপায় করিয়া দেও, রিপুগণের আক্রমণ হইতে আমাকে রক্ষা কর। হে পরমেশ্বর! তোমার অদ্বিতীয় স্বরূপ ও ঈশ্বরত্বের দোহাই, মৃত্যু জনক ভয়ঙ্কর আবর্ত্তের মধ্যে আমার সহায় হও। দ্বিতীয় ঈশ্বর আছে, এই মিথ্যা কথা যেন আমি কখন স্বীকার না করি, প্রভো! আমি যেন লজ্জিত না হই। যাঁহারা তোমার সাধক, তাঁহাদের নিকটেও আশা আছে, যেহেতু তাঁহারা সাধনা হীনকে সাহায্য করেন। পুণ্যাত্মাদিগের দোহাই, অপুণ্য হইতে আমাকে দূরে রাখ, যে সকল অপরাধ হইয়াছে তাহা ক্ষমা কর। নিয়ত উপাসনাতে যাঁহাদের মস্তক অবনত, প্রভো! সেই সকল আচার্য্যের দোহাই দিয়া বলিতেছি যে যে সমস্ত পাপ করিয়াছি, তজ্জনিত লজ্জায় আমি অধোমুখ হইয়া রহিয়াছি। সৌভাগ্যের মুখ দর্শনে আমার চক্ষুকে বন্ধ করিও না, অন্তিম কালে তোমার মহিমার পরিচয় দানে জিহ্বাকে রোধ করিও না, আমার গন্তব্য পথে বিশ্বাসের দ্বিপ জ্বালিয়া রাখ, পাপ কার্য্য হইতে আমার হস্তকে নিবৃত্ত কর। যাহা দর্শনের যোগ্য নয়, চক্ষুকে তাহা দেখিতে দিও না। যাহা অন্যায়, তাহা করিতে আমাকে ক্ষমতা দিও না। অমি একটী বিন্দু মাত্র বটি, অন্ধকারের মধ্যে আমার অস্তিত্ব ও মৃত্যু তুল্য। তোমার কৃপা সূর্য্যের এক বিন্দু জ্যোতিঃ আমার সম্বন্ধে প্রচুর। সেই জ্যোতিঃ ব্যতীত আমাকে কেহ দেখিতে পাইবে না। এক বার তুমি কৃপা করিলে পাপী পুণ্যাত্মা হয়। ভিক্ষুকের প্রতি রাজার একটুকু কৃপাই যথেষ্ট। যদ্যপি তুমি পাপের সমুচিত শাস্তি দান কর,

উচ্চৈঃস্বরে বলিব, উহা তোমার ক্ষমা, আমার পাপের শাস্তি নয়। নাথ! আঘাত করিয়া তোমার দ্বার হইতে আমাকে তাড়িত করিও না। অন্য দ্বারে যে আমার ভরসা আছে, এরূপ দেখিতেছি না। যদিচ অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কিছুকাল তোমাকে অবহেলা করিয়াছি, প্রভো! এইক্ষণ যে নিকটে আসিয়াছি, আমার প্রতি দ্বার বন্ধ করিও না। জীবন পাপে কলঙ্কিত, কি ক্ষমা চাহিব? হে মহৈশ্বর্য্যবান্! দীনতা তোমার নিকটে উপস্থিত করিয়াছি, আমি দীনহীন আমার অপরাধ গণনা করিও না। দীনের প্রতি ধনীর স্বভাবতঃ দয়া হইয়া থাকে। অতএব আমার হীন অবস্থার জন্য আমি কেন রোদন করিব? যদিচ আমি দীনহীন, আমার আশ্রয়দাতা যে অতিশয় ধনী। হে ঈশ্বর! অবহেলা করিয়া আমি তোমার বিধি লঙ্ঘন করিয়াছি। আমা হইতে এইক্ষণ আর কি চেষ্টা উদ্যোগ হইবে—অপরাধের ক্ষমা চাওয়া, এই কথাটীই যথেস্ট। ৬

পরিশিষ্ট।

ঈশ্বরের স্বরূপ।

তিনি বিশ্বের প্রতিপালক ও প্রাণের স্রষ্টা, মহাজ্ঞানী, রসনাতে বাক্যের রচয়িতা। প্রভু, দাতা, দীনহীনের আশ্রয়, কৃপাময়, পাপ-মোচয়িতা, অনুতপ্ত-বৎসল। যে ব্যক্তি তাঁহার দ্বার ছাড়িয়া যায়, সে অন্য কোন দ্বারে সমাদর পায় না। তাঁহার মন্দিরে মহোন্নত রাজাদিগেরও মস্তক অবনত। তিনি অধৈর্য্য হইয়া অবাধ্যকে আক্রমণ করেন না, অনুতপ্তকে নির্দ্দয় হইয়া তাড়াইয়া দেন না। পাপাচরণে তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি, আবার পাপ পথ পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আইস, তিনি প্রসন্ন। সন্তান অবাধ্য হইলে পিতা নিঃসন্দেহ তাহার প্রতি রাগ করেন, আত্মীয়ের প্রতি প্রসন্ন না থাকিলে আত্মীয়জন পর বলিয়া দূর করিয়া দেয়, ভৃত্য সেবাতে অনিপুণ হইলে প্রভু তাহাকে ভাল বাসেন না, বন্ধুর প্রতি বন্ধুতা প্রদর্শন না করিলে বন্ধু দূরে চলিয়া যান, সেনা আজ্ঞা পালন না করিলে সেনাপতি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু দ্যুলোক ও ভূলোকের রাজা অবাধ্য দেখিয়া কাহাকেও জীবিকাচ্যুত করেন নাই।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব একটী ধূলি কণিকার ন্যায় তাঁহার জ্ঞান সমুদ্রে ভাসিতেছে। তিনি প্রজার অপরাধ দেখেন, অথচ শান্তভাবে বিরাজ করেন। ভূমণ্ডল তাঁহার সদাব্রত ভাণ্ডার, শত্রু মিত্র সকলেই এখানে আহার পাইতেছে। যদি তিনি অত্যাচারের পথ আশ্রয় করিতেন, কে তাঁহার ক্রোধানল হইতে রক্ষা পাইত? তাঁহার স্বরূপে কোনরূপ কলঙ্কারোপ হইতে পারে না। তাঁহার রাজ্যে কোন অভাব নাই, মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ও আর আর সমুদায় পদার্থ তাঁহারই আজ্ঞাবহ। তিনি জগতে এরূপ প্রসারিত অন্নপাত্র স্থাপিত করিয়াছেন যে সিমোরগ পক্ষী মহাপ্রান্তরে থাকিয়াও আহার পাইতেছে। তিনি অন্নদাতা, কর্ম্মঠ, প্রজা-প্রতিপালক, নিগূঢ়দর্শী। তিনি এই সুবিশাল বিশ্বের পুরাতন রাজা, মহৈশ্বর্য্যবান্। অহংভাব ও গর্ব্ব তাঁহাকেই শোভা পায়। তিনি কোনজনকে

গৌরবের সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন, কাহাকে বা ভূমিতলে বসাইয়াছেন, সৌভাগ্যের মুকুট কাহার মস্তকে, দুর্ভাগ্যের কম্বল কাহার স্কন্ধে রাখিয়াছেন। তিনি গুপ্ত পাপ সকল দর্শন করেন, যখন দণ্ডাস্ত্র উত্তোলন করেন, দেবগণও মহাভয়ে স্তব্ধ হয়। যদি দান করিবেন বলিয়া নিমন্ত্রণ ঘোষণা করেন, আজাজিল নামক দৈত্যও গ্রহণার্থী হয়। তাঁহার মহোচ্চ পুণ্য সিংহাসনের নিকটে মহাজনগণ মহত্ত্বের গৌরব পরিত্যাগ করেন। তিনি দানশীল নিরাশ্রয়ের বন্ধু, প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণকারী, তিনি ভবিষ্যদ্দর্শী, নিগূঢ় তত্ত্ববিদ্, আপন শক্তিতে ভূলোক ও দ্যুলোকের রক্ষক, পরলোকের প্রভু। যে সাধক তাঁহার নিকটে অভয় পাইয়াছেন, তাঁহাকে কেহ পরাজয় করিতে পারে না। তাঁহার আদেশের উপর কাহারও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করার ক্ষমতা নাই। তিনি পুণ্যকর্ম্মা, পুণ্যদর্শী। তিনি জরায়ু-কোষে অপূর্ব্ব মানব দেহের, নীল প্রস্তর গর্ভে উজ্জ্বল মাণিক্যের, হরিদ্বর্ণ তরু শাখায় মনোহর লোহিত পুষ্পের সৃষ্টি করেন। তিনি সূর্য্য চন্দ্রমাকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রেরণ করেন, কোন জ্ঞান কৌশল তাঁহার নিকট প্রচ্ছন্ন নয়, ব্যক্ত অব্যক্ত তাঁহার চক্ষে তুল্য। তিনি সর্প পিপীলিকা ও অন্য অন্য দুর্ব্বল জন্তুদিগকে আহার দিতেছেন। শরীর ছিল না তাঁহার আদেশে হইল, তিনি ভিন্ন অসৎকে কে সৎ করিতে পারে? বিশ্ব সংসার তাঁহার স্তুতি বন্দনাতে সম্মিলিত, কিন্তু তাঁহার মহিমার তত্ত্ব জানিতে যাইয়া সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়া পলি। মনুষ্য-জ্ঞান তাঁহার গুণের অন্ত পাইল না। চক্ষুঃ তাঁহার সৌন্দর্য্যের পার প্রাপ্ত হইল না। ঈশ্বরের স্বরূপ রূপ উচ্চ আকাশে চিন্তা পক্ষী উড়িতে পারিল না। বুদ্ধি হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহার মহিমার অঞ্চল ধরিতে অক্ষম হইল। তাঁহার স্বরূপ রূপ মহাসাগরে সহস্র সহস্র কল্পনা পোত চলিল, কূল পাইল না। রজনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে বসিয়া এই অকূল সাগরের বিষয় ধ্যান করিতে লাগিলাম, শ্রান্তি আসিয়া আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, সাদি! নিবৃত্ত হও, ঈশ্বরের স্বরূপ রূপ সমুদ্র অতলস্পর্শ, তোমার চিন্তা সেখানে যাইবে না, না কল্পনা স্বরূপের কণিকা স্থির করিতে পারে, না অনুভূতি মহিমার অন্ত পাইতে পারে। তুমি পণ্ডিতের জ্ঞান বুদ্ধির পরিমাণ

করিতে পার, অনন্ত অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে কি রূপে জানিবে? অনেক যাত্রিক অশ্ব চালন করিয়াছেন, সেখানে পঁহুছিতে পারেন নাই। যে যাত্রিক সে রাজ্যের অনুসন্ধান পাইয়াছেন, তিনি প্রত্যাবর্ত্তনের দ্বার একেবারে বন্ধ করিয়াছেন। সেই সভাতে যাঁহাকে পান পাত্র দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাকে সংসার-বিস্মৃতির সুরা প্রদত্ত হইয়াছে। এক পক্ষীর চক্ষু অন্ধ, অপর পক্ষীর পক্ষ দগ্ধ। এক জন স্বর্গীয় ভাণ্ডারের পথ পাইল না, এক জন তাহা পাইল, ফিরিয়া আসিতে পারিল না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

সমাপ্ত।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।